চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ

বেদান্তদর্শনম্

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃত শারীরিক ভাষ্য—

শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রকৃত ভামতী নামকতট্টীকোপেতম্—

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত

সূত্রার্থসংক্ষেপ-ভাষ্যানুবাদসমেতম্

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেণ

প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ২০৲ নির্দ্ধারিত হইল।

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২১।১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
জ্যৈষ্ঠ,
১৩৬১

ছেপেছেন—
শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার
"বি. পি. এম্.'স্ প্রেস"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
চার টাকা

মুখবন্ধঃ।

ইহ খলু ভগবান্ পরমকারুণিকো মুনির্ব্বাদরায়ণঃ কর্ম্মকাণ্ডোদিতযজ্ঞদান-তপঃস্বাধ্যায়াদিকর্ম্মভির্ব্বিশুদ্ধাশয়ানাং শমদমাদিমতাং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেনেহামুত্রফলভোগবিরাগিণাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষোপায়ভূতামধ্যাত্মবিদ্যামুপদিদিক্ষুঃ "অথাহতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদিভিঃ সূত্রজাতৈরখিলোপনিষদ্বাক্যানি বিচার্য্য সংগ্রথয়ামাস। সোঽয়ং গ্রন্থশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্ব্বিততো বেদান্তশাস্ত্রমিতি ব্রহ্মমীমাংসেত্যুত্তরমীমাংসেতি চ ব্যপদিশ্যতে ব্যবহর্তৃভিঃ। তত্র তাবৎ প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং তাৎপর্য্যতো ব্রহ্মণি পর্য্যবসানলক্ষণঃ সমন্বয়ঃ, দ্বিতীয়ে সম্ভাবিতবিরোধপরিহারঃ, তৃতীয়েঽধ্যাত্মবিদ্যাসাধননির্ণয়ঃ, চতুর্থে চ বিদ্যাফলবিচারঃ সূত্রিতঃ।

সোঽয়ং সূত্রগ্রন্থঃ কালবশাৎ কৃশত্বমাপন্নোঽপি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈস্তদুপরি ভাষ্যং নাম প্রসন্নগম্ভীরং মহানিবন্ধং বিরচয্য সমুপবৃংহিতঃ, তদনু চ বাচস্পতি-মিশ্রপ্রভৃতিভিরাচার্য্যবর্য্যৈর্ভামতীপ্রমুখানুদারনিবন্ধনিচয়ান্ নিবধ্য সুপ্রতিষ্ঠাপিতশ্চ। শঙ্করাচার্য্যপ্রাদুর্ভাবস্তু বিক্রমার্কসময়াৎ প্রগতে ৮৪৫ পঞ্চচত্বারিংশদধিকাষ্টশতমিতে সংবৎসরে কেরলদেশে কালপীগ্রামে শিবগুরু-শর্ম্মণো ভার্য্যায়াং সমভবদিতি সম্প্রদায়বিদ আহুঃ। অস্মাচ্চ ভগবতঃ শঙ্করা-চার্য্যাৎ প্রাগেতস্য ব্রহ্মসূত্রাখ্যগ্রন্থস্য ভগবদ্বোধায়নাচার্য্যকৃতাতিবিস্তীর্ণা বৃত্তি-নামধেয়া ব্যাখ্যাসীদিতি প্রমাণতো বিজ্ঞায়তে। তামেবাবলম্ব্য রামানুজেন বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রতিপাদকং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং নিরমায়ীতি রামানুজীয়ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যদর্শনান্নিশ্চীয়তে।

শঙ্করস্তাবদেবং মেনে।—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "তরতি শোকমাত্ম-বিৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যৈর্ব্বোধিতস্য সফলস্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানস্য সাধনং শ্রবণং "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি শ্রুতির্ব্বোধয়তি। শ্রবণঞ্চ নাম বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণানুকূলো বিচারঃ। তাদৃশেনৈব শ্রবণেন নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তদেব তাবৎ সমস্তদুঃখোপশমক-মানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনং মুমুক্ষূণাম্। তচ্চ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং বস্তুতঃ প্রাপ্তমপ্যনাত্মবিদ্যাবশাদপ্রাপ্তকল্পমস্তীত্যতস্তৎ প্রেপ্সিতমিব ভবতি। যথা চ স্বগ্রীবাগতমপি গ্রৈবেয়কং কুতশ্চিৎ ভ্রমাৎ নাস্তীতি মন্যমানঃ পরেণ প্রতিবোধিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ।

ন চ লোকে বহুশঃ কৃতশ্রবণস্যাপি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানানুৎপত্তিদর্শনাদকৃতশ্রবণস্য চ বামদেবাদের্গর্ভবাসকাল এব তদুৎপত্তিদর্শনাচ্চ শ্রবণং ন ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুরিতি বাচ্যম্, সহকারিবৈকল্যেনান্বয়ব্যভিচারস্য দোষত্বাভাবাৎ, জাতিস্মরস্য তস্য তস্য চ জন্মান্তরীয়শ্রবণাৎ ফলসম্ভবেন ব্যতিরেকব্যভিচারাযোগাচ্চ। নো খলু কৃতশ্রবণস্য নিয়মেন সর্ব্বত্র শাব্দং পরোক্ষমেব জ্ঞানমুপজায়তে। সন্নিকৃষ্টযোগ্যবস্তুবিষয়কস্য যাবৎপ্রমাণজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাৎ। চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য বহ্নেঃ সত্যামনুমিৎসায়ামনুমানজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাব্যভিচারাৎ। কেনচিন্নিমিত্তেন ব্যাধকুলসম্বর্দ্ধিতস্য রাজকুমারস্য স্বীয়যথার্থস্বরূপানভিজ্ঞস্যাপি কদাচিৎ প্রাপ্তেঽবসরে রাজকুমারস্ত্বমসীত্যাপ্তবাক্যাৎ স্বস্বরূপসাক্ষাৎকারোদয়দর্শনাচ্চ শব্দানামপ্যপরোক্ষজ্ঞানজননক্ষমত্বমস্ত্যেবেতি নাত্র বিবদিতব্যম্। অতএব শ্রুতিবিহিতানাং শ্রবণমননাদীনাং তৃণারণিমণিন্যায়েন প্রত্যেকং ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বমস্ত্যেবেতি সিদ্ধান্তিতম্।

কিঞ্চাস্যাং ভ্রান্তিদশায়াং সংসারদশায়াং বা যদয়মহমস্মীত্যহম্প্রত্যয়ানুবিদ্ধমাত্মজ্ঞানমবভাসতে, তন্ন প্রমারূপম্। অনিয়তাকারতয়া সন্দিগ্ধত্বাৎ। তথা হি—স্থূলোঽহং কৃশোঽহং ইত্যাদ্যনুভবকালীনাহম্প্রত্যয়ো দেহাভিন্নমাত্মানং গৃহ্লাতি। তথা বধিরোঽহমন্ধোঽহমিত্যাদ্যনুভবকালীনাহম্প্রত্যয় ইন্দ্রিয়াকারমাত্মানং গৃহ্লাতি। এবমন্যদাপ্যন্থং। তস্মাদহম্প্রত্যয়েনানিয়তাকারাত্মবস্তুগ্রহণাদস্ত্যেব তত্র সন্দিগ্ধতা। সন্দিগ্ধত্বাদেব চ তত্রাস্তি প্রমাত্ত্বাঘাতঃ। অপি চ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" ইতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ সমস্তোপাধিশূন্যমখণ্ডৈকরসমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশন্তি। অহম্প্রত্যয়স্তু প্রাদেশিকমনেকবিধদুঃখশোকাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতমাত্মানং প্রত্যায়য়তি। ততোঽপি সন্দিগ্ধতাত্মবস্তুনঃ। তত্রাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কেন স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবেন শ্রুতিবচনেন বিরুদ্ধত্বাদহম্প্রত্যয়প্রতীতস্যাপ্রামাণ্যমেবাধ্যবসীয়তে। নিশ্চীয়তে চ দেহাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসেন স্থূলোঽহমিত্যাদিরূপোঽহম্প্রত্যয়ো ভ্রান্তিবিলসিত ইতি। অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিরিতি ভ্রান্তেরৌৎসর্গিকং লক্ষণম্। বিশেষলক্ষণন্তু ভাষ্যে প্রথিতমস্তীতি তদ্দ্রষ্টব্যম্। ন চাঽপুরোবর্ত্তিনি নিরবয়বে নীরূপে চ চিদাত্মনি দেহাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসোঽর্ঘঘট এব অদৃষ্টত্বাদিতি মন্তব্যম্। অধ্যাসহেতোরনাদ্যজ্ঞানদোষস্য নিরর্গলত্বাৎ। ন চায়মস্তি নিয়মো যৎ পুরোবর্ত্তিত্বাদিবিশিষ্ট এব বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি, যতো বালাঃ কিল অতাদৃশেঽপ্যাকাশে তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। বস্তুতস্ত্বারোপ্যপদার্থস্য সত্ত্বমধ্যাসে নাপেক্ষিতং, কিন্তু প্রতীতিমাত্রম্।

এবঞ্চ কূটকার্ষাপণাদিনা ব্যবহারদর্শনাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বমিথ্যাজ্ঞানোপস্থাপিত-দেহাদিপ্রপঞ্চপ্রতীতিরেবোত্তরাধ্যাস উপযোক্ষ্যতে, ন তত্ত্বং কিমপি। যদ্যপি দেহাদিপ্রপঞ্চস্য কথঞ্চিৎ প্রতীতৌ সত্যামধ্যাসঃ সিধ্যতি, সিদ্ধে চাধ্যাসে দেহাদিপ্রপঞ্চস্য প্রতীতিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় আপততি, তথাপি নাঽসৌ দোষঃ। বীজাঙ্কুরবৎ সংসারপ্রবাহস্যাঽনাদিত্বেন , তৎকারণস্যাধ্যাসস্যাপ্যনাদিত্বাৎ। তদেবমপরিচ্ছিন্নে চৈতন্যৈকরসেঽদ্বিতীয়ে প্রত্যগাত্মবস্তুন্যঽধ্যস্তো নিখিলো-ঽন্তঃকরণাদির্জ্জড়বর্গশ্চেতনবৎ সদ্রূপেণাবভাসতে, প্রত্যগাত্মা চান্তঃকরণাদিম্ব-ঽধ্যস্তোঽন্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ সন্ পূর্ণোঽপি প্রাদেশিক ইব, চেতনোঽপি জড় ইবাব-ভাসমানঃ কর্ত্তা ভোক্তা চাঽহঙ্কারাস্পদমুপজায়তে। সোঽয়মনির্ব্বচনীয়ো মিথ্যা-জ্ঞানবিলাসোঽনাদিরপার ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ সর্ব্বানর্থমূলকারণং ন শক্যতে তত্ত্বজ্ঞানমন্তরা সমূলঘাতং হন্তুম্। তস্মাদাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালাভ্যাসজন্মনা প্রবলতর-তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণাঽনন্তজন্মান্তরপ্রণালিকাগতঃ সুদৃঢ়োঽপি মিথ্যা-জ্ঞানসংস্কারঃ সমূলঘাতং বিহন্যত ইত্যুপদিশতি মাতেব হিতকারিণী শ্রুতিঃ "দ্রষ্টব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিকা।

অস্মিন্ হি শাস্ত্রে ব্রহ্মণো যৎ জগৎকারণত্বরূপং লক্ষণমুক্তং, তন্ন পরমাণুনা-মিবারম্ভকত্বরূপং, নাপি প্রকৃতেরিব পরিণামিত্বরূপং, কিন্তু মায়য়া ব্যোমাদি-রূপেণ বিবর্ত্তমানত্বলক্ষণম্। তথা চেন্দ্রজালসদৃশস্যাস্য জগতো মায়িকত্বেন তাত্ত্বিকসত্তাশূন্যত্বাৎ জগৎকারণত্ববোধিকা শ্রুতির্জ্জগদ্ব্রহ্মণোস্তাত্ত্বিককার্য্য কারণভাবং নাভিধত্তে, কিন্তৌপচারিকমেব। যথা চাস্মিন্ লোকে প্রসিদ্ধো মায়াবী পরমৈন্দ্রজালিকো মণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগসংক্ষুভ্যমাণয়া মায়য়া প্রেক্ষকাণাং বিস্মাপনমিন্দ্রজালং সৃজতি, তথা মহামায়াবী মহেশ্বরোঽপ্যনন্তশক্তির্নির্ব্যাপার এব স্বেচ্ছামাত্রেণাঽখিলং সৃজতি। যা তস্যেচ্ছাশক্তিঃ, সৈব মায়েত্যাঽস্মিন্ বেদান্তশাস্ত্রে নিগদ্যতে। জীবেশ্বরবিভাগোঽপি তদ্বিভেদাদুপপদ্যত এব। একাপি হি গুণবত্যিচ্ছাশক্তীরজস্তমোঽনভিভূত-শুদ্ধসত্ত্ব-গুণপ্রধানা সতী মায়েতি, রজস্তমোঽভিভূত-মলিনসত্ত্বপ্রধানা সতী চাবিদ্যেত্যভিধীয়তে। একমপি সদ্ ব্রহ্ম মায়োপাধিকমীশ্বর ইতি গীয়তে শ্রুতিস্মৃতিষু। তদেব পুনরবিদ্যোপাধিকং সৎ জীব ইতি চ ব্যপদিশ্যতে, বিশুদ্ধেরেকবিধ-ত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমায়য়া একত্বেন মায়াবিন ঈশ্বরস্যাপ্যেকত্বমেব। মালিন্যস্য তারতম্যেন মলিনসত্ত্বপ্রধানায়া অবিদ্যায়া নানাত্বাৎ তদুপাধিকস্য জীবস্যাপি দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিপ্রভেদেন নানাত্বম্। তত্রেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বনিয়ন্তা। তদুপাধের্মায়ায়াঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানত্বাৎ। জীবস্তু ন তথা, মলিনসত্ত্বপ্রধানয়া অবি-

ত্ময়া উপহিতত্বাৎ। এবঞ্চ কৌন্তেয়স্যৈব রাধেয়ত্ববদবিকৃতস্যৈব পরমাত্মনঃ স্বাঽবিদ্যয়া জীবভাবঃ। যদপি সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং মূলকারণমজ্ঞানং, তদেব প্রকৃতিরিতি মিথ্যাজ্ঞানমিতি মায়েতি চাভিধীয়তে। তদেব পুনর্জ্জীবেশ্বরাদিভেদে কারণমিত্যুপপন্না বিভাগব্যবস্থা। যথা চ স্বভাবতোঽনবচ্ছিন্ন আকাশে ঘটমুপাধিং নিমিত্তীকৃত্য তৎক্রোড়ীকৃতত্বেনাঽংশং কল্পয়িত্বা ঘটাকাশ ইত্যেকো বিভাগঃ, ঘটাদ্বহিরিতি শব্দমাত্রনিবন্ধনো মহাকাশ ইত্যপরো বিভাগঃ। বস্তুতস্তু নাসৌ বিভাগঃ পারমার্থিকঃ, এবং দেহাদিনাঽহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকারেণ বিশেষ্যমাণো জীবঃ, স এব পুনস্তেনাঽবিশেষ্যমাণঃ পরম ইতি বিভাবনীয়ম্।

ঘটোঽস্তি, ঘটঃ স্ফুরতি ইত্যাদিনা ঘটাদিসত্ত্বস্ফুরণগ্রাহকং প্রত্যক্ষমাগমবিরোধাদনৈকান্তিকমেব। দৃশ্যতে হি প্রত্যক্ষদৃষ্টবস্তুস্বরূপস্য বহুশো-ব্যভিচারঃ।

"তলবদ্দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতো হুতাশনঃ॥
বিতস্তিমাত্রং গগনে প্রত্যক্ষেণেন্দুমণ্ডলম্।
দৃশ্যতাং বালিশৈস্তন্ন প্রমাণং শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ॥"

অতএব হ্যাগমস্যৈব নির্ব্বিশঙ্কং প্রামাণ্যমাস্থেয়মেব। অত্রেদমবধারণীয়ম্।—যৎ যদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং, তৎ তস্মিন্ কল্পিতমেব, যথা জলাধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং তরঙ্গবুদ্বুদাদিকং জলে কল্পিতম্। তথা চ বিশ্বমপি সচ্চিদাত্মাধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকত্বাৎ সচ্চিদাত্মন্যেব কল্পিতমিতি কৃতবুদ্ধয়ো বিদাংকুর্ব্বন্তু। যথা স্বগতেনৈব কালিম্না দর্পণস্বভাব আচ্ছাদ্যতে, তথা স্বগতেনৈবাঽনাদ্যনির্ব্বচনীয়াঽজ্ঞানেন স্বস্বরূপমাচ্ছাদ্যতে। তত এব হি বিচারমন্তরেণ বালিশা লোকা দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য স্বাত্মকল্পিতত্বং ন বিজানন্তি। আকাশবদনবচ্ছিন্নঃ পূর্ণঃ সর্ব্বগতঃ স্বয়ম্প্রকাশশ্চিদাত্মা স্বাশ্রিতমূলাজ্ঞানলক্ষণদোষবশাৎ স্বস্মিন্নুত্থিতময়মহমস্মীত্যহঙ্কারভেদেন প্রতিপদ্যতে। অয়মেব স্বাভেদেন গৃহীতোঽহঙ্কার আত্মচৈতন্যখচিতো-ভূত্বা নিখিলং প্রপঞ্চচমৎকারমবভাসয়ন্নাত্মানমানন্দয়তি। তস্মাচ্চ কারণাদেষ আনন্দময়কোষ ইতি বেদান্তশ্রুতিষু কীর্ত্ত্যতে। ততশ্চাঽহং বিজানামীতি বুদ্ধিং বিবর্ত্তয়ন্ বিজ্ঞানময়ং কোষমধিতিষ্ঠতি। ততশ্চাঽহং মন্যে ইতি মননং ভাবয়ন্ সংকল্পবিকল্পাদ্যাত্মকেন মনোময়কোষেণাভ্রিয়তে। ততঃ পরং মনুষ্যোঽহমিত্যাদ্যভিমন্যমানো বাল্যতারুণ্যাদ্যনেকধর্ম্মবতাঽন্নময়কোষেণ দেহাপরনাম্নোপহিতো ভূত্বা নানাবিধান্ পুত্রকলত্রধনাগারাদিরূপান্ দেহতোঽপি বাহ্যান্

বিবর্ত্তান্ বিচরন্ তত্র তত্রাভেদেনোপরজ্যতে। এবং স পরমোঽপি সন্ মিথ্যাজ্ঞানেন মোহমুপগতো দেহাদ্যভিন্নমাত্মানং গৃহ্ণন্ স্বস্য প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে। তদেবমখণ্ডানন্দে স্বপ্রকাশে চিদাত্মন্যহঙ্কারেণ বৃথা প্রসঞ্জিতং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিকং ভেদপ্রতিভাসমপবদিতুং জীবাত্মপরমাত্মনোরভেদং প্রত্যায়য়ন্তি শ্রুতয়ঃ—"তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিকাঃ।

ন চাগ্রমাত্রাবয়বেঽপ্যবয়বিত্বারোপেণাগ্রহস্ত ইতি রাজসচিবেঽপি রাজত্বারোপেণ রাজেতি চ প্রয়োগং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং জীবেশ্বরয়োরংশাংশিভাবাভিপ্রায়তা স্বামিভৃত্যভাবাভিপ্রায়তা বা কল্পনীয়া। যত আকাশস্যেব বিভোরীশ্বরস্যাংশো ন সম্ভবতি। জীবাত্মানশ্চেদীশ্বরাংশাস্তর্হি সোঽপ্যংশীতি স্বীক্রিয়তাম্। অংশিত্বং সাবয়বত্বমিত্যনর্থান্তরম্। তস্য সাবয়বত্বে জন্যত্ববিনাশিত্বাদয়ো দোষা আপতেয়ুরিতি তন্মতমসমঞ্জসমেব। কিঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোর্ভেদঘটিতঃ স্বস্বামিভাবাদির্ন কোঽপি সম্বন্ধো ঘটতে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ পঠিতেন শ্রুতিকদম্বেন যৎ স্ফুটমেবানয়োরখণ্ডত্বাপরপর্য্যায়মদ্বিতীয়ত্বমাম্নাতং, তদেব প্রত্যায়য়িতুং প্রবৃত্তানাং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং ভেদঘটিতাংশাংশিস্বস্বামিভাবাদৌ ন লেশতোঽপি তাৎপর্য্যং স্থাপয়িতুং পার্য্যতে কেনাপি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যাদ্যনেকশ্রুতিভির্ব্বলবতীভিঃ স্রষ্টুরীশ্বরস্য স্বসৃষ্টেষু সংঘাতেষ্ববিকৃতস্যৈব প্রবেশবোধনাৎ ভেদঘটিতস্বামিভৃত্যভাবাদিসম্বন্ধস্য দূরনিরস্তত্বমবধারণীয়মেব। "যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবং—" ইত্যাদিকাস্তু শ্রুতয়স্তত্তদুপাধিকল্পিতভেদমাশ্রিত্য প্রবৃত্তা ইত্যৌপচারিকমেব তত্র তত্র তত্তদ্ভেদশ্রবণম্। ততশ্চ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সাধু সঙ্গচ্ছন্তু এব। কিমধিকেনোক্তেন—ঔপাধিকত্বেনাতাত্ত্বিক এব দ্বৈতপ্রপঞ্চ ইতি সর্ব্বাসাং বেদান্তশ্রুতীনাং হৃদয়ম্।

এতৎ সর্ব্বং মনসিকৃত্য পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ শারীরকং নাম ভাষ্যং বাদরায়ণকৃতব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানাত্মকং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিভিরুপবৃংহিতং ন্যায়ৈশ্চ লৌকিকবৈদিকৈর্দৃঢ়ীকৃতং নির্ব্বিশেষাদ্বৈতপ্রতিপাদকং বিরচয়ামাস। তস্যায়মুপক্রম উপোদ্ঘাতো বা—যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি। অস্যোপোদ্ঘাতসন্দর্ভস্যাধ্যাসভাষ্যমিতি প্রসিদ্ধিরস্তীত্যাস্তাং তাবৎ, সর্ব্বমগ্রে দর্শনপথমাগমিষ্যতীত্যলং বহুনা।

শ্রীকালীবরশর্ম্মণাম্।

ভাষা-ভাষ্য-ভূমিকা



পূর্ব্বে দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভগবান্ বেদব্যাস সমুদায় বেদরাশি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চার ভাগে বিভক্ত করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এতন্নামক কাণ্ডত্রয়ে বিভূষিত। মহামুনি জৈমিনি কর্ম্মীদিগের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ ভাগের ও তদীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাস মুমুক্ষুদিগের নিমিত্ত উপাসনা ও জ্ঞান, এই দ্বিকাণ্ডী বেদের উৎকৃষ্ট মীমাংসা গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনির অভিপ্রায়, অধিকারী জীবনিবহ নিত্য নিয়মিত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে রত থাকুক, এবং ব্যাসের অভিপ্রায়, কর্ম্মী লোক কর্ম্মের দ্বারা পূত হইয়া তাহা হইতে (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মুক্ত হউক। জৈমিনি মুনি জানিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়, তাই তিনি লোকের কর্ম্মবৈগুণ্য না জন্মে, এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্মমীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কর্ম্মের স্বভাব এই যে, কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে কাম্যফল প্রদান করিবে, এবং নিষ্কাম মুমুক্ষুকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে মোক্ষের সোপান-পরম্পরায় অধিরোহণ করাইবে। কামনা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মকরণে প্রসক্ত বা রত থাকিলে অল্পে অল্পে কামক্রোধাদি মনোদোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, ক্রমে বৈরাগ্য আইসে, পরে শমদমাদি গুণ দৃঢ় হওয়ায় মুক্তির পরম কারণ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হওয়া যায়, সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই কারণ। সকাম কর্ম্ম ভোগের ও নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের সোপানস্বরূপ। স্বর্গাদি ভোগের ও ভোগক্ষয়রূপ মোক্ষের সোপান-স্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানরহস্য অর্থাৎ বিচার বা মীমাংসা জৈমিনি মুনিকর্ত্তৃক এবং মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সহায় উপাসনার স্বরূপ, রহস্য বা মীমাংসা বেদ-গুরু ব্যাসকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অদ্যাপি ইহ জগতে বিরাজিত ও পূজিত আছে। জৈমিনিকৃত কর্ম্মরহস্য পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা নামে এবং ব্যাসের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরহস্য ব্রহ্মমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শন নামে বিখ্যাত।

পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থ ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষ ৪ অধ্যায় দেবতা-কাণ্ড ও সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই সঙ্কর্ষণকাণ্ড অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার কোন ভাষ্য কি টীকা আছে কি না, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার অনেক ভাষ্য, বৃত্তি, বার্ত্তিক ও টীকা আছে। স্বস্বমতের অনুকূলে বেদান্তের টীকা বা ব্যাখ্যা নাই এমন সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য ও আধুনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির, শৈবসম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য প্রভৃতির, সন্ন্যাসীদলে শঙ্কর প্রভৃতির ভাষ্যাদি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। এমন কি ৺রাজা রামমোহনরায় মহোদয়ও এই বেদান্তসূত্রের উপর স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যাখ্যাকারের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য আচার্য্যেব ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। বেদান্তসূত্রের খুব পুবাতন ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায় না। পুরাতন ব্যাখ্যা-কারের মধ্যে বোধায়ন মুনি ও পাণিনিগুরু উপবর্ষ পণ্ডিত (*) এই দুই আচার্য্যই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই দেখা যায়, রামানুজ ও শঙ্করস্বামী এই দুই ভাষ্যকার ঐ দুই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের বাক্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্র গুরু-শিষ্য ও আচার্য্যসমাজে বিশেষ মান্য-গণ্য ও আদরণীয় ছিল। মধ্যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবে ইহা হতাদর ও বিরল-প্রচার হইয়াছিল সত্য; পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই ভগবান্ শঙ্কর-সূর্য্য উদিত হইয়া ভাষ্য-কিরণ বিস্তার করতঃ সমুদায় অধ্যাত্মবিদ্যার আবরক অন্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। সংবৎ অব্দের ৮৪৫ অতীত হইলে কেরল দেশের কালপী গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণের ঔরসে জ্ঞানগুরু শঙ্করের জন্ম হয়। প্রথিত আছে, সর্ব্বজ্ঞকল্প শঙ্কর ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সমুদায় উপনিষদের,

(*) বোধায়ন এক জন ঋষি। উপবর্ষ পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি মুনি শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্বের লোক, সুতরাং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ অতি পুরাতন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ বাদরায়ণ ব্যাসের কি না, সংশয় করিবার অল্পমাত্রও কারণ নাই। মহাভারত-প্রণেতা ব্যাস মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস মহাভারতান্তর্গত গীতাপর্ব্বাধ্যায়ের "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।

ভগবদ্গীতার, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ের ও ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অতি উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেক প্রকরণ গ্রন্থও * (অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজ কাল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যত-গুলি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই অধিক পুরাতন। শঙ্করের অনেক পরে বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মতের অনুকূলে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজের মত পরে বলিব, আগে শঙ্করের মত বলা যাউক। শঙ্কর বলেন—

"জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়", "আত্মজ্ঞ সংসারদুঃখ অতিক্রম করে" এই সকল আপ্তবাক্য-প্রমাণে ও তদনুকূল যুক্তিতে স্থির হয় যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। "ব্রহ্মই আমি" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, এতগুলি একত্রিত হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপ শুনাই শুনা, তদ্ভিন্ন শুনা শুনা নহে। তোমার বাড়ী গিয়া আমি তোমার চাকরকে বলিলাম, তামাক সাজ্। সে তামাক সাজিল না। আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনিল না। সত্য সত্যই কি সে আমার "তামাক সাজ্" এই কথা শুনে নাই? "তামাক সাজ্" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই? তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা সে মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অথবা সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই। বক্তব্য তাহাই, কিন্তু শব্দ সাজাইলাম—"তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই।" অতএব, উপর উপর শুনা, শুনা নহে, শ্রুত পদার্থে আদর ও বিশ্বাসাদি না করিলে তাহাও শুনা হয় না।

বলিতে পার, শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনেক লোক বেদান্ত না পড়িয়া এবং তত্ত্বমসি বাক্য না শুনিয়াও জ্ঞানী হয়। শাস্ত্রেও শুনা যায়, কপিল ও বামদেবপ্রভৃতি ঋষি জন্মজ্ঞানী; সুতরাং শ্রবণের ফল

* উপদেশসহস্রী, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি।

তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহার কারণতার অভাব ঘটে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি-মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহকার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়। বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এতৎজন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহ জন্মে তাঁহাদের শ্রবণ-মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব, শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে, অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি সংঘটিত হয়, সে ঘটনা মননের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহি, এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হইবে। অন্যথা হইলে হইবে না। এই স্থলে কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ এবং অন্য দুইটী (শ্রবণ ও মনন) তাহার সহায়।

আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরু-মরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি, ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়। অনন্তর "আমি" এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তি-বিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়, মন, এ সকল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহং-জ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। তদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তাহাকে মোক্ষ বল, জীবত্বনাশ বল, জীবন্মুক্তি বল, তুরীয়প্রাপ্তি বল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার। সে অবস্থা সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ-দুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, আনন্দ-ঘন, একরস ও কূটস্থনিত্য।

একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যই উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি) ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক; নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অবভাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদ্বয় মহান্ ব্যাপক চৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি, সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান, তাহা তাহাই অসত্য। সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এবং ঐ প্রতীতি সুদৃঢ় বা অবিচালিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান্ গুরু যখন বিবেকী ও মুমুক্ষু শিষ্যকে "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন, তখন তাহার তদুক্ত বাক্যের সামর্থ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ববোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই বোধ সাধনের বলে অপরোক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করে। শ্রবণাদির পর দুইপ্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখা যায়। এক পরোক্ষরূপে, অপর অপরোক্ষরূপে। বাক্যপ্রকাশ্য বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তদ্বস্তুবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। "তুমিই দশম" এই বাক্য "দশম নাই" এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া শ্রোতাকে আপনার দশমত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়াছিল *। "তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ" এই বাক্য রাজপুত্রের ব্যাধভ্রান্তি

* দশম। দশ জন চাষা একদা দেশান্তর যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক নদী, সন্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় নাই দেখিয়া সন্তরণ দ্বারা পার গমন করিল। দশ জনই আছি কি না, কেহ নক্রকুম্ভিরগ্রস্ত হইয়াছে কি না, বুঝিবার নিমিত্ত একে একে সকলেই সকলকে গণিল, পরন্তু গণনামধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট না করায় দশম নাই, সকলের এই প্রতীতি (ভ্রান্তি) জন্মিল, তাহাতে তাহারা দশমের জন্য অনেকবিধ শোক পরিতাপাদি করিতে লাগিল। এই সময়ে জনৈক বিজ্ঞ পথিক তথায় আগমন করতঃ তাহাদের শোকের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে পুনর্গণনা করিতে বলিল। নবম পর্য্যন্ত গণনা হইলে পথিক উপদেশ

বিদূরিত করিয়া তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়াছিল *। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যও শিষ্যের মনুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মত্ব-সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ এই যে, ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে "আমি অমুক" এই সদ্বয়ভাব বা পরিচ্ছেদভ্রান্তি প্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন, সুতরাং অদ্বয়ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য জিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করে, তদ্দ্বারা ক্রমে তাহার "আমি অমুক" এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয়ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। যদিও আলোকও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর বিরোধী, † তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবক-

---

করিল, "তুমি দশম।" "তুমি দশম" এই উপদেশে তাহাদের ভ্রান্তি গেল এবং দশম জ্ঞান অপরোক্ষ পথে আসিল। তখন তাহাদের শোক মোহ বিনষ্ট হইল। বাক্য এই উদাহরণের অনুরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

* রাজপুত্র। এক সময়ে কোন এক রাজপুত্র চৌরনীত হইয়া ব্যাধকুলে বিক্রীত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে তদীয় কোন এক আত্মীয় তাহাকে "তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ" এইরূপ এইরূপ বাক্য বলিয়া তাহার জন্মবৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেয়। তাহাতে তাহার ব্যাধ-পুত্রতাভিমান বিদূরিত ও স্বরূপসম্বোধ উদিত হয়।

† বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না, তেমনি, জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ অস্বীকার করা ন্যায্য নহে। কারণ, জ্ঞান অজ্ঞান একত্রাবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত। ঘটাকারা মনোবৃত্তি ও ঘটাভাবাকারা মনোবৃত্তি একত্রিত হয় না, এই মাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত উভয় বৃত্তির গ্রাহক যে আত্মচৈতন্য, তাহা তাহার অধিকারভুক্ত নহে। আত্মচৈতন্যে দ্বিপ্রকার বৃত্তিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাসমান হইয়া থাকে। যাহা আত্মা বা চেতন, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা তাহার প্রতিযোগী—বিপর্য্যয়—এবং আচ্ছাদক—কখন বা পার্শ্বস্থায়ী—তাহাই অজ্ঞান। অতএব, মূলাজ্ঞান ও মূল জ্ঞান ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানের তুল্যস্বভাবাপন্ন নহে। সেই জন্যই চিৎ ও জড় এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থের অভিভাব্য-অভিভাবকভাব সম্ভব হয়।

ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ-বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে, কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞানসংশ্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংশ্রব দৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে, কখন বা নিকটে, কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মোক্ষের আশা করি। যেমন অন্ধকারকালে আলোকের অপসার, এবং আলোককালে অন্ধকারের অপসার হয়, তেমনি, অজ্ঞান-কালে জ্ঞানের তিরোভাব ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞান পলায়ন করিবে; ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানই সংসার; সংসার অন্য কিছু নহে। অখণ্ডচেতন অদ্বয়ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদিপরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। চিদাত্মা ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখন বা সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ শাস্ত্রে ঐশী শক্তি, জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, সৃষ্টিশক্তি ও মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্যপ্রপঞ্চ, সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্য তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে। সে জন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাযভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। অস্তি—আছে (১), ভাতি—প্রকাশ

পাইতেছে (২), প্রিয়—ভাল বা বেশ্ এই ভাব (৩), রূপ—ইহা এতৎ-প্রকার (৪), নাম—ইহা অমুক বস্তু (৫)। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুইটী রূপ জগৎ, অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। সেই জন্যই বলা যায় "জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।"

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় "অহং—আমি" এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসারকালের অহং-জ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞানকালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন শরীর অবলম্বন করতঃ অবস্থান করে, পূর্ণ-চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না, সুতরাং সংসারকালের অহং-জ্ঞান অস্থি-রতা বিধায় সন্দিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর ন্যায় হিতাভি-লাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধি-কারিতা লাভের জন্য ও বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য প্রথমে চিত্তপরিকর্ম্ম-কারক উপাসনা প্রয়োজনীয়। শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কিছু দিন রত থাকিলেই চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হয়, তখন শ্রবণাদিকার্য্যে অধিকারিতা জন্মে। মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতি-বন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হয়, প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তি ব্রহ্মদর্শন করায়, করাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর অহং থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ জন্মে। শ্রোতার চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মের 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ' দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, এ লক্ষণ স্বরূপসন্নিবিষ্ট। জগৎকারণ হইলেও তিনি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন, সুতরাং অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্ত্তী কারণ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়শা)। লূতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্যপ্রাধান্যে নিমিত্ত কারণ এবং স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃজন করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা

তার অপ্রত্যাখ্যেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ-বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে, কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞানসংশ্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংশ্রব দৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে, কখন বা নিকটে, কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মোক্ষের আশা করি। যেমন অন্ধকারকালে আলোকের অপসার, এবং আলোককালে অন্ধকারের অপসার হয়, তেমনি, অজ্ঞান-কালে জ্ঞানের তিরোভাব ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞান পলায়ন করিবে; ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানই সংসার; সংসার অন্য কিছু নহে। অখণ্ডচেতন অদ্বয়ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদিপরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। চিদাত্মা ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখন বা সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ শাস্ত্রে ঐশী শক্তি, জগদ্‌যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, সৃষ্টিশক্তি ও মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্যপ্রপঞ্চ, সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্য তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে। সে জন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। অস্তি—আছে (১), ভাতি—প্রকাশ

পাইতেছে (২), প্রিয়—ভাল বা বেশ্ এই ভাব (৩), রূপ—ইহা এতৎ-প্রকার (৪), নাম—ইহা অমুক বস্তু (৫)। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুইটী রূপ জগৎ, অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। সেই জন্যই বলা যায় "জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।"

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় "অহং—আমি" এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসারকালের অহং-জ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞানকালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন শরীর অবলম্বন করতঃ অবস্থান করে, পূর্ণ-চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না, সুতরাং সংসারকালের অহং-জ্ঞান অস্থি-রতা বিধায় সন্দিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর ন্যায় হিতাভি-লাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধি-কারিতা লাভের জন্য ও বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য প্রথমে চিত্তপরিকর্ম্ম-কারক উপাসনা প্রয়োজনীয়। শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কিছু দিন রত থাকিলেই চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হয়, তখন শ্রবণাদিকার্য্যে অধিকারিতা জন্মে। মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতি-বন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হয়, প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তি ব্রহ্মদর্শন করায়, করাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর অহং থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ জন্মে। শ্রোতার চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মের 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ' দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, এ লক্ষণ স্বরূপসন্নিবিষ্ট। জগৎকারণ হইলেও তিনি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন, সুতরাং অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্ত্তী কারণ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়শা)। লূতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্যপ্রাধান্যে নিমিত্ত কারণ এবং স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃজন করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা

তাহার নিজ শরীরেই আছে। বিবর্ত্তশব্দের অর্থও শ্লোকে প্রথিত আছে—

"সতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

সত্য সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার। রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত; সুতরাং এই দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজালসদৃশ তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগে ক্ষুভ্যমান মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃজন করে, সেইরূপ, মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছা দ্বারা জগৎ সৃজন করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই এতৎশাস্ত্রে মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বরবিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্টসত্ত্ব-প্রাবল্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্ব-প্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর, আর অবিদ্যায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া এক, সেজন্য ঈশ্বরও এক। মালিন্যের অল্পাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা—সুর, অসুর, মানুষ, পশু, ইত্যাদি। মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতা বশতঃ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের জীব হওয়া কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয় হওয়ার অনুরূপ। অপিচ, যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনি ব্রহ্মও মনুজাদি উপাধিতে (আধারে) জীব ও তদপগমে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব, তিন প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে, যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহাতে তাহা কল্পিত। যেমন তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত, অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে, তেমনি, এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদ্দৃষ্টে স্থির করা যায়, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যে কল্পিত। অজ্ঞ জীব এই আত্মকল্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ। যদ্রূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছস্বভাব প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ, স্বীয় অনির্ব্বাচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই অজ্ঞ

জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। বিচারাত্মক শ্রবণাদির দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জ্জিত হইলে তখন তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য; অপর সমস্ত আমাতে ও আমারই কল্পিত।

আত্মা আকাশের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন, পূর্ণ, সর্ব্বগত, স্বয়ম্প্রকাশ ও চেতন। ইহার পার্শ্বচর অজ্ঞাননামক দোষ ইহাতে প্রথমে বৃথা অহং-প্রতিভাস উত্থাপন করে। অহং-প্রতিভাস উৎপন্ন হওয়াতেই ক্রমে অসংখ্য দ্বৈত-প্রতিভাস উৎপন্ন হয়। জীব বস্তুতঃ পরম, পরন্তু তিনি পরম হইয়াও স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানের দোষে অপরম অর্থাৎ প্রাদেশিক (পরিচ্ছিন্ন) জীব হইয়া আছেন, এবং জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াতেই বৃথা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভোগ করিতেছেন। জননী অপেক্ষা অধিক হিতৈষিণী শ্রুতি তাহা বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদক (অভেদবোধক) "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন।

যদি বল, অভেদ তত্ত্বমসি-বাক্যের মুখ্যার্থ নহে, ঔপচারিক; লোকে যেমন অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি শ্রুতি চৈতন্যাংশে ব্রহ্মস্বভাবের সাদৃশ্য আছে দেখিয়া জীবকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অথবা জীব ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক, তৎকারণে শ্রুতি জীবকে ব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাদৃশ্য থাকিলে সদৃশ বস্তুকে তৎস্বরূপ বলা যায় এবং অংশাংশিভাব সেব্যসেবকভাব অথবা স্বামিভৃত্যভাব থাকিলেও ঐ রূপ প্রয়োগ হইতে পারে। হয় ত শ্রুতির অভিপ্রায়—অংশাংশিভাব, না হয় স্বামিভৃত্যভাব, না হয় সেব্যসেবকভাব। শঙ্কর বলেন, প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। অংশাংশিভাব অথবা স্বামিভৃত্যভাব অভিপ্রায়ে ঐ সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, শ্রুতিসন্দর্ভের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও তাৎপর্য্য বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, অভেদ অর্থ গৌণ নহে; প্রত্যুত মুখ্য। বিবেচনা কর, আকাশের ন্যায় নিরবয়ব বিভু পরমেশ্বরের অংশ নিতান্ত অসম্ভব। জীবগণ ঈশ্বরাংশ, এ কথা সত্য হইলে ঈশ্বর অংশী, এ কথাও সত্য হইবে; কিন্তু তাহা অযুক্ত। বিবেচনা কর, অংশী ও সাবয়বসমান কথা এবং সাবয়ব পদার্থ যে জন্যত্ববিনাশিত্বাদি দোষে প্রলিপ্ত, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এবিষয়ে অধিক কি বলিব, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাব বা সেব্য-সেবকভাব শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিরোধী; সে জন্য তাহা অপ্রমাণ। অপিচ,

উপক্রমে ও উপসংহারে পরিপঠিত* "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, অন্য কিছু ছিল না।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" "অদ্বয় ব্রহ্মই আদি তত্ত্ব।" এই সকল শ্রুতি সুব্যক্তরূপে অদ্বয়-ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎ-প্রতিপাদনার্থ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাবে কি অন্যভাবে ঐ সকল শ্রুতির অল্পমাত্রও তাৎপর্য্য নাই। আরও দেখ, "তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন" "তিনিই এই শরীরে প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতি স্বস্পষ্ট সংঘাতে (দেহে) অবিকৃত পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) অনুপ্রবেশ উপদেশ করিয়াছেন। দুই একটী ভেদ-শ্রুতি আছে সত্য ; পরন্তু সেগুলিও ঔপচারিক অর্থ ব্যক্ত করে। একের ঔপচারিকত্বে অন্যের মুখ্যতা, এ নিয়ম অনুসারে অবশ্যই সেই সেই অভেদশ্রুতি জীবব্রহ্মের অভেদ অর্থ প্রতিপাদন করিবে। অদ্বয় ব্রহ্মবাদেই "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি শ্রুতি সাধুরূপে সঙ্গত হয়। ইহাই বেদান্ত-শ্রুতির হৃদয় অথবা বেদান্তনিহিত রহস্য।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর অভিপ্রেত। শঙ্কর উক্তরূপে শ্রুতিরহস্য অনুভব করতঃ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়া ইহপরলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্যাখ্যার নাম শারীরিক ভাষ্য। ভাষ্যমধ্যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের অনুকূলে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ ও নানা প্রমাণাদি বিন্যস্ত করিয়াছেন। বর্ণিতপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হইবার জন্য যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সে সকল কার্য্য, বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যের উপকরণ, শ্রুতিবিচারের প্রণালী, সাধনরহস্য, উপাসনাতত্ত্ব, কর্ম্মানুষ্ঠানের ও উপাসনা-নিবিষ্ট ব্যক্তির উচ্চাবচ ফল, জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তি ও নির্ব্বাণ মোক্ষ, এ সমস্তই

* উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফলবর্ণন, অর্থবাদ ও যুক্তি-যোজনা, এই ছয়টী প্রস্তাবতাৎপর্য্য ও শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়। উপক্রম=আরম্ভ, উপসংহার=সমাপ্তি। আরম্ভকালের বাক্য ও সমাপ্তিকালের বাক্য যদি একরূপ বা একার্থবোধক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাই তৎপ্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। অভ্যাসশব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ কথন। উপক্রান্ত পদার্থের পুনঃ পুনঃ বা বার বার উপদেশ বা উল্লেখ থাকিলে তাহাকে অভ্যাস বলে। সে উপদেশ অন্যত্র অলব্ধ হইলে অপূর্ব্ব। ফলবর্ণন, অর্থবাদ (প্রশংসাদি) ও যুক্তিপ্রদর্শন সেই উপক্রান্ত বিষয়েই প্রযোজিত হইয়াছে দেখিলে স্থির করিবে যে, তাহাতেই তৎপ্রস্তাবের তাৎপর্য্য।

বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গাগত স্বর্গনরকাদি ফলভোগের কথাও বলিয়াছেন। ঈদৃশ শাঙ্করভাষ্য প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বৌধায়ন মুনির ও আচার্য্য উপবর্ষের বৃত্তি বা ভাষ্য ছিল। তাঁহারা যে কি মর্ম্মে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত নহে। শুনা যায় এবং রামানুজস্বামীর ভাষ্য দৃষ্টে জানা যায় যে, বৌধায়ন ও উপবর্ষ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর ব্যতীত অন্য কেহ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত হৃদগত করেন নাই। নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম একরূপ, তাঁহার আর কোন রূপ বিশেষ অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত, কোনরূপ প্রভেদ নাই। এ সকল ভেদপ্রতিভাস (বিশ্ব) মায়িক ; সুতরাং মিথ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, অন্য দ্বিপ্রকার ভেদ না থাকুক, স্বগত ভেদ আছে। বৃক্ষ এক বটে ; পরন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, ইত্যাদি নানা ভেদ আছে। সে সকল বৃক্ষ ছাড়া নহে ; অথচ ভিন্ন। সেইরূপ, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার নানা ভেদ আছে। জীব ও জীবোপজীব্য জগৎ তাঁহারই প্রভেদ, অথচ তাঁহা ছাড়া নহে। তিনি সেব্য, জীব সকল তাঁহার সেবক। এই মত রামানুজ ও মধ্ব স্বামীর। রামানুজ স্বামীর ও মধ্ব মুনির মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ এই—

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও তিন পদার্থবাদী। তাঁহার মতে চিৎ, জড়, ও ঈশ্বর, এই তিন তত্ত্ব প্রধান। চিৎ=জীব। জড়=দৃশ্য জগৎ। ঈশ্বর=পরমাত্মা হরি। জীব ভোক্তা, দৃশ্য জগৎ তাহাদের ভোগ্য, এবং ঈশ্বর তৎসমুদায়ের নিয়ন্তা। দৃশ্য জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। ভোগ্য, ভোগের উপকরণ, ও ভোগের আয়তন। ঈশ্বর এই ত্র্যাত্মক জগতের কর্ত্তা ও উপাদান। ন্যায়বিৎ গৌতম প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রভৃতিকে বিশ্বের উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু রামানুজ তাহা বলেন না। রামানুজ বলেন, ভগবান্ হরি নিজেই নিজসৃষ্টির উপাদান এবং তিনিই পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবান্, পুরুষোত্তম, বাসুদেব, ইত্যাদি ইত্যাদি নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পরমকারুণিক ও ভক্তবৎসল। যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করে, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করেন। ভক্তবৎসলতা বিধায় তিনি লীলাবিশেষের বশবর্ত্তী হন, হইয়া অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী ভেদে ব্যপদিষ্ট হন। তদীয় ভক্তগণ সোপানারোহণ ন্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া পর পর মূর্ত্তির অনুগ্রহ লাভে চরম সোপানে গিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। উপাসক জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনায় বাসুদেবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের পরম শত্রু দুরিতনিচয় ক্ষয় করিয়া উত্তরোত্তর উপাসনায় অধি-

কারী হয়। অর্চ্চা=প্রতিমাদি। বিভব=অবতার সমূহ। ব্যূহ=সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চার রূপ। বাসুদেব=সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ। এই বাসুদেবই বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্ম আখ্যায় প্রথিত। সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী মূর্ত্তি জীবস্থ ও জীবপ্রেরক রূপে বিজ্ঞেয়।

রামানুজ বলেন, উপাসনা পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎস্থানের মার্জ্জন ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ও ভগবত্তত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস। যোগ শব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তিনামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাকে আবৃত্তিরহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। তাহাই শাস্ত্রান্তরের মোক্ষ। ধ্যানাদি সংস্কৃত ভক্তির দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়; অন্য উপায়ে নহে। ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না।

রামানুজ আরও বলেন, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তি জ্ঞানবিশেষ, জ্ঞানের সার বা ফল। তাহা ইতরবৈতৃষ্ণ্যরূপিণী। ভগবান্ ব্যতীত আর সমস্ত যখন হেয় গোচরে আইসে, তখন যে অনন্যপরা বা অচলা ভক্তি বিকাশমানা হয়, সেই ভক্তিই ভক্তি। বৈরাগ্য ব্যতীত তাদৃশী ভক্তি লাভ করিবার আশা করা যায় না এবং বৈরাগ্যও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। সত্ত্বশুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধতা হইতে অল্পে অল্পে হইয়া থাকে। স্বামী রামানুজ এইরূপ এইরূপ তাৎপর্য্যে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই বৃত্তি এক্ষণে ভাষ্য নামে প্রথিত।

মধ্বাচার্য্যের মত প্রায় ঐরূপ; কোন কোন অংশে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। জীব অণুপরিমাণ, তাহারা ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্র জীবের আশ্রয়ণীয়, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এই কয় বিষয়ে মধ্ব রামানুজের সহিত একমত; পরন্তু তত্ত্ববিভাগ ব্যবস্থায় অন্যমত। মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী এবং তন্মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। অশেষসদ্‌গুণাধার ভগবান বিষ্ণু স্বতন্ত্র তত্ত্ব; জীব ও জড় জগৎ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব। ভগবদ্দাস জীব ভ্রমবশতঃ ভগবদ্দাস্য ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সাম্য ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ অহংব্রহ্মাস্মি উপাসনায় নিবিষ্ট হইলে অধঃপতিত হয়। সে জন্য, অস্বতন্ত্র ও সেবক জীবের ভগবদ্দাস্যই পরম অবলম্বনীয়। অধিক কি বলিব,

পরমসেব্য ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের পক্ষে অন্য কর্ত্তব্য নাই।

মধ্বমতে সেবা প্রধানতঃ ত্রিবিধ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। সর্ব্বদা ভগবদ্রূপের স্মরণ হইবে, এই আশায় তন্মতাবলম্বীরা শরীরে গদাচক্রাদি নারায়ণাস্ত্রের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেন। সর্ব্বদা তাঁহার নাম স্মরণপথে থাকিবে, সেই আশায় তাঁহারা পুত্রাদির "কেশব" "কৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম রাখিয়া থাকেন। এ সকল ব্যাপারও তন্মতে সেবা বলিয়া গণ্য। ভজন দশ প্রকার। দয়া, ভগবৎস্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক। সত্যবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য ও স্বাধ্যায়, এই চার বাচিক। দান, পরপরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন কায়িক।

পরম সেব্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব ভগবানের প্রসন্নতা লাভই অস্বতন্ত্র সেবক জীবের পরমপুরুষার্থ। কিন্তু তাহা ভগবদ্‌গুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সে জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণে জন্মে না। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই তাহা লব্ধ ও স্থিরতর হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্য "অগ্নির্ম্মাণবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যপর। নির্ব্বাণমুক্তি বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় কথামাত্র, সারূপ্য সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ। মধ্ব মুনি এই ভাব হৃদিস্থ করিয়া ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বল্লভাচার্য্যের মতও সংক্ষেপে বলি, প্রণিহিত হউন।

জীব অণু, সেবক, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এ সকল বিষয়ে বল্লভ মধ্বমুনির সহিত একমত। প্রভেদ এই যে, মধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেব্য, বল্লভমতে গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। মধ্ব বলেন, অঙ্কনাদিভেদে সেবা ত্রিবিধ; বল্লভ বলেন, সেবা দ্বিবিধ। ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্ব্বদা কৃষ্ণশ্রবণচিন্তনরূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যার্পণাদি নিষ্পাদ্য ও কায়ব্যাপারনিষ্পাদ্য শারীরী সেবা সাধনরূপা। মধ্ব বলেন, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই মোক্ষ; বল্লভ বলেন, গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডরাসরসোৎসবে নির্ভররসাবেশে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। এতন্মতে জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, প্রীতিমার্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বল্লভ সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী হইয়াও জীবাত্মার ও পরমাত্মার শুদ্ধতা দর্শন করিয়াছেন, সেজন্য তন্মত শুদ্ধ দ্বৈতবাদ নামে প্রখ্যাত। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল কথা আছে, সে সকল তাঁহাদের দর্শনে দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর দ্বৈতবাদীদিগের কথিত প্রকার মুক্তিকে স্বর্গমধ্যে গণনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভ প্রভৃতির অভিপ্রায় তাঁহার অনুমোদনীয় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যাবৎ না অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপত্তি হয়, তাবৎ অমোক্ষ। ভগবৎসারূপ্য ও ভগবৎস্থান লাভ করিলেও কোন না কোন কালে তৎপরিচ্যুত হইতে হইবে। পদে পদে সেবকের সেবাপরাধ সংঘটন হইয়া থাকে। যে দিন তাহা ঘটিবে, সেই দিনেই আবার সংসার আসিবে। ভগবানের নিত্য পার্শ্বদ জয় বিজয় তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব, সাযুজ্য সারূপ্য সালোক্য, এ সকল মুক্তি পরম মুক্তি নহে; কিন্তু গৌণ মুক্তি। অর্থাৎ আপেক্ষিক মুক্তি। ঐ সকল মুক্তি কর্ম্মীদিগের মধ্যে স্বর্গ নামে পরিচিত। মোক্ষের অন্য নাম অমৃত। যাহারা কর্ম্মপ্রভাবে দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ-সন্দোহে অবস্থান করে, শাস্ত্র, প্রশংসা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকেও অমৃতী বলেন। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ বলেন। অথচ তাহারা প্রকৃত মুক্ত নহে। মোক্ষ উৎকর্ষাপকর্ষ-শূন্য, একরূপ ও একরস; সুতরাং তাহা অদ্বয়। অদ্বয় ব্যতীত সদ্বয়ে সংসার-ভয় নিবারিত হয় না, ইহা শ্রুতি উচ্চৈ রবে বলিয়াছেন—"দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্ভবতি।" ইত্যাদি। শাঙ্কর দর্শনে এইরূপ অনেক কথা আছে, সে সকল তত্তৎস্থানে দ্রষ্টব্য। ভূমিকা উপলক্ষ্যে তদীয় মতের সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইল; তাঁহার বিস্তৃতভাব বুঝিতে হইলে সমুদায় ভাষ্যানুবাদ দেখা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর যে, প্রথমতঃ ভাষ্যভূমিকা লিখিয়াছেন, এক মাত্র সেই ভূমিকাই অদ্বৈত প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য যার পর নাই সুগভীর, যুক্তিপূর্ণ ও অদ্ভুত। তাহা পাঠ মাত্রে বিজ্ঞ পাঠকের চিত্ত প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। ভাষ্য পাঠে মন যে কিরূপ প্রফুল্ল হয়, তাহা বর্ণনাতীত, অব্যবহিত পরেই তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। ইত্যলম্।

শিবমস্তু।

সূত্রানুক্রমণিকা

—:[*]:—

অ

আ



দ

প

ব্রহ্মসূত্রীয়ষোড়শপদার্থদর্শনম্

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ	অধ্যায়াঙ্কাঃ।	পাদাঙ্কাঃ।
স্পষ্টব্রহ্মবোধকশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ	১	১
উপাস্যব্রহ্মবাচকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ	১	২
জ্ঞেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ	১	৩
অব্যক্তাদিসন্দিগ্ধপদমাত্রাণামেব সমন্বয়ঃ	১	৪
সাঙ্খ্যযোগকাণাদাদিস্মৃতিভিঃ সাঙ্খ্যাদিপ্রযুক্ততর্কৈশ্চ বেদান্তসমন্বয়স্য বিরোধপরিহারঃ	২	১
সাঙ্খ্যাদিমতানাং দুষ্টত্বপ্রদর্শনম্	২	২
পূর্ব্বভাগেণ পঞ্চমহাভূতশ্রুতীনাং উত্তরভাগেণ চ জীবশ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধপরিহারঃ	২	৩
লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারঃ	২	৪
জীবস্য পরলোকগমনাগমনবিচারপূর্ব্বকবৈরাগ্যনিরূপণম্	৩	১
পূর্ব্বভাগেণ ত্বং-পদার্থস্য উত্তরভাগেণ চ তৎ-পদার্থস্য পরিশোধনম্	৩	২
সগুণবিদ্যাসু গুণোপসংহারস্য, নির্গুণে ব্রহ্মণি অপুনরুক্তপদোপসংহারস্য নিরূপণম্	৩	৩
নির্গুণজ্ঞানস্য বহিরঙ্গসাধনভূতানাং আশ্রমযজ্ঞাদীনাং অন্তরঙ্গসাধনভূতানাং চ শমদমশ্রবণমননাদীনাং নিরূপণম্	৩	৪
শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নির্গুণং উপাসনয়া সগুণং বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতো জীবতঃ পুণ্য-পাপালেপবিনাশ-লক্ষণায়া মুক্তেরভিধানম্	৪	১
ম্রিয়মাণস্য উৎক্রান্তিপ্রকারবর্ণনম্	৪	২
সগুণব্রহ্মবিদো মৃতস্যোত্তরমার্গাভিগমনম্	৪	৩
পূর্ব্বভাগেণ নির্গুণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তেঃ, উত্তরভাগেণ চ সগুণব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকস্থিতেনিরূপণম্	৪	৪

অধিকরণানি

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়পাদে

তৃতীয়পাদে

চতুর্থপাদে

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়পাদে

তৃতীয়পাদে

চতুর্থপাদে

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়পাদে

তৃতীয়পাদে

চতুর্থপাদে

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়পাদে

তৃতীয়পাদে

সমাপ্তং ব্রহ্মসূত্রীয়াধিকরণার্থদর্শনম্ ।

বেদান্তদর্শনম্।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

প্রথমঃ পাদঃ।

—(০)—

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।১।১॥*

তৃতীয়েঽধ্যায়ে পরাপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ো বিচারঃ প্রায়েণাত্যগাৎ, অথেহ চতুর্থেঽধ্যায়ে ফলাশ্রয় আগমিষ্যতি। প্রসঙ্গাগতঞ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষ্যতে, প্রথমং তাবৎ কতিভিশ্চিদধিকরণৈঃ সাধনাশ্রয়বিচারবিশেষমেবানুসরামঃ।

নাভ্যর্থ্যা ইহ সন্তঃ স্বয়ং প্রবৃত্তা ন চেতরে শক্যাঃ।
মৎসরপিত্তনিবন্ধনমচিকিৎস্যমরোচকং যেষাম্ ॥
শঙ্কে সম্প্রতি নির্ব্বিশঙ্কমধুনা স্বারাজ্যসৌখ্যং বহ-
ন্নেন্দ্রঃ সান্দ্রতপঃস্থিতেষু কথমপ্যুদ্বেগমভ্যেষ্যতি।
যদ্বাচস্পতিমিশ্রনির্ম্মিতমিতব্যাখ্যানমাত্রস্ফুট-
দ্বেদান্তার্থবিবেকবঞ্চিতভবাঃ স্বর্গেঽপ্যমী নিস্পৃহাঃ॥

সাধনানুষ্ঠানপূর্ব্বকত্বাৎ ফলসিদ্ধের্ব্বিষয়ক্রমেণ বিষয়িণোরপি তদ্বিচারয়োঃ ক্রমমাহ—"তৃতীয়েঽধ্যায়ে" ইতি। মুক্তিলক্ষণস্য ফলস্যাত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ তদ্-

পরা অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে-কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক যে-কিছু বিচার, সে সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে চিন্তিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তদঘটিত বিচার (সংশয়াদি নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন) কৃত হইবে, এবং প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিচারও

---

* আবৃত্তিঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি সমারোপণং ধ্যেয়াকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিসন্ততিরিতি যাবৎ, কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ। হেতুমাহ অসকৃদিতি। পৌনঃপুন্যেনোপদেশাদিত্যর্থঃ।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয় তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবেক। যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎ কাল করিতে হইবেক। শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বার বার শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃ ৪।৫।৬) "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" (বৃ ৪।৪।২১) "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছা ৮।৭।১) ইতি চৈবমাদি-শ্রবণেষু সংশয়ঃ—কিং সকৃৎ প্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যঃ ? আহোস্বিদাবৃত্ত্যেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? সকৃৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, প্রযাজাদিবৎ, তাবতা হি শাস্ত্রস্য কৃতার্থত্বাৎ, অশ্রূয়মাণায়াং হ্যাবৃত্তৌ ক্রিয়মাণায়ামশাস্ত্রার্থঃ কৃতো ভবেৎ। নম্বসকৃদুপদেশা উদাহৃতাঃ "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদয়ঃ। এবমপি যাবচ্ছব্দমাবর্ত্তয়েৎ। সকৃচ্ছ্রবণং সকৃন্মননং সকৃন্নিদিধ্যাসনঞ্চেতি, নাতিরিক্তম্। সকৃদুপদেশেষু তু "বেদ" "উপাসীত" ইত্যাদিষ্বনাবৃত্তিঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

র্থানি দর্শনশ্রবণমননিদিধ্যাসনানি চোদ্যমানান্যদৃষ্টার্থানীতি যাবদ্বিধানমনুষ্ঠেয়ানি, ন তু ততোঽধিকমাবর্ত্তনীয়ানি, প্রমাণাভাবাৎ। যত্র পুনঃ সকৃদুপদেশাদুপাসীতে-ত্যাদিষু, তত্র সকৃদেব প্রয়োগঃ প্রযাজাদিবদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

যদ্যপি মুক্তিরদৃষ্টচরী, তথাপি সবাসনাবিদ্যোচ্ছেদেনাত্মনঃ স্বরূপাবস্থানলক্ষণায়াস্তস্যাঃ শ্রুতিসিদ্ধত্বাদবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যোৎপাদবিরোধিতয়া বিদ্যোৎপাদেন

দর্শিত হইবে। প্রথমতঃ কয়েকটি অধিকরণে সাধনঘটিত কয়েকটি বিচার বলা যাইতেছে। [আত্মা⋯সূচয়তি] "আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য।" "ধীর উপাসক তাঁহাকেই জানিয়া (বা জানিবার জন্য) প্রজ্ঞা (তদ্বিষয়িণী মনোবৃত্তি) করিবেন।" "তিনিই অন্বেষ্য ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য।" এইরূপ এবং ইহার অনুরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে। সেই সকল শ্রুতিতে সংশয় এই যে, আত্মবিষয়ক প্রত্যয় (জ্ঞান বা মনোবৃত্তি) সকৃৎ অর্থাৎ একবার করিতে হইবেক ? কি আবর্ত্তন অর্থাৎ বার বার করিতে হইবেক ? কি পাওয়া যায় ? পাওয়া যায়—প্রযাজাদির ন্যায় * সকৃৎ অর্থাৎ একবার করিলেই তদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, এইরূপ শ্রুতি নাই, সুতরাং পুনঃ পুনঃ করিলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন হইবে। "শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক" ইত্যাদি প্রকার আবৃত্তির উপদেশ আছে সত্য ; পরন্তু যদি তাহারই অনুগত হইতে চাও তবে তদনুরূপ আবৃত্তির অনুসরণ করিতে পার। একবার শ্রবণ, একবার মনন ও একবার নিদিধ্যাসন করিতে পার, অতিরিক্ত পার না। অতিরিক্ত আবর্ত্তন অশাস্ত্রীয়। "বেদ—জানিবেক" "উপাসীত—উপাসনা (ধ্যান) করিবেক" ইত্যাদিস্থলে একোপদেশ

* প্রযাজ=যাগবিশেষ। তাহা একবারই অনুষ্ঠিত হয়, বার বার করিতে হয় না। একবার অনুষ্ঠান করিলেই তাহা হইতে স্বর্গপ্রাপক অদৃষ্ট জন্মে। তদ্দৃষ্টান্তে শ্রবণও একবার করিলে, তদ্দ্বারা আত্মদর্শনোপযোগী অদৃষ্ট জন্মিতে পারে, সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বৃথা। ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এবং ইহাই সিদ্ধান্তে খণ্ডিত হইবেক।

প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। কুতঃ? অসকৃদুপদেশাৎ। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কো হ্যসকৃদুপদেশঃ প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি। নন্বুক্তং যাবচ্ছব্দমেবাবর্ত্তয়েন্নাধিকমিতি। ন, দর্শনপর্য্যবসানত্বাদেষাম্। দর্শনপর্য্যবসানানি হি শ্রবণাদীন্যাবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি। যথাঽবঘাতাদীনি তণ্ডুলাদিনিষ্পত্তিপর্য্যবসানানি, তদ্বৎ।

অপি চোপাসনং নিদিধ্যাসনঞ্চেত্যন্তর্ণীতাবৃত্তিগুণৈব ক্রিয়া-

সমুচ্ছেদস্যাহিবিভ্রমস্যেব রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সমুচ্ছেদস্যোপপত্তিসিদ্ধত্বাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাঞ্চ শ্রবণমননিদিধ্যাসনাভ্যাসস্যৈব স্বগোচরসাক্ষাৎকারফলত্বেন লোকসিদ্ধত্বাৎ সকলদুঃখবিনির্ম্মুক্তৈকচৈতন্যাত্মকোঽহমিত্যপরোক্ষরূপানুভবস্যাপি শ্রবণাদ্যভ্যাসসাধনত্বেনানুমানাত্তদর্থানি শ্রবণাদীনি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি। ন চ দৃষ্টার্থত্বে সত্যদৃষ্টার্থত্বং যুক্তম্।

ন চৈতান্যনুরক্তানি সংকারদীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যেণ সাক্ষাৎকারবতে তাদৃশানু-

থাকায় অনাবৃত্তিই শাস্ত্রার্থ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—"আবৃত্তিঃ অসকৃদুপদেশাৎ?"

অর্থ এই যে, আত্মাকার প্রত্যয়ের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মসাক্ষাৎকার-কারিণী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে হইবেক। কারণ এই যে, শাস্ত্র অনেক বার তাদৃশী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে বলিয়াছেন। শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক" এইরূপ অনেকাবৃত্তি বা এইরূপ উপদেশ প্রত্যয়াবৃত্তিরই (পুনঃ পুনঃ আত্মাকারা চিত্তবৃত্তি উদিত করার) সূচনা করে। [নন্বুক্তং……ধীয়তে] বলিয়াছিলেন যে, একবার শ্রবণ, একবার মনন, একবার নিদিধ্যাসন, এইরূপ আবৃত্তি করিবেক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ ঐ সকলের পর্য্যাবসান দর্শন। যাবৎ না আত্মদর্শন (সাক্ষাৎ-কার) হয় তাবৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হয়, সুতরাং সকৃৎ শ্রবণে, সকৃৎ মননে ও সকৃৎ নিদিধ্যাসনে আত্মদর্শন না হইলে কাযেই তাহা পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে দর্শনফল ফলিলে ঐ সকল শাস্ত্র দৃষ্টার্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য দৃষ্টার্থে পরিণত হইলে অদৃষ্টার্থ স্বীকার অন্যায্য। যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধান্যে মুষলাবঘাত তণ্ডুলনিষ্পত্তিপ্রয়োজনে অভিহিত, তেমনি, শ্রবণাদিও আত্মদর্শন-প্রয়োজনে অভিহিত। যেমন এক অবঘাতে তণ্ডুল হয় না, তেমনি, একবার শুনিলেও আত্মদর্শন হয় না।

আরও দেখ, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন এই দুই শব্দ অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণ মানসী ক্রিয়াতেই প্রয়োজিত হইতে দেখা যায়। (পদার্থাকারাবৃত্তি বা জ্ঞান

হভিধীয়তে। তথা হি লোকে 'গুরুমুপাস্তে', 'রাজানমুপাস্তে' ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে, স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি—যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা, সৈবমভিধীয়তে। বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ বেদান্তেষু ব্যতিকরেণ প্রয়োগো দৃশ্যতে। ক্বচিদ্বিদিনোপক্রম্যোপাস্তিনোপসংহরতি, যথা "যস্তদ্বেদ, যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্তঃ" (ছা ৪।১।৪) ইত্যত্র "অনুম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্সে" (ছা ৫।২।২) ইতি।

ভবায় কল্পন্তে। ন চাত্রাসাক্ষাৎকারবদ্বিজ্ঞানং সাক্ষাৎকারবতীমবিদ্যামুচ্ছেত্তুমর্হতি। ন খলু পিত্তোপহতেন্দ্রিয়স্য গুড়ে তিক্ততাসাক্ষাৎকারোঽন্তরেণ মাধুর্য্যসাক্ষাৎকারং সহস্রেণাপ্যুপপত্তিভির্নিবর্ত্তিতুমর্হতি। অতস্বতো নরান্তর-

---

মনের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা যদি আবৃত্তিগুণাক্রান্ত হয় অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক বার বার উত্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা আবৃত্তিগুণা মানসী ক্রিয়া নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহার বিশদার্থ—পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি বা উপাস্যানুসন্ধান। এতাদৃশী মানসী ক্রিয়াকেই লোকে উপাসনা বলে, ধ্যান বলে, চিন্তাও বলে; এবং শাস্ত্রকারেরাও আত্মবিষয়িণী তাদৃশী মানসী ক্রিয়াকে নিদিধ্যাসন বলেন নাই। দৈবাৎ কখন একবার স্মরণ করিলে তাহাকে ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা, নিদিধ্যাসন কিছুই বলে না)। "শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে" "প্রার্থী রাজার উপাসনা করিতেছে" "বিরহিণী নারী পতিচিন্তা বা পতিধ্যান করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে উপাসনা ধ্যান ও চিন্তা প্রভৃতিশব্দ ঐরূপ তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোকে যদি কাহাকে একান্তচিত্তে গুরুর ও রাজার অনুবর্ত্তন করিতে দেখে, তবে তাহাকে বলে, অমুক অমুক গুরুর ও অমুক অমুক রাজার উপাসনা করিতেছে। লোকে যদি কোন প্রোষিতভর্তৃকাকে নিরন্তর পতিস্মরণা সোৎকণ্ঠা হইতে দেখে, তাহা হইলে তাহাকেও বলে অমুক পতিধ্যান ও পতিচিন্তা করিতেছে। (দৈবাৎ এক বার চিন্তা করিলে কোন লোক তাহাতে উপাসনা, ধ্যান, চিন্তা, এ সকল শব্দের প্রয়োগ করে না। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে, শাস্ত্র যখন ধ্যান, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন তাহাতে প্রত্যয়াবৃত্তি আছেই)। [বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ···সূচকঃ] অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই অর্থে "বিদ্" ও "উপাস্" এই দুই ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (ধ্যান বা চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ অর্থে 'বেদ' ইত্যাকারে বিদ্ ধাতুর এবং 'উপাস্তে' ইত্যাকারে উপপূর্ব্বক আস্ ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে।) তবে কিনা, কোথাও বা উপক্রমে বিদ্ ধাতুর ও উপসংহারে উপাস্ ধাতুর এবং কোথাও বা উপক্রমে উপাস্ ধাতুর ও উপসংহারে বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। (উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হওয়াই

ক্বচিচ্চোপাস্তিনোপক্রম্য বিদিনোপসংহরতি, যথা "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছা ৩।১৮।১) ইত্যত্র, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ" (ছা ৩।১৮।৩) ইতি। তস্মাৎ সকৃদুপদেশেষ্বপ্যাবৃত্তিসিদ্ধিঃ। অসকৃদুপদেশস্ত্বাবৃত্তেঃ সূচকঃ ॥৪।১।১॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ৪ । ১ ।২ ॥*

লিঙ্গমপি প্রত্যয়াবৃত্তিং প্রত্যায়য়তি। তথা হি উদ্গীথবিজ্ঞানং প্রস্তুত্য "আদিত্য উদ্গীথঃ" [ছা০ উ০ ১।৫।১] ইত্যেতদেক পুত্রতা দোষেণাপোদ্য "রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" ইতি [ছা০ উ০ ১।৫।২] রশ্মিবহুত্ববিজ্ঞানং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ সিদ্ধবৎ প্রত্যয়াবৃত্তিং দর্শয়তি। তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ সর্ব্বপ্রত্যয়েষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিঃ। অত্রাহ—ভবতু নাম সাধ্যফলেষু প্রত্যয়েষ্বাবৃত্তিঃ,

---

বচাংসি বোপপত্তিসহস্রাণি বা পরামৃশতোঽপি পৃৎকৃত্য গুড়ত্যাগাৎ। তদেবং দৃষ্টার্থত্বাদ্ধ্যানোপাসনয়োশ্চান্তর্ণীতাবৃত্তিকত্বেন লোকতঃ প্রতীতেরাবৃত্তিরেবেতি সিদ্ধম্ ॥ ৪ । ৪ । ১ ॥

অধিকরণার্থমুক্ত্বা নিরুপাধিব্রহ্মবিষয়ত্বমস্যাক্ষিপতি—"অত্রাহ—ভবতু নাম"

নিয়ম ; সুতরাং উপক্রমোক্ত শব্দ ও উপসংহারোক্ত শব্দ একার্থবাচী) "যে তাহা জানে, সে তাহা জানে। আমা কর্ত্তৃক তাহাই কথিত হইয়াছে।" এই প্রস্তাব বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত (আরব্ধ) হইয়া "হে ভগবন্, আবার আমাকে সেই দেবতার উপদেশ করুন, যে দেবতার উপাসনা করিব" এইরূপে উপাস্-ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। (উপসংহার—সমাপ্তি)। "মনোব্রহ্মের উপাসনা করিবেক" এই প্রস্তাব উপাস্-ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছে এবং "যে এইরূপ জানে, সে কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজে প্রকাশমান ও তেজীয়ান্ হয়" এইরূপে বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। এই সকল হেতুতে ও "বেদ" "উপাসীত" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকারোপদেশ হইতে প্রত্যয়াবৃত্তিই (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান বা ধ্যানই) পাওয়া যায়। অপিচ, অসকৃৎ উপদেশ (অনেক) প্রকার। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন (এই তিন প্রকার) সেই প্রত্যয়াবৃত্তিরই সূচক ॥ ৪ । ১ । ১ ॥

লিঙ্গ অনুমাপক ধর্ম্ম, তাহাও প্রত্যয়াবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান উত্থাপনের) সদ্ভাব বুঝাইতে সক্ষম। বিবেচনা কর। উদ্গীথ-উপাসনা প্রস্তাবে

---

* লিঙ্গমনুমাপকো ধর্ম্মস্তস্মাদপি প্রত্যয়াবৃত্তেরস্তিত্বমনুমীয়তে। অত্র পর্য্যাবৃত্তিশব্দাৎ সিদ্ধবদুদ্গীথধ্যানস্যাবৃত্তিরুক্তা। ততশ্চ ধ্যানত্বসামান্যাৎ ফলপর্য্যন্তত্বসামান্যাদ্বা লিঙ্গাৎ সর্ব্বত্র শ্রবণমননধ্যানেষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধিঃ।

লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু—তদ্বলে প্রত্যয়াবৃত্তি (জ্ঞানের বা ধ্যানের পৌনঃপুন্য) সিদ্ধ হইতে পারে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

তেষ্বাবৃত্তিসাধ্যস্যাতিশয়স্য সম্ভবাৎ। যস্তু পরব্রহ্মবিষয়ঃ প্রত্যয়ো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবমেবাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম সমর্পয়তি, তত্র কিমর্থাবৃত্তিরিতি। সকৃচ্ছ্রুতৌ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীত্যনুপপত্তে-রাবৃত্ত্যভ্যুপগম ইতি চেৎ, ন, আবৃত্তাবপি তদনুপপত্তেঃ। যদি হি "তত্ত্বমসি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কং বাক্যং সকৃচ্ছ্রূয়মাণং ব্রহ্মাত্মত্ব-

ইতি। সাধ্যে হ্যনুভবে প্রত্যয়াবৃত্তিরর্থবতী নাসাধ্যে। ন হি ব্রহ্মানুভবো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো নিত্যশুদ্ধস্বভাবাদ্‌ব্রহ্মণোঽতিরিচ্যতে। তথা চ নিত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবো নিত্য এবে'তি কৃতমত্র প্রত্যয়াবৃত্ত্যা। তদিদমুক্তং "আত্মভূতম্" ইতি। আক্ষেপ্তার প্রতি শঙ্কতে—"সকৃৎশ্রুতৌ" ইতি। অয়-মভিসন্ধিঃ। ন ব্রহ্মাত্মভূতস্তৎসাক্ষাৎকারোঽবিদ্যামুচ্ছিনত্তি, তয়া সহানুবৃত্তেরবিরোধাৎ। বিরোধে বা তস্য নিত্যত্বান্নাবিদ্যোদীয়েত। কুত এব তু তেন সহানুবর্ত্তেত। তস্মাৎ তন্নিবৃত্তয়ে আগন্তুকস্তৎসাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। তথা চ প্রত্যয়াবৃত্তিরর্থবতী। আক্ষেপ্তা সর্ব্বপূর্ব্বোক্তাক্ষেপেণ প্রত্যবতিষ্ঠতে— "নাবৃত্তাবপি" ইতি। ন খলু জ্যোতিষ্টোমবাক্যার্থপ্রত্যয়ঃ শতশোঽপ্যাবর্ত্তমানঃ

"আদিত্যই উদ্গীথ" এইরূপ বলার পর শ্রুতি একপুত্রফলত্ব দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার অপবাদ (নিন্দা) করত বলিয়াছেন "তুমি আদিত্যের বহু রশ্মি পর্য্যাবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ ধ্যান) কর।" ছান্দোগ্য শ্রুতি এই স্থানে সূর্য্যরশ্মির বহুত্ব-বিজ্ঞানের বহুপুত্রতাফল বিধান করিয়া প্রত্যয়াবৃত্তির স্বতঃ-সিদ্ধতাই দেখাইয়াছেন। অতএব, প্রত্যয়ত্বসামান্যের অনুরোধে প্রত্যয়ান্ত-রেও তাহার অস্তিত্ব (আবৃত্তিসদ্ভাব) সিদ্ধ হইতে পারে। (রশ্মিবহুত্ব জ্ঞানও জ্ঞান, অন্য জ্ঞানও জ্ঞান, রশ্মিবহুত্ববিজ্ঞানে আবৃত্তি থাকিলে সুতরাং তাহা বা সেই আবৃত্তি অন্যান্য জ্ঞানেও থাকিবে।) [অত্রাহ···স্যাৎ] এই স্থানে কেহ কেহ বলেন—যাহার ফল সাধ্য, শাস্ত্রানুগত যত্নের দ্বারা উৎপাদন করা যায়, তাহাতে প্রত্যয়াবৃত্তি সম্ভবে। কেননা, আবৃত্তির দ্বারা তাহাতে অতিশয় (উপচয় অপচয় বা তারতম্য) জন্মিতে পারে। (এক আবৃত্তি বা একবার ধ্যান অপেক্ষা বহু বার আবৃত্তি বা বহুবার ধ্যান করিলে অবশ্যই ফলের উৎকর্ষ বা আধিক্য হইতে পারে।) কিন্তু যে প্রত্যয় বা যে জ্ঞান পরব্রহ্মবিষয়ক, সে জ্ঞান সেই এক অদ্বিতীয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব আত্মভূত পরব্রহ্মই সমর্থন করিবে, বুঝাইবে, সুতরাং সে জ্ঞানের আবৃত্তির প্রয়োজন কি? যদি বল, একবার শুনিলে যে, ব্রহ্মাত্ম-ভাব উৎপন্ন বা সিদ্ধ হয়, তাহা হয় না, সুতরাং তদ্বিষয়ক আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির) প্রয়োজন আছে। ইহার প্রতিকূলে আমরা বলিব; তাহাও নহে। আবৃত্তিতেও ব্রহ্মাত্মপ্রবৃত্তির অনুপপন্নতা আছে। "তৎ ত্বম্ অসি"=তাহাই তুমি, এইরূপ বাক্য একবার মাত্র শুনিলে যদি তাহা ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতীতি (শ্রোতার ব্রহ্মাত্বভাবসাক্ষাৎকার) না জন্মায়,

প্রতীতিং নোৎপাদয়েৎ, ততস্তদেব চাবর্ত্তমানমুৎপাদয়িষ্যতীতি কা প্রত্যাশা স্যাৎ।

অথোচ্যেত, ন কেবলং বাক্যং কশ্চিদর্থং সাক্ষাৎকারয়িতুং শক্নোত্যতো যুক্ত্যপেক্ষং বাক্যমনুভাবয়িষ্যতি ব্রহ্মাত্মত্বমিতি, তথাপ্যাবৃত্ত্যানর্থক্যমেব। সাপি হি যুক্তিঃ সকৃৎপ্রবৃত্তৈব স্বমর্থমনুভাবয়িষ্যতি। অথাপি স্যাৎ, যুক্ত্যা বাক্যেন চ সামান্যবিষয়মেব বিজ্ঞানং ক্রিয়তে, ন বিশেষবিষয়ং, যথা "অস্তি মে হৃদয়ে শূলম্" ইত্যতো বাক্যাৎ গাত্রকম্পাদিলিঙ্গাচ্চ

সাক্ষাৎকারপ্রমাণং স্ববিষয়ে জনয়তি। উৎপন্নস্যাপি তাদৃশো দৃষ্টব্যভিচারত্বেন প্রাতিভত্বাৎ। ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতিং ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারম্।

পুনঃ শঙ্কতে—"ন কেবলং বাক্যম্" ইতি। আক্ষেপ্তা দূষয়তি—"তথাপ্যাবৃত্ত্যানর্থক্যম্" ইতি। বাক্যঞ্চেৎ যুক্ত্যপেক্ষং সাক্ষাৎকারায় প্রভবতি, তথা সতি কৃতমাবৃত্ত্যা। সকৃৎপ্রবৃত্তস্যৈব তস্য সোপপত্তিকস্য যাবৎ কর্ত্তব্যকরণাদিতি। পুনঃ শঙ্কতে—"অথাপি স্যাৎ" ইতি। ন যুক্তিবাক্যে সাক্ষাৎকারফলে প্রত্যক্ষস্যৈব প্রমাণস্য তৎফলত্বাৎ। তে তু পরোক্ষার্থাবগাহিনী সামান্যমাত্রমভিনিবিশেতে, ন তু বিশেষং সাক্ষাৎকুরুতঃ, ইতি তদ্বিশেষসাক্ষাৎকারায়াবৃত্তিরুপাস্যতে। সা হি সংকারদীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসেবিতা সতী দৃঢ়ভূমির্বিশেষসাক্ষাৎ-

---

তাহা হইলে অন্য বার শুনিলে এবং আরও একবার কি বহুবার শুনিলেও যে, সে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইবে, তাহার নিশ্চয় কি? প্রমাণ কি? ভরসাই বা কি?

[অথোচ্যেত···ভাবয়িষ্যতি] কেবল বাক্যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্তু যুক্তিসহায় বাক্য ব্রহ্মাত্মবস্তু অনুভবারূঢ় করিতে সক্ষম হয়, একথা বলিলেও আবৃত্তির আনর্থক্য নিবারিত হয় না। কারণ, যুক্তিও একবার উদিত হইয়া স্বকীয় অর্থ অনুভব করাইতে পারে। (যে একবারে পারে না, সে যে দুই বা ততোঽধিক বারে পারিবে, তাহার স্থিরতা কি!)। [অথাপি···মুপযোগঃ] এমন হইতেও পারে যে, যুক্তি ও বাক্য একটা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মাইতে পারে, কিন্তু বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এক জন বলিল, আমার হৃদয়ে শূল অর্থাৎ বেদনা হইতেছে, তদ্বাক্যশ্রোতা সেই বাক্য শুনিয়া ও তাহার মুখবৈবর্ণ্য ও গাত্রভঙ্গাদি বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয়ে সামান্যতঃ বেদনাসদ্ভাব মাত্র অনুভব করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহার সবিশেষ ভাব (কিরূপ বেদনা, তাহা) অনুভব করিতে অক্ষম। (যাহার বেদনা, সেই জানে অন্যে কি জানিবে?)। অতএব, বিশেষানুভবই অবিদ্যার নিবর্ত্তক এবং বিশেষানুভবের জন্যই আবৃত্তি অর্থাৎ সাধন প্রয়োগের পৌনঃপুন্য প্রয়োজনীয়,

শূলসম্ভাবসামান্যমেব পরঃ প্রতিপদ্যতে, ন বিশেষমনুভবতি, যথা স এব শূলী, বিশেষানুভবাশ্চাবিদ্যায়া নিবর্ত্তকস্তদর্থা-বৃত্তিরিতি চেৎ, ন। অসকৃদপি তাবন্মাত্রে ক্রিয়মাণে বিশেষ-বিজ্ঞানোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন হি সকৃৎপ্রযুক্তাভ্যাং শাস্ত্র-যুক্তিভ্যা-মনবগতো বিশেষঃ শতকৃত্বোঽপি প্রযুজ্যমানাভ্যামবগন্তুং শক্যতে। তস্মাৎ যদি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং বিশেষঃ প্রতিপাদ্যেত, যদি বা সামান্যমেব, উভয়থাপি সকৃৎপ্রবৃত্তে এব তে স্বকার্য্যং কুরুত ইত্যাবৃত্ত্যনুপযোগঃ। ন চ সকৃৎ প্রযুক্তে শাস্ত্রযুক্তী কস্যচিদপ্যনুভবং নোৎপাদয়ত ইতি শক্যতে নিয়ন্তুং, বিচিত্র-প্রজ্ঞত্বাৎ প্রতিপত্তৄণাম্।

কারায় প্রভবতি, কামিনীভাবমেব স্ত্রৈণস্য পুংস ইতি। আক্ষেপ্তাহ—"ন। অসকৃদপি" ইতি। স খল্বয়ং সাক্ষাৎকারঃ শাস্ত্রযুক্তিযোনির্ব্বা স্যাদ্ভাবনামাত্র-যোনির্ব্বা। ন তাবৎ পরোক্ষাভাসবিজ্ঞানফলে শাস্ত্রযুক্তী সাক্ষাৎকারলক্ষণং প্রত্যক্ষপ্রমাণফলং প্রসোতুমর্হতঃ। ন খলু কুটজবীজাদ্বটাঙ্কুরো জায়তে। ন চ ভাবনা-প্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মপরোক্ষাবভাসমপি জ্ঞানং প্রমাণং, ব্যভিচারাদিত্যুক্তম্। আক্ষেপ্তা স্বপক্ষমুপসংহরতি—"তস্মাদ্‌যদি" ইতি। আক্ষেপ্তা আক্ষেপান্তরমাহ—"ন চ সকৃৎ প্রবৃত্তে" ইতি। কশ্চিৎ খলু শুদ্ধসত্ত্বো গর্ভস্থ ইব বামদেবঃ শ্রুত্বা চ মত্বা চ ক্ষণমবধায় জীবাত্মনো ব্রহ্মাত্মতামনুভবতি, ততোঽপ্যাবৃত্তিরনর্থি-কেতি।

এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ, বাক্য ও যুক্তি শত বার প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বাক্যের ও যুক্তির পরোক্ষ জ্ঞান জন্মানই স্বভাব; সুতরাং শতবার প্রয়োগেও তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান প্রসব করিবে না। যে শাস্ত্র ও যে যুক্তি একবার প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মায় না, আশ্বাস কি যে, সে শতবার প্রয়োগেও বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইবে? শাস্ত্রের ও যুক্তির দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে, অথবা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মে, যা-ই বল বা যে পথেই চল, আপত্তি নাই, কিন্তু উভয় পথেই আবৃত্তির অনুপযোগ দৃষ্ট হয়। যদি যুক্তির ও শাস্ত্রের সেই সামর্থ্যই থাকে, তবে তাহা এক প্রয়োগেই স্বীয় কার্য্য করিবে, দ্বিতীয় প্রয়োগের প্রতীক্ষা করিবে না। [ন চ…যুক্তেতি] শাস্ত্র ও যুক্তি এক প্রয়োগে কাহারও অনুভব জন্মায় না, এমন কথাও বলিতে পার না। কারণ, বুঝিবার লোক অনেক প্রকার, তাহাদের প্রজ্ঞাও বিচিত্র অর্থাৎ একরূপ নহে। (কেহ এক কথাতেই বুঝে, কেহ বা শতবার বলিলেও বুঝে না, উভয়প্রকারই

অপি চানেকাংশোপেতে লৌকিকে পদার্থে সামান্যবিশেষবতি একেনাবধানেনৈকমংশমবধারয়ত্যপরেণাপরমিতি স্যাদপ্যভ্যাসোপযোগঃ—যথা দীর্ঘপ্রপাঠকগ্রহণাদিষু, ন তু নির্বিশেষে ব্রহ্মণি সামান্যবিশেষরহিতে চৈতন্যমাত্রাত্মকে প্রমোৎপত্তাবভ্যাসাপেক্ষা যুক্তেতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদাবৃত্ত্যানর্থক্যং তং প্রতি, যস্তত্ত্বমসীতি সকৃদুক্তমেব ব্রহ্মাত্মত্বমনুভবিতুং শক্নুয়াৎ। যস্তু ন শক্নোতি, তং প্রত্যুপযুজ্যত এবাবৃত্তিঃ। তথা হি ছান্দোগ্যে

অতশ্চাবৃত্তিরনর্থিকা, যন্নিরংশস্য গ্রহণমগ্রহণং বা, ন তু ব্যক্তাব্যক্তত্বে সামান্যবিশেষবৎপদ্মরাগাদিবদিত্যত আহ—"অপি চানেকাংশ" ইতি। সমাধত্তে।—"অত্রোচ্যতে ভবেদাবৃত্ত্যানর্থক্যম্" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ। সত্যং ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাদাগমযুক্তিফলমপি তু যুক্ত্যাগমার্থজ্ঞানাহিতসংস্কারসচিবং চিত্তমেব ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকারবতীং বুদ্ধিবৃত্তিং সমাধত্তে। সা চ ন্যায়ানুমানিতবহ্নিসাক্ষাৎকারবৎ প্রাতিভত্বেনাপ্রমাণং, তদানীং বহ্নিস্বলক্ষণস্য পরোক্ষত্বাৎ। সদাতনস্তু ব্রহ্মস্বরূপস্যোপাধিরূষিতস্য জীবস্যাপরোক্ষত্বম্। ন হি শুদ্ধবুদ্ধত্বাদয়ো বস্তুতস্ততোঽতিরিচ্যন্তে। জীব এব তু তত্তদুপাধিরহিতঃ শুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে। ন চ তত্তদুপাধিবিরহোঽপি ততোঽতিরিচ্যতে। তস্মাৎ

আরও কথা এই যে, যে সকল বস্তু লৌকিক ও অনেকাংশযুক্ত, সেই সকল পদার্থেরই সামান্যবিশেষভাব আছে, এবং এক প্রণিধানে সেই সকল পদার্থেরই একাংশ অনুভবগম্য হয়, দ্বিতীয় প্রণিধানে অবশিষ্ট অংশ প্রতীতিগোচরে আইসে। যেমন কোন এক গ্রন্থের অধ্যায়, (এক প্রণিধানে গ্রন্থের এক অধ্যায় বুদ্ধিগোচর করা হইল, দ্বিতীয় প্রণিধানে দ্বিতীয় অধ্যায় জ্ঞানগম্য করা হইবে।) এতন্নিদর্শনানুসারে তাদৃশ সামান্যবিশেষাত্মক বহুলাংশযুক্ত লৌকিক পদার্থেই পুনঃ পুনঃ সাধন-প্রয়োগের প্রয়োজন বা অপেক্ষা আছে বটে; কিন্তু সামান্যবিশেষবর্জ্জিত একাত্মক বা একরস চৈতন্যমাত্রস্বভাব ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ সাধনপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা যায় না। (সাধনের শক্তি থাকিলে এক প্রয়োগেই জ্ঞান হইবে, শক্তি না থাকিলে শত প্রয়োগেও হইবে না।) [অত্রোচ্যতে···দর্শিতম্) বাদিগণের এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ বলা যাইতেছে যে, আবৃত্তি সেই সাধকের পক্ষেই নিরর্থক—যে সাধক একবার "তৎ ত্বম্ অসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" এই মহাবাক্য শ্রবণে প্রবুদ্ধ হয় বা আপনার ব্রহ্মত্ব অনুভব করে। কিন্তু যে সাধক সকৃৎ শ্রবণে আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে অক্ষম, সে সাধকের প্রতি আবৃত্তির উপযোগিতা নিশ্চয় আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে

"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছা ৬।৮।৭) ইত্যুপদিশ্য "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" ইতি পুনঃ পুনঃ পরিচোদ্যমানস্তত্তদাশঙ্কা-কারণং নিরাকৃত্য "তত্ত্বমসি" ইত্যেবাসকৃদুপদিশতি। তথা চ "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি দর্শিতম্। নন্বুক্তং সকৃচ্ছ্রুতং চেৎ তত্ত্বমসি-বাক্যং স্বমর্থমনুভাবয়িতুং ন শক্নোতি, তত আবর্ত্ত্যমানমপি নৈব শক্ষ্যতীতি। নৈষ দোষঃ। ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম। দৃশ্যন্তে হি সকৃৎ-শ্রুতাৎ বাক্যাৎ মন্দপ্রতীতং বাক্যার্থমাবর্ত্তয়ংস্তত্তদাভাসব্যুদাসেন সম্যক্ প্রতিপদ্যমানাঃ।

যথা গান্ধর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবেন শ্রোত্রেণ ষড়্জাদিস্বরগ্রাম-মূর্চ্ছনাভেদমধ্যক্ষেণেক্ষতে, এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্ম-স্বভাবমন্তঃকরণেনেতি। "যস্তত্ত্বমসীতি সকৃদুক্তমেব" ইতি। শ্রুত্বা মত্বা ক্ষণ-মবধায় প্রাগ্ভবীয়াভ্যাসজাতসংস্কারাদিত্যর্থঃ। "যস্ত ন শক্নোতি" ইতি। প্রাগ্-ভবীয়ব্রহ্মাভ্যাসরহিত ইত্যর্থঃ। "ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম" ইতি। যত্র পরোক্ষ-প্রতিভাসিনি বাক্যার্থেঽপি ব্যক্তাব্যক্তত্বতারতম্যং, তত্র মননোত্তরকাল-মাধ্যাসনাভ্যাসনিকর্ষপ্রকর্ষক্রমজন্মনি প্রত্যয়প্রবাহে সাক্ষাৎকারাবধৌ ব্যক্তি-তারতম্যং প্রতি কৈব কথেতি ভাবঃ। তদেবং বাক্যমাত্রস্যার্থেঽপি ন দ্রাগি-ত্যেব প্রত্যয় ইত্যুক্তম্।

"তত্ত্বমসি—সেই তুমি" এইরূপ উপদেশ করিলেও সে পুনঃ পুনঃ "আবার বলুন—বুঝাইয়া দিউন" বলিয়াছিল এবং গুরু পিতাও তাহার সেই সেই আশঙ্কার মূলো-চ্ছেদ করিয়া বার বার "তত্ত্বমসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন—বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন সে কৃতকৃত্য হইয়াছিল। অতএব, সাধনপ্রয়োগের পৌনঃপুন্যের আবশ্যক আছে বলিয়াই শ্রুতি—শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক, এইরূপ বলিয়াছেন। [নন্বুক্তং···প্রতিপদ্যমানাঃ] বলিয়াছিলে যে, যদি সকৃৎ শ্রুত বা একবার উচ্চারিত তত্ত্বমসি বাক্য আপনার অর্থ শ্রোতাকে অনুভব করাইতে না পারে, তাহা হইলে তাহা শতবার আবৃত্ত (গুরুকর্ত্তৃক শতবার উচ্চারিত ও শিষ্যকর্ত্তৃক শতবার শ্রুত) হইলেও পারিবেক না। সে কথা সঙ্গত নহে। যাহা দেখা যায়, তাহাতে আবার অনুপপত্তি কি? যুক্তি তর্ক কি? অনেক সময়েই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইলে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। (দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তদ্গত অজ্ঞান সংশয়াদি বিদূরিত হয়, তৎপরে তাহা বুঝে।)

অপি চ, তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থভাবমাচষ্টে। তৎ-পদেন চ প্রকৃতং সৎ ব্রহ্মেক্ষিতৃ জগতো জন্মাদিকারণমভিধীয়তে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ ২।১।১) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ ৩।৯।২৮) "অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" (বৃ ৩।৮।১১) "অজমজরমমরমস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" (বৃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্। তত্রাজাদিশব্দৈর্জ্জন্মাদয়ো ভাববিকারা নিবর্ত্তিতাঃ, অস্থূলাদিশব্দৈশ্চ স্থৌল্যাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ, বিজ্ঞানাদিশব্দৈশ্চ চৈতন্যপ্রকাশাত্মকত্বমুক্তম্। এষ ব্যাবৃত্তসর্ব্বসংসারধর্ম্মকোঽনুভবাত্মকো ব্রহ্মসংজ্ঞকস্তৎপদার্থো বেদান্তাভিযুক্তানাং প্রসিদ্ধঃ, যথা ত্বং-পদার্থোঽপি প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা দেহা-

তত্ত্বমসীতি তু বাক্যমত্যন্তদুর্গ্রহপদার্থং ন পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকে স্বার্থে জ্ঞানে দ্রাগিত্যেব প্রবর্ত্ততে, কিন্তু বিলম্বিততমপদার্থজ্ঞানমতিবিলম্বেনেত্যাহ "অপি চ তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং ত্বম্পদার্থস্য" ইতি। স্যাদেতৎ। পদার্থসংসর্গাত্মা বাক্যার্থঃ পদার্থজ্ঞানক্রমেণ তদধীননিরূপণীয়তয়া ক্রমবৎপ্রতীতির্যুজ্যতে।

ব্রহ্ম তু নিরংশত্বেনাসংসৃষ্টনানাত্বপদার্থকমিতি কস্যানুক্রমেণ ক্রমবতী প্রতীতি-

---

[অপিচ...যুক্ত্যভ্যাসঃ] আরও দেখ, বিবেচনা কর, 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য ত্বম্-পদার্থের অর্থাৎ জীবের তৎপদার্থভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব দেখাইতেছে। তদ্-পদের দ্বারা প্রস্তাবিত সৎ ঈক্ষিতা ও জগজ্জন্মাদির কারণীভূত ব্রহ্মপদার্থ বলিতেছে। এই ব্রহ্মই "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত" "ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দরূপী" "তিনি অদৃশ্য অথচ দ্রষ্টা, অবিজ্ঞেয় অথচ জ্ঞাতা।" "অজ, অজর, অমর, অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব ও অদীর্ঘ" ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অজাদি শব্দে ভাববিকারের নিষেধ, অস্থূলাদি শব্দে দ্রব্যধর্ম্মের নিবারণ, এবং বিজ্ঞানাদি শব্দে চৈতন্য বা প্রকাশস্বভাবতা বলা হইয়াছে। সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত অনুভবাত্মক ব্রহ্মনামক তৎ-পদার্থ বেদান্তবাদীদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। ত্বম্-পদার্থও প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা বলিয়া অবধারিত আছে। এই ত্বম্-পদার্থকে লোকে স্বমত্যনুসারে একে একে দেহ হইতে চৈতন্যপর্য্যন্তে পর্য্যবসান বা অবধারণ করে। যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয়, ঐ দুই পদার্থের স্বরূপাববোধের প্রতিবন্ধক, তত্ত্বমসি-বাক্য তাহাদের স্বার্থে প্রমা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বাক্যার্থবোধ পদার্থবোধপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। (আগে পদার্থজ্ঞান, তৎপরে বাক্যার্থজ্ঞান। পদার্থ জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। পদার্থ=পদপ্রতিপাদ্য বস্তু। বাক্যার্থ=বাক্য-প্রতিপাদ্য বস্তু। তাহাতে বস্তুর অনারোপিতরূপ প্রতিপাদিত-

দারভ্য প্রত্যগাত্মতয়া সম্ভাব্যমানৈশ্চৈতন্যপর্য্যন্তত্বেনাবধারিতঃ। তত্র যেষামেতৌ পদার্থাবজ্ঞানসংশয়বিপর্যয়প্রতিবদ্ধৌ, তেষাং তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং স্বার্থে প্রমাং নোৎপাদয়িতুং শক্নোতি, পদার্থ-জ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্যার্থজ্ঞানস্য—ইত্যতস্তান্ প্রত্যেষ্টব্যঃ পদার্থ-বিবেকপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রযুক্ত্যভ্যাসঃ।

যদ্যপি চ প্রতিপত্তব্য আত্মা নিরংশস্তথাপ্যধ্যারোপিতং তস্মিন্ বহ্বংশত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণম্। তত্রৈকেনাঽবধানেনৈকমংশমপোহত্যপরেণাপরমিতি যুজ্যতে তত্র ক্রমবতী প্রতিপত্তিঃ। তত্তু পূর্ব্বরূপমেবাত্মপ্রতিপত্তেঃ। যেষাং পুনর্নিপুণমতীনাং নাজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়লক্ষণঃ পদার্থবিষয়ঃ প্রতিবন্ধোঽস্তি, তে শক্নুবন্তি সকৃদুক্তমেব তত্ত্বমসি-বাক্যার্থ-মনুভবিতুম্—ইতি তান্ প্রত্যাবৃত্ত্যানর্থক্যমিষ্টমেব। সকৃদুৎ-

রিতি সকৃদেব তদ্গৃহ্যেত ন বা গৃহ্যেতেত্যাক্রমিত্যত আহ—"যদ্যপি চ প্রতি পত্তব্য আত্মা নিরংশ" ইতি। নিরংশোঽপ্যয়মপরোক্ষোঽপ্যাত্মা তত্ত্ব দেহাত্মারোপব্যুদাসাভ্যামংশবানিবাত্যন্তপরোক্ষ ইব। ততশ্চ বাক্যার্থতয়া ক্রমবৎপ্রত্যয় উপপদ্যতে। তৎকিমিয়মেব বাক্যজনিতা প্রতীতিরাত্মনি, তথা চ ন সাক্ষাৎপ্রতীতিরাত্মন্যনাগতফলত্বাদস্যা ইত্যত আহ—"তত্তু পূর্ব্বরূপমেবাত্মপ্রতিপত্তেঃ" সাক্ষাৎকারবত্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি। বাক্যার্থ-শ্রবণমননোত্তরকালা বিশেষণত্রয়বতী ভাবনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় কল্পত-

হয়।) তাদৃশ সাধকের পদার্থবিবেক উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের ও যুক্তির পৌনঃপুন্য (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়।

[যদ্যপি চ···প্রতিপত্তেঃ] যদিও আত্মা নিরংশ, তথাপি তাঁহাতে আরোপিত দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণ অংশ স্বীকৃত আছে। একাবধানে সেই আরোপিত অংশসমূহের কোন কোন অংশ অপগত হয় এবং অপর প্রণিধানে অপরাংশ বিশোধিত হয়। এইরূপেই তাঁহাতে ক্রমবতী প্রতিপত্তি সম্ভবপর হয়। ক্রমবতী প্রতিপত্তি (পদার্থজ্ঞানক্রমে বাক্যার্থজ্ঞান) স্বাত্মপ্রতিপত্তির পূর্ব্বরূপ। [যেষাং···গম্যতে] যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত নির্ম্মল, তৎপদার্থ বিষয়ে অথবা ত্বম্-পদার্থ বিষয়ে যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয় নাই, তাহারাই একোপদেশে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ এবং তাহাদের প্রতি অনেকোপদেশের আনর্থক্য বাঞ্ছনীয়। তাহাদের আত্মপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান এক প্রয়োগেই উৎপন্ন ও সকৃৎ শ্রবণেই তাহাদের অবিদ্যা বিদূরিত

পদৈব হ্যাত্মপ্রতিপত্তিরবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীতি নাত্র কশ্চিদপি ক্রমোঽভ্যুপগম্যতে। সত্যমেবং যুজ্যেত, যদি কস্যচিদেবং প্রতিপত্তির্ভবেৎ। বলবতী হ্যাত্মনো দুঃখিত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ। অতো ন দুঃখিত্বাদ্যভাবং কশ্চিৎ প্রতিপদ্যত ইতি চেৎ, ন। দেহাদ্যভিমানবৎ দুঃখিত্বাদ্যভিমানস্য মিথ্যাভিমানত্বোপপত্তেঃ। প্রত্যক্ষং হি দেহে ছিদ্যমানে দহ্যমানে চাহং ছিদ্যে দহ্যে ইতি চ মিথ্যাভিমানো দৃষ্টঃ। তথা বাহ্যতরেষ্বপি পুত্রমিত্রাদিষু সন্তপ্যমানেষ্বহমেব সন্তপ্যে ইত্যধ্যারোপো দৃষ্টঃ। তথা দুঃখিত্বাদ্যভিমানোঽপি স্যাৎ। দেহাদিবদেব

ইতি বাক্যার্থপ্রতীতিঃ সাক্ষাৎকারস্য পূর্ব্বরূপমিতি। শঙ্কতে—"সত্যমেব" ইতি। সমারোপো হি তত্ত্বপ্রত্যয়েনাপোহ্যতে, ন তত্ত্বপ্রত্যয়ঃ। দুঃখিত্বাদি-প্রত্যয়শ্চাত্মনি সর্ব্বেষাং সর্ব্বদোৎপদ্যত ইত্যবাধিতত্বাৎ সমীচীন ইতি বলবান্ শক্যোঽপনেতুমিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি—"ন। দেহাদ্যভিমানবৎ" ইতি। ন হি সর্ব্বেষাং সর্ব্বদোৎপদ্যত ইত্যেতাবতা তাত্ত্বিকত্বম্। দেহাত্মা-ভিমানস্যাপি সত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ, সোঽপি সর্ব্বেষাং সর্ব্বদোৎপদ্যতে। উক্তঞ্চাস্য তত্র তত্রোপপত্ত্যা বাধনমেবং দুঃখিত্বাদ্যভিমানোঽপি। তথা ন হি নিত্য-শুদ্ধস্বভাবস্যানাত্মান উপজনাপায়ধর্ম্মাণো দুঃখশোকাদয় আত্মনো ভবিতুমর্হন্তি, নাপি ধর্ম্মাস্তেষাম্। ততোঽত্যন্তভিন্নানাং তদ্ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। ন হি গোরশ্বস্য ধর্ম্মঃ। সম্বন্ধস্যাপি ব্যতিরেকাব্যতিরেকাভ্যাং সম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাঞ্চ বিচারাসহত্বাৎ। ভেদাভেদয়োশ্চ পরস্পরবিরোধেনৈকত্রাসম্ভবাদিতি সর্ব্বমেতদুপপাদিতং দ্বিতীয়া-

হয় সুতরাং তাদৃশ অধিকারী স্থলে ক্রম স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। [সত্যমেবং···ইত্যাদিনা] বলিতে পার যে, যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ বটে; যদি সেরূপ কাহারও হয়। কিন্তু সেরূপ না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, আপনার দুঃখিত্বাদি জ্ঞান অত্যন্ত বলবতী। আমি দুঃখী নহি, এ জ্ঞান কাহারও হয় কি-না সন্দেহ। বাক্য শ্রবণে বলবৎ দুঃখিত্ব-জ্ঞান নিবৃত্ত হয় কি-না সন্দেহ। এই বিষয়ে আমরা বলি, যেমন দেহাদির অভিমান মিথ্যাবিজৃম্ভিত, তেমনি, দুঃখিত্বাদি অভিমানও মিথ্যাবিজৃম্ভিত। দেহ ছিদ্যমান ও দহ্যমান হইবার কালে আমি ছিন্ন হইলাম, দগ্ধ হইলাম, সর্ব্বদাই এরূপ অভিমান হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত বাহ্য (আত্মার সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, এরূপ) পুত্রাদি সন্তপ্ত হইলেও আমি সন্তাপ ভোগ করিতেছি, এরূপ অধ্যারোপ হইতে দেখা যায়। দুঃখিত্বাভিমানও স্বরূপে হইয়া থাকে। দুঃখিত্ব সংসারিত্ব প্রভৃতিও দেহাদির ন্যায় আত্মবহির্ভূত বা

চৈতন্যাদ্বহিরুপলভ্যমানত্বাদ্ দুঃখিত্বাদীনাম্। সুষুপ্ত্যাদিষু চানন্বৃত্তেঃ। চৈতন্যস্য তু সুষুপ্তেঽপ্যনুবৃত্তিমামনন্তি "যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি" (বৃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিমুক্তৈকচৈতন্যাত্মকোঽহমিত্যেষ আত্মানুভবঃ। ন চৈবমাত্মানমনুভবতঃ কিঞ্চিদন্যৎ কৃত্যমবশিষ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" (বৃ ৪।৪।২২) ইত্যাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাভাবং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥" (গী ৩।১৭)
ইতি।

যস্য তু নৈষোঽনুভবো দ্রাগিব জায়তে, তং প্রত্যনুভবার্থ এবাবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ। তত্রাপি ন তত্ত্বমসি-বাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্যা-

ধ্যায়ে। তদিদমুক্তম্—"দেহাদিবদেব চৈতন্যাদ্বহিরুপলভ্যমানত্বাৎ" ইতি। ইতশ্চ দুঃখিত্বাদীনাং ন তাদাত্ম্যমিত্যাহ—"সুষুপ্ত্যাদিষু চ" ইতি।

স্যাদেতৎ। কস্মাদনুভবার্থ এবাবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ, যাবতা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইত্যাদিভিস্তত্ত্বমসিবাক্যবিষয়াদন্যবিষয়ৈবাবৃত্তির্বিধাস্যত ইত্যত আহ—"তত্রাপি ন তত্ত্বমসি-বাক্যার্থাৎ" ইতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাত্মাত্মবিষয়ং দর্শনং বিধীয়তে।

চৈতন্যসম্বন্ধীয় নহে। চৈতন্যকে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা ত্রয়ে অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায় এবং সে কথা শ্রুতিও বলেন। যথা—"যে তাহা দেখে না। দ্রষ্টা দেখিয়াও তাহা দেখে না।" ইত্যাদি। [তস্মাৎ...সিদ্ধিঃ] অতএব, আমি, সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত এক (অখণ্ড) চৈতন্যাত্মক, এই অনুভবই আত্মানুভব বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান (শাস্ত্রে এই জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে।) যাহারা আপনাকে উক্ত প্রকারে অনুভব করে, তাহাদের আর কর্ত্তব্য থাকে না। শ্রুতি তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। যথা—"আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যে আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মাই এই লোক।" এই শ্রুতি আত্মজ্ঞের কর্ত্তব্যাভাব দেখাইয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বলিয়াছেন। যথা—"যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আপনাতেই সন্তুষ্ট, তাহার কিছুই করিতে হয় না বা কর্ত্তব্য থাকে না।

যাহাদের শীঘ্র ঐ অনুভব জন্মে না, তাহাদের জন্য "তত্ত্বমসি" বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগী শ্রবণ-মননাদির পৌনঃপুন্য স্বীকার করিতে হয়। মন্দমতি শিষ্য তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ হইতে প্রচ্যুত না হয়, গুরু এরূপ করিয়া শিষ্যকে সাধনাবর্ত্তনে প্রবৃত্ত রাখিবেন। কেহ বর-বিনাশের জন্য বিবাহ দেয় না।

বৃত্তৌ প্রবর্ত্তয়েৎ। ন হি বরঘাতায় কন্যামুদ্বাহয়ন্তি। নিযুক্তস্য চাস্মিন্নধিকৃতোঽহং কর্ত্তা ময়েদং কর্ত্তব্যমিত্যবশ্যং ব্রহ্মপ্রত্যয়-বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যতে। যস্তু স্বয়মেব মন্দমতি-রপ্রতিভানাৎ বাক্যার্থং জিহাসেৎ, তস্যৈতস্মিন্নেব বাক্যার্থে স্থিরীকার আবৃত্ত্যাদিবাচোযুক্ত্যাভ্যুপেয়তে। তস্মাৎ পর-ব্রহ্মবিষয়েঽপি প্রত্যয়ে তদুপায়োপদেশেষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥৪।১।২॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪।১।৩॥*

যঃ শাস্ত্রোক্তবিশেষণঃ পরমাত্মা, স কিমহমিতি গ্রহী-

ন চ তত্ত্বমসিবাক্যবিষয়াদন্যদাত্মদর্শনমাম্নাতম্। যেনোপক্রম্যতে যেন চোপসংহ্রিয়তে স বাক্যার্থঃ। অত্র সদেব সোম্যেদমিতি চোপক্রম্য তত্ত্বমসী-ত্যুপসংহৃত ইতি স এব বাক্যার্থঃ। তদিতঃ প্রচ্যাব্যাবৃত্তিমন্যত্র বিদধানঃ প্রধানমঙ্গেন বিহন্তি। বরো হি কর্ম্মণ্যভিপ্রেয়মাণত্বাৎ সম্প্রদানং প্রধানম্। তমুদ্বাহেন কর্ম্মণাঙ্গেন ন বিঘ্নন্তীতি। নন্তু বিধিপ্রধানত্বাদ্বাক্যস্য ন ভূতার্থ-প্রধানত্বং, ভূতস্ত্বর্থস্তদঙ্গতয়া প্রত্যায্যতে। যথাহুঃ—চোদনা হি ভূতং ভবন্ত-মিত্যাদি শাবরং বাক্যং ব্যাচক্ষাণাঃ—কার্য্যমর্থমবগময়ন্তী চোদনা তচ্ছেষতয়া ভূতাদিকমবগময়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—"নিযুক্তস্য চাস্মিন্নধিকৃতোঽহম্" ইতি। যথা তাবদ্ভূতার্থপর্য্যবসিতা বেদান্তা ন কার্য্যবিধিনিষ্ঠাস্তথোপপাদিতং তত্তু সমন্ব-য়াৎ" ইত্যত্র, প্রত্যুত বিধিনিষ্ঠত্বে মুক্তিবিরুদ্ধপ্রত্যয়োৎপাদান্মুক্তিবিহন্তৃত্বমেবাস্যে-ত্যভ্যুচ্চয়মাত্রমত্রোক্তমিতি ॥ ৪ । ১ । ২ ॥

যদ্যপি তত্ত্বমসীত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সংসারিণঃ পরমাত্মভাবং প্রতিপাদয়ন্তি,

---

অর্থাৎ যেরূপ উপদেশ করিলে অকর্ত্রাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব নষ্ট না হয়, প্রত্যুত উদিত হয়, সেইরূপে প্রবৃত্ত রাখিবেন। ইহা কর, তাহা কর, যে এবম্প্রকারে নিযুক্ত হয়, সে অবশ্যই ভাবিতে পারে যে, আমি এই কার্য্যের অধিকারী, কর্ত্তা, আমাকর্ত্তৃক ইহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমাকে ইহা করিতে হইবে। এরূপ ভাবনা ব্রহ্মজ্ঞানের বিঘ্নকারিণী। তাহা যাহাতে না জন্মে, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ গ্রহণ করাইতে (বুঝাইতে) পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা গুরুর ও শাস্ত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে অল্পমতি আপনা আপনি তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ পরিত্যাগ করে (না বুঝিতে পারিয়া), তাহাকে তত্ত্বমসিবাক্যার্থজ্ঞানে স্থির রাখিবার জন্যও পুনঃ পুনঃ বাক্যযুক্তির প্রয়োজন আছে। এইরূপে বাক্যযুক্তি প্রয়োগের পৌনঃপুন্য সিদ্ধ হয় ॥ ৪ । ১ । ২ ॥

উপাসক কি শাস্ত্রোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট পরমাত্মাকে (পরমেশ্বরকে

---

* তত্ত্বজ্ঞানার্থং ধ্যানাবৃত্তিকালে কিমহং ব্রহ্মেতি ধ্যাতব্যমুত মৎস্বামীশ্বরঃ? ইতি সংশয়ে সিদ্ধান্তমাহ—আত্মেতি। আত্মেতি আত্মত্বেনৈব প্রকারেণৈনমুপগচ্ছন্তি জানন্তি স্বীকুর্ব্বন্তি বা

তব্যঃ ? কিং বা অন্যত্বঃ ? ইতি তাবদ্বিচারয়তি। কথং পুনরাত্মশব্দে প্রত্যগাত্মবিষয়ে শ্রূয়মাণে সংশয় ইতি। উচ্যতে—অয়মাত্মশব্দো মুখ্যঃ শক্যতেঽভ্যুপগন্তুং—সতি জীবেশ্বরয়োরভেদসম্ভবে। ইতরথা তু গৌণোঽয়মভ্যুপগন্তব্য ইতি মন্যতে। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? নাহমিতি গ্রাহ্যঃ। ন হ্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণো বিপরীতগুণত্বেন শক্যতে গ্রহীতুম্, বিপরীতগুণো বা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণত্বেন। অপহতপাপ্মত্বাদিগুণশ্চ পরমেশ্বরঃ, তদ্বিপরীতগুণস্তু শারীরঃ। ঈশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্ব ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গঃ, ততঃ শাস্ত্রানর্থক্যম্। সংসারিণোঽপীশ্বরাত্মত্বে-

তথাপি তয়োরপহতপাপ্মত্বানপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গেণ নানাত্বস্য বিনিশ্চয়াৎ শ্রুতেশ্চ তত্ত্বমসীত্যাত্মায়া মনো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদিবৎ প্রতীকোপদেশ এবায়ম্। ন চ যথা সমারোপিতং সর্পত্বমনূদ্য রজ্জুত্বং পুরোবর্ত্তিনো দ্রব্যস্য বিধীয়তে, এবং প্রকাশাত্মনো জীবভাবমনূদ্য পরমাত্মত্বং বিধীয়ত-ইতি যুক্তম্। যুক্তং হি পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে দ্রাঘীয়সি সামান্যরূপেণালোচিতে বিশেষরূপেণাগৃহীতে বিশেষান্তরসমারোপণম্। ইহ তু প্রকাশাত্মনো নির্ব্বিশেষসামান্যস্যাপরাধীনপ্রকাশস্য নাগৃহীতমস্তি কিঞ্চিদ্রূপমিতি কস্য বিশেষস্যাগ্রহে কিং বিশেষান্তরং সমারোপ্যতাম্। তস্মাদ্ব্রহ্মণো জীবভাবারোপাসম্ভবাজ্জীবো

আত্মা হইতে অভেদে উপাসনা করিবে ?—ধ্যান করিবে ? (সেই পরমাত্মাই আমি অথবা আমিই পরমাত্মা, এইরূপে জানিবে ?) কি তিনি আমা হইতে ভিন্ন, তিনি আমার প্রভু, এইরূপে জানিবেক ? ইহাই এই সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। সংশয় ব্যতীত বিচার হয় না, এতন্নিয়মানুসারে আশঙ্কা হইতে পারে আত্মদর্শন প্রত্যক্ অর্থেই (প্রত্যক্=জীবাত্মা) শ্রুত ও প্রসিদ্ধ; সুতরাং উক্ত প্রকার সংশয় হইতে পারে না। এ জন্য সংশয়ের কারণ কি, তাহা বলিতেছি। "আত্মা দ্রষ্টব্য" ও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপদেশ মুখ্যার্থপর হইতে পারে, যদি জীবেশ্বরে ভেদ সম্ভব হয়। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন নহে, তত্ত্বতঃ এক, ইহা না হইলে কাযেই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। এই মুখ্যার্থ গৌণার্থ লইয়াই সংশয়। [কিং…ক্রমঃ] সংশয় কোটিতে কি পাওয়া যায় ? পাওয়া যায়—অহংগ্রহ করিবেক না। (অহংগ্রহ=

জাবালা ইতি শেষঃ। গ্রাহয়ন্তি চ বোধয়ন্তি হি বেদান্তবাক্যানীতি পূরণীয়ম্। এতেনাহং ব্রহ্মেত্যহংগ্রহেণ ধ্যাতব্যমিতি সিদ্ধান্তলাভঃ।

জাবালশ্রুতি এই ধ্যাতব্য ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়াছেন। অন্যান্য বেদান্তও ব্রহ্মকে অহংজ্ঞানে ভাবিত করাইয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ।)

হধিকার্য্যভাবাৎ শাস্ত্রানর্থক্যমেব প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ। অন্যত্বেঽপি তাদাত্ম্যদর্শনং শাস্ত্রাৎ কর্ত্তব্যং প্রতিমাদিম্বিব বিষ্ণ্বাদিদর্শনমিতি চেৎ, কামমেবং ভবতু, ন তু সংসারিণো মুখ্য আত্মেশ্বরভাব ইত্যেতাবন্নঃ প্রাপয়িতব্যম্, ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। তথা হি পরমেশ্বরপ্রক্রিয়ায়াং জাবালা আত্মত্বেনৈবৈনমুপগচ্ছন্তি "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি দেবতে" ইতি। তথা-

---

জীবো ব্রহ্ম চ ব্রহ্মেতি তত্ত্বমসীতি প্রতীকোপদেশ এবেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

শ্বেতকেতোরাত্মৈব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ, ন তু শ্বেতকেতোর্ব্যতিরিক্তঃ পরমেশ্বরঃ। ভেদে হি গৌণত্বাপত্তিঃ। ন চ মুখ্যসম্ভবে গৌণত্বং যুক্তম্। অপি চ, প্রতীকোপদেশে সকৃদ্বচনন্তু প্রতীয়তে ভেদদর্শননিন্দা চ। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি, নাল্পত্বম্, অতিদবীয় এবোপচরিতত্বম্। তস্মাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যালোচ-

---

অহংজ্ঞান)। কারণ এই যে, অপাপত্বাদিগুণকে পাপবত্ত্বাদিগুণে এবং পাপবত্ত্বাদি গুণকে অপাপত্বাদিগুণে জানিতে ও ভাবিতে পারা যায় না। (গুণ=বিশেষণ। পরমেশ্বর অপাপত্বাদিবিশেষণ এবং জীব তাঁহার বিপরীতবিশেষণ। পরমেশ্বর নিষ্পাপ নির্লিপ্ত অসংসারী ইত্যাদি, জীব সপাপ সংসারী ইত্যাদি; সুতরাং বিপরীত।) ঈশ্বরই সংসারী আত্মা হইলে এখন ঈশ্বর নাই, এইরূপ আপত্তি ও শাস্ত্রোপদেশ নিষ্ফল হইতে পারে। (সে পক্ষে শাস্ত্র নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন)। সংসারী আত্মাই ঈশ্বর, এরূপ হইলেও অধিকারী না থাকায় (কে-ই বা উপাসনা করে! কে-ইবা অধিকারী! কে কাহাকে উপাসনা করে! সুতরাং] শাস্ত্রানর্থক্য ও প্রত্যক্ষাদিবিরোধ উপস্থিত হইবে। ঈশ্বরই সংসারী, এ কথা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের বিপরীত। যদি বল, ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন পদার্থ; ভিন্ন হইলেও শাস্ত্রবাক্য অনুসারে অভেদ দর্শন করিবেক, যেমন শাস্ত্রের আজ্ঞায় প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শন (দর্শন=জ্ঞান) করা হয়, তেমনি। এ বিষয়ে আমরা বলি, ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পার, বলিতেও পার, কিন্তু সংসারী আত্মার মুখ্য ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিতে পার না। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আচার্য্য ব্যাসদেব বলিতেছেন।

[আত্মেত্যেব···দ্রষ্টব্যাঃ] আত্মা অর্থাৎ আমি এইরূপে ধ্যাতব্য পরমেশ্বরকে জানিবেক অর্থাৎ উপাসনা করিবেক। জাবালশ্রুতির পরমেশ্বর প্রস্তাবে আছে,— "হে ভগবতি দেবতে, প্রসিদ্ধ তুমিই আমি, এবং আমিই প্রসিদ্ধ তুমি।"

ইন্যেঽপি "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যেবমাদয় আত্মত্বোপগমা দ্রষ্টব্যাঃ। গ্রাহয়ন্তি চাত্মত্বেনৈবেশ্বরং বেদান্তবাক্যানি "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃ ৩।৪।১) "এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃ ৩।৭।৩) "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছা ৬।৮।৭) ইত্যেবমাদীনি।

যত্তুক্তং প্রতীকদর্শনমিদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতীতি, তদযুক্তম্, গৌণত্বপ্রসঙ্গাৎ বাক্যবৈরূপ্যাচ্চ। যত্র হি প্রতীকদৃষ্টিরভিপ্রেয়তে, সকৃদেব তত্র বচনং ভবতি, যথা "মনো ব্রহ্মেতি" (ছা ৩।১৮।১) "আদিত্যো ব্রহ্মেতি" (ছা ৩।১৯।১) ইত্যাদি। ইহ পুনস্ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসীত্যাহ। অতঃ প্রতীকশ্রুতিবৈরূপ্যাদভেদপ্রতিপত্তিঃ। ভেদদৃষ্ট্যপবাদাচ্চ। তথা হি "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ" (বৃ ১।৪।১০)

নয়া শ্রুতেস্তাবজ্জীবস্য পরমাত্মতা বাস্তবীত্যেতৎপরতা লক্ষ্যতে। ন চ মানান্তরবিরোধাদত্রাপ্রামাণ্যং শ্রুতেঃ। ন চ মানান্তরবিরোধ ইত্যাদি তু সর্ব্বমুপপাদিতং প্রথমেঽধ্যায়ে।

নিরংশস্যাপি চানাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যা-তদ্বাসনাসমারোপিতবিবিধ-প্রপঞ্চাত্মনঃ-

জাবালশাখাধ্যায়ীরা এই শ্রুতিতে বলিয়াছেন, পরমেশ্বরকে আত্মত্বপ্রকারে অর্থাৎ অহমভেদে জানিতে হইবেক। অহংব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও অহংগ্রহ ধ্যানের সাধক প্রমাণ। [গ্রাহয়ন্তি···মাদীনি] "এই ব্রহ্মই তোমার আত্মা, ইনিই সর্ব্বান্তর। "ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত।" "তাহাই সত্য ও তাহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো, সেই জগদ্বীজ সৎ-পদার্থ (ব্রহ্ম) তুমি।" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যও পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করাইয়াছেন—বুঝাইয়াছেন।

[যত্তুক্তং···বাদাচ্চ] বলিয়াছিলে যে, ঐ দৃষ্টি (অভেদ উপাসনা) বিষ্ণুপ্রতিমাদি-উপাসনার অনুরূপ, অর্থাৎ যদ্রূপ প্রতিমায় বিষ্ণুত্ব বুদ্ধির আরোপ, সেইরূপ আত্মাতেও ব্রহ্মত্ব-বুদ্ধির আরোপ। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ অন্যায্য। কারণ, আরোপ বা অধ্যাসপক্ষে বাক্যের গৌণার্থ স্বীকার করিতে হয়। (মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিলে গৌণার্থ স্বীকার করা অন্যায্য)। অপিচ, বাক্যবৈরূপ্যও আছে। প্রতীক-শ্রুতি যে প্রণালীতে অভিহিত হয়, উদাহৃত শ্রুতি সে প্রণালীর নহে। যে যে স্থলে প্রতীকদর্শন অভিপ্রেত, সেই সেই স্থলে বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হয়, বহুবার ও বিনিময়ক্রমে উচ্চারিত হয় না। যেমন "মনই ব্রহ্ম" "আদিত্যই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে একোচ্চারণই দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রদর্শিত জাবালশ্রুতিতে "তুমিই আমি, আমিই তুমি" এইরূপ ব্যতিহার বা বিনিময় দ্বিরুচ্চারিত হইয়াছে। অতএব উদাহৃত-শ্রুতি প্রতীক-শ্রুতির অনুরূপ না হওয়ায় মুখ্য একত্বই বুঝিতে হইবেক।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃ ৪।৪।১৯ ; কঠ ৪।১০) "সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃ ৪।৫।৭) ইত্যেবমাদ্যা ভূয়সী শ্রুতির্ভেদদর্শনমপবদতি। যত্তূক্তং ন বিরুদ্ধগুণয়োরন্যোন্যাত্মত্বসম্ভব ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধ-গুণতায়া মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ। যৎ পুনরুক্তং ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গ ইতি। তদসৎ, শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদনভ্যুপগমাচ্চ। ন হীশ্বরস্য সংসার্য্যাত্মত্বং প্রতিপাদ্যত ইত্যভ্যুপগচ্ছামঃ। কিং তর্হি? সংসারিণঃ সংসারিত্বাপোহেনেশ্বরাত্মত্বং প্রতিপিপাদয়িষিত-মিতি। এবঞ্চ সত্যদ্বৈতেশ্বরস্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণতা, বিপরীত-গুণতা ত্বিতরস্য মিথ্যেতি ব্যবতিষ্ঠতে।

যদপ্যুক্তম্, অধিকার্য্যভাবঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চেতি। তদপ্যসৎ। প্রাক্ প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ, তদ্বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং

সাংশস্যেব কস্যচিদংশস্যাগ্রহণাদ্বিভ্রম ইব, পরমার্থস্তু ন বিভ্রমো নাম কশ্চিৎ, নচ সংসারো নাম, কিন্তু সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বানুপপত্তিভাজনত্বেনানির্ব্বচনীয়মিতি যুক্তমুৎ-পশ্যামঃ।

অপিচ, শ্রুত্যন্তরে ভেদদর্শনের নিন্দাও আছে। [তথা হি...বদতি] যথা—"যে ভিন্নভাবে দেবতার উপাসনা করে—উপাস্য দেবতা ভিন্ন ও উপাসক আমি ভিন্ন, এইরূপ ভাবনা করে, সে দেবগণের পশুতুল্য, সে জানে না "এবং সে মৃত্যুর পর মরণ প্রাপ্ত হয়—যে ইহাতে নানা অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।" "সমস্তই তাহার পর হয়—যে এ সকলকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। [যত্তু ক্তং...তিষ্ঠতে] বলিয়াছিলে, অসংসারিত্ব ও সংসারিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি দুই বিরুদ্ধ গুণের অভেদ (একাত্মভাব) অসম্ভব ; ফলতঃ তাহা দোষ নহে, অর্থাৎ বিরুদ্ধ গুণপদার্থেরও ঐকাত্ম্য হইতে পারে। তৎপ্রতি হেতু—বিরুদ্ধ গুণসকল মিথ্যা। (মিথ্যা গুণগুলি অপগত হইলেই গুণীর অভেদ সাধিত হয়)। আরও এক কথা। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বরাভাব প্রসক্ত হইবেক, সে কথাও সাধু নহে। শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অনভ্যুপগম এই দুই কারণে সে আপত্তিও স্থান প্রাপ্ত হয় না। অভেদার্থেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। অপিচ, শাস্ত্র ঈশ্বরের সংসার্য্যাত্মতা প্রতিপাদন করে না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় অর্থাৎ তাঁহার প্রতিপাদ্য—সংসারির সংসারিত্ব বিদূরিত হউক—ঈশ্বরত্ববোধ অবিচাল্য হউক ; সেইরূপেই শাস্ত্রে অদ্বয়েশ্বরের অপাপত্বাদিগুণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং যাহা তদ্বিরুদ্ধগুণতা, তাহা মিথ্যা বলিয়াই অবধারিত।

[যদপ্যুক্তং...প্রবোধে] বলিয়াছিলে, অভেদ হইলে অধিকারীর অভাব হয়, (উপাসক ও উপাস্য এক হইলে উপাসক থাকে কৈ? মূলে উপাসকেরই অভাব

পশ্যেৎ” (বৃ ২।৪।১৪) ইত্যাদিনা হি প্রবোধে প্রত্যক্ষাদ্যভাবং দর্শয়তি। প্রত্যক্ষাদ্যভাবে শ্রুতেরপ্যভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, ইষ্টত্বাৎ। অত্র “পিতাঽপিতা ভবতি” (বৃ ৪।৩।২২) ইতি হ্যুপক্রম্য “বেদা অবেদাঃ” (বৃ ৪।৩।২২) ইতি বচনাদিষ্যত এবাস্মাভিঃ শ্রুতেরপ্যভাবঃ প্রবোধে। কস্য পুনরয়মপ্রবোধ ইতি চেৎ, যস্ত্বং পৃচ্ছসি, তস্য তে ইতি বদামঃ। নন্বহমীশ্বর এবোক্তঃ শ্রুত্যা। যদ্যেবং, প্রতিবুদ্ধোঽসি, নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ। যোঽপি দোষশ্চোদ্যতে কৈশ্চিৎ অবিদ্যয়া কিলাত্মনঃ সদ্বিতীয়ত্বাদদ্বৈতানুপপত্তিরিতি, সোঽপ্যেতেন প্রত্যুক্তঃ। তস্মাদাত্মন্যেবেশ্বরে মনো দধীত ॥ ৪।১।৩ ॥

তদনেনাভিসন্ধিনোক্তম্। “যদ্যেবং প্রতিবুদ্ধোঽসি, নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ” ইতি। অন্যেঽপ্যাহুঃ—

“যস্ত্বদ্বৈতেন তোষোঽস্তি যুক্ত (মুক্তঃ ?) এবাসি সর্ব্বদা।” ইতি।

অতিরোহিতার্থমন্যদিতি ॥ ৪ । ১ । ৩ ॥

হয়), এবং তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ ; সে কথাও অসঙ্গত। কারণ, প্রবোধের (তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের) পূর্ব্বে সংসারিত্ব থাকা স্বীকৃত আছে এবং প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার সেই পর্য্যন্ত—যাবৎ না আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হয়। “সমস্তই যখন সাধকের আত্মভূত হয়, তখন কে কি দেখিবেক!” ইত্যাদি শাস্ত্র প্রবোধ কালেই প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন, (তৎপূর্ব্বে নহে)। যদি বল, প্রত্যক্ষাদির বিলোপে শ্রুতিরও বিলোপ প্রসক্ত হইবেক, তাহাতে আমরা বলিব, তৎকালে শ্রুতিবিলোপও আমাদের ইষ্ট। “সে সময়ে বেদ ও অবেদ” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা আমরা প্রবোধকালে শ্রুতির অভাবই ইচ্ছা করি—মান্য করি। [কস্য…দধীত] বলিতে পার, যদি একই হইল, তবে প্রবোধ কাহার ? উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই তোমার। যদি বল, শাস্ত্রানুসারে আমি ঈশ্বর, শ্রুতি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আবার প্রবোধ কি ? (যে অবোধ তাহারই প্রবোধ, এইরূপই হইতে পারে, পরন্তু যে নিত্যপ্রবুদ্ধ, তাহার আবার প্রবোধ কি ?) এতদুত্তরে আমরা বলিব, যদি তুমি আপনাকে নিত্যপ্রবুদ্ধ বলিয়াই বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর কাহারও প্রবোধাভাব নাই। অন্য কেহ অবোধ নহে, অন্য কেহ প্রবুদ্ধও হয় না। এ সম্বন্ধে যে কিছু পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিবে, সমস্তই অবিদ্যার (অজ্ঞানের) ফল। অবিদ্যা থাকায় অদ্বৈততাভঙ্গ হয় অর্থাৎ আত্মা সদ্বয় হন, এ আপত্তিও প্রদর্শিত প্রকারে বিঘটিত হইবেক। বিচারের উপসংহার এই যে, সাধক প্রদর্শিত কারণে আত্মাভিন্ন (আত্মা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন, এই ভাবে) ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবেন ॥ ৪ । ১ । ৩ ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ । ১ । ৪ ॥ *

"মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্ । অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি" [ছা০ । ৩ । ১৮ । ১] । তথা "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" [ছা০ । ৩ । ১৯ । ১] । "স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" [ছা০ ৭ । ১ । ৫] ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ । কিং তেষ্বপ্যাত্মগ্রহঃ কর্ত্তব্যো ন বেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? তেষ্বপ্যাত্মগ্রহ এব যুক্তঃ । কস্মাৎ ? ব্রহ্মণঃ শ্রুতিষ্বাত্মত্বেন প্রসিদ্ধ-

---

যথা হি শাস্ত্রোক্তং শুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মাত্মত্বেনৈব জীবেনোপাস্যতে—অহং ব্রহ্মাস্মি, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদিষু, তৎ কস্য হেতোর্জ্জীবাত্মনো ব্রহ্মরূপেণ তাত্ত্বিকত্বাদদ্বিতীয়ত্বমিতি । শ্রুতেশ্চ জীবাত্মানশ্চাবিদ্যাদর্পণা ব্রহ্মপ্রতিবিম্বকাঃ । যথা যথা যত্র যত্র মনো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টেরুপদেশঃ, তত্র সর্ব্বত্রাঽহং মন ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্ । ব্রহ্মণো মুখ্যমাত্মত্বমিত্যর্থঃ । উপপন্নঞ্চ

"মন ব্রহ্ম, এইরূপ উপাসনা করিবেক । ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা । অনন্তর অধিদৈব উপাসনা । অধিদৈব উপাসনা—আকাশ ব্রহ্ম, এইরূপে চিন্তা ।" "আদিত্য ব্রহ্ম, এতৎপ্রকার উপাসনার উপদেশ আছে ।" "নামই ব্রহ্ম, যে এইরূপে উপাসনা করে ।" এইরূপ অনেক প্রকার প্রতীক-উপাসনা আছে, সে সকলে সংশয় এই যে,—সেই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবেক কি না । পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল প্রতীকে (উপাসনার আলম্বনে) আত্মমতি করাই যুক্তিসিদ্ধ । কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়াই প্রসিদ্ধ । যে কোন প্রতীক হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্মবিকার (ব্রহ্মোৎপন্ন) তখন অবশ্যই সে সকল প্রতীক ব্রহ্ম । যাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা, সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব

---

* প্রতীকে ব্রহ্মবিকারিতয়া জীবাভিন্নব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ জীবাভেদসত্ত্বেনাহংগ্রহঃ কার্য্য ইতি পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা সিদ্ধান্তমাহ—নেতি । প্রতীকে নাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ নাহংগ্রহঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ । হি যতঃ সঃ উপাসকঃ ন প্রতীকমাত্মত্বেনানুভবতি ।

"মন ব্রহ্ম, এইরূপ জানিবেক ।" "আদিত্য ব্রহ্ম, এইরূপ আদেশ আছে ।" "নাম ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবেক ।" শাস্ত্রে এইরূপ এইরূপ প্রতীকোপাসনা কথিত হইয়াছে । মন, আদিত্য, নাম (ওঁ, তৎ, সৎ, হরি ও বিষ্ণু প্রভৃতি) এই সকল প্রতীক ও ঐ সকলে ব্রহ্মবুদ্ধি উত্থাপিত করিতে হইবে । ব্রহ্ম ও উপাসক জীব অভিন্ন, এই ভাব স্থির রাখিয়া আমিই নাম, আমিই মন, আমিই আদিত্য, এইরূপ জ্ঞান উত্থাপিত করিবেক ? কিংবা অহংজ্ঞান ব্রহ্মে মিলাইয়া ব্রহ্মই মন, আদিত্য ও নাম, এইরূপ ভাবিবেক ? সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতীকে অহংজ্ঞান স্থাপন করিবেক না । কারণ, প্রতীকোপাসক প্রতীককে অহং অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জানেন না । সেই কারণে প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা সিদ্ধ হয় না, এবং সেই কারণেই প্রতীকোপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা হইতে ভিন্ন বা বিশিষ্ট ।

ত্বাৎ, প্রতীকানামপি ব্রহ্মবিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সত্যাত্মত্বোপপত্তেঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

ন প্রতীকেষ্বাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ। ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ। যৎ পুনর্ব্রহ্মবিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং, ততশ্চাত্মত্বমিতি। তদসৎ, প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাৎ। বিকারস্বরূপোপমর্দ্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বমেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মগ্রহো

মনঃপ্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিকারত্বেন তাদাত্ম্যং, ঘটশরাবোদঞ্চনাদীনামিব মৃদ্বিকারাণাং মৃদাত্মকত্বম্। তথা চ তাদৃশানাং প্রতীকোপদেশানাং ক্বচিৎ কস্যচিৎ বিকারস্য প্রবিলয়াবগমাদ্ভেদ-প্রপঞ্চপ্রবিলয়পরত্বমেবেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

ন তাবদহং ব্রহ্মেত্যাদিভির্যথাহঙ্কারাস্পদস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে, এবং মনো ব্রহ্মেত্যাদিভিরহঙ্কারাস্পদত্বং মনঃপ্রভৃতীনাং, কিংত্বেষাং ব্রহ্মত্বেনোপাস্যত্বম্ অহঙ্কারাস্পদস্য ব্রহ্মতয়া ব্রহ্মত্বেনোপাসনীয়েষু মনঃপ্রভৃতিষ্বপ্যহঙ্কারাস্পদত্বেনোপাসনামিতি চেৎ। ন। এবমাদিষ্বহমিত্যশ্রবণাৎ। ব্রহ্মাত্মতয়া ত্বহঙ্কারাস্পদত্বকল্পনে তৎপ্রতিবিম্বস্যেব তদ্বিকারান্তরস্যাপ্যাকাশাদের্মনঃপ্রভৃতিষুপাসনপ্রসঙ্গঃ। যস্মাদ্যস্য যন্মাত্রাত্মতয়োপাসনং বিহিতং, তস্য তন্মাত্রাত্মতয়ৈব প্রতিপত্তব্যং, যাবদ্বচনং বাচনিকমিতি ন্যায়ান্নাধিকমধ্যাহর্ত্তব্যম্, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সর্ব্বস্য বাক্যজাতস্য প্রপঞ্চস্য বিলয়ঃ প্রয়োজনম্। তদর্থত্বে হি মন ইতি প্রতীকগ্রহণমনর্থকং, বিশ্বমিতি বাচ্যম্। যথা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি। ন চ সর্ব্বোপলক্ষণার্থং মনোগ্রহণং যুক্তম্। মুখ্যার্থমনোগ্রহণং যুক্তম্। মুখ্যার্থসম্ভবে লক্ষণায়া অযোগাৎ। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদীনাঞ্চানর্থক্যাপত্তেঃ। "ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানি" ইতি। অনুভবাদ্বা প্রতীকানাং মনঃপ্রভৃতীনামাত্মত্বেনাকলনং শ্রুতের্ব্বা। ন ত্বেতদুভয়মস্তীত্যর্থঃ। "প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। নন্বু যথাবচ্ছিন্নস্যাহঙ্কারাস্পদস্যানবচ্ছিন্নব্রহ্মাত্মতয়া ভবত্যভাব এবং প্রতীকানামপি ভবিষ্যতীত্যত আহ—"স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনাম্" ইতি। ইহ হি প্রতীকান্যহঙ্কারাস্পদত্বেনোপাস্যতয়া প্রধানত্বেন বিধিৎসিতানি, ন তু তত্ত্বমসী-

উৎপাদন বা স্থাপন করা অনুপপন্ন নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তে বলা হইল—"ন প্রতীকে"।

প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিতে হইবে না। [নহি··· গ্রহো বা] কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোন প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না, আত্মা বলিয়া অবগত হন না। (মনকেও অহং বলিয়া জানেন না, আকাশকেও অহং বলিয়া জানেন না)। বলিয়াছিলে যে, প্রতীক সকল ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা, এইরূপ জ্ঞানপরম্পরায় প্রতীকেও অহংদৃষ্টি স্থাপিত করা যাইতে পারে। আমরা বলি, তাহা পারে না। তাহা অত্যন্ত অসৎ। কারণ, তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পারে। নাম প্রভৃতি প্রতীক (উপাসনার আলম্বন) ব্রহ্মের বিকার সত্য; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রবাহিত

বা। ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা, কর্ত্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ। কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণ আত্মত্বোপদেশঃ, তদনিরাকরণেন চোপাসনাবিধানম্। অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাদাত্মগ্রহো নোপপদ্যতে। ন হি রুচকস্বস্তিকয়োরিতরেতরাত্মত্বমস্তি, সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাত্মত্বেনৈকত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমবোচাম। অতো ন প্রতীকেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে॥ ৪। ১। ৪॥

ত্যাদাবহঙ্কারাস্পদমুপাস্যমবগম্যতে, কিন্তু সর্পত্বানুবাদেন রজ্জুতত্ত্বজ্ঞাপন ইবাহঙ্কারাস্পদস্যাবচ্ছিন্নস্য প্রবিলয়োঽবগম্যতে। কিমতো যদ্যেবম্? এতদতো ভবতি। প্রধানীভূতানাং ন প্রতীকানামুচ্ছেদো যুক্তঃ। ন চ তদুচ্ছেদে বিধেয়স্যাপ্যুপপত্তিরিতি। অপি চ—"ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ" ইতি। ন হ্যুপাসনবিধানানি জীবাত্মনো ব্রহ্মস্বভাবপ্রতিপাদনপরৈস্তত্ত্বমস্যাদিসন্দর্ভৈরেকবাক্যভাবমাপদ্যতে, যেন তদেকবাক্যতয়া ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ কল্পেত, ভিন্নপ্রকরণত্বাৎ। তথা চ তত্র যথালোকপ্রতীতি ব্যবস্থিতো জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ সংসারী ন ব্রহ্মেতি কথং তস্য ব্রহ্মাত্মতয়া ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্মদৃষ্টিরুপদিশ্যেতেত্যর্থঃ। "অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাৎ" ইতি। যদ্যপ্যুপাসকো জীবাত্মা ন ব্রহ্মবিকারঃ, প্রতীকানি তু মনঃপ্রভৃতীনি ব্রহ্মবিকারঃ, তথাপ্যবচ্ছিন্নতয়া জীবাত্মনঃ প্রতীকৈঃ সাম্যং দ্রষ্টব্যম্ ॥৪।১।৪॥

করিতে গেলে বিকারভাব উপমর্দ্দিত (বিনষ্ট) হইবেক এবং সে সকলে ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিবেক। যদি নামাদির স্বরূপ বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ? কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে? [ন চ···ক্রিয়তে] ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাখিলে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশে আত্মদৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) সিদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে পার বটে, কিন্তু তাহাতেও ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ, সেরূপ দর্শনে (জ্ঞানে) কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্মই আত্মা, এই দর্শনই কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বসংসারধর্ম্ম নিরাকরণপূর্ব্বক উদিত হয়, তাহার অনিরাকরণ অবস্থাতেই ঐ সকল উপাসনার বিধান। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনায় উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে গেলেও কদাপি তাহাতে (প্রতীকে) অহংজ্ঞান জন্মিবেক না। (জীবের ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধিশ্রবণ না থাকায় প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না)। যাহা রুচক, তাহাই স্বস্তিক (রুচক ও স্বস্তিক পূর্ব্বকালের অলঙ্কারবিশেষ), এ রূপে ঐক্য নাই। তবে কি-না, সুবর্ণরূপে উভয়ের ঐক্য আছে। (এও সুবর্ণ, সেও সুবর্ণ, এই ভাবে ঐক্য আছে,) অতএব, সুবর্ণপ্রকারে অভেদ থাকিলেও তদুভয়ের (স্বস্তিকের ও রুচকের) স্বরূপে যথেষ্ট বিশেষ (প্রভেদ) আছে। সুবর্ণত্বপ্রকারে- রুচক-স্বস্তিকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্তি হয়, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং সেই কারণেই প্রতীকে আত্মদৃষ্টি (অহংজ্ঞান) করিতে পারা যায় না॥ ৪। ১। ৪॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৪ । ১ । ৫ ॥*

তেষ্বেবোদাহরণেষ্বন্যঃ সংশয়ঃ—কিমাদিত্যাদিদৃষ্টয়ো ব্রহ্মণ্যধ্যসিতব্যাঃ ? কিং বা ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু ? ইতি। কুতঃ সংশয়ঃ ? সামানাধিকরণ্যে কারণানবধারণাৎ। অত্র হি ব্রহ্মশব্দস্যাদিত্যাদিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যমুপলভ্যতে। "আদিত্যো ব্রহ্ম, প্রাণো ব্রহ্ম, বিদ্যুদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদিসমানবিভক্তি-নির্দ্দেশাৎ। ন চাত্রাঞ্জসং সামানাধিকরণ্যমবকল্পতে, অর্থান্তর-বচনত্বাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদিশব্দানাম্। ন হি ভবতি গৌরশ্ব ইতি

যদ্যপি সামানাধিকরণ্যমুভয়থাপি ঘটতে, তথাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাধ্যক্ষতয়া ফলপ্রসব-সামর্থ্যেন ফলবত্ত্বাৎ প্রাধান্যেন তদেবাদিত্যাদিদৃষ্টিভিঃ সংস্কর্ত্তব্যমিত্যাদিত্যাদি-দৃষ্টয়ো ব্রহ্মণ্যেব কর্ত্তব্যাঃ, ন তু ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু। ন চৈবংবিধেঽবধৃতে শাস্ত্রার্থে

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ নিচয়ে (মন, ব্রহ্ম ইত্যাদি উপাসনায়) অন্য এক সংশয় আছে। কি, তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মেই আদিত্যাদি-বুদ্ধি ন্যস্ত করিতে হইবে ? কি আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হইবে ? এ সংশয় হয় কেন, তাহা বলিতেছি। সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ থাকায় তুল্যার্থতা প্রতীত হয় এবং সেরূপ নির্দ্দেশের অন্য কোন কারণও নিশ্চয় হয় না। তাই সংশয় হয়, উক্ত প্রকারদ্বয়ের কোন্ প্রকার হই-বেক। [অত্র…করণ্যম্] উল্লিখিত স্থলে প্রতীকোপাসনা বিধায়ক বাক্যনিচয়ে ব্রহ্মশব্দের সহিত আদিত্যাদিশব্দের সামানাধিকরণ্য (একার্থতা) দেখা যাই-তেছে। যথা—"আদিত্য ব্রহ্ম।" "প্রাণ ব্রহ্ম।" "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে সমান বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় একার্থসম্পত্তিই প্রতীত হয়। আদিত্যশব্দের ও ব্রহ্মশব্দের বাস্তবিক সামানাধিকরণ্য (একার্থতা) অসম্ভব। কারণ, উক্ত উভয় শব্দ বিভিন্নার্থবাচী। যেমন গো ও অশ্ব শব্দের বাস্তব সামা-নাধিকরণ্য নাই, তেমনি, ঐ সকল বিভিন্নার্থবাচী শব্দেরও বাস্তব সামানাধিকরণ্য

* মন-আদিষু প্রতীকেষু ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ন তু ব্রহ্মণি মন-আদিদৃষ্টিঃ। কুতঃ ? উৎকর্ষাৎ। উৎকৃষ্টনিকৃষ্টয়োরুৎকৃষ্টমেবোপাস্যম্। উৎকৃষ্টং হি ব্রহ্ম, তদ্দৃষ্ট্যা নিকৃষ্টা আদিত্যাদয় উৎকৃষ্টা ভবেযুঃ ফলদাশ্চ। বিকারদৃষ্ট্যা ব্রহ্মণ উপাস্যত্বে নিকর্ষপ্রাপ্তৌ ফলবত্ত্বাসিদ্ধের্বিকারা এবোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যো-পাস্যাঃ স্যুঃ। তথাচাদিত্যাদয়ো ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যা এবেতি সিদ্ধান্তঃ।

"মন ব্রহ্ম" "আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে কি মনঃপ্রভৃতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাস্য ? কিংবা ব্রহ্মই মনঃ প্রভৃতিজ্ঞানে উপাস্য ? ইহার সিদ্ধান্ত—মনঃপ্রভৃতিই ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাস্য। কারণ, ব্রহ্মই উৎকৃষ্ট। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ন্যস্ত করিলে তদ্বলে তাহার উৎকর্ষলাভ হইবেক, উৎকর্ষ লাভ হইলেই তাহাদের ফলদাতৃত্ব-ও সিদ্ধ হইবেক। ফলিতার্থ—মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীকই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাস্য ; ব্রহ্ম কখনও মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীকবুদ্ধিতে উপাস্য নহেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

সামানাধিকরণ্যম্ । নমু প্রকৃতিবিকারভাবাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদীনাং মৃচ্ছরাবাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। বিকারপ্রবিলয়ো হ্যেবং প্রকৃতিসামানাধিকরণ্যাৎ স্যাৎ। ততশ্চ প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমবোচাম। পরমাত্মবাক্যঞ্চেদং তদানীং স্যাৎ। ততশ্চোপাসনাধিকারো বাধ্যেত। পরিমিতবিকারোপাদানঞ্চ ব্যর্থম্। তস্মাৎ "ব্রাহ্মণোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ" ইত্যাদিবদন্যতরত্রান্যতরদৃষ্ট্যধ্যাসে সতি ক্ব কিংদৃষ্টিরধ্যস্যতামিতি সংশয়ঃ। তত্রানিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্যাভাবাদিত্যেবং প্রাপ্তম্। অথবা আদিত্যাদিদৃষ্টয় এব ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যা, ইত্যেবং প্রাপ্তম্। এবং হি আদিত্যাদিদৃষ্টিভির্ব্রহ্মোপাসনঞ্চ ফলবদিতি শাস্ত্রমর্য্যাদা। তস্মাৎ ন ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিম্বিত্যেবং

নিকৃষ্টদৃষ্টির্নোৎকৃষ্ট ইতি লৌকিকো ন্যায়োঽপবাদায় প্রভবতি, আগমবিরোধেন তস্যৈবাপোদিতত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষসজ্ক্ষেপঃ। সত্যং সর্ব্বাধ্যক্ষতয়া ফলদাতৃত্বেন ব্রহ্মণ এব সর্ব্বত্র বাস্তবং প্রাধান্যং, তথাপি শব্দগতানুরোধেন কচিৎ কর্ম্মণ এব প্রাধান্যমবসীয়তে। যথা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত স্বর্গকামঃ" "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ" ইত্যাদৌ। অত্র হি সর্ব্বত্র যাগাদ্যারাধিতা যদ্যপি দেবতৈব ফলং প্রযচ্ছতীতি স্থাপিতং, তথাপি শব্দতঃ কর্ম্মণঃ করণত্বাবগমেন ফলত্বপ্রতীতেঃ প্রাধান্যম্। কচিদ্

নাই। [নমু···ব্যর্থম্] যদি বল, ব্রহ্মাদিত্যের প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাব আছে (ব্রহ্ম প্রকৃতি, আদিত্য তাঁহার বিকৃতি), তদনুসারে ব্রহ্মাদিত্যের ও ব্রহ্মাকাশ প্রভৃতির মৃদ্ঘটাদির ন্যায় সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়, (মৃদ্বিকার ঘটকে মৃত্তিকা বলার প্রথা আছে, তদনুসারে ব্রহ্মবিকার আদিত্যাদিকেও ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হইতে পারে)। আমরা বলি, উদাহৃত স্থলে সেরূপ সামানাধিকরণ্য সম্ভবে না; তাহা অসম্ভব। কারণ, প্রস্তাবিত স্থলে প্রকৃতির (ব্রহ্মের) সহিত আদিত্যাদি বিকারের অভেদ সাধিতে গেলে বিকারের বিলয় সাধিত হইবেক এবং অবশেষে তাহাতে প্রতীকের (উপাসনীয় আলম্বনের) অভাব আপতিত হইবেক। এ কথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে, তথাপি আবার বলিলাম। সে পক্ষে ঐ সকল বাক্য পরমাত্মার বোধক হয় এবং তাহাতে উপাসনাধিকার বিলুপ্ত হয়। (একাদ্বৈতবোধ কালে কে কাহার উপাস্য হইবে ? তাহা হইবে না)। অপিচ, ঐ অভিপ্রায় অকাট্য হইলে অবশ্যই শ্রুতির পরিমিত বিকার গ্রহণ ব্যর্থ হইবে। কেন তিনি আদিত্যাদি বিকারের (ব্রহ্মোদ্ভব অল্প পদার্থের) উল্লেখ করেন ? ব্রহ্মজ্ঞানার্থ প্রতীক নির্দ্দেশ করেন ? [তস্মাৎ···উৎকর্ষাৎ] অতএব যেমন "ব্রাহ্মণ অগ্নি" ইত্যাদি স্থলে ব্রাহ্মণে অগ্নিবুদ্ধির আরোপ, তেমনি, প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রহ্মে আদিত্যাদি-

প্রাপ্তে ক্রমঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিরেবাদিত্যাদিষু স্যাদিতি। কস্মাৎ? উৎকর্ষাৎ। এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্তি, উৎকৃষ্টদৃষ্টেস্তেম্বধ্যাসাৎ। তথা চ লৌকিকো ন্যায়োঽনুগতো ভবতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেঽধ্যসিতব্যেতি লৌকিকো ন্যায়ঃ, যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি, স চানুগন্তব্যঃ, বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। ন হি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতো রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ। ননু শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদনাশঙ্কনীয়োঽত্র প্রত্যবায়প্রসঙ্গঃ। ন চ লৌকিকেন ন্যায়েন শাস্ত্রীয়া দৃষ্টির্নিয়ন্তুং যুক্তেতি।

দ্রব্যস্থ, যথা ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীত্যাদৌ। তদুক্তং "যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্য্যতে, গুণস্তত্র প্রতীয়েত" ইতি। তদিহ যদ্যপি সর্ব্বাধ্যক্ষতয়া বস্তুতো ব্রহ্মৈব ফলং প্রযচ্ছতি, তথাপি শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা আদিত্যাদৌ প্রতীক উপাস্যমানে ব্রহ্ম ফলায় কল্পত-ইত্যভিবদতি, কিম্বাদিত্যাদিবুদ্ধ্যা ব্রহ্মৈব বিষয়ীকৃতং ফলায়েত্যুভয়থাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাধ্যক্ষস্থ ফলদানোপপত্তিঃ শাস্ত্রার্থসন্দেহে লোকানুসারতো নিশ্চীয়তে।

বুদ্ধির অথবা আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ, ইহাই অবধারিত হইতেছে। কিন্তু সংশয় এই যে, কাহাতে কোন্ বুদ্ধি (জ্ঞান) আরোপিত করিতে হইবে?—আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি? কিংবা ব্রহ্মে আদিত্যাদিবুদ্ধি? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন কোন নিয়ামক শাস্ত্র নাই তখন অবশ্যই অনিয়ম অর্থাৎ উপাসক স্বেচ্ছাক্রমে অন্যতম পক্ষ আশ্রয় করিতে পারেন। অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি বুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারেন। কেননা, ব্রহ্মই উপাস্য। ব্রহ্মকে আদিত্যজ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা সিদ্ধ হইবেক, হইয়া ফলপ্রদ হইবেক। ইহাই শাস্ত্রের মর্য্যাদা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ। যেহেতু শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ, সেই হেতু ব্রহ্মতেই আদিত্যাদি-বুদ্ধি নিক্ষেপ্তব্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় তৎসিদ্ধান্তার্থ বলা যাইতেছে—আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদর্শন করিবেক। তৎপ্রতি কারণ উৎকৃষ্টতা। [এব··· স্যাৎ] ব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদ্দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে (ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে) উৎকৃষ্ট-ব্রহ্মাধ্যাসবলে আদিত্যাদিও উৎকৃষ্ট হইবেন, হইয়া যথোক্ত ফল দান করিবেন। ঐরূপ হইলেই লৌকিক ন্যায় তাহার পোষকপ্রমাণ হইতে পারে। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করিবেক, ইহাই লৌকিক ন্যায়—লোকপ্রচলিত যুক্তিপ্রথা। যেমন ক্ষত্তাতে অর্থাৎ সূতে—সারথিতে রাজদৃষ্টি। প্রদর্শিত ন্যায়েরই অনুগত থাকা উচিত, অন্যথা অনিষ্ট হইতে পারে। ক্ষত্তা (সূত) রাজভাবে উপাসিত হইলে পরিতুষ্ট হয়, কিন্তু রাজা ক্ষত্তৃজ্ঞানে গৃহীত হইলে অর্থাৎ রাজাকে ক্ষত্তা ভাবিয়া নিকৃষ্ট করিলে সেই রাজা তাহার সম্বন্ধে কখনই শ্রেয়স্কর হন না। [ননু···তিষ্ঠতে] যদি বল, শাস্ত্রপ্রমাণ বিদ্যমান থাকায় উক্ত আশঙ্কা (অনিষ্টাশঙ্কা) হইতে পারে না এবং লৌকিক ন্যায় ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান সংযমিত হয় না।

অত্রোচ্যতে। নির্দ্ধারিতে শাস্ত্রার্থ এতদেবং স্যাৎ। সন্দিগ্ধে তু তস্মিন্ তন্নির্ণয়ং প্রতি লৌকিকোঽপি ন্যায় আশ্রীয়মাণো ন বিরুধ্যতে। তেন চোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যধ্যাসে শাস্ত্রার্থেঽবধার্য্যমাণে নিকৃষ্টদৃষ্টিমধ্যস্য প্রত্যবেয়াদিতি শ্লিষ্যতে। প্রাথম্যাচ্চাদিত্যাদি-শব্দানাং মুখ্যার্থত্বমবিরোধাদ্ গ্রহীতব্যম্। তৈঃ স্বার্থবৃত্তিভি-রবরুদ্ধায়াং বুদ্ধৌ পশ্চাদবতরতো ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যবৃত্ত্যা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতৈবাবতিষ্ঠতে।

ইতি-পরত্বাদপি ব্রহ্মশব্দস্যৈষ এবার্থো ন্যায্যঃ। তথা হি "ব্রহ্মেত্যাদেশঃ", "ব্রহ্মেত্যুপাসীত", "ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইতি চ সর্ব্বত্রেতি-পরং ব্রহ্মশব্দমুচ্চারয়তি, শুদ্ধাংস্ত্বাদিত্যাদিশব্দান্।

তদিদমুক্তম্—"নির্দ্ধারিতে শাস্ত্রার্থে এতদেবং স্যাৎ" ইতি। ন কেবলং লৌকিকো ন্যায়ো নিশ্চয়ে হেতুঃ, অপি ত্বাদিত্যাদিশব্দানাং প্রাথম্যেন মুখ্যার্থত্বমপী-ত্যাহ—"প্রাথম্যাচ্চ" ইতি। ইতিপরত্বমপি ব্রহ্মশব্দস্যামুমেব ন্যায়মবগময়তি। তথাহি—স্বরসবৃত্ত্যা আদিত্যাদিশব্দা যথা স্বার্থে বর্ত্তন্তে, তথা ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থে বৎর্স্যতি—যদি স্বার্থোঽস্য বিবক্ষিতঃ স্যাৎ। তথা চেতিপরত্বমনর্থকম্। তস্মাদি-তিনা স্বার্থাৎ প্রচ্যাব্য ব্রহ্মপদং জ্ঞানপরং স্বরূপপরং বা কর্ত্তব্যম্।

ন চ ব্রহ্মপদমাদিত্যাদিপদার্থ ইতি প্রতীতিপর এবায়মিতিপরঃ শব্দঃ। যথা গৌরিতি মে প্রতীতিরভবদিতি, তথা চাদিত্যাদয়ো ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তব্যা ইত্যর্থো ভবতীত্যাহ—"ইতিপরত্বাদপি ব্রহ্মশব্দস্য" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ৪।১।৫॥

এতদুত্তরে আমরা এই বলিতে চাহি যে, নির্দ্ধারিত শাস্ত্রার্থস্থলেই ঐ কথা ফলবতী হইতে পারে; কিন্তু যে স্থলে শাস্ত্রার্থই সন্দিগ্ধ, সে স্থলে অবশ্যই তন্নির্ণয়ার্থ লৌকিক ন্যায়ের আশ্রয় লইতে হইবে। অতএব শাস্ত্রার্থও যদি নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টিই অধ্যস্য এতদ্রূপে অবধৃত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে সেবা করায় পাপ বা অনিষ্ট হইবেক। আরও দেখ, প্রথমেই আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে। তদনুসারে সে সকলের মুখ্যার্থ বিনা-বিরোধে গ্রহণ বা স্বীকার করিতে পার। বুদ্ধি প্রথমে সে সকলের স্বার্থবৃত্তিতে অবরুদ্ধা হইয়াছে, পরে ব্রহ্মশব্দ আগমন করিয়াছে। সেই-কারণে তাহার সহিত বাস্তব সামান্যাধিকরণ্য সম্ভব হইতেছে না, সম্ভব না হওয়াতেই প্রথমোক্ত আদিত্যাদি শব্দের ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতা অবস্থান করিতেছে (থাকিয়া যাইতেছে)।

[ইতি গম্যতে] ব্রহ্মশব্দের পরে ইতি-শব্দ আছে (ব্রহ্মেতি), তাহাতেও উক্তার্থের ন্যায্যতা। যথা—"ব্রহ্মেত্যাদেশঃ।" "ব্রহ্মেত্যুপাসীত" "ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইত্যাদি। শ্রুতি প্রদর্শিত প্রকারে প্রায় সর্ব্বত্রই ইতি-শিরস্ক ব্রহ্মশব্দের ও শুদ্ধ

ততশ্চ যথা শুক্তিকাং রজতমিতি প্রত্যেতীত্যত্র শুক্তিবচন এব শুক্তিকাশব্দঃ, রজতশব্দস্তু রজতপ্রতীতিলক্ষণার্থঃ। প্রত্যেত্যেব হি কেবলং রজতমিতি, ন তু তত্র রজতমস্তি, এবমত্রাপ্যাদিত্যাদীন্ ব্রহ্মেতি প্রতীয়াদিতি গম্যতে। বাক্যশেষোঽপি চ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেনাদিত্যাদীনেবোপাস্তিক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানান্ দর্শয়তি "স য এতদেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" [ছা০।৩।১৯।৪], "যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে [ছা০৭।২।২] "যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" [ছা০৭।৪।৩] ইতি। যত্তূক্তং ব্রহ্মোপাসনমেবাত্রাদরণীয়ং ফলবত্ত্বায়েতি, তদযুক্তম্, উক্তেন ন্যায়েনাদিত্যাদীনামেবোপাস্যত্বাবগমাৎ। ফলন্তু অতিথ্যাদ্যুপাসন ইবাদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ, বর্ণিতঞ্চৈতৎ "ফলমত উপপত্তেঃ" [বে০সূ০।৩।২।৩৮] ইত্যত্র। ঈদৃশঞ্চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং, যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষ্বিব বিষ্ণ্বাদীনাম্ ॥ ৪।১।৫ ॥

আদিত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। তাহাতে বিনির্ণীত হয় যে, শুক্তিকাকে রজত বলিয়া জানিতেছে ইত্যাদি স্থলে যদ্রূপ শুক্তিকাশব্দ শুক্তিকাবাচী, তাহাতে যে রজত শব্দের প্রয়োগ, তাহা মাত্র রজত-জ্ঞানের উপলক্ষক, অর্থাৎ "রজত" ইত্যাকার প্রতীতি হইতেছে মাত্র, বস্তুতঃ তাহা রজত নহে, "আদিত্যো ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবেক। ফলিতার্থ—আদিত্যাদি-প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক। [বাক্য…ইতি] আদিত্যাদি শব্দ যে উপাস্তি ক্রিয়ার ব্যাপ্য, শ্রুতি তাহা প্রস্তাবের শেষেও আদিত্যাদিশব্দকে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা— "যে উপাসক বা যে জ্ঞানী প্রদর্শিত প্রকারে আদিত্যকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে।" "যে উপাসক বাক্যই ব্রহ্ম, এইরূপে বাক্যের উপাসনা করে।" "যে উপাসক ব্রহ্মদৃষ্টিতে সংকল্পের আরাধনা করে।" ইত্যাদি। [যত্তূক্তং… বিষ্ণ্বাদীনাম্] বলিয়াছিলে, ফলের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনাই আদরণীয়, আদিত্যাদির উপাসনার ফল কি? সে কথা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রদর্শিত শাস্ত্রে ও যুক্তিতে প্রোক্ত স্থলে আদিত্যাদির উপাস্যতাই লব্ধ হয়। যদ্রূপ অতিথি উপাসনায় (সেবায়) ফল হয়, সেইরূপ, আদিত্যাদি উপাসনাতেও ফল হয়, পরন্তু তাহার দাতা ব্রহ্ম (পরমেশ্বর)। তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ, সকলের নিয়ন্তা, সুতরাং ফলেরও নিয়ন্তা—অধ্যক্ষ। ইহা "ফলমত উপপত্তেঃ" সূত্রে বলা হইয়াছে। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু দর্শন, সেইরূপ আদিত্যাদিতেও ব্রহ্ম-দর্শন। যেমন প্রতিমায় বিষ্ণুর উপাসনা, তেমনি আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মের উপাসনা ॥ ৪।১।৫ ॥

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥৪।১।৬॥*

"য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত" [ছা০ ১।৩।১] "লোকেষ পঞ্চবিধং সামোপাসীত" [ছা০ ২।২।১] "বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত" [ছা০ ।২।৮।১] "ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম" [ছা০ ১।৬।১] ইত্যেবমাদিম্বঙ্গাববদ্ধেষূপাসনেষু সংশয়ঃ—কিমাদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টয়ো বিধীয়ন্তে ? কিং বোদ্গীথাদিম্বাদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ ? ইতি। তত্রানিয়মঃ, নিয়মকারণাভাবাদিতি প্রাপ্তম্। ন হ্যত্র ব্রহ্মণ ইব কস্যচিদুৎকর্ষবিশেষোঽবধার্য্যতে। ব্রহ্ম হি সমস্তজগৎকারণত্বাদপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগাচ্চাদিত্যাদিভ্য উৎকৃষ্টমিতি শক্যতেঽবধারয়িতুম্। ন ত্বাদিত্যোদ্গীথাদীনাং বিকারত্বাবিশেষাৎ কিঞ্চিদুৎকর্ষবিশেষাবধারণমস্তি। অথবা

"অথবা নিয়মেনোদ্গীথাদিমতয়শ্চাদিত্যাদিষধ্যস্তেরন্" ইতি। সংস্বপ্যাদিত্যাদিষু ফলানুৎপাদাৎ উৎপত্তিমতঃ কর্ম্মণ এব ফলদর্শনাৎ কর্ম্মৈব ফলবত্তয়া চাদিত্যাদি-

"এই যিনি তাপপ্রদান করিতেছেন, তিনি (সূর্য্য) উদ্গাথ, এইরূপ উপাসনা করিবেক।" "লোকে পাঁচ প্রকার সাম উপাসনা করিবেক।" "বাক্যে সাত প্রকার সাম উপাসনা করিবেক।" "এই ঋক্ পৃথিবী ও অগ্নি সাম।" এইরূপ এইরূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা আছে, তাহাতে সংশয়—ঐ সকল শ্রুতি কি আদিত্যাদিতে উদ্গীথ দৃষ্টির বিধান করিতেছে ? কিংবা উদ্গাথাদিতে আদিত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার কথা বলিতেছে। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, নিয়ম নাই। কারণ, নিয়মের কারণ দেখা যায় না। পূর্ব্বোক্ত উপাসনায় (আদিত্য ব্রহ্মের উপাসনায়) ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতা দৃষ্টে নিকৃষ্ট আদিত্যে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপিত করার ঔচিত্য দেখাইয়াছিলে, কিন্তু এখানে সেরূপ কোন উৎকর্ষবিশেষের অবধারণ নাই। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের কারণ, নিষ্পাপ, সুতরাং তিনি আদিত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা অবধারণ করিতে পার। কিন্তু এখানে, আদিত্যও ব্রহ্মবিকার, উদ্গাথও ব্রহ্মবিকার, সুতরাং এ সকলের মধ্যে কাহার কোন ইতরবিশেষভাব অবধারণ করিতে পার না। [অথবা…উপপত্তেঃ] কিংবা আদিত্যাদি পদার্থে

* অঙ্গে যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদৌ আদিত্যাদিবুদ্ধয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, ন ত্বাদিত্যাদিষু যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিবুদ্ধয়ঃ। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যেবং যদেব বিদ্যয়া করোতীত্যাদিশাস্ত্রম্।

"উপাসনা করিবেক। যিনি এই তাপপ্রদান করিতেছেন, তিনি উদ্গাথ (যজ্ঞাঙ্গপ্রণব = ওঁ)।" "লোকরূপ আধারে পাঁচ প্রকার সাম উপাসনা করিবেক।" "বাক্যে সাত প্রকার সাম উপাসনা করিবেক।" যজ্ঞাঙ্গ অবলম্বনে এইরূপ এইরূপ উপাসনাসকল বিহিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে সংশয়—যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিই আদিত্যজ্ঞানে উপাস্য ? কিংবা যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদি-জ্ঞানে আদিত্যাদি উপাস্য ? সিদ্ধান্ত—যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিই আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য। কারণ, সেইরূপ উপাসনাতেই শাস্ত্রার্থ উপপন্ন হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

নিয়মেনোদ্গাথাদিমতয়শ্চাদিত্যাদিষ্বধ্যস্যেরন্। কস্মাৎ? কর্ম্মাত্মকত্বাদুদ্গীথাদীনাম্। কর্ম্মণশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রসিদ্ধেরুদ্গীথাদিমতিভিরুপাস্যমানা আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলহেতবো ভবিষ্যন্তি। যথা চ "ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম" ইত্যত্র "তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম" [ছা০ ১।৬।১] ইত্যৃক্-শব্দেন পৃথিবীং নির্দ্দিশতি; সামশব্দেনাগ্নিম্। তচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঋর্ক্-সামদৃষ্টিচিকীর্ষায়ামবকল্পতে, ন ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টি-চিকীর্ষায়াম্। ক্ষত্তরি রাজদৃষ্টিকরণাদ্রাজশব্দ উপচর্য্যতে, ন রাজনি ক্ষতৃশব্দঃ।

অপি চ, "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" [ছা০ ২।২।১] ইত্যধিকরণনির্দ্দেশাল্লোকেষু সামাধ্যসিতব্যমিতি প্রতীয়তে।

মতিভির্যত্ত্যুদ্গাথাদিকর্ম্মাণি বিষয়ীক্রিয়েরন্, তত আদিত্যাদিদৃষ্টিভিঃ কর্ম্মরূপাণ্যভিভূয়েরন্। এবঞ্চ কর্ম্মরূপেম্বসৎকল্পেষু কুতঃ ফলমুৎপদ্যেত। আদিত্যাদিষু পুনরুদ্গাথাদিদৃষ্টাবুদ্গাথবুদ্ধ্যা আপ্যমানা নাম আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলায় কল্পিষ্যন্ত ইতি। অত এব চ পৃথিব্যগ্ন্যোঋর্ক্সামশব্দপ্রয়োগ উপপন্নঃ, যতঃ পৃথিব্যামৃগ্‌দৃষ্টিরধ্যস্তাহগ্নৌ চ সামদৃষ্টিঃ। সাম্নি পুনরগ্নিদৃষ্টৌ ঋচি চ পৃথিবীদৃষ্টৌ বিপরীতং ভবেৎ। তস্মাদপ্যেতদেব যুক্তমিত্যাহ—"তথা চেয়মেব" ইতি।

উপপত্ত্যন্তরমাহ—"অপি চ লোকেষু" ইতি। এবং খল্বধিকরণনির্দ্দেশো বিষয়ত্বপ্রতিপাদনপর উপপদ্যতে, যদি লোকেষু সামদৃষ্টিরধ্যস্যেত, নান্যথেতি।

উদ্গীথাদি দৃষ্টি করাই নিয়মিত। কারণ এই যে, উদ্গীথাদি পদার্থ কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মেরই ফলপ্রদান সামর্থ্য, আদিত্যাদি উদ্গীথাদিজ্ঞানে উপাসিত হইলে কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইবেন, হইয়া ফলপ্রদানযোগ্য হইবেন। এতদর্থে শ্রৌত উদাহরণও আছে। যথা—"এই ঋক্ই পৃথিবী এবং সামই অগ্নি।" ইত্যাদি শ্রুতি ঋক্শব্দে পৃথিবীর ও সামশব্দে অগ্নির নির্দ্দেশ (উল্লেখ বা গণনা) করিয়াছেন। এ নির্দ্দেশ সাধু বা সঙ্গত হইতে পারে—যদি পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্দৃষ্টি ও সামদৃষ্টি অধ্যস্ত করা অভিমত (শ্রুতির) হয়। ঋক্ সামে পৃথিব্যাদি-দৃষ্টিকরণ পক্ষে প্রোক্ত নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। সূতে রাজদৃষ্টির আরোপ হইলে তাহা গুণ বলিয়া গণ্য, সেই কারণে সূতে রাজশব্দের উপচার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু রাজায় সূতশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। অন্য হেতুও আছে, যথা—"লোকে পাঁচপ্রকার সাম উপাসনা করিবেক" এখানে আধারের নির্দ্দেশ আছে। তদনুসারে লোকরূপ আধারে সামদৃষ্টি অধ্যস্ত করিবেক, এই অর্থই প্রতীত হয়। "এই গায়ত্র সাম প্রাণে প্রোথিত" এ শ্রুতিও আধারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, করিয়া

"এতদুদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্" [ছা০ ২।১১।১] ইতি চৈতদ্দর্শয়তি—প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চাদিত্যাদিষু চরমনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মাধ্যস্তং "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" [ছা০ ৩।১৯।১] ইত্যাদিষু প্রথমনির্দ্দিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাদয়শ্চরমনির্দ্দিষ্টা হিংকারাদয়ঃ "পৃথিবী হিংকারঃ" [ছা০২।২।১] ইত্যাদিশ্রুতিষু। অতোঽনঙ্গেষ্বা-দিত্যাদিষ্বঙ্গমতিক্ষেপ ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

আদিত্যাদিমতয় এবাঙ্গেষূদ্গীথাদিষু প্রতিক্ষিপ্যেরন্। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যেবমপূর্ব্বসন্নিকর্ষাদাদিত্যাদি-মতিভিঃ সংক্রিয়মাণেষূদগাথাদিষু কর্ম্মসমৃদ্ধিঃ। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছা০ উ০ ১।১।১০] ইতি চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুতাং দর্শয়তি। ভবতু কর্ম্ম-

পূর্ব্বাধিকরণরাদ্ধান্তোপপত্তিমত্রৈবার্থে ব্রূতে—"প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চাদিত্যাদিষু" ইতি।

সিদ্ধান্তমত্র প্রক্রমতে—"আদিত্যাদিমতয় এব" ইতি। যদ্যুদ্গীথাদিমতয় আদিত্যাদিষু ক্ষিপ্যেরন্, তত আদিত্যানাং স্বয়মকার্য্যত্বাদুদ্গাথাদিমতেস্তত্র বৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন হ্যাদিত্যাদিভিঃ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে, যদ্বিদ্যয়া বীর্য্যবত্তরং ভবেৎ, আদি-ত্যাদিমত্যা বিদ্যয়োদ্গীথাদিকর্ম্মসু কার্য্যেষু যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" ইত্যাদিত্যমতীনামুপপদ্যতে উদ্গীথাদিষু সংস্কারকত্বেনোপযোগঃ। চোদয়তি —"ভবতু কর্ম্মসমৃদ্ধিফলেষ্বেবম্" ইতি। যত্র হি কর্ম্মণঃ ফলং, তত্রৈব ভবতু, যত্র তু

ঐরূপ অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে প্রথমে আদিত্যশব্দের উল্লেখ দেখিয়া তাহাতেই অনন্তরোক্ত ব্রহ্মের অধ্যাস অব-ধারণ করিয়াছ, সেইরূপ এখানেও প্রথমে পৃথিব্যাদিশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—পৃথিবী হিংকার ইত্যাদি। অতএব, পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে এখানেও পৃথিব্যাদিতে উদ্গাথাদি মতি উপক্ষেপ্য হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার বা নিষ্কর্ষ এই যে, যজ্ঞাঙ্গ-বহির্ভূত আদিত্য-প্রভৃতিতে যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি বুদ্ধি নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। এবম্বিধ পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে ষষ্ঠ সূত্র বলা হইল।

সূত্রের অর্থ এই যে, উদ্গাথাদি অঙ্গেই (অঙ্গ=যজ্ঞের অঙ্গ) আদিত্যাদি বুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক, অর্থাৎ আদিত্যাদিজ্ঞানে উদ্গাথাদি অঙ্গের উপাসনা করিবেক। (এই উদ্গীথই আদিত্য এবম্প্রকার ধ্যান করিবেক, ইত্যাদি)। কেননা, সেইরূপ করাই সঙ্গত। [উপপদ্যতে···শ্রুতিষু] ঐ সকল উপাসনার ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি, সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ সকল উপাসনায় সংস্কৃত হওয়াই সঙ্গত। কারণ, কর্ম্মাঙ্গ সকল আদিত্যাদিদৃষ্টিসংস্কৃত অর্থাৎ উপাসনাসমন্বিত হইলেই সমৃদ্ধিফলের অনুকূলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট জন্মায়। "বিদ্যা (জ্ঞান) যাহা করে, তাহা শ্রদ্ধায় ও উপনিষদে বীর্য্যবান্ হয়।" এই শাস্ত্রও বিদ্যায় অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক উপাসনায়

সম্বৃদ্ধিফলেম্বেবম্ স্বতন্ত্রফলেষু তু কথং "য এতদেবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে" [ছা০ উ০ ২।২।৩] ইত্যাদিষু। তেম্বপ্যধিকৃতাধিকারাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিকর্ষেণৈব ফলকল্পনা যুক্তা, গোদোহনাদিনিয়মবৎ। ফলাত্মকত্বাচ্চাদিত্যাদীনামুদ্গীথাদিভ্যঃ কর্ম্মাত্মকেভ্য উৎকর্ষোপপত্তিঃ। আদিত্যাদিপ্রাপ্তি-লক্ষণং কর্ম্মফলং শিষ্যতে শ্রুতিষু।

অপি চ "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"(ছা ১।১।১) "খল্বেতস্যৈবা-

গুণফলং, তত্র গুণস্য সিদ্ধত্বেনাকার্য্যত্বাৎ করোতীত্যেব নাস্তীতি তত্র বিদ্যায়াঃ ক উপযোগ ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তেম্বপি" ইতি। ন তাবদ্গুণঃ সিদ্ধস্বভাবঃ কার্য্যায় ফলায় পর্য্যাপ্তঃ, মা ভূৎ প্রকৃতকর্ম্মানিবেশিনো যৎকিঞ্চিৎফলোৎপাদঃ। তস্মাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিবেশিতঃ ফলোৎপাদ ইতি তস্য ক্রিয়মাণত্বেন বিদ্যয়া বীর্য্য-বত্তরত্বোপপত্তিরিতি। "ফলাত্মকত্বাচ্চাদিত্যাদীনাম্" ইতি। যদ্যপি ব্রহ্মবিকারত্বে-নাদিত্যোদ্গাথয়োরবিশেষস্তথাপি ফলাত্মকত্বেনাদিত্যাদীনামস্ত্যুদ্গীথাদিভ্যো বিশেষ ইত্যর্থঃ।

"দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাদপ্যুদ্গীথাদীনাং প্রাধান্যমিত্যাহ—"অপি চ ওঁম্" ইতি। স্বয়-

---

কর্ম্মসমৃদ্ধি-হেতুভাব থাকা বর্ণন করিয়াছেন। বলিতে পার যে, যে উপাসনার ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি, সেই উপাসনায় উক্ত থাকার ব্যবস্থা সঙ্গত, কিন্তু যে স্থলে স্বতন্ত্র ফল বর্ণিত আছে, সে স্থলে কিরূপে সঙ্গত হইবে? আমরা বলি, সে স্থলেও অধিকৃতাধিকার হেতু প্রধানাপূর্ব্বের সন্নিকর্ষে গোদোহন নিয়মের ন্যায় কর্ম্মসমৃদ্ধি ফলেরই কল্পনা (অনুমান) করিতে হইবে।* কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিই উপাস্য, আদিত্যাদি তাহার ফল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই সেই কর্ম্মে আদিত্যলোক-প্রাপ্তি প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে, তাহাতেই কর্ম্মাত্মক উদ্গীথাদি অপেক্ষা ফলাত্মক আদিত্যাদির উৎকৃষ্টতা উপপন্ন বা অবধারিত হয়। বলিয়াছিলে যে, উৎকর্ষাপ-কর্ষের অবধারণ না থাকায় অনিয়ম, অর্থাৎ কিসে কোন্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই, সে কথা এতদ্দ্বারা দূরনিরস্ত হইতেছে। [অপিচ···বিদধাতি] আরও দেখ, শ্রুতি "ওঁ এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে জানি-

---

* শাস্ত্র আছে, "গোদোহনেনাপঃ প্রণয়েৎ।" এই শাস্ত্রে জানা যায়, গোদোহন নামক কর্ম্মটী প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ। এ স্থলে প্রধান কর্ম্ম যজ্ঞ; তাহাতে ঐ অঙ্গ ক্রিয়ার ফল পশুলাভ, তাহা সেই স্থলেই অভিহিত আছে। এই পশুফল প্রধানফল হইতে পৃথক্। পৃথক্ফল গোদোহন যেমন অঙ্গভাবপ্রাপ্তিসাপেক্ষ, স্বতন্ত্ররূপে ফলপ্রদ নহে, তেমনি, লোকফল উপাসনাও কর্ম্মাঙ্গ-ভাবপ্রাপ্তিসাপেক্ষ। হেতু এই যে, যে যে-কর্ম্মের অধিকারী, সে তদঙ্গাশ্রিত উপাসনার অধি-কারী। বিশদ কথা এই যে, গোদোহনের পৃথক্ফল অভিহিত থাকিলেও তাহা (গোদোহন) যেমন ক্রিয়াঙ্গের উপকারক হইয়া ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ, অঙ্গাশ্রিত উপাসনায়ও কর্ম্মসমৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য ফলের উল্লেখ থাকিলেও সে সকল ফল স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হয় না। সে সকল ফলও সেই সেই কর্ম্মের অধীন; সুতরাং কর্ম্মফল ও সে সকলের ফল সমান। এতৎকারণে অবধারণীয়—অঙ্গেরই উপাস্যতা, লোকাদির উপাস্যতা নহে

ক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি" [ছা০১।১।১০] ইতি চোদ্গীথমেবো-পাস্যত্বেনোপক্রম্যাদিত্যাদিমতীর্ব্বিদধাতি। যত্তূক্তং উদ্গীথাদি-মতিভিরুপাস্যমানা আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মভূয়ং ভূত্বা করিষ্যন্তীতি, তদযুক্তম্। স্বয়মেবোপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্ত্বোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিভাবেনাপি চ দৃশ্যমানানামুদ্গীথাদীনাং কর্ম্মাত্মকত্বা-নপায়াৎ। "তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম" [ছা।১।৬।১] ইতি তু লাক্ষণিক এব পৃথিব্যগ্ন্যোঋর্কসামশব্দপ্রয়োগঃ। লক্ষণা চ যথাসম্ভবং সন্নিকৃষ্টেন বিপ্রকৃষ্টেন বা স্বার্থসম্বন্ধেন প্রবর্ত্ততে। তত্র যদ্যপি ঋক্-সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিচিকীর্ষা, তথাপি প্রসিদ্ধয়োঋর্ক্-সাময়োর্ভেদেনানুকীর্ত্তনাৎ পৃথিব্যগ্ন্যোশ্চ সন্নিধানাৎ তয়োরেবৈষ

মেবোপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্তোপপত্তেঃ। ননূক্তং সিদ্ধরূপৈরাদিত্যাদিভিরধ্যস্তৈঃ সাধ্যভূতত্বমভিভূতং কর্ম্মণাম্, অত আহ—"আদিত্যাদিভাবেনাপি চ দৃশ্যমানানাম্" ইতি। ভবেদেতদেবং, যদ্যধ্যাসেন কর্ম্মরূপমভিভূয়েত, অপি তু মাণবক ইবাগ্নি-দৃষ্টিঃ কেনচিত্তীব্রত্বাদিনা গুণেন গৌণী, অনভিভূতমাণবকত্বাৎ, তথেহাপি। ন হীয়ং শুক্তিকায়াং রজতধীরিব বহির্ধীঃ, যেন মাণবকত্বমভিভবেৎ, কিন্তু গৌণী, তথা ইয়মপ্যুদ্গীথাদাবাদিত্যাদিদৃষ্টির্গৌণীতি ভাবঃ। "তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সামেতি তু"ইতি। অন্যথাপি লক্ষণোপপত্তৌ ন ঋক্সামেত্যধ্যাসকল্পনা পৃথিব্যগ্ন্যোরিত্যর্থঃ। অক্ষরন্যাসালোচনয়া তু বিপরীতমেবেত্যাহ—"ইয়মেবর্ক"ইতি। লোকেষু পঞ্চ-বিধং সামোপাসীতেতি দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাৎ সাম্নামুপাস্যত্বমবগম্যতে। তত্র যদি সামধীরধ্যস্যেত, ততো ন সামান্যুপাস্যেরন্, অপি তু লোকাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ। তথা

বেক, উপাসনা করিবেক।" "ওঁ অক্ষরের ব্যাখ্যা এই—"এইরূপে বা এই বলিয়া উদ্গীথেরই উপাস্যতা বলিয়াছেন, অবশেষে তাহাতেই আদিত্যাদি মতির বিধান করিয়াছেন। [যত্তূক্তং…প্রবর্ত্ততে] বলিয়াছিলে যে, আদিত্যাদি উদ্গীথাদি জ্ঞানে উপাসিত হইলে কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইবেন, হইয়া কর্ম্মফল প্রদান করিবেন, সে কথা নিতান্ত অযুক্ত। উপাসনা নিজেই কর্ম্ম, তাহাতেই তাহার ফলদাতৃত্ব প্রসিদ্ধ। উদ্গীথপ্রভৃতিকে আদিত্যাদিভাবে দেখিলেও তাহার কর্ম্মাত্মকতা অপগত হয় না। "এই ঋকে সাম আরূঢ়" এতৎ শ্রুতিতে যে, পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্ সামশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণ প্রয়োগ। লক্ষণা সম্ভবমত দূর ও নিকট স্বার্থসম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়। [তত্র…পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্] ঋকে ও সামে পৃথিবীদৃষ্টি ও অগ্নিদৃষ্টি অধ্যারোপিত করা অভিপ্রেত হইলেও প্রসিদ্ধ ঋক্সাম ভিন্ন অন্য ঋক্সামের অনুকীর্ত্তন ও তৎসন্নিধানে পৃথিবীর ও অগ্নির উল্লেখ থাকায় সেই উভয়ের সহিতই

ঋক্সামশব্দপ্রয়োগঃ, ঋক্সামসম্বন্ধাদিতি নিশ্চীয়তে। শব্দোঽপি হি কুতশ্চিৎ কারণাদ্রাজানমুপসর্পন্ ন নিবারয়িতুং পার্য্যতে। "ইয়মেবর্ক্" [ছা।১।৬।১] ইতি চ যথাক্ষরন্যাসমৃচ এব পৃথিবীত্বমবধারয়তি। পৃথিব্যা হি ঋক্ত্বেঽবধার্য্যমাণ ইয়মৃগেবেত্যক্ষর-ন্যাসঃ স্যাৎ। "য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি" [ছা০ ১।৭।৭] ইতি চাঙ্গাশ্রয়মেব বিজ্ঞানমুপসংহরতি, ন পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্। তথা "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" [ছা০ ।২।২।১] ইতি যদ্যপি সপ্তমীনির্দ্দিষ্টা লোকাঃ, তথাপি সাম্ন্যেব তে অধ্যস্যেরন্, দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন সাম্ন উপাস্যত্বাবগমাৎ। সাম্নি হি লোকেষ্বধ্যস্যমানেষু সাম লোকাত্মনোপাসিতং ভবতি, অন্যথা পুনর্লোকাঃ সামাত্মনোপসিতাঃ স্যুঃ। এতেন

চ দ্বিতীয়ার্থং পরিত্যজ্য তৃতীয়ার্থঃ পরিকল্পেত সাম্নেতি, লোকেষ্বিতি সপ্তমী দ্বিতীয়ার্থে কথঞ্চিন্নীয়তে। অগারে গাবো বাস্যন্তাং প্রাবারে কুসুমানীতিবৎ। তেনোক্তন্যায়ানুরোধেন সপ্তম্যাশ্চোভয়থাপ্যবশ্যং কল্পনীয়ার্থত্বাদ্বরং যথাশ্রুত-

তত্ত্বভয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করা হয়। তাহাতেও স্থির হয় অর্থাৎ নিশ্চিত হয়, পৃথিবীতেও অগ্নিতে উক্ত ঋক্সামশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ক্ষত্ত-শব্দ কারণ-বিশেষে রাজাতে উপসর্পিত (প্রাপ্ত) হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? শ্রুতিও "ইহাই ঋক্" এইরূপে ঋকেরই পৃথিবীত্ব অবধারণ করিয়াছেন। যদি পৃথি-বীর ঋক্ত্ব নিশ্চিত হয়, তবেই "ইহাই ঋক্" এতদ্রূপ শব্দ বিন্যাস করা সম্ভব হয়। অপিচ "যে এইরূপ জানিয়া সাম গান করে—" এইরূপে অঙ্গাশ্রিত উপাসনাতেই প্রস্তাবের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি হইতে দেখা যায়, পৃথিব্যাশ্রিত জ্ঞানে নহে।* [তথা ব্যাখ্যাতম্] "লোকেষু পঞ্চবিধং সাম" এতদ্বাক্যস্থ লোকশব্দে সপ্তমী বিভক্তি থাকিলেও সামে লোকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। (লোকজ্ঞানে সামের উপাসনা করিতে হইবে)। কারণ, বাক্যান্তরে দ্বিতীয়া বিভক্তি নির্দ্দেশ

* ধ্যেয়বস্তুতে ধ্যানালম্বনবাচী পদের প্রয়োগ অন্যায্য। রাজাতে কি কখনও সূত পদের প্রয়োগ হয়? এই আশঙ্কা নিরাসার্থ দর্শিত বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিচারের নিষ্পত্তি বা ফল এই যে, "এতস্যাং ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" এই প্রয়োগে ঋক্সামশব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিবার উপায় নাই। করিলে পুনরুক্তি দোষ হইবে, অথবা তৎ ও এতৎ এই দুই শব্দ ব্যর্থ হইবে। সেই কারণে, ঋক্ ও সাম শব্দের প্রসিদ্ধ ঋক্ ও প্রসিদ্ধ সাম অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার দ্বারা পৃথিবী ও অগ্নি অর্থ গ্রহণ করা হয়। অপিচ, প্রতীকাভিন্ন জ্ঞান সুদৃঢ় হইবেক, এই অভি-প্রায়েও প্রতীকসন্নিহিত পৃথিব্যাদিতে প্রতীক পদের প্রয়োগ করা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। প্রতীকশব্দের অর্থ আলম্বন, ধ্যানের আলম্বন। এ স্থলে তাহা ঋক্ ও সাম।

"এতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্" [ছা০২।১১।১] ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্।

যত্রাপি তুল্যো দ্বিতীয়ানির্দ্দেশঃ "অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত" [ছা০২।৯।১] ইতি তত্রাপি "সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু" [ছা০২।১।১] "ইতি তু পঞ্চবিধস্য, অথ সপ্তবিধস্য" [ছা০২।৮।১] ইতি চ সাম্ন এবোপাস্যত্বোপক্রমাৎ তস্মিন্নেবাদিত্যাধ্যাসঃ। এতস্মাদেব চ সাম্ন উপাস্যত্বাবগমাৎ "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" [ছা০২।২।১] ইত্যাদিনির্দ্দেশবিপর্য্যয়েঽপি হিঙ্কারাদিষ্বেব

দ্বিতীয়ার্থানুরোধায় তৃতীয়ার্থে সপ্তমী ব্যাখ্যাতব্যা। লোকপৃথিব্যাদিবুদ্ধ্যা পঞ্চবিধং হিংকারপ্রস্তাবোদ্গীথপ্রতিহারনিধনপ্রকারং সামোপাসীতেতি নির্ণীয়তে।

ননু যত্রোভয়ত্রাপি দ্বিতীয়ানির্দ্দেশঃ, যথা খল্বমুমেবাদিত্যং সপ্তবিধং হিঙ্কার-প্রস্তাবোঙ্কারোদ্গীথ-প্রতীহারোপদ্রবনিধনপ্রকারং সামোপাসীতেতি, তত্র কো বিনিগমনায়াং হেতুরিত্যত আহ—"তত্রাপি" ইতি। তত্রাপি সমস্তস্য সপ্তবিধস্য সাম্ন উপাসনমিতি সাম্ন উপাস্যত্বশ্রুতেঃ। সাধ্বিতি পঞ্চবিধস্য, সাধুত্বং চাস্য

থাকায় সামেরই উপাস্যতা প্রতীত হয়। সামে লোকদৃষ্টি অধ্যস্ত হইলেই সাম* লোকভাবে উপাসিত হয়, বিপরীত করিলে লোকই উপাস্য হয়, অথচ সাম অনুপাস্য হইয়া পড়ে। এই ব্যাখ্যা দ্বারা "এই গায়ত্র সাম প্রাণে অবস্থিত" ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ গায়ত্র সামও যে, প্রাণজ্ঞানে উপাস্য, ইহাও বলা হইল।

[যত্রাপি…দৃষ্টিঃ] যেস্থলে দেখিবে, সমান দ্বিতীয়া নির্দ্দেশ অর্থাৎ উভয়ত্রই দ্বিতীয়া বিভক্তি, সে স্থলেও ঐরূপ হইবে। "অনন্তর এই আদিত্যই সপ্তবিধ সাম, এইরূপে উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান করিবেক।" এই বাক্যে আদিত্য ও সাম উভয়শব্দেই দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে। "সমুদয় সামের উপাসনা শ্রেষ্ঠ" "ইহা পঞ্চবিধ সামের উপাসনা" "ইহা সপ্তবিধ সামের উপাসনা।" ইত্যাদিবাক্যে সামের উপাসনা প্রক্রান্ত হওয়ায় সামেই আদিত্যাদি বুদ্ধির অধ্যাস অবধারিত হয় এবং উক্ত শাস্ত্রে ও যুক্তিতে সামের উপাসনা অবধারিত হওয়ায় "পৃথিবী হিংকার" ইত্যাদি বাক্যে বিপরীত বিন্যাস (প্রথমে অনুপাস্য পৃথিবীর উল্লেখ) থাকিলেও হিংকারাদিতে পৃথিব্যাদি দৃষ্টি করিবেক, পৃথিব্যাদিতে হিংকারাদি দৃষ্টি

* সাম অর্থাৎ বেদগান। কোন কোন বেদগানে পাঁচ ভক্তি এবং কোন বেদগানে সাত ভক্তি আছে। (লৌকিক গানে যাহাকে ধুয়া বলে, বৈদিক গানের ভক্তি প্রায় তাহাই।) হিংকার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন, এই পাঁচ নামে পাঁচ ভক্তি ও তৎসহিত উপদ্রব ও ওঙ্কার সাত ভক্তি।

পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ। তস্মাদনঙ্গাশ্রয়া আদিত্যাদিমতয়োঽঙ্গেষূদ্গীথাদিষু ক্ষিপ্যেরন্নিতি সিদ্ধম্ ॥ ৪ । ১ । ৬ ॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৪ । ১ । ৭ ॥*

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধিষু তাবদুপাসনেষু কর্ম্মতন্ত্রত্বান্নাসনাদিচিন্তা, নাপি সম্যগ্দর্শনে, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ জ্ঞানস্য। ইতরেষু তূপাসনেষু কিমনিয়মেন তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো বা প্রবর্ত্তেত? উত নিয়মেনাসীন এবেতি চিন্তয়তি। তত্র মানসত্বাদুপাসনস্যানিয়মঃ শরীরস্থিতেরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি। আসীন এবোপাসীতেতি। কুতঃ? সম্ভবাৎ। উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। ন চ তদ্গচ্ছতো ধাবতো বা সম্ভবতি, গত্যাদীনাং

ধর্ম্মত্বম্। তথা চ শ্রুতিঃ "সাধুকারী সাধুর্ভবতি" ইতি হিঙ্কারানুবাদেন পৃথিবীদৃষ্টিবিধানে হিঙ্কারঃ পৃথিবীতি প্রাপ্তে বিপরীতনির্দ্দেশঃ পৃথিবী হিঙ্কার ইতি ॥৪।১।৬॥

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধিষু যত্র হি তিষ্ঠতঃ কর্ম্ম চোদিতং, তত্র তৎসম্বন্ধোপাসনাপি তিষ্ঠতৈব কর্ত্তব্যা। যত্র বাসীনস্য, তত্রোপাসনাপ্যাসীনেনৈবেতি। নাপি সম্যগ্দর্শনে, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ প্রমাণতন্ত্রত্বাচ্চ। প্রমাণতন্ত্রা চ বস্তুব্যবস্থা, প্রমাণং সাংপেক্ষত ইতি তত্রাপ্যনিয়মঃ, যন্মহতা প্রযত্নেন বিনোপাসিতুমশক্যম্। যথা প্রতীকাদি, যথা বা সম্যগ্দর্শনমপি তত্ত্বমস্যাদি, তত্রৈবা চিন্তা। তত্র চোদকশাস্ত্রা-

করিবেক না, ইহাও অবধারিত হয়। [তস্মা···সিদ্ধম্] অতএব, যজ্ঞের অঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিই অনঙ্গ আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥৪।১।৬॥

কর্ম্মাঙ্গ উপাসনাসকল কর্ম্মের অধীন, সে জন্য সে সকল উপাসনায় আসনাদির বিচার সম্ভাবিত। সম্যক্ দর্শনে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে আসনাদির নিয়ম নাই। কারণ, তাহা বস্তুর অধীন। বস্তুজ্ঞান শয়ান পুরুষেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্যান্য উপাসনায় তাহার বিচার প্রয়োজনীয়। সে জন্য চিন্তা—সে সকল কি উত্থিত, উপবিষ্ট বা শয়ান, তিনের যে কোন প্রকার অবলম্বন করিয়া করিবেক? কি নিয়মপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াই করিবেক? [তত্র···সম্ভবাৎ] পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, উপাসনাসকল মানস, মনের ব্যাপার, সুতরাং তাহাতে শারীরিক নিয়ম প্রয়োজনীয় নহে। শারীরিক নিয়ম প্রয়োজনীয় নহে, এই পক্ষের প্রতিবাদার্থ বলিতেছেন—উপাসনার্থ আসীন হইবেক অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবেক। কারণ, আসীন পুরুষেরই উপাসনা সম্ভবে, অন্যের নহে। [উপাসনং···তস্যোপাসনম্] উপাসনা কি? না সমানপ্রত্যয় প্রবাহিত করা—

---

* নিয়মেনাসীন উপবিষ্ট উপাসীতেতি শেষঃ। কুতঃ? সম্ভবাৎ। সম্ভবতি হি সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণাত্মকমুপাসনমুপবিষ্টস্যৈব।

শাস্ত্রনিয়মে আসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবেক। কারণ, আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিরই ধ্যানাত্মক উপাসনা সম্ভব হয়। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

চিত্তবিক্ষেপকরত্বাৎ। তিষ্ঠতোঽপি দেহধারণে ব্যাপৃতং মনো ন সূক্ষ্মবস্তুনিরীক্ষণক্ষমং ভবতি। শয়ানশ্চাপ্যকস্মাদেব নিদ্রয়াভিভূয়তে। আসীনস্য ত্বেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ দোষঃ সুপরিহর ইতি সম্ভবতি তস্যোপাসনম্॥ ৪। ১। ৭॥

ধ্যানাচ্চ॥৪।১।৮॥*

অপি চ, ধ্যায়ত্যর্থ এষঃ—যৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। ধ্যায়তিশ্চ প্রশিথিলাঙ্গচেষ্টেষু প্রতিষ্ঠিতদৃষ্টিষ্বেকবিষয়াক্ষিপ্তচিত্তেষূপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে—ধ্যায়তি বকঃ, ধ্যায়তি প্রোষিত-

---

ভাবাদনিয়মে প্রাপ্তে যথা শক্যত ইত্যুপবন্ধাদাসীনস্যৈব সিদ্ধম্। নম্বু যস্যামবস্থায়াং ধ্যায়তিরুপচর্য্যতে প্রযুজ্যতে, কিমসৌ তদা তিষ্ঠতো ন ভবতি? ন ভবতীত্যাহ—আসীনশ্চাবিক্ষমানায়াসো ভবতীতি। অতিরোহিতার্থমিতরৎ॥৪।১।৭॥

[কিঞ্চ, ধ্যাতার আসীনা এব স্যুর্ধ্যায়তিশব্দার্হত্বাৎ বকাদিবদিত্যাহ—"ধ্যানাচ্চ"ইতি॥৪।১।৮॥ ইতি রত্নপ্রভা।]

অবিচ্ছেদে ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করা। তাহাত যাইতে যাইতে বা দৌড়াইতে-দৌড়াইতে হয় না (করা যায় না)। কারণ, গমন ও শীঘ্রগমন প্রভৃতি কার্য্য চিত্তবিক্ষেপকর। গমনাদি কালে ধ্যেয়-গোচর একাগ্রতা থাকে না, অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকে। দাঁড়াইয়া থাকিলেও মন দেহধারণে ব্যাপৃত থাকে, সে জন্য তৎকালে সূক্ষ্মবস্তু নিরীক্ষণে ক্ষমবান্ হয় না। শয়ান ব্যক্তিও সহসা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সে জন্য শয়ান পুরুষের সম্বন্ধেও ধ্যানাত্মক উপাসনা অসম্ভব হয়। শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উপবিষ্ট হইলে ঐ সকল দোষ অর্থাৎ বাধা বিঘ্ন পরিহার করা যাইতে পারে, এবং সেই কারণে উপাসনা আসীন পুরুষেই সম্ভবে॥৪।১।৭॥

প্রবাহাকারে একজাতীয় প্রত্যয় (বৃত্তিরূপ জ্ঞান) উত্থাপন করার নাম উপাসনা। উপাসনা ও ধ্যান তুল্যার্থক। অঙ্গ সকল শিথিল, দৃষ্টি স্থির, একই বিষয়ে চিত্তের অবস্থান, এরূপ দেখিলেই লোকে তাহাতে ধ্যা-ধাতুর প্রয়োগ করে। (ধ্যা=ধ্যান বা চিন্তা)। বক ধ্যান করিতেছে—চিন্তা করিতেছে। বিরহিণী কি ভাবিতেছে—ধ্যান করিতেছে। এবম্বিধ ধ্যান আসীন ব্যক্তির

---

* ধ্যানসমানার্থত্বাদুপাসনস্য, ধারণার্থানুগমাদিতি যাবৎ। ধ্যাতার আসীনা এব স্যুঃ, ধ্যায়তিশব্দার্থার্হত্বাৎ বকাদিবদিত্যুন্নেয়ম্।

উপাসনা কি? ধ্যানই উপাসনা। সুতরাং তাহা আসীন পুরুষেরই অধিকৃত। অঙ্গ-চেষ্টারহিত, স্থিরদৃষ্টি ও তন্মনস্ক বা একাগ্রচিত্ত দেখিলেই লোকে বলে, ধ্যান করিতেছে। এতদনুসারে নির্ণীত হয়, ধ্যান বা উপাসনা অঙ্গচেষ্টাবিবর্জ্জিত উপবিষ্ট পুরুষেরই কার্য্য।

বন্ধুরিত্যাসীনস্যানায়াসো ভবতি। তস্মাদপ্যাসীনকর্ম্ম উপাসনম্ ॥ ৪ । ১ । ৮ ॥

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৪ । ১ । ৯ ॥*

অপি চ 'ধ্যায়তীব পৃথিবী' ইত্যত্র পৃথিব্যাদিষ্বচলত্বমেবাপেক্ষ্য ধ্যায়তিবাদো ভবতি। তচ্চ লিঙ্গমুপাসনস্যাসীনকর্ম্মত্বে ॥ ৪ । ১ । ৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪ । ১ । ১০ ॥†

স্মরন্ত্যপি চ শিষ্টা উপাসনাঙ্গত্বেনাসনং "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" (গী ৬ । ১১) ইত্যাদিনা। অত এব চ পদ্মকাদীনামাসনবিশেষাণামুপদেশো যোগশাস্ত্রে ॥ ৪ । ১ । ১০ ॥

[অত্রৈব শ্রৌতং দৃষ্টান্তমাহ। অচলত্বঞ্চেতি ॥৪।১।৯॥ ইতি রত্নপ্রভা।]

[বাহ্যস্য শারীরস্য বা আসনস্য স্মরণাৎ নিয়ম ইত্যাহ স্মরন্তি চেতি ॥৪।১।১০ ॥ ইতি রত্নপ্রভা।]

পক্ষেই অনায়াসসাধ্য। অতএব উপাসনা কার্য্যটী উপবিষ্টেরই, উত্থিতাদির নহে ॥৪।১।৮॥

ধ্যান কথাটী নিশ্চলত্ব অর্থেই সিদ্ধ। পৃথিবী স্থিরা, নিশ্চলা, ইহা দেখিয়া লোকে বলে পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে—চিন্তা করিতেছে। অতএব, ধ্যা-ধাতুর অর্থ ধ্যান, তাহা নিশ্চলত্ব বা একাগ্রতা দেখিলেই প্রযোজিত হয়। উপাসনা যে, উপবিষ্টেরই কার্য্য, উক্ত প্রবাদও তাহার অন্যতম জ্ঞাপক ॥৪।১।৯॥

শিষ্টগণও উপাসনার অঙ্গস্বরূপ কতিপয় আসন স্মরণ করিয়াছেন। যথা—"পবিত্র প্রদেশে চিত্তস্থৈর্য্যকারক আসন বিন্যস্ত করত—" ইত্যাদি। যেহেতু আসন উপাসনার অঙ্গ, চিত্তস্থৈর্য্যকারক বলিয়া ধ্যানের সহায়, সেই হেতু যোগশাস্ত্রে পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আসন উপদিষ্ট হইয়াছে ॥৪।১।১০॥

* নিশ্চলত্বমেব লক্ষীকৃত্য ধ্যায়তিবাদো ভবতি লোকে, সোঽপি লিঙ্গম্।

বাহিরে নিশ্চলত্ব দেখিলে অন্তরের একাগ্রতা অনুমিত হয়। সেই কারণে অচলভাব দৃষ্টে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রয়োগসামান্যও উপাসকের আসনাবস্থানের গমক।

† পদ্মকস্বস্তিকাদীন্যাসনানীতি শেষঃ।

স্মৃতিকারেরাও উপাসনার উপযুক্ত চিত্তস্থৈর্য্যকারক আসনবিন্যাসের বিধান বলিয়াছেন, এবং যোগশাস্ত্রেও পদ্ম-স্বস্তিকাদি আসনের উপদেশ দেখা যায়।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪।১।১১॥*

দিগ্দেশকালেষু সংশয়ঃ—কিমস্তি কশ্চিন্নিয়মো নাস্তি বেতি। প্রায়েণ বৈদিকেষ্বারম্ভেষু দিগাদিনিয়মদর্শনাৎ স্যাদিহাপি কশ্চিন্নিয়ম ইতি যস্য মতিস্তং প্রত্যাহ। দিগ্দেশকালেষ্বর্থলক্ষণ এব নিয়মঃ। যত্রৈবাস্য দিশি দেশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি, তত্রৈবোপাসীত। প্রাচীদিক্-পূর্ব্বাহ্ণ-প্রাচীনপ্রবণাদিবৎ বিশেষাশ্রবণাদেকাগ্রতায়া ইষ্টায়াঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে" ইত্যাদিবচনান্নিয়মে সিদ্ধে দিগ্দেশাদিনিয়মমবাচনিকমপি "প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেত"ইতিবৎ বৈদিকারম্ভসামান্যাৎ ক্বচিৎ কশ্চিদাশঙ্কতে, তমনুগ্রহীতুমাচার্য্যঃ সুহৃদ্ভাবেনৈতদাহ স্ম—

পূর্ব্বাদি দিক্, তীর্থাদি দেশ ও পূর্ব্বাহ্লাদি কালের আবশ্যকতা বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। অধিকাংশ বৈদিককার্য্যে দিগাদির নিয়ম দেখা যায়, উপাসনা-কর্ম্মও বৈদিক; সেই কারণে সংশয় হয়—উপাসনা কার্য্যেও দিগাদির নিয়ম আছে কি নাই। বৈদিক ক্রিয়ায় দিগাদির নিয়ম দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন—উপাসনা কর্ম্মেও নিশ্চয়ই দিগ্দেশাদির নিয়ম আছে, তাঁহাদের প্রতি বলিতেছেন—উপাসনায় পূর্ব্বাদি দিক্, তীর্থাদি দেশ ও প্রদোষাদি কাল, এ সকলের নিয়ম নাই। কিন্তু সে সকল বিষয়ে অর্থলক্ষণ নিয়ম আছে। (অর্থ=একাগ্রতারূপ প্রয়োজন। যাহা যাহা একাগ্রতার উপযুক্ত, তাহা তাহাই আদরণীয়। অভিপ্রায় এই যে, উপাসনায় একাগ্রতার যত আদর, দিগাদির তত আদর নাই।) যে দিকে, যে স্থানে ও যে সময়ে বসিলে উপাসক স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন ও তদেকাগ্র হইতে পারিবেন, সেই দিকে সে স্থানে ও সেই সময়ে উপাসনার্থ আসনোপবিষ্ট হইবেন। বৈশ্বদেব ক্রিয়ায় "পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া, পূর্ব্বাহ্ণ কালে ও প্রাগ্নিম্ন প্রদেশে বৈশ্বদেব কর্ম্ম করিবেক" এই যেমন বিশেষ শ্রবণ (নির্দ্দিষ্ট শ্রৌত উল্লেখ) আছে, উপাসনা-ক্রিয়ায় সেরূপ কোনও বিশেষ শ্রবণ কুত্রাপি নাই। না থাকিবার কারণ এই যে, বাঞ্ছনীয় একাগ্রতা সর্ব্বত্রই অবিশেষ। পূর্ব্বাভিমুখে বসিলেও একাগ্র হওয়া যায় এবং অন্য দিক্-অভিমুখেও একাগ্র হওয়া যায়)।

* যস্মিন্ দেশে দিশি কালে বা অস্য সাধকস্য একাগ্রতা ধ্যেয়ে লব্ধস্থিতিকং চিত্তং স্যাৎ, তত্রৈবাসীনো ভবেৎ। দিগাদিনিয়মো নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। হেতুমাহ অবিশেষাৎ বিশেষাশ্রবণাৎ। একাগ্রতায়া এব ইষ্টায়া সর্ব্বত্র সমত্বাচ্চ।

উপাসনায় উপবেশনার্থ পূর্ব্বদিক্ প্রভৃতির নিয়ম নাই। যে দিকে ও যে সময়ে সাধকের চিত্তস্থৈর্য্য হইবে, সেই দিকে ও সেই সময়েই স্বানুকূল আসনে উপবেশন করিবেক। কারণ, শাস্ত্র

নন্থ বিশেষমপি কেচিদামনন্তি—

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥"(শ্বেতাশ্ব ২।১০) ইতি।

সত্যমস্ত্যেবঞ্জাতীয়কো নিয়মঃ। সতি ত্বেতস্মিংস্তদ্গতেষু বিশেষেম্বনিয়ম ইতি সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্য আচষ্টে। "মনোঽনুকূলে" ইতি চৈষা শ্রুতির্যত্রৈকাগ্রতা তত্রৈবেত্যেতদেব দর্শয়তি॥ ৪। ১। ১১॥

আ প্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪।১।১২॥*

আবৃত্তিঃ সর্ব্বোপাসনেম্বাদর্ত্তব্যেতি স্থিতিমাত্তেঽধিকরণে।

যত্রৈকাগ্রতা মনসস্তত্রৈব ভাবনাং প্রযোজয়েৎ। অবিশেষাৎ। ন হ্যত্রাস্তি বৈশ্বদেবাদিবদ্বচনং বিশেষকং, তস্মাদিতি ॥৪।১।১১॥

[নন্থ…দর্শয়তি] যদি বল, বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, যথা—"সমান (উচ্চ নীচ রহিত), শুচি, অর্থাৎ পবিত্র, কাঁকর না থাকে, নিকটে অগ্নি না থাকে, বালুকাময় না হয়, কোলাহল না থাকে, জলের নিকট না হয়, মনের অনুকূল হয়, দংশ-মশকাদির উৎপীড়ন না থাকে, এরূপ স্থানে ও বায়ুবিবর্জ্জিত গুহাদি স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবেক।" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত ঐ সকল প্রকার (নির্দ্দেশ) অভিহিত হইয়াছে সত্য; পরন্তু উহা কোনও একটীকে নিয়মান্তঃপাতী করা হয় নাই। সমদেশ ব্যতীত যে, হইবেই না, এমন কথা ঐ শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই। শাস্ত্রবক্তা আচার্য্য যোগীদিগের সুহৃৎ হইয়া বলিয়াছেন, মনোঽনুকূলে—যেখানে যাহার মন একাগ্র হইবে, সে সেই স্থানেই যোগাভ্যাস করিবেক। সূত্রকার ব্যাসও জিজ্ঞাসুগণের বন্ধু হইয়া বলিয়াছেন "যত্রৈকাগ্রতা তত্র।" ॥৪।১।১১॥

প্রথম বিচারে নির্ণীত হইয়াছে যে, সমুদায় উপাসনায়ই আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা) অতীব প্রয়োজনীয়, এবং তাহাতেই জানা গিয়াছে যে, যে সকল

এমন কিছু অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলেন নাই যে, অমুক দিকে ও অমুক সময়ে বসিয়া উপাসনা করিবেক। বলিবার প্রয়োজনও হয় নাই। উদ্দেশ্য—একাগ্রতা, তাহা যে দিকে বসিলে সহজে সম্পন্ন হয়, সেই দিকই তাহার গ্রাহ্য।

* প্রায়ণং মরণং, তৎপর্য্যন্তং প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। হি যতঃ প্রায়ণকালেঽপ্যাবৃত্তেঃ কর্ত্তব্যত্বং শ্রুতৌ দৃষ্টম্।

উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান মরণকালপর্য্যন্ত করিতে হইবেক, দুই একবার করিলে হইবেক না। কারণ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, মরণকালের উপাস্য-জ্ঞানই বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

তত্র যানি তাবৎ সম্যগ্দর্শনার্থান্যুপাসনানি, তান্যবঘাতাদিবৎ কার্য্যপর্য্যবসানানীতি জ্ঞাতমেবৈষামাবৃত্তিপরিমাণম্। ন হি সম্যগ্দর্শনে কার্য্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিচ্ছক্যম্। অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ। যানি পুনরভ্যুদয়ফলানি, তেম্বেষা চিন্তা। কিং কিয়ন্তঞ্চিৎ কালং প্রত্যয়মাবর্ত্ত্যোপরমেৎ? উত যাবজ্জীবমাবর্ত্তয়েদিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? কিয়ন্তঞ্চিৎ কালং প্রত্যয়মভ্যস্যোৎসৃজেৎ, আবৃত্তিবিশিষ্টস্যোপাসনশব্দার্থস্য কৃতত্বাদিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

অধিকরণবিষয়ং বিবেচয়তি—"তত্র যানি তাবৎ"ইতি। অবিদ্যমাননিযোজ্যা যা ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তিস্তস্যাঃ। শাস্ত্রং হি নিযোজ্যস্য কার্য্যারূপনিয়োগসম্বন্ধমববোধয়তীতি তস্যৈব কর্ম্মণ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণমধিকারং, তচ্চৈতদুভয়মতীন্দ্রিয়ত্বাদ্ভবতি শাস্ত্রলক্ষণং, প্রমাণান্তরাপ্রাপ্যো শাস্ত্রস্যার্থবত্ত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতেস্তু জীবন্মুক্তেন দৃষ্টত্বান্নাস্তীহ তিরোহিতমিব কিঞ্চনেতি কিমত্র শাস্ত্রং করিষ্যতি। নন্বেবমপ্যভ্যুদয়ফলান্যুপাসনানি, তত্র নিযোজ্যনিয়োগলক্ষণস্য চ কর্ম্মণি স্বামিতালক্ষণস্য চ সম্বন্ধস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ, তত্র সকৃৎ করণাদেব শাস্ত্রার্থসমাপ্তৌ প্রাপ্তায়ামুপাসনপদ-

---

উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অঙ্গ, সে সকল তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উপাসনা আবর্ত্তনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হইলে তাহা আর প্রয়োজনীয় নহে। তণ্ডুল প্রস্তুত করাই অবঘাতের প্রয়োজন, তণ্ডুল প্রস্তুত হইলে তখন আর অবঘাতের প্রয়োজন থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান জন্মানই উপাসনার কার্য্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহাতে আর কোনও কিছু কর্ত্তব্যোপদেশ নাই। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানে নিয়োগপথাতীত ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশিত হয়; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী তখন শাস্ত্রের অবিষয় অর্থাৎ শাসনের অযোগ্য হন। কিন্তু যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয়মাত্র, সেই সকল উপাসনায় এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত হইতেছে যে, উপাসক সে সকল চিন্তা কি কিছুকাল আবর্ত্তিত করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? কিংবা মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত করিবেন? [কিং···প্রাপ্তেঃ] বিচারে কি পাওয়া যায়? বিচারের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উপাসনা বা জ্ঞানসন্ততি কিছুকাল অভ্যাস করিয়া পরে পরিত্যাগ করিবেক। কারণ, তাহাই উপাসনা শব্দের মুখ্য অর্থ, তাহা করা হইলেই শাস্ত্রার্থ-পালন করা হয়। (উপাসনা—পুনঃ পুনঃ ধ্যান, অর্থাৎ বার বার ধ্যেয় পদার্থ চিত্তারূঢ় করা)। চিন্তার প্রথম কোটীতে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহার সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে।

আ প্রায়ণাদেবাবর্ত্তয়েৎ প্রত্যয়ম্। অন্ত্যপ্রত্যয়বশাদদৃষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কর্ম্মাণ্যপি হি জন্মান্তরোপভোগ্যং ফলমারভমাণানি তদনুরূপং ভাবনাবিজ্ঞানং প্রায়ণকালে আক্ষিপন্তি। "সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি, যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি, প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি" ইতি চৈবমাদিশ্রুতিভ্যঃ, তৃণজলায়ুকানিদর্শনাচ্চ। প্রত্যয়াস্ত্বেতে স্বরূপানুবৃত্তিং মুক্ত্বা কিমন্যৎ প্রায়ণকালে ভাবনাবিজ্ঞানমপেক্ষেরন্। তস্মাৎ যে প্রতিপত্তব্যফলভাবনাত্মকাঃ প্রত্যয়াস্তেষু আ প্রায়ণাদাবৃত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "স যাবৎক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ

বেদনীয়াবৃত্তিমাত্রমেব কৃতবত উপরমঃ প্রাপ্তস্তাবতৈব কৃতশাস্ত্রার্থত্বাদিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

সবিজ্ঞানো ভবতীত্যাদিশ্রুতের্যত্র স্বর্গাদিফলানামপি কর্ম্মণাং প্রায়ণকালে স্বর্গাদিবিজ্ঞানাপেক্ষকত্বং, তত্র কৈব কথাঽতীন্দ্রিয়ফলানামুপাসনানাম্। তানি খলু আপ্রায়ণং তত্তদুপাস্যগোচরবুদ্ধিপ্রবাহবাহিতয়া দৃষ্টেনৈব রূপেণ প্রায়ণসময়ে তদ্বুদ্ধিং ভাবয়িষ্যন্তি, কিমত্র ফলবৎপ্রায়ণসময়ে বুদ্ধ্যাক্ষেপেণ। ন হি দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা যুক্তা। তস্মাৎ আপ্রায়ণং প্রবৃত্তাবৃত্তিরিতি। তদিদমুক্তম্ "প্রত্যয়াস্ত্বেতে" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ সর্ব্বাতীন্দ্রিয়বিষয়া "স যথাক্রতুরস্মাল্লোকাৎ-

---

সাধক তাহা মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তন করিবেন। কারণ, অদৃষ্ট ফল অর্থাৎ ভাবি ফল মরণকালিক শেষ ধ্যানের দ্বারাই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। [কর্ম্মাণ্যপি··· দর্শনাচ্চ] যে সকল জ্ঞানকর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ হইবে, সেই সকল জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার মরণকালেই আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রাপ্তব্য-ফলমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"সেই ধ্যাতা মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ভাবনাময় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সবিজ্ঞান হইয়া উৎক্রান্ত হয়, গৃহীত দেহ পরিত্যাগ করে। (সবিজ্ঞান হওয়া, আর ভাবিফল স্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনাময় আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি হওয়া সমান কথা)। মরণকালে মন যে আকারে অবস্থিতি করে, তাহার মন তখন সেই আকারেই প্রাণে আগমন করে। প্রাণ উৎক্রমণ-পথ উদানে আইসে। অনন্তর তাহা জীবকে সঙ্কল্পিতানুরূপ লোকে লইয়া যায়।" শ্রুতিতে যে, তৃণজলবায়ূকার দৃষ্টান্ত আছে, তদনুসারেও প্রোক্ত সিদ্ধান্ত লব্ধ হয়। [প্রত্যয়া···শ্রাবয়তি] উপাসনাত্মক জ্ঞান যদি ধারাবাহিরূপে মরণপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাই তাহার অন্ত্য বিজ্ঞান হইবেক। তাহা অন্য কোন ভাবনাবিজ্ঞানের (অদৃষ্টপ্রভাবে সমুদিত জ্ঞান বিশেষের) অপেক্ষা করিবে না। অভিপ্রায় এই যে, যেমন কর্ম্ম দুই এক বার কৃত হইলেই তদ্দ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, সেই সঞ্চিতাদৃষ্টের দ্বারা মৃত্যুকালে ভাবিফলস্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনা-বিজ্ঞান (ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ) জন্মে, ধ্যানাবৃত্তিরূপ উপাসনায় সেরূপ

ত্যৈতি" ইতি প্রায়ণকালেঽপি প্রত্যয়ানুবৃত্তিং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (গী ৮।৬) ইতি
"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন" [ভ০গী০ ৮।১০] ইতি চ,
"সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত"
ইতি চ মরণবেলায়াং কর্ত্তব্যাশেষং শ্রাবয়তি॥ ৪। ১। ১২॥

তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪।১।১৩॥*

গতস্তৃতীয়শেষঃ। অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রতি চিন্তা

ত্যৈতি, তাবৎক্রতুর্হামুং লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবতি" ইতি। ক্রতুঃ সঙ্কল্পবিশেষঃ। স্মৃতয়শ্চোদাহৃতা ইতি॥ ৪। ১। ১২॥

গতস্তৃতীয়শেষঃ সাধনগোচরো বিচারঃ। ইদানীমেতদধ্যায়গতফলবিষয়া চিন্তা প্রতন্যতে। তত্র তাবৎ প্রথমমিদং বিচার্য্যতে—কিং ব্রহ্মাধিগমে ব্রহ্মজ্ঞানে সতি ব্রহ্মজ্ঞানফলান্মোক্ষাদ্বিপরীতফলং দুরিতং বন্ধনফলং ক্ষীয়তে ? ন ক্ষীয়তে বা ?

ব্যবস্থা নহে। ধ্যানই মরণপর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ধ্যানানুরূপ আতিবাহিক দেহ জন্মায়। অতএব, যে সকল উপাসনার ফল তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত, সে সকল মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এ শরীর ত্যাগ করে" ইত্যাদি। এই শ্রুতি মরণকালেও ধ্যানাবৃত্তি করিতে বলিয়াছেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"হে অর্জ্জুন, জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "মরণকালে অচঞ্চল ধ্যেয়াকার চিত্তে—" "সে মৃত্যুকালেও এই তিন মন্ত্র (অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণশংসিতমসি) স্মরণ করিবেক।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি মরণপর্য্যন্ত ধ্যানের কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন॥ ৪। ১। ১২॥

জ্ঞান-সাধন উপাসনা প্রভৃতিতে অত্যধিক আদর দেখাইবার জন্যই ফলাধ্যায়ে কতিপয় সাধনের বিচার কৃত হইল। এখন এই ফলাধ্যায়ে বিদ্যাফল বিচারিত হইবে। প্রথমতঃ এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত দুরিত (জ্ঞানপ্রতিদ্বন্দ্বী পাপ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি না ? চিন্তার অর্থাৎ বিচারের প্রথম পক্ষ এই যে, যখন ফল দেওয়াই কর্ম্মের প্রধান প্রয়োজন, তখন তাহা ফল না দিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রুতির দ্বারাও জানা গিয়াছে

---

* তস্য ব্রহ্মণোঽধিগমঃ সাক্ষাৎকারস্তস্মিন্ সতি উত্তরাঘস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বাঘস্য চ বিনাশঃ স্যাৎ। হেতুমাহ তদিতি। উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশয়োর্ব্যপদেশস্তাৎপর্য্যেণ কথনং, তস্মাৎ।

প্রজায়তে। ব্রহ্মাধিগমে সতি তদ্বিপরীতফলং দুরিতং ক্ষীয়তে ন বা ক্ষীয়ত ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ ফলমদত্ত্বা ন সম্ভাব্যতে ক্ষয়ঃ। ফলদায়িনী হ্যস্য শক্তিঃ শ্রুত্যা সমধিগতা। যদি তদন্তরেণৈব ফলোপভোগমুপক্ষয়েত, শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। স্মরন্তি চ "ন হি কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে" [ম০ ভা০] ইতি। নন্বেবং সতি প্রায়শ্চিত্তোপদেশোঽনর্থকঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তের্গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ। অপি চ, প্রায়শ্চিত্তানাং দোষসংযোগেন বিধানাৎ ভবেদপি দোষক্ষপণার্থতা,

---

ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। শাস্ত্রেণ হি ফলায় যদ্বিহিতং, প্রতিষিদ্ধঞ্চানর্থপরিহারায়াঽশ্বমেধাদি ব্রহ্মহত্যাদি চাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারং, কিং তদপূর্ব্বমুপরতেঽপি কর্ম্মণ্যত্র সুখদুঃখোপভোগাৎ প্রাগ্ নাবিরন্তুমর্হতি। স হি তস্য বিনাশহেতুঃ, তদভাবে কথং বিনশ্যেদিতি তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রব্যাকোপাচ্চেতি। অদত্তফলঞ্চেৎ কর্ম্মাপূর্ব্বং বিনশ্যতি, কর্ম্মণ এব ফলপ্রসবসামর্থ্যবোধকশাস্ত্রমপ্রমাণং ভবেৎ। ন চ প্রায়শ্চিত্তমিব ব্রহ্মজ্ঞানমদত্তফলান্যপি কর্ম্মাপূর্ব্বাণি ক্ষিণোতীতি সাম্প্রতম্। প্রায়শ্চিত্তানামপি তদপ্রক্ষয়হেতুত্বাৎ, তদ্বিধানস্য চৈনস্বি-নরাধিকারিপ্রাপ্তিমাত্রেণোপপত্তাবুপাত্তদুরিতনিবর্হণফলাক্ষেপকত্বাযোগাৎ। অতএব স্মরন্তি—নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মেতি। যদি পুনরপেক্ষিতোপায়তায়া প্রায়শ্চিত্তবিধিন

যে, কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে। যদি তাহা ভোগ উৎপাদন না করিয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বল, তাহা হইলে শ্রুতিকেও বিকৃতার্থ করা অর্থাৎ অপ্রমাণ বলা হইবে। স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন—"কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কোটীকল্পেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।" [নন্বেবং···ভবিষ্যতি] বলিতে পার যে, তবে প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ হয়, কিন্তু আমরা দেখাইব, ব্যর্থ হয় না। প্রায়শ্চিত্ত সকল গৃহদাহেষ্টির ন্যায় নৈমিত্তিক।* পাপদোষ-বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত-বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বিধান দৃষ্ট হয় না। পাপক্ষয়ার্থ বিহিত বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশক ক্ষমতা থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপে বিহিত না হওয়ায় তাহার পাপনাশক ক্ষমতা থাকা মানিতে পারা যায় না। কর্ম্ম যদি ব্রহ্মজ্ঞানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়; আর যদি তাহা অবশ্য ভোক্তব্যই হয়, তাহা

অত্র অঘং পাপং পুণ্যং চ। উত্তরাঘস্য ভাবিপাপস্য পুণ্যস্য চ। পূর্ব্বাঘস্য সঞ্চিতপুণ্যপাপরাশেঃ।

ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পূর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় এবং পরে যে সকল পাপ ঘটনা হইবে, সে সকল তাহাতে অশ্লিষ্ট অর্থাৎ লিপ্ত হইবে না। শ্রুতি সেইরূপ কথাই বলিয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

* অগ্নিহোত্রীদিগের অগ্নি দ্বারা গৃহ দগ্ধ হইলে যে দোষ হয়, সে দোষ বিনাশার্থ একটি যাগের বিধান আছে। যাগটির নাম ক্ষামবতী। ক্ষামবতী যাগ করিলে গৃহদাহজন্য দোষ নষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রের সেই সেই স্থানে লিখিত আছে।

ন হ্যেবং ব্রহ্মবিদ্যায়া বিধানমস্তি। নম্বনভ্যুপগম্যমানে ব্রহ্ম-বিদঃ কর্ম্মক্ষয়ে তৎফলস্যাবশ্যভোক্তব্যত্বাদনির্ম্মোক্ষঃ স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্ম্মফলবদ্ভবিষ্যতি। তস্মাৎ ন ব্রহ্মবিদ্যাধিগমে দুরিতনিবৃত্তিঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

তদধিগমে···ব্রহ্মাধিগমে সত্যুত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। উত্তরস্যাশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশঃ। কস্মাৎ? তদ্ব্যপদেশাৎ। তথা হি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমান-সম্বন্ধস্যাগামিনো দুরিতস্যানভিসম্বন্ধং বিদুষো ব্যপদিশতি "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন

নিযোজ্যবিশেষপ্রতিলম্ভমাত্রেণ নির্ব্বর্ত্ততীতি অপেক্ষিতাকাঙ্ক্ষায়াং দোষসংযোগেন শ্রবণাত্তন্নিবর্হণফলঃ কল্প্যেত, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানস্য তৎসংযোগেনাশ্রবণান্ন দুরিত-নিবর্হণসামর্থ্যে প্রমাণমস্তি। মোক্ষবৎ তস্যাপি স্বর্গাদিফলবদ্দেশকালনিমিত্তা-পেক্ষয়োপপত্তেঃ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ সম্ভবিষ্যতি অসাববস্থা, যস্যামুপভোগেন সমস্ত-কর্ম্মক্ষয়ে ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষং প্রসোষ্যতি। যোগর্দ্ধ্যৈব বা দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে বহূনি শরীরেন্দ্রিয়াণি নির্ম্মায় ফলান্যুপভুজ্যার্দ্ধেন যোগসামর্থ্যেন যোগী কর্ম্মাণি ক্ষপয়িত্বা মোক্ষী সম্পৎস্যতে। স্থিতে চৈতস্মিন্নর্থে ন্যায়বলাৎ "যথা পুষ্করপলাশে" ইত্যাদিব্যপ-দেশো ব্রহ্মবিদ্যাস্তুতিমাত্রপরতয়া ব্যাখ্যেয় ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

হইলে কাহারও কস্মিন্ কালেও মোক্ষ হইবে না, এমন আপত্তি করিতে পার না। কর্ম্ম যেমন দেশ কাল ও নিমিত্ত অনুসারে ফলপ্রসব করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানও দেশকালাদি নিমিত্ত অনুসারে মোক্ষফল প্রসব করিতে পারে। (অভিপ্রায় এই যে, সঞ্চিত কর্ম্মসকল ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তখন মোক্ষ-লাভ হইবেক)। [তস্মাৎ···ব্যপদেশাৎ] প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষলাভ হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যে, দুরিত-নিবৃত্তি হয়, তাহা হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইতেছে।—

ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ ও পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপ ব্যপদেশ (সঞ্চিত পাপের নাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অস্পর্শ বর্ণিত) আছে। [তথা হি...ইতি] শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকরণে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হওয়ার পর, যে সকল পাপকার্য্য ঘটনা হইবেক, সে সকলের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ অর্থাৎ সংস্পর্শ সম্ভব হয় না। যথা—"জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি জ্ঞানীতেও পাপকর্ম্ম সকল লিপ্ত হয় না।" আবার অন্য শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।—"যেমন

শ্লিষ্যতে" (ছা ৪।১৪।৩) ইতি। তথা বিনাশমপি পূর্ব্বোপচিতস্য দুরিতস্য ব্যপদিশতি "তদ্‌যথেষীকা-তূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছা ৫।২৪।৩) ইতি। অয়মপরঃ কর্ম্মক্ষয়ব্যপদেশো ভবতি—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মু ২।২।৮) ইতি।

যত্তুক্তমনুপভুক্তফলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়কল্পনায়াং শাস্ত্রকদর্থনং স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ। ন হি বয়ং কর্ম্মণঃ ফলদায়িনীং শক্তিমবজানীমহে। বিদ্যত এব সা। সা তু বিদ্যাদিনা কারণান্তরেণ প্রতিবধ্যত ইতি বদামঃ। শক্তিসদ্ভাবমাত্রে চ শাস্ত্রং

ব্যাখ্যায়েতৈবং ব্যপদেশঃ, যদি কর্ম্মবিধিবিরোধঃ স্যান্ন ত্বয়মস্তি। শাস্ত্রং হি ফলোৎপাদনসামর্থ্যমাত্রং কর্ম্মণামবগময়তি, ন তু কুতশ্চিদাগন্তুকান্নিমিত্ততঃ প্রায়শ্চিত্তাদেস্তদপ্রতিবন্ধমপি, তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। যদি শাস্ত্রবোধিতফলপ্রসবসামর্থ্যমপ্রতিবন্ধমাগন্তুকেন কেনচিৎ কর্ম্মণা, ততস্তৎ ফলং প্রসূত এবেতি ন শাস্ত্রব্যাঘাতঃ।

নাভুক্তং কর্ম্ম ক্ষীয়ত ইতি চ স্মরণমপ্রতিবদ্ধসামর্থ্যকর্ম্মাভিপ্রায়ম্। দোষক্ষয়োদ্দেশেন চাপরবিদ্যানামস্তি প্রায়শ্চিত্তবদ্বিধানমৈশ্বর্য্যফলানামপ্যুভয়সংযোগাবিশেষাৎ। যত্রাপি নির্গুণায়াং পরবিদ্যায়াং দেশোদ্দেশো নাস্তি, তত্রাপি তৎস্বভাবালোচনাদেব তৎপ্রক্ষয়প্রসবসামর্থ্যমবসীয়তে। ন হি তত্ত্বমসিবাক্যার্থপরিভাবনাভুবা প্রসংখ্যানেন নির্মৃষ্টনিখিলকর্ত্তৃভোক্তৃত্বাদিবিভ্রমো জীবঃ ফলোপভোগেন যুজ্যতে। ন হি রজ্জ্বাং ভুজঙ্গসমারোপনিবন্ধনা ভয়কম্পাদয়ঃ সতি রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারে প্রভবন্তি, কিন্তু সংস্কারশেষাৎ কঞ্চিৎ কালমনুবৃত্ত্যাপি নিবর্ত্তন্ত এব।

ইষীকা-তূলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ হয়, তেমনি জ্ঞান লব্ধ হইলে সঞ্চিত পাপরাশিও দগ্ধ হইয়া যায়।" এইরূপ আরও একটী কর্ম্মক্ষয়ের উল্লেখ আছে। যথা—"সেই পরাবর পুরুষ (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে, দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং সমুদায় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

[যত্তুক্ত···স্মৃতিভ্যঃ] বলিয়াছিলে যে, ভোগব্যতিরেকেও কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে শাস্ত্রার্থ ভঙ্গ করা হয়। তদুত্তরে বলিতেছি, তাহা হয় না। কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি নাই, অথবা তাহা অকিঞ্চিৎকর, আমরা এমন কথা বলি না। আমরা বলি, তাহা আছে, পরন্তু তাহা বিদ্যাদি কারণে প্রতিবদ্ধ হয় (নিরুদ্ধ হয়, ফল দিতে পারে না।) নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে, এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, তাহা অবরুদ্ধ হয় কি-না, তাহা বলেন নাই। অপিচ,

ব্যাপ্রিয়তে, ন প্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধয়োরপি। ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়তে ইত্যেতদপি স্মরণমৌৎসর্গিকম্। ন হি ভোগাদৃতে কর্ম্ম ক্ষীয়তে, তদর্থত্বাদিতি—ইষ্যত এব প্রায়শ্চিত্তাদিনা দুরিতস্য ক্ষয়ঃ। "সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাং, যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ চৈনমেবং বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। যত্তূক্তং নৈমিত্তিকানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবিষ্যন্তীতি, তদসৎ। দোষসংযোগেন চোদ্যমানানামেষাং দোষনির্হৃতিফলসম্ভবে ফলান্তরকল্পনানুপপত্তেঃ। যৎ পুনরেতদুক্তং—ন প্রায়শ্চিত্তবৎ দোষক্ষয়োদ্দেশেন বিদ্যাবিধানমস্তীতি। অত্র ব্রূমঃ। সগুণাসু তাবদ্বিদ্যাসু বিদ্যত এব বিধানম্। তাসু চ বাক্যশেষে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ পাপনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাবত উচ্যতে। তয়োশ্চা-

অমুমেবার্থমনুবদন্তং "যথা পুষ্করপলাশে" ইত্যাদয়ো ব্যপদেশাঃ সমবেতার্থাঃ সন্তো ন স্তুতিমাত্রতয়া কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানমর্হন্তি।

ননূক্তং সম্ভবিষ্যতি সাবস্থা জীবাত্মনঃ, যস্যাং পর্য্যায়েণোপভোগাদ্বা যোগর্দ্ধেঃ

ঐ স্মৃতি ঔৎসর্গিক অর্থাৎ সাধারণভাবে অভিহিত। ভোগই কর্ম্মের ফল, সুতরাং বিনা ভোগে কর্ম্মের বিনাশ নাই, এই ব্যাপক বা সামান্য শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত-বিধায়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা সঙ্কুচিত, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাও পাপের বিনাশ স্বীকৃত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নিবৃত্তি হওয়ার প্রমাণ এই—"যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে জ্ঞানী, সে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হয়।" [যত্তূক্তং…পত্তেঃ] প্রায়শ্চিত্ত সকল নৈমিত্তিক অর্থাৎ আগন্তুক কারণে বিহিত। যেমন পুত্রজন্ম কারণে জাতেষ্টি ও গৃহদাহ কারণে ক্ষামবতী ইষ্টি (যাগ), সেইরূপ; সুতরাং সে সকলের দ্বারা পাপ-বিনাশের সম্ভাবনা নাই, এ অভিপ্রায় সাধু নহে। কারণ, পাপসংযোগেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান, সুতরাং পাপবিনাশরূপ-ফলের সম্ভাবনা থাকিতে ফলান্তর কল্পনা (অনুমান) অন্যায্য। [যৎ পুনরেতদুক্তং…সিদ্ধিঃ] পাপক্ষয়ের উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় না, এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সগুণ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। সেই সেই সগুণ-উপাসনা-বাক্যের শেষভাগে উপাসকের ঐশ্বর্য্যলাভ ও পাপ-ক্ষয় হওয়ার কথা লিখিত আছে। তাহা যে বিবক্ষিত নহে, এমন কথাও বলিতে পার না, বলিবার কারণও নাই; সুতরাং নিশ্চয় হয়, অগ্রে পাপক্ষয়, পরে ঐশ্বর্য্যাগম সেই সেই উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল। অসম্ভব

বিবক্ষাকারণং নাস্তীত্যতঃ পাপ্মপ্রহাণপূর্ব্বকৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-স্তাসাং ফলমিতি নিশ্চীয়তে। নির্গুণায়াস্তু বিদ্যায়াং যদ্যপি বিধানং নাস্তি, তথাপ্যকর্ত্রাত্মবোধাৎ কর্ম্মপ্রদাহসিদ্ধিঃ। অ-শ্লেষ ইতি চাগামিষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বমেব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্ম-বিদিতি দর্শয়তি। অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ কর্ত্তৃত্বং প্রতিপেদ ইব, তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননি-বৃত্তেস্তান্যপি প্রলীয়ন্ত ইত্যাহ বিনাশ ইতি। পূর্ব্বপ্রসিদ্ধকর্ত্তৃ-ত্বভোক্তৃত্বস্বরূপবিপরীতং হি ত্রিষ্বপি কালেম্বকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্ব-স্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি, নেতঃ পূর্ব্বমপি কর্ত্তা ভোক্তা বা অহমাসং, নেদানীং নাপি ভবিষ্যতি কাল ইতি ব্রহ্মবিদবগচ্ছতি।

প্রভাবতো যুগপন্নৈকবিধকায়নির্ম্মাণেনাপর্য্যায়েণোপভোগাত্মা জন্তুঃ কর্ম্মাণি ক্ষপয়িত্বা মোক্ষী সম্পৎস্যতে, ইত্যত আহ "এবমেব চ মোক্ষ উপপদ্যতে" ইতি। অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি কর্ম্মাশয়া অনিয়তকালবিপাকাঃ ক্রমবতা তাবৎ ভোগেন ক্ষেতুমশক্যাঃ। ভুঞ্জানঃ খল্বয়মপরানপি সঞ্চিনোতি কর্ম্মাশয়ানিতি। নাপ্যপর্য্যায়মুপভোগেনাসক্তঃ কর্ম্মান্তরাণ্যসঞ্চিন্বানঃ ক্ষেস্যতীতি সাম্প্রতম্। কল্পশতানি ক্রমকালভোগ্যানাং সম্প্রতি ভোক্তুমসামর্থ্যাৎ দীর্ঘকালফলানি চ কর্ম্মাণি কথমেকপদে ক্ষেস্যন্তি। তস্মাৎ নান্যথা মোক্ষসম্ভবঃ। ননু সৎস্বপি কর্ম্মাশয়ান্তরেষু সুখদুঃখফলেষু মোক্ষফলত্বাৎ কর্ম্মণঃ সমুদাচরতো ব্রহ্মভাবমনুভূয়ার্থলব্ধবিপাকানাং কর্ম্মান্তরাণাং ফলানি ভোক্ষ্যন্ত ইত্যত আহ "ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষঃ" ইতি।

বলিয়া নির্গুণ উপাসনার বিধান নাই সত্য; কিন্তু না থাকিলেও তাহাতে আপনার নির্গুণতা ও নিষ্ক্রিয়তা সাক্ষাৎকার হওয়ায় সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। [অশ্লেষ···স্যাৎ] যেমন আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ সিদ্ধ হয়, তেমনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মেরও অশ্লেষ (ভবিষ্যতের কর্ম্মে অলেপ) হইয়া থাকে। তাহার কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সে কোনও কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করে না, সুতরাং কর্ত্তৃত্ব অনুভব না করায় তাহার স্বভাবপ্রবৃত্ত যাদৃচ্ছিক কর্ম্মসকল পুণ্যপাপ সমুৎ-পাদনেও সমর্থ হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সকল কর্ম্মে তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভ্রম ছিল, এবং তাহাতে তাহার শুভাশুভ অদৃষ্টও উৎপন্ন হইয়া সঞ্চিত ছিল, কিন্তু ইদানীং জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানের সামর্থ্যে তাহার সে ভ্রম অপগত হওয়ায়, সে সকল অদৃষ্টও লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই রহস্য (তথ্য) বুঝাইবার জন্যই সূত্রকার ব্যাস অশ্লেষ ও বিনাশ, এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জ্ঞানী জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত ছিলেন, আপ-

এবমেব চ মোক্ষ উপপদ্যতে। অন্যথা হ্যনাদিকালপ্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ। ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্ম্মফলবদ্ ভবিতুমর্হতি, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ, পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য। তস্মাৎ ব্রহ্মাধিগমে দুরিতক্ষয় ইতি স্থিতম্॥ ৪। ১। ১৩॥

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥৪।১।১৪॥*

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে বন্ধহেতোরঘস্য স্বাভাবিকস্যাশ্লেষবিনাশৌ

ন হি কার্য্যঃ সন্ মোক্ষো মোক্ষো ভবিতুমর্হতি, ব্রহ্মভাবো হি সঃ। ন চ ব্রহ্ম ক্রিয়তে, নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ। "পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য।" জ্ঞানফলং খলু মোক্ষোঽভ্যুপেয়তে। জ্ঞানস্য চানন্তরভাবিনী জ্ঞেয়াভিব্যক্তিঃ ফলং, সৈবাবিদ্যোচ্ছেদমাদধতী ব্রহ্মস্বভাব-স্বরূপাবস্থানলক্ষণায় মোক্ষায় কল্পতে। এবং হি দৃষ্টার্থতা জ্ঞানস্য স্যাৎ। অপূর্ব্বাধানপরম্পরয়া জ্ঞানস্য মোক্ষফলে কল্প্যমানে জ্ঞানস্য পরোক্ষফলত্বমদৃষ্টার্থত্বং ভবেৎ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা যুক্তেত্যর্থঃ। তস্মাদ্-ব্রহ্মাধিগমে ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যদ্বৈতসিদ্ধৌ দুরিতক্ষয় ইতি সিদ্ধম্॥ ৪। ১। ১৩॥

অধর্ম্মস্য স্বাভাবিকত্বেন রাগাদিনিবন্ধনত্বেন শাস্ত্রীয়েণ ব্রহ্মজ্ঞানেন প্রতি-

---

নাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া জানিতেন, ইদানীং জ্ঞান হওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হইয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ত্রৈকালিক অকর্ত্তা অভোক্তা বলিয়া জানিতেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই তিন কালের কোন কালেই আমি কর্ত্তা ভোক্তা নহি, এবং সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মই আমি, এইরূপ অনুভব করিতেছেন। এবম্প্রকার অনুভবের সামর্থ্যেই তাদৃশ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর মোক্ষ উপপন্ন হয়। জ্ঞানে যদি কালান্তরের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মাপূর্ব্ব (পুণ্যপাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও মোক্ষ হইত না, এবং মোক্ষশাস্ত্র প্রলাপবাক্যের তুল্য হইত। [ন চ⋯স্থিতম্] মোক্ষ কর্ম্মফল স্বর্গাদির ন্যায় নিয়মাধীন নহে। কর্ম্মফল স্বর্গাদি যেমন দেশকালাদির অধীন, জ্ঞানফল মোক্ষ সেরূপ নহে। তাহাতে অনিত্যতা দোষ ঘটে ও অপরোক্ষতার ব্যাঘাত আছে। মোক্ষ যে নিত্যাপরোক্ষ, তাহা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ। অতএব, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে পাপ থাকে না, তাহা সমূলে উন্মূলিত হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত॥ ৪। ১। ১৩॥

পূর্ব্ব বিচারে শাস্ত্রীয় উল্লেখ অনুসারে সিদ্ধান্তিত বা নিরূপিত হইল যে,

---

* ইতরস্য পাপাভ্যস্য পুণ্যস্য অপি এবং পাপস্যেবাশ্লেষো বিনাশো ভবতি। অস্যৈব ইষ্টফললক্ষণং বিনাশোঽপি ভবতি। বন্ধহেতুত্বেন প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাদিতি ভাবঃ। তু অবধারণে। বিদ্যাসামর্থ্যাৎ পাপপুণ্যয়োরশ্লেষবিনাশসিদ্ধের্ব্বিদ্যাবতঃ শরীরপাতানন্তরং মুক্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি যোজনা।

জ্ঞাননিমিত্তৌ শাস্ত্রব্যপদেশান্নিরূপিতৌ। ধর্মস্য পুনঃ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রীয়েণ জ্ঞানেনাবিরোধঃ, ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিরাকরণায় পূর্ব্বাধিকরণন্যায়াতিদেশঃ ক্রিয়তে।

ইতরস্যাপি পুণ্যস্য কর্ম্মণ এবমঘবদসংশ্লেষো বিনাশশ্চ জ্ঞানবতো ভবতঃ। কুতঃ? তস্যাপি স্বফলহেতুত্বেন জ্ঞানফলপ্রতিবন্ধিত্বপ্রসঙ্গাৎ।

"উভে উ হৈবৈষ এতেন তরতি" (বৃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিশ্রুতিষু দুষ্কৃতবৎ সুকৃতস্যাপি প্রণাশব্যপদেশাৎ, অকর্ত্রাত্মবোধনিমিত্তস্য চ কর্ম্মক্ষয়স্য সুকৃতদুষ্কৃতয়োস্তুল্যত্বাৎ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি"(মু ২।২।৮) ইতি চাবিশেষশ্রুতেঃ। যত্রাপ কেবল এব পাপ্মশব্দঃ পঠ্যতে,

বদ্ধো যুক্তঃ। ধর্ম্মজ্ঞানয়োস্তু শাস্ত্রীয়ত্বেন জ্যোতিষ্টোমদর্শপৌর্ণমাসবদবিরোধান্নোচ্ছেদ্যোচ্ছেতৃভাবো যুজ্যতে। পাপ্মনশ্চ বিশেষতো ব্রহ্মজ্ঞানোচ্ছেদ্যত্বশ্রুতের্ধর্ম্মস্য ন তদুচ্ছেদ্যত্বম্। বিশেষবিধানস্য শেষপ্রতিষেধনান্তরীয়কত্বেন লোকতঃ সিদ্ধেঃ। যথা দেবদত্তো দক্ষিণেনাক্ষ্ণা পশ্যতীত্যুক্তে ন বামেন পশ্যতীতি গম্যতে। উভে হ্যেবৈষ এতে তরতীতি চ যথাসম্ভবং ব্রহ্মজ্ঞানেন দুষ্কৃতং ভোগেন সুকৃতমিতি। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণীতি চ সামান্যবচনং, সর্ব্বে পাপ্মান

জ্ঞান হইলে সংসারবন্ধনের কারণীভূত সঞ্চিত পাপের বিনাশ ও আগামী পাপের (অস্পর্শ) হয়। পুণ্যের অবস্থা কি হয়, তাহা তাহাতে জানা যায় নাই। সে জন্য আশঙ্কা হয়, পুণ্যও শাস্ত্রীয়, জ্ঞানও শাস্ত্রীয়, সুতরাং পুণ্যের সহিত জ্ঞানের নাশ্য-নাশকভাব না থাকিতেও পারে, অর্থাৎ জ্ঞান হইলে পুণ্যের বিনাশ না হইতেও পারে। সূত্রকার ব্যাস ঐ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ পূর্ব্বসিদ্ধান্তের অতিদেশ করিয়াছেন—জ্ঞান হইলে পাপের অশ্লেষ ও বিনাশের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। কারণ এই যে, পুণ্যও ভোগের উৎপাদক, সে বিধায় তাহাও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ফলিতার্থ এই যে, পুণ্যক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; সে জন্য তাহারও বিনাশ স্বীকার্য্য।

[উভে…প্রয়োগাৎ] "এই জ্ঞানী পাপ ও পুণ্য এই উভয় হইতে উত্তীর্ণ হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে দুষ্কৃত কর্ম্মের বিনাশের ন্যায় সুকৃত কর্ম্মেরও বিনাশ অভিহিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, আত্মার অকর্তৃভাব সাক্ষাৎকার হইলে তন্নিবন্ধন যে কর্ম্মক্ষয় ঘটনা হয়, সে ঘটনা সুকৃত

জ্ঞানের সামর্থ্যে যেমন পাপের বিনাশ ও অস্পর্শ সংঘটন হয়, তেমনি পুণ্যেরও বিনাশ ও অস্পর্শ হয়। পাপপুণ্য উভয়ের অভাব হওয়ায় জ্ঞানীর বিদেহকৈবল্য অবশ্যম্ভাবী।

তত্রাপি তেনৈব পুণ্যমপ্যাকলিতমিতি দ্রষ্টব্যম্, জ্ঞানাপেক্ষয়া নিকৃষ্টফলত্বাৎ। অস্তি চ শ্রুতৌ পুণ্যেঽপি পাপ্মশব্দঃ "নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ" (ছা ৮।৪।১) ইত্যত্র সহ দুষ্কৃতেন সুকৃতমপ্যনুক্রম্য "সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যবিশেষেণৈব প্রকৃতে পুণ্যে পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ। পাতে ত্বিতি তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। এবং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্বন্ধহেত্বোর্বিদ্যাসামর্থ্যাদশ্লেষ-বিনাশ-সিদ্ধেরবশ্যম্ভাবিনি বিদুষঃ শরীরপাতে মুক্তিরিত্যবধারয়তি॥ ৪।১।১৪॥

ইতি বিশেষশ্রবণাৎ পাপকর্ম্মাণীতি বিশেষ উপসংহরণীয়ম্। তস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ দুষ্কৃতস্যৈব ক্ষয়ো ন সুকৃতস্যেতি প্রাপ্তে পূর্ব্বাধিকরণরাদ্ধান্তোঽতিদিশ্যতে।

নো খলু ব্রহ্মবিদ্যা কেনচিদদৃষ্টেন দ্বারেণ দুষ্কৃতমপনয়তি, অপি তু দৃষ্টেনৈব ভোক্তৃভাক্তব্যভোগাদিপ্রবিলয়দ্বারেণ, তচ্চেতত্তুল্যং সুকৃতেঽপীতি কথমেতদপি নোচ্ছিন্দ্যাৎ। এবঞ্চ সতি ন শাস্ত্রীয়ত্বসাম্যমাত্রমবিরোধহেতুঃ। ন হি প্রত্যক্ষত্বসামান্যমাত্রাদবিরোধো জলানলাদীনাম্। ন চ সুকৃতশাস্ত্রমনর্থকমব্রহ্মবিদং প্রতি তদ্বিধেরর্থবত্ত্বাৎ। এবমবস্থিতে চ পাপ্মশ্রুত্যা পুণ্যমপি গ্রহীতব্যম্, ব্রহ্মজ্ঞানমপেক্ষ্য পুণ্যস্য নিকৃষ্টফলত্বাৎ। তৎ ফলং হি ক্ষয়াতিশয়বৎ, ন ত্বেবং মোক্ষো নিরতিশয়ত্বান্নিত্যত্বাচ্চ। দৃষ্টপ্রয়োগশ্চায়ং পাপ্মশব্দো বেদে পুণ্যপাপয়োঃ। তদ্যথা পুণ্যপাপে অনুক্রম্য সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্ত-ইত্যত্র। তস্মাদবিশেষেণ পুণ্যপাপয়োরশ্লেষবিনাশাবিতি সিদ্ধম্॥ ৪।১।১৪॥

দুষ্কৃত উভয়ত্রই সমান। (ভাবার্থ এই যে, সুকৃতও কর্ম্ম, দুষ্কৃতও কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মক্ষয় শব্দে উক্ত উভয়ের লাভ অবশ্যম্ভাবী)। "এই জ্ঞানীর সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতেও অবিশেষে কর্ম্মক্ষয় হওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল দুষ্কর্ম্মেরই ক্ষয় হয়, এরূপ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয় না। যে সকল শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ অর্থাৎ স্পষ্ট পাপশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে, সে সকল শ্রুতিতেও পুণ্যশব্দের সংগ্রহ করিতে হইবেক। কারণ, পুণ্যও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক এবং জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শ্রুতিতেও পুণ্যের উপর পাপশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"দিবা ও রাত্রি এই দুই সেতু (মর্য্যাদা) ইহাকে (জ্ঞানীকে) অতিক্রম করিতে পারে না।" এতৎপ্রস্তাবে দুষ্কৃতের সহিত সুকৃতের আকর্ষণ করত অবশেষে "ইহাতেই সমুদায় পাপ লয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি প্রকারে প্রস্তাবিত পুণ্যের উদ্দেশেও পাপশব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। [পাতে···ধারয়তি] তু শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়। সংসারবন্ধনের কারণীভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিদ্যার সামর্থ্যে অশ্লেষ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং দেহপাতের পর জ্ঞানীর মোক্ষ অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী॥ ৪।১।১৪॥

কেষাঞ্চিদ্বীজশক্তিঃ ক্ষীয়তে, কেষাঞ্চিন্ন ক্ষীয়ত ইতি শক্যমঙ্গী-কর্ত্তুমিতি। উচ্যতে—

ন তাবদনাশ্রিত্যারব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিরূপ-পদ্যতে। আশ্রিতে চ তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্যান্ত-রালে প্রতিবন্ধাসম্ভবাদ্ভবতি বেগক্ষয়প্রতিপালনম্। অকর্ত্রাত্ম-বোধোঽপি হি মিথ্যাজ্ঞানবাধনেন কর্ম্মাণ্যুচ্ছিনত্তি। বাধিতমপি মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালমনুবর্ত্তত এব। অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কঞ্চিৎ কালং শরীরং ধ্রিয়তে, ন বা ধ্রিয়ত ইতি। কথং হ্যেকস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং

ভবেৎ। শ্রূয়তে চৈষাং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু তত্ত্বজ্ঞতা চ মহাকল্পমন্বন্তরাদি-জীবিতা চ। ন চৈতে মহর্ষয়ো ন ব্রহ্মবিদশ্চাল্পপুণ্যমেধসো মনুষ্যা ইতি শ্রদ্ধেয়ম্। তস্মাদাগমানুসারতোঽস্তি প্রারব্ধবিপাকানাং কর্ম্মণাং প্রক্ষয়ায় তদীয়সমস্তফলোপ-ভোগপ্রতীক্ষা, সত্যপি তত্ত্বসাক্ষাৎকারে। তাবদেব চিরমিতি ন চিরতা বিধীয়তে, অপি তু শ্রুত্যন্তরসিদ্ধাং চিরতামনূদ্য দেহপাতাবধিমাত্রবিধানম্।

তদেতদভিসন্ধায়ৌচিত্যমাত্রতয়াহ স্ম ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"ন তাবদনাশ্রিত্যা-রব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়ম্" ইতি। ন চেদং ন জাতু দৃষ্টং যদ্বিরোধিসমবায়ে বিরোধ্যন্তর-মনুবর্ত্তত ইত্যাহ—"অকর্ত্রাত্মবোধোঽপি" ইতি। যদা লোকেঽপি বিরোধিনোঃ কিঞ্চিৎ কালং সহানুবৃত্তিরুপলব্ধা, তদেহাগমবলাদ্দীর্ঘকালমপি ভবন্তীতি ন শক্যা নিবারয়িতুম্। প্রমাণসিদ্ধস্য নিয়োগপর্য্যনুযোগানুপপত্তেঃ। তদেবং মধ্যস্থান্ প্রতিপাদ্য যে ভাষ্যকারপ্রাপ্তং মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ—"অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যম্" ইতি। স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ ন সাধকস্তস্যোত্তরোত্তরধ্যানোৎকর্ষেণ পূর্ব্ব-

---

পারে? অগ্নি-বীজসম্বন্ধ সমান হইলে, সে স্থলে কি কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি থাকে ও কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি নষ্ট হয়? তাহা হয় না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রবৃত্তফল কর্ম্মাশয় (ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে, এরূপ কর্ম্মাশয়) অবলম্বন ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মাশয়ের নিয়ম এই যে, সে ফল দিতে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

কুলালচক্র সবেগে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইলে মধ্যে যদি বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার ঘূর্ণন বেগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেক। অকর্ত্ত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত করিয়া কর্ম্মোচ্ছেদ করিলেও চক্রদৃষ্টান্তে বহুকালপ্রবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার শীঘ্র অপগত হয় না, অধিকন্তু কিয়ৎপরিমিত কাল তাহার অনুবর্ত্তন থাকিয়া যায়। তাই জ্ঞান হইলেও জ্ঞানীর কিয়ৎপরিমিত কাল শরীর ধারণ সঙ্ঘটন হয়। [অপিচ…নির্ণয়ঃ] ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে কিছু কাল শরীর ধারণ হয় কিনা, ইহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্মবেদনং দেহধারণক্ষাপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যেত। শ্রুতি-স্মৃতিষু চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দ্দেশেনৈতদেব নিরুচ্যতে। তস্মাদ-নারব্ধকার্য্যয়োরেব সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্ব্বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ৪ । ১। ১৫ ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥৪।১।১৬॥ *

পুণ্যস্যাপ্যশ্লেষবিনাশয়োরঘন্যাযোঽতিদিষ্টঃ; সোঽতিদেশঃ সর্ব্বপুণ্যবিষয় ইত্যাশঙ্ক্য প্রতিবক্তি—অগ্নিহোত্রাদি ত্বিতি। তু-শব্দ আশঙ্কামপনুদতি। যন্নিত্যং কর্ম্ম বৈদিকমগ্নিহোত্রাদি, তত্তৎকার্য্যায়ৈব ভবতি।—জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যং, তদেবাস্য কার্য্য-

---

প্রত্যয়ানবস্থিতত্বাৎ। নিবর্ত্তিশয়স্ত স্থিতপ্রজ্ঞঃ। স চ সিদ্ধ এব। ন চ জ্ঞানকার্য্যা ভয়কম্পাদয়ো জ্ঞানমাত্রাদনুৎপাদাৎ। সর্ব্বাবচ্ছেদোঽহি তস্য ভয়কম্পাদিহেতুঃ। স চাসন্ননির্ব্বচনীয় ইতি কুতো বস্তুসতঃ কার্য্যোৎপাদঃ। ন চ কার্য্যমপি ভয়-কম্পাদি বস্তুসৎ। তস্যাপি বিচারাসহত্বেনানির্ব্বাচ্যত্বাৎ। অনির্ব্বাচ্যাচ্চা-নির্ব্বাচ্যোৎপত্তৌ নানুপপত্তিঃ। যাদৃশো হি যক্ষস্তাদৃশো বলিরিতি সর্ব্বম-বদাতম্ ॥ ৪ । ১ । ১৫ ॥

যদি পুণ্যস্যাপ্যশ্লেষবিনাশৌ হন্ত নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি ন কর্ত্তব্যং যোগ-মারুরুক্ষুণা, তস্যাপীতরপুণ্যবদ্বিশ্লেষ বিনাশাৎ। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদ-

---

জ্ঞান হইলেও শরীর ধারণ হয়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভবসিদ্ধ। অন্যে তাহার কি প্রত্যাখ্যান করিবে? শ্রুতি ও স্মৃতি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কথন দ্বারা ঐ তত্ত্বই বলিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। অতএব, জ্ঞানবলে অপ্রবৃত্তফল পুণ্যপাপের ক্ষয় হওয়াই সিদ্ধান্ত ॥ ৪ । ১ । ১৫ ॥

পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অনাশ্লেষ ও বিনাশ হয়, ইহা ১৪শ সূত্রে অতিদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ বলা হইয়াছে। তাহাতেই আশঙ্কা—সে অতিদেশ সর্ব্বপুণ্যবিষয়ক কি না। আশঙ্কার প্রতিবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ মানসে বলা হইল, 'অগ্নিহোত্রাদি তু।' শঙ্কাপনয়ন উদ্দেশে তু-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানে

---

* নিত্যং নৈমিত্তিকং কর্ম্ম জ্ঞানাৎ নশ্যতি ন বেতি সন্দেহস্য নিরাসায় তু শব্দঃ প্রযুক্তঃ। তস্য জ্ঞানস্য কার্য্যং ফলং মোক্ষস্তদর্থমেবাগ্নিহোত্রাদি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম বিহিতমস্তি। অতশ্চ নিত্যাদ্যতিরিক্তকাম্যকর্ম্মজনিতপুণ্যস্যৈবাশ্লেষবিনাশৌ ভবত ইতি লভ্যতে। অগ্নিহোত্রাদীনাং হি কর্ম্মণাং পরম্পরয়া মোক্ষকারণত্বং তমেতমিত্যাদিশ্রুতৌ দৃশ্যতে।

অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম সকল পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষেরই উপকারক। সে সকল কর্ম্মে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, সেই কারণে সে সকল কর্ম্মের নাশাশঙ্কা নাই। কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যেরই নাশ হয়, ইহা অবধারণীয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

মিত্যর্থঃ। কুতঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিদর্শনাৎ। নমু জ্ঞানকর্ম্মণো-র্বিলক্ষণকার্য্যত্বাৎ কার্য্যৈকত্বানুপপত্তিঃ। নৈষ দোষঃ। জ্বর-মরণ-কার্য্যয়োরপি দধি বিষয়োর্গুড়মন্ত্রসংযুক্তয়োস্তৃপ্তি-পুষ্টিকার্য্যদর্শনাৎ। তদ্বৎ কর্ম্মণোঽপি জ্ঞানসংযুক্তস্য মোক্ষকার্য্যত্বোপপত্তেঃ।

নম্বনারভ্যো মোক্ষঃ, কথমস্য কর্ম্মকার্য্যত্বমুচ্যতে। নৈষ দোষঃ, আরাদুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণঃ। জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণমিত্যুপচর্য্যতে। অত এব চাতিক্রান্ত-

স্পর্শনং বরম্' ইতি ন্যায়াৎ। ন চ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেনেতি মোক্ষলক্ষণৈককার্য্যতয়া বিদ্যাকর্ম্মণোরবিরোধঃ। সহাসম্ভবেনৈককার্য্যত্বাসম্ভবাৎ। ন হেতমাত্মানং বিদুষো বিগলিতাখিলকর্তৃভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চবিভ্রমস্য পূর্ব্বোক্তরে নিত্যে ক্রিয়াঙ্গত্বে পুণ্যে সম্ভবতঃ। তস্মাদ্বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি বর্ত্তমানাপদেশো ব্রহ্মজ্ঞানস্য যজ্ঞাদীনাং বা স্তুতিমাত্রং, ন তু মোক্ষমাণস্য মুক্তিসাধনং যজ্ঞাদিবিধিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। সত্যং ন বিদ্যয়ৈককার্য্যত্বং কর্ম্মণাং, পরস্পরবিরোধেন সহাসম্ভবাৎ। বিদ্যোৎপাদকতয়া তু কর্ম্মণামারাদুপকারকাণামস্তু মোক্ষোপযোগঃ।

ন চ কর্ম্মণাং বিদ্যয়া বিরুধ্যমানানাং ন বিদ্যাকারণত্বং স্বকারণবিরোধিনাং কার্য্যাণাং বহুলমুপলব্ধেঃ। তথা চ বিদ্যালক্ষণকার্য্যোপায়তয়া কার্য্যবিনাশ্যানামপি কর্ম্মণামুপাদানমর্থবৎ। তদভাবে তৎকার্য্যস্যানুৎপাদেন মোক্ষস্যাসম্ভবাৎ এবঞ্চ

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও বিনাশ হয়, এ আশঙ্কা করিও না। বেদোক্ত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই কার্য্যই (সেই ফলই) জন্মায়—জ্ঞান যে কার্য্য বা যে ফল জন্মায়। অর্থাৎ জ্ঞানের কার্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের কার্য্য সমান। (জ্ঞানের কার্য্য অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষ, অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের কার্য্যও চিত্তশুদ্ধিকরণপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সম্পাদন, সুতরাং উক্ত উভয়েরই ফল এক বা অভিন্ন।) "ব্রহ্মবাদীরা বেদানুবচন, যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান পাইতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিতেই দেখা যায়, জ্ঞানের ও নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের একই ফল। [নমু…পত্তেঃ] জ্ঞান এক কার্য্য করে, কর্ম্ম অন্য কার্য্য করে, সুতরাং উভয়ের এককার্য্যতা অনুপপন্ন, এমন কথা বলিতে পার না। দধি ও বিষ জ্বর ও মরণ আনয়ন করে সত্য ; কিন্তু গুড় ও মন্ত্র সংযোগে উভয়কেই তৃপ্তি ও পুষ্টি কার্য্য করিতে দেখা যায়। সেইরূপ কর্ম্মও জ্ঞানসংযুক্ত হইলে মোক্ষরূপ কার্য্য করিতে পারে।

[নম্বনারভ্য…ধানম্] যদি বল, মোক্ষ অনারভ্য অর্থাৎ বাস্তব পক্ষে অনুৎপাদ্য (মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ, নিত্যসিদ্ধ, সে জন্য তাহার পাপপুণ্যাদির ন্যায় বাস্তব উৎপত্তি নাই), তবে কেমন করিয়া বলিলে কর্ম্ম মোক্ষ জন্মায় ? এ কথায়

বিষয়মেতৎ কার্য্যৈকত্বাভিধানম্। ন হি ব্রহ্মবিদ আগাম্যগ্নিহোত্রাদি সম্ভবতি। অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ। সগুণাসু তু বিদ্যাসু কর্ত্তৃত্বানতিবৃত্তেঃ সম্ভবত্যাগাম্যপ্যগ্নিহোত্রাদি। তস্যাপি নিরভিসন্ধিনঃ কার্য্যান্তরাভাবাৎ বিদ্যাসঙ্গত্যুপপত্তিঃ ॥ ৪ । ১ । ১৬ ॥

কিংবিষয়ং পুনরিদমশ্লেষবিনাশবচনম্ ? কিংবিষয়ং বা বেদবিনিয়োগবচনম্ ? একেষাং শাখিনাং "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যত উত্তরং পঠতি—

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥৪।১।১৭॥*

অতোঽগ্নিহোত্রাদের্নিত্যাৎ কর্ম্মণোঽন্যাপি হ্যস্তি সাধুকৃত্যা,

বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি যজ্ঞসাধনত্বং বিদ্যায়া অপূর্ব্বমর্থং প্রাপয়তঃ পক্ষম-লকারস্তু নাত্যন্তপরোক্ষবৃত্তিতয়া জ্ঞানস্তত্যর্থতয়া কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানং ভবিষ্যতি। তদনেনাভিসন্ধিনোক্তং "জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণমিত্যুপচর্য্যতে"। যত এব ন বিদ্যোদয়সময়ে কর্ম্মাস্তি, নাপি পরস্তাৎ, অপি তু প্রাগেব বিদ্যায়াঃ, অতএব চাতিক্রান্তবিষয়মেব তৎ কার্য্যৈকত্বাভিধানম। এতদেব স্ফোরয়তি "ন হি ব্রহ্মবিদঃ" ইতি ॥ ৪ । ১ । ১৬ ॥

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি "কিংবিষয়ং পুনরিদম্" ইতি। অত্রোত্তরং সূত্রম্।

প্রত্যুত্তর—কর্ম্ম মোক্ষ জন্মায়, এ কথা বলায় দোষ হয় না। কারণ, তাদৃশ কর্ম্মকলাপ মোক্ষের উপকারক। কর্ম্ম জ্ঞানের প্রাপক, জ্ঞান মোক্ষের প্রাপক, এইরূপ ক্রম-পরম্পরায় কর্ম্মকেও মোক্ষকারণ বলা যায়। কর্ম্মের ও জ্ঞানের এইরূপ এককার্য্যতা কথন অতীত কর্ম্মবিষয়ক, ইহা মনে রাখিতে হইবেক। (জ্ঞানের পর কর্ম্ম নাই; সেজন্য বুঝিতে হইবেক, জ্ঞানের পূর্ব্বে কর্ম্মের মোক্ষকারণতা আছে)। [ন হি···পঠতি] সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কালে আপনার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান অলুপ্ত থাকে, সুতরাং সেই পক্ষেই সূত্রের তাৎপর্য্য, ইহা স্বীকার করিলে আগামী অগ্নিহোত্রাদিও সম্ভব হইতে পারে ॥ ৪ । ১ । ১৬ ॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত অনাশ্লেষ বাক্য কোন্ অধিকারে কথিত এবং শাখান্তরীয় "সেই জ্ঞানীর পুত্রেরা তাহার দায় (ধনাদি) ও সুহৃদ্গণ তাহার সৎকার্য্য (পুণ্য) ও শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে" এই বিনিয়োগবাক্যই বা কোন্ বিষয়ের দ্যোতক ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র বলিতেছেন—

নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অতিরিক্ত পুণ্য কর্ম্ম—যে সকল কর্ম্ম ফলকামী

* অতঃ বিদ্যাগ্নিহোত্রাদেঃ অন্যা সাধুকৃত্যা (বিহিতং কর্ম্ম) অস্তি, যা ফলমভিসন্ধায় ক্রিয়তে, হি নিশ্চিতং তস্যা এবৈব বিনিয়োগ একেষাং শাখিনাম্, ইত্যুভয়োরাচার্য্যয়োর্জৈমিনিবাদরায়ণয়োর্মতমিতি শেষঃ। অয়ংভাবঃ—প্রারব্ধাদন্যৎ কার্য্যং পুণ্যং পাপঞ্চ বিদ্বৎসুহৃদ্বিদ্বিষতোঃ ফলজাতীয়ং কর্ম্ম জনয়তি, যচ্চ জ্ঞানারব্ধতি।

যা ফলমভিসন্ধায় ক্রিয়তে। তস্যা এব বিনিয়োগ উক্ত একেষাং শাখিনাং "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যামুপযন্তি" ইতি। তস্যা এব চেদমঘবদশ্লেষবিনাশনিরূপণম্, ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষ ইতি। তথা এবঞ্জাতীয়কস্য কাম্যস্য কর্ম্মণো বিদ্যাং প্রত্যনুপকারকত্বে সম্প্রতিপত্তিরুভয়োরপি জৈমিনি-বাদরায়ণয়োরাচার্যয়োঃ ॥৪।১।১৭॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪।১।১৮॥*

সুসমধিগতমেদনন্তরাধিকরণে—নিত্যমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন কৃতমুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বদ্বারেণ সত্ত্বশুদ্ধিকারণতাং প্রতিপদ্যমানং মোক্ষপ্রয়োজন-ব্রহ্মাধিগম-

কাম্যকর্ম্মবিষয়শ্লেষবিনাশবচনং শাখান্তরীয়বচনঞ্চ "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি" ইতি ॥ ৪ । ১ । ১৭ ॥

অস্তি বিদ্যাসংযুক্তং যজ্ঞাদি "য এবং বিদ্বান্ যজেত" ইত্যাদিকম্। অস্তি চ

অধিকারীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, শাখাবিশেষে সেই সকল পুণ্য কর্ম্মের উক্ত প্রকার বিনিয়োগ (পুণ্যকর্ম্ম সকল তাহার বন্ধুবর্গে যায় ইত্যাদি) অভিহিত হইয়াছে এবং "ইতরস্যাপ্যেবমশ্লেষঃ" ইত্যাদিবাক্যে সেই সকল পুণ্যেরই পাপের ন্যায় অনাশ্লেষ ও বিনাশ নিরূপিত হইয়াছে। অপিচ, তাদৃশ কাম্য কর্ম্ম যে, জ্ঞানের উপকারক নহে, সে বিষয়ে জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই সম্মতি আছে ॥ ৪ । ১ । ১৭ ॥

পূর্ব্ব সূত্রের বিচারিত অর্থে জানা গেল, মুমুক্ষু মোক্ষ উদ্দেশে নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিলে, তদ্দ্বারা তাহার সঞ্চিত প্রত্যবায় (পাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রত্যবায় ক্ষীণ হইলে বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য আগমন করে, সুতরাং নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকলাপও মোক্ষফল তত্ত্বজ্ঞানের কারণভাব

নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় অগ্নিহোত্রাদি ব্যতীত কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আছে। বেদের একশাখায় যে কথিত হইয়াছে—জ্ঞানীর সুহৃদগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে, সে কথা সেই কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হইয়াছে। সে কথার অভিপ্রায়—সে সকল জ্ঞানীর বন্ধুগণের সুসমান ফল জন্মায় অনন্তর নিজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

* হি যতঃ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" ইত্যাদৌ বিদ্যাবিশিষ্টস্য কর্ম্মণো বীর্য্যবত্তরত্বমভিহিতং, ততশ্চ কেবলস্য বীর্য্যবত্ত্বং প্রাপ্তম্। অতঃ কৈবলস্য ন বৈয়র্থ্যং বিবিদিষাশ্রুতিবিরোধাৎ।

জ্ঞানকামী মুমুক্ষু উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি করিবেন, কি উপাসনাবর্জ্জিত অগ্নিহোত্রাদি করিবেন, এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত—উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করাই শ্রেয়। উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রে শীঘ্র জ্ঞানলাভ ও তদ্বিবর্জ্জিত অগ্নিহোত্রে কালান্তরে জ্ঞানলাভ। ফলিতার্থ—কোনটী ব্যর্থ নহে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

নিমিত্তত্বেন ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভবতীতি। তত্রা[illegible] কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়বিদ্যাসংযুক্তং কেবলঞ্চাস্তি। "য এবং বিদ্বান্ যজতি, য এবং বিদ্বান্ জুহোতি, য এবং বিদ্বাঞ্ছংসতি, য এবং বিদ্বানুদ্গায়তি। তস্মাদেবম্বিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত।" (ছা ৪।১৭।১০) "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ॥" [ছা০ ১।১।১০] ইত্যাদিবচনেভ্যো বিদ্যাসংযুক্তং কেবলমপ্যস্তি। তত্রেদং বিচার্য্যতে—কিং বিদ্যাসংযুক্তমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষোর্ব্বিদ্যাহেতুত্বেন তয়া সহৈককার্য্যত্বং প্রতিপদ্যতে, ন কেবলম্? উত বিদ্যাসংযুক্তং কেবলঞ্চাবিশেষেণেতি। কুতঃ সংশয়ঃ। "তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইতি যজ্ঞাদীনাম-

---

কেবলম্। তত্র যথা ব্রাহ্মণায় হিরণ্যং দদ্যাদিত্যুক্তে বিদুষে ব্রাহ্মণায় দদ্যান্ন ব্রাহ্মণব্রুবায় মূর্খায়েতি বিশেষপ্রতিলম্ভঃ, তৎ কস্য হেতোস্তস্যাতিশয়বত্বাৎ। এবং

প্রাপ্ত হয়। কথিতপ্রকার ক্রম অনুসারে নিত্যাগ্নিহোত্রাদিও ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য-কার্য্যকারী হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও মোক্ষফলপ্রসব করে, নিত্যাগ্নিহো-ত্রাদি কর্ম্মও পাপক্ষয়াদির দ্বারা মোক্ষ কারণ হয়। [তত্রাঽগ্নি······মপ্যস্তি] কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বিবিধ। কেবল অর্থাৎ উপাসনারহিত ও উপাসনাযুক্ত। (অগ্নিহোত্র যাগের অনেকগুলি অঙ্গ অবলম্বনে উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়, সুতরাং অঙ্গাশ্রিত উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্র একপ্রকার ও তদ্রহিত কেবল অগ্নিহোত্র অন্যপ্রকার।) যথা—"যে এবম্প্রকার জ্ঞানে যাগ করে, যে এবং বিদ্বান্ অর্থাৎ এতদ্রূপজ্ঞানী বা এতদ্রূপ উপাসনাযুক্ত হইয়া হোম করে, শংসন (স্তুতি) করে, গান (সামগান) করে", "সেই জন্য অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক হোমাদি করিলে ফলাধিক্য আছে বলিয়া, জ্ঞানীকে ব্রহ্মা (যজ্ঞপুরোহিতবিশেষ) করা হয়।" "জ্ঞানী অজ্ঞানী, উভয়েই করে। যে সেই প্রকার জানে, সেও করে এবং যে সে প্রকার জানে না, সেও করে।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণোক্ত এতদ্বাক্যে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা (উপাসনা) সংযুক্ত অগ্নিহোত্র ও তদ্বিবর্জ্জিত অগ্নিহোত্র উভয়ই আছে। [তত্রেদং······গমাৎ] সুতরাং বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, মুমুক্ষুর জ্ঞানোপকারক বলিয়া কি উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই জ্ঞানের সহিত তুল্যকার্য্যকারী? কিংবা বিদ্যাসংযুক্ত ও বিদ্যাবিরহিত উভয়বিধ অগ্নিহোত্রই অবিশেষে তুল্যকার্য্য-কারী? সংশয় হইবার কারণ এই যে, "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিশেষে যজ্ঞের আত্মজ্ঞানসাধকতা কথিত হইয়াছে। বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্র তদ্বর্জ্জিত অগ্নিহোত্র হইতে অবশ্যই বিশিষ্ট; সুতরাং ঐ বিবিদিষা

বিশেষেণাত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ। বিদ্যাসংযুক্তস্ত চাগ্নিহোত্রাদের্বিশিষ্টত্বাবগমাৎ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যাসংযুক্তমেব কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদ্যাত্মবিদ্যাশেষত্বং প্রতিপদ্যতে, ন বিদ্যাবিহীনম্। বিদ্যোপেতস্ত বিশিষ্টত্বাবগমাৎ—বিদ্যাবিহীনাৎ। "যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়তি এবন্বিদ্বান্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

"বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ, কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি (গী ২।৩৯)।"

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ॥ [ভ০গী০।২।৪৯]

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—

যদেব বিদ্যয়েতি হি। সত্যমেতৎ, বিদ্যাসংযুক্তং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিকং বিদ্যাবিহীনাৎ কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রাদের্বিশিষ্টং, বিদ্বানিব ব্রাহ্মণো বিদ্যাবিহীনাৎ ব্রাহ্মণাৎ, তথাপি নাত্যন্তমনপেক্ষং বিদ্যারহিতং কর্ম্মাঽগ্নিহোত্রাদিকম্। কস্মাৎ।

বিদ্যারহিতাদ্যজ্ঞাদের্বিদ্যাসহিতমতিশয়বদিতি তস্যৈব পরবিদ্যাসাধনত্বমুপাত্তদুরিতক্ষয়দ্বারা, নেতরস্য। তস্মাদ্বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যবিশেষশ্রুতমপি বিদ্যাসহিতে যজ্ঞাদাবুপসংহর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

"যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেবাঽস্য বীর্য্যবত্তরম্"ইতি তয়বর্থশ্রুতের্বিদ্যা-

---

বাক্যই সন্দেহের কারণ। [কিং তাবৎ⋯স্মৃতিভ্যশ্চ] কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই আত্মজ্ঞানের অঙ্গ; কেবল অগ্নিহোত্র তাহার অঙ্গ (উপকারক) নহে। বিদ্যাবিহীন অপেক্ষা বিদ্যাযুক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"যে এইরূপ জ্ঞানবান্ সে যে দিন হোম করে, সেই দিনেই সে অপমৃত্যু জয় করে।" স্মৃতি যথা—"হে অর্জ্জুন, তুমি যে-জ্ঞানে কর্ম্ম বন্ধন মুক্ত হইবে—" "হে অর্জ্জুন, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কেবল কর্ম্ম অবর নিকৃষ্ট।" ইত্যাদি।

[ইত্যেবং⋯শ্রুতত্বাৎ] এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত সূত্র—যদেব বিদ্যয়েতি হি। যেমন বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট, তেমনি বিদ্যাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিশিষ্ট, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যা (উপাসনা) রহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে অকিঞ্চিৎকর বলিতে পার না। তাহারও অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি তাহারও নিমিত্তভাব আছে। এই কথা বলিবার কারণ এই যে, "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি"

"তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যত্রাবিশেষেণাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যাহেতুত্বেন শ্রুতত্বাৎ। ননু বিদ্যাসংযুক্তস্যাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যাবিহীনাৎ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনমগ্নিহোত্রাদ্যাত্মবিদ্যাহেতুত্বেনানপেক্ষমেবেতি যুক্তম্। নৈতদেবম্। বিদ্যাসহায়স্যাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যানিমিত্তেন সামর্থ্যাতিশয়েন যোগাদাত্মজ্ঞানং প্রতি কশ্চিৎ কারণত্বাতিশয়ো ভবিষ্যতি, ন তথা বিদ্যাবিহীনস্যেতি যুক্তং কল্পয়িতুম্, ন তু "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যবিশেষেণাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন শ্রুতস্যাগ্নিহোত্রাদেরনঙ্গত্বং শক্যমভ্যুপগন্তুম্। তথা হি শ্রুতিঃ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছা১।১।১০) ইতি বিদ্যাসংযুক্তস্য কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রাদের্ব্বীর্য্যবত্তরত্বাভিধানেন স্বকার্য্যং প্রতি কঞ্চিদতিশয়ং ব্রুবাণা বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈব তৎপ্রয়োজনং প্রতি

রহিতস্য বীর্য্যবত্তামাত্রমবগম্যতে। ন চ সর্ব্বথাঽকিঞ্চিৎকরস্য তদুপপদ্যতে।

ইত্যাদি বাক্যে সামান্যতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও আত্মজ্ঞানসাধনতা অবগত হওয়া যায়। [নমু...সহস্বম্] উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্র উপাসনারহিত অগ্নিহোত্র হইতে বিশিষ্ট, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তাহ বলিয়া উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রের অল্পমাত্রও জ্ঞানোপকারতা নাই, এমন কথা বলিতে পার না। উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রও বিদ্যার (জ্ঞানের) সাধন, কেবল অগ্নিহোত্রও বিদ্যার সাধন। প্রভেদ এই যে, বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার সহায়তায় তাহাতে (অগ্নিহোত্রাদিতে) সামর্থ্যবিশেষ জন্মে এবং সেই সামর্থ্যের যোগে তাহা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি অতিশয়িত কারণ হয়। (অতিশয়=শীঘ্রকারিত্বরূপ ধর্ম্ম।) উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রে সেই সামর্থ্যটুকু জন্মে না। এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। অন্যথা "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" এই শ্রুতিতে যে যজ্ঞমাত্রের জ্ঞানোপকারকতা কথিত হইয়াছে, সে কথন নিষ্ফল বলিতে হয়। কিন্তু নিষ্ফল বলা নিতান্তই অযুক্ত। অর্থাৎ কেবল অগ্নিহোত্র যে, জ্ঞানের অঙ্গ নহে, এরূপ বলা কোনও ক্রমে শাস্ত্রসঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যাহা বিদ্যার, শ্রদ্ধার ও উপনিষদের (দেবতা তত্ত্বজ্ঞানের) যোগে কৃত হয়, তাহা বা সেই কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যবান্ হয়।" এই শ্রুতি বিদ্যাদিযুক্ত কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যশালী হয়, এই কথা বলিয়া ইহাই জানাইয়াছেন যে, বিদ্যাদিযুক্ত কর্ম্ম আপন কার্য্যের ফল শীঘ্র উৎপাদন করে এবং বিদ্যারহিত কর্ম্ম কিছু বিলম্বে আপন কার্য্য উৎপাদন করে।

বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি। কর্ম্মণশ্চ বীর্য্যবত্ত্বং তৎ, যৎ স্বপ্রয়োজন-সাধনসহত্ত্বম্। তস্মাৎ বিদ্যাসংযুক্তং নিত্যমগ্নিহোত্রাদি বিদ্যা-বিহীনঞ্চোভয়মপি মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জন্মনি জন্মান্তরে চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ, তৎ যথা-সামর্থ্যং ব্রহ্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুদ্বারেণ ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদ্যমানং শ্রবণ-মনন-শ্রদ্ধাধ্যানতাৎ-পর্য্যাদ্যন্তরঙ্গকারণাপেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভবতীতি স্থিতম্ ॥ ৪ । ১ । ১৮ ॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥৪।১।১৯॥*

অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্ব্বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় উক্তঃ। ইতরে ত্বারব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপ-য়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে,

তস্মাদন্যস্যাপি কয়াপি মাত্রয়া পরবিদ্যোৎপাদোপযোগ ইতি বিদ্যারহিতমপি যজ্ঞাদি পরবিদ্যার্থিনানুষ্ঠেয়মিতি সিদ্ধম্ ॥ ৪ । ১ । ১৮ ॥

অনারব্ধকার্য্য ইতস্য নঞঃ ফলং ভোগেন নিবৃত্তিং দর্শয়ত্যনেন সূত্রেণ।

বিদ্যাযুক্ত কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যশালী এবং কেবল কর্ম্ম অল্পবীর্য্যশালী। কর্ম্ম বীর্য্যবান্ হয়, এ কথার অর্থ—নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ক্ষমতাবান্ হয়। [তস্মাৎ···স্থিতম্] অতএব, মুমুক্ষুকর্ত্তৃক বিদ্যাযুক্ত ও কেবল উভয়বিধ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম মোক্ষ উদ্দেশে ইহ জন্মেই হউক, আর পূর্ব্ব জন্মেই হউক, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইলে সেই সেই কর্ম্ম স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে অবিলম্বে ও বিলম্বে জ্ঞানের উপকারক বা সহায় হয়, হইয়া শ্রবণ মনন শ্রদ্ধা ধ্যান ও তৎপরতা (নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কারণ প্রতীক্ষা করতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত এককার্য্যকারী হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত ॥ ৪ । ১ । ১৮ ॥

বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রভাবে সঞ্চিত পুণ্যপাপের অশ্লেষ ও বিনাশ সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আরব্ধফল (যাহা ভোগ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বা যাহা শরীর জন্মাইয়াছে, সেই) পুণ্যপাপ কি হয়, তাহা বলা যাই-তেছে। আরব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে তখন ব্রহ্ম-সম্পন্ন হয়। "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ না দেহ পরিত্যাগ করে।

* ইতরে পুণ্যপাপে অনারব্ধকার্য্যে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা নাশয়িত্বা সম্পদ্যতে বিদেহকৈবল্য-মাপ্নোতি জ্ঞানীতি শেষঃ।

তত্ত্বজ্ঞানী অনারব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানে দগ্ধ হইয়া যায়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে থাকে। অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরম মোক্ষ কৈবল্য লাভ হয়।

অথ সম্পৎস্যে" (ছা ৬।১৪।২) "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি চৈবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। নন্বু সত্যপি সম্যগ্দর্শনে যথা প্রাগ্দেহপাতাদ্ভেদদর্শনং দ্বিচন্দ্রদর্শনন্যায়েনানুবৃত্তমেবং পশ্চাদপ্যনুবর্ত্তেত। ন। নিমিত্তাভাবাৎ। উপভোগশেষক্ষপণং হি তত্রানুবৃত্তিনিমিত্তম্। ন চ তাদৃশমত্র কিঞ্চিদস্তি। নন্বপরঃ কর্ম্মাশয়োঽভিনবমুপভোগমারপ্স্যতে। ন, তস্য দগ্ধবীজত্বাৎ। মিথ্যাজ্ঞানাবষ্টম্ভং হি কর্ম্মান্তরং দেহপাতে উপভোগান্তরমারভতে। তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানেন দগ্ধমিত্যতঃ সাধ্বে তদারব্ধকার্য্যক্ষয়ে বিদুষঃ কৈবল্যমবশ্যম্ভাবীতি ॥ ৪। ১। ১৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৪।১॥

অস্য তূপপাদনং পুরস্তাদপকৃষ্য কৃতমিতি নেহ ক্রিয়তে পুনরুক্তভয়াদিতি ॥৪।১।১৯॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ । ১ ॥

অনন্তর (দেহপাতের পর) সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।" "ব্রহ্মভাব নিত্যপ্রাপ্ত থাকিলেও সে তখন ব্রহ্ম (দেহপাতের পর প্রকৃত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি শ্রুতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। [নন্বু···দস্তি] এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহপাতের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান অনুবর্ত্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞেরও সংসার অতিক্রম হয় না। প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ না থাকায় তাহা হয় না। আরব্ধ ভোগের ক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছুর অনুবর্ত্তন হয় না। [নন্বপরঃ···বশ্যম্ভাবী] যদি বল, আরব্ধফল কর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্বসঞ্চিত অনারব্ধফল অনেক কর্ম্ম থাকে, সে সকল কর্ম্ম পুনর্ব্বার ভোগ আরম্ভ করিতে পারে। আমরা বলি, কর্ম্ম থাকে সত্য; কিন্তু সে সকল কর্ম্ম ভোগ দিতে সমর্থ নহে। কারণ, সে সকল কর্ম্মের বীজভাব থাকে না, অর্থাৎ তাহা দগ্ধ (নিঃশক্তি) হইয়া যায়। অন্যান্য (ভুক্তাবশিষ্ট) অজ্ঞানমূলক কর্ম্মই দেহপাতের পর জন্ম, আয়ু ও ভোগ জন্মায়। অজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে তন্মূলক কর্ম্ম সকল জ্ঞানে নির্ম্মূল বা নিঃশক্তি হইয়া যায়। সেই কারণে সে সকল কর্ম্ম শরীরপাতের পূর্ব্বেই অভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয় এবং প্রারব্ধ নাশের পর অর্থাৎ শরীর পাতের অনন্তর জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে ॥ ৪ । ১ । ১৯ ॥

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥ ৪ । ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

——:০:——

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪।২।১॥*

অথাপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে দেবযানং পন্থানমবতারয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ যথাশাস্ত্রমুৎক্রান্তিক্রমমাচষ্টে। সমানা হি বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিতি বক্ষ্যতি। অস্তি প্রায়ণবিষয়া শ্রুতিঃ "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছা ৬। ৮। ৬) ইতি।

অথাস্মিন্ ফলবিচারলক্ষণে বাক্ মনসি সম্পদ্যত ইত্যাদিবিচারোঽসংগত ইত্যত আহ—"অথাপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে" ইতি। অপরবিদ্যাফলপ্রাপ্ত্যর্থং দেবযানমার্গার্থত্বাদুৎক্রান্তেস্তদ্গতো বিচারঃ পারম্পর্য্যেণ ভবতি ফলবিচার ইতি নাসঙ্গত ইত্যর্থঃ। নন্বয়মুৎক্রান্তিক্রমো বিদুষো নোপপদ্যতে—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি শ্রবণাৎ, তৎ কথমস্য বিদ্যাধিকার ইত্যত আহ—"সমানা হি বিদ্বদবিদুষোঃ" ইতি। বিষয়মাহ—"অস্তি" ইতি। বিমৃশতি—

এই পাদে অপরা বিদ্যার (সগুণ উপাসনার) ফললাভ সম্বন্ধীয় দেবযান পথ বর্ণিত হইবেক। কিন্তু দেবযান-গতি বলিতে গেলে প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত উৎক্রান্তিক্রম (দেহপরিত্যাগ বা মরণপ্রণালী) বলা আবশ্যক হয়। সেই জন্য সূত্রকার বেদব্যাস প্রথমতঃ শাস্ত্রানুযায়ী উৎক্রান্তিক্রম (মরণপ্রণালী) বলিতেছেন। সূত্রকার পর সূত্রে গিয়া বলিবেন, উপাসক ও অনুপাসক উভয়েরই উৎক্রান্তি আছে। অর্থাৎ উপাসকও অনুপাসকের (অজ্ঞানীর) ন্যায় উৎক্রান্ত হন, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কেবল তত্ত্বজ্ঞই উৎক্রান্ত হন না, তাঁহাদের প্রাণাদি দেহের সহিত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব যে-ক্রমে অর্থাৎ যে প্রণালীতে উৎক্রান্ত হয়, ত্যাজ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে ক্রম বা সে প্রণালী শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। যথা—

---

* ম্রিয়মাণস্য পুরুষস্যাদৌ বাক্ বাগ্‌বৃত্তির্বাগিন্দ্রিয়কার্য্যং বচনং মনসিসম্পদ্যতে উপসংহৃতং ভবতীত্যর্থঃ। হেতুমাহ দর্শনাদিতি। দৃশ্যতে হি মুমূর্ষোর্ব্বাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংহ্রিয়তে। শব্দাৎ বাগিতিশব্দাৎ। ভাবব্যুৎপত্ত্যা লক্ষণয়া বা বাক্‌শব্দস্য বাগ্‌বৃত্ত্যর্থতালাভাদিতি যাবৎ।

উপাসকগণ দেবযান পথে গমন করেন, এ কথা বলা হইবে। সে জন্য, অগ্রে তদুপযোগী মরণক্রম—যাহা শাস্ত্রীয়—তাহা নির্ব্বাচিত হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, দেহত্যাগ কালে প্রথমতঃ বাক্ মনে লয়প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে সংশয়, বাক্‌শব্দে বাগিন্দ্রিয় কি তাহার বৃত্তি (কার্য্য—বলা।) পূর্ব্বপক্ষে, ইন্দ্রিয়; কিন্তু সিদ্ধান্তে বাক্‌বৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কাহারও ইন্দ্রিয় লয় হয় না। দেখা যায়, মুমূর্ষুর মনোবৃত্তি আছে, অথচ বাক্‌বৃত্তি নাই। ভাববাচ্যপ্রত্যয় অথবা লক্ষণা স্বীকার করিলে বাক্ শব্দে বাক্‌বৃত্তি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

কিমিহ বাচ এব বৃত্তিমত্যা মনসি সম্পত্তিরুচ্যতে ? উত বাগ্-বৃত্তেরিতি বিশয়ঃ। তত্র বাগেব তাবন্মনসি সম্পদ্যত ইতি প্রাপ্তম্। তথা হি শ্রুতিরনুগৃহীতা ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা, ন লক্ষণা। তস্মাদ্বাচ এবায়ং মনসি প্রবিলয় ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—বাগ্বৃত্তির্মনসি সম্পদ্যত ইতি। কথং বাগ্বৃত্তিরিতি ব্যাখ্যায়তে। যাবতা বাঙ্মনসীত্যেবমাচার্য্যঃ পঠতি। সত্যমেতৎ। পঠিষ্যতি তু পুরস্তাৎ "অবিভাগো বচনাৎ" [বে°সূ° ।৪।২।১৬] ইতি। তস্মাদত্র বৃত্ত্যুপশমমাত্রং বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। তত্ত্ব-

"কিমিহ"ইতি। বিশয়ঃ সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষমাহ—"তত্র বাগেব"ইতি। শ্রুতিলক্ষণাবিষয়ে সংশয়ে। সিদ্ধান্তসূত্রং পুরয়িত্বা পঠতি—"বাগ্বৃত্তির্মনসি সম্পদ্যতে"ইতি। বৃত্ত্যধ্যাহার-প্রয়োজনং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—"কথম্"ইতি। উত্তরাধিকরণপর্য্যালোচনেনৈবং পূরিতমিত্যর্থঃ। তত্ত্বস্তু ধর্ম্মিণো বাচঃ প্রলয়বিবক্ষায়াং ত্বিহ সর্ব্বত্রৈব পরত্রেহ চাবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিংষ্যাদ-

"হে সোম্য, এই ম্রিয়মাণ পুরুষের অর্থাৎ মুমূর্ষুর বাক্যেন্দ্রিয় মনে লয়প্রাপ্ত হয়, পরে তাদৃশ মন প্রাণে, তাদৃশ প্রাণ তেজে এবং তাদৃশ তেজ পরম দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়।" [কিমিহ···ইতি] এখানে সংশয় হয়, বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয় কি মনে লীন হয়? অথবা কেবল বাক্যই মনে প্রবেশ করে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনে প্রবেশ করে। বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় মনঃসম্পন্ন হয়, এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতি অনুগৃহীত হয় অর্থাৎ বাক্শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু বাক্যের লয়, এই অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। যে স্থলে শ্রুতির সহিত লক্ষণার সংশয়, সেস্থলে শ্রুতির গ্রহণই ন্যায্য। (মুখ্যার্থ গ্রহণ করিব, কি লক্ষণা স্বীকার করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিব, এরূপ সংশয় হইলে মুখ্যার্থ গ্রহণ করাই উচিত) অতএব, বাক্ মনে বিলীন হয়, এ কথার অর্থ—বাগিন্দ্রিয়ই মনে লয় প্রাপ্ত হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা হইল—বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি মনে গিয়া বিলীন হয়। (বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি=বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বাক্য অর্থাৎ কথা বলা)। [কথং··· শক্যতে] সূত্রে আছে, "বাক্", কিন্তু ব্যাখ্যা করা হইল বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ইহা কিরূপে হয় ? হাঁ, এ কথা সত্য ; পরন্তু সূত্রকারও অগ্রে যাইয়া বলিবেন "অবিভাগ হয়।" তদনুসারে বুঝিতে হইতেছে, এখানেও বাক্শব্দের অর্থ বাক্বৃত্তি এবং মরণকালে তাহা মনে উপশম প্রাপ্ত হয়। ঐ বাক্যে তত্ত্বপ্রবি-

প্রলয়বিবক্ষায়াস্তু সর্ব্বত্রৈবাবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিংষ্যাদবিভাগ ইতি। তস্মাদত্র বৃত্ত্যুপসংহারবিবক্ষায়াং বাগ্বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংহ্রিয়তে মনোবৃত্তাববস্থিতায়ামিত্যর্থঃ।

কস্মাৎ? দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি বাগ্বৃত্তেঃ পূর্ব্বমুপসংহারো মনোবৃত্তৌ বিদ্যমানায়াং, ন তু বাচ এব বৃত্তিমত্যা মনস্যুপসংহারঃ কেনচিদপি দ্রষ্টুং শক্যতে। ননু শ্রুতিসামর্থ্যাদ্বাচ এবায়ং মনস্যপ্যয়ো যুক্ত ইত্যুক্তম্। নেত্যাহ—অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ। যস্য হি যত উৎপত্তিস্তস্য তত্র লয়ো ন্যায্যো মৃদীব শরাবস্য। ন চ মনসো বাগুৎপদ্যত ইতি কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ ত্বপ্রকৃতিসমাশ্রয়াবপি দৃশ্যেতে। পার্থি-

---

বিভাগ ইতি, ন ত্বত্রাপি। তস্মাদিহাবিভাগেনাবিশিংষতোঽত্র বৃত্ত্যুপসংহারমাত্রবিবক্ষা সূত্রকারস্যেতি গম্যতে।

সিদ্ধান্তহেতুং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—"কস্মাৎ" ইতি। সত্যামেব মনোবৃত্তৌ বাগ্বৃত্তেরুপসংহারদর্শনাৎ বাচস্তূপসংহারমদৃষ্টং নাগমোঽপি গময়িতুমর্হত্যাগমপ্রভমুক্তিবিরোধাৎ। আগমো হি দৃষ্টানুসারতঃ প্রকৃতৌ হি বিকারাণাং লয়মাহ।

লয় হওয়া বিবক্ষিত হইলে সূত্রোক্ত অবিভাগ সর্ব্বত্রই সমান দাঁড়াইবে; সুতরাং পরম দেবতায় তাহার অবিভাগ হওয়া বলার কোনরূপ সার্থকতা বা প্রয়োজন থাকিবেক না। কাযেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, বাক্‌নামক তত্ত্বের (ইন্দ্রিয়ের) উপসংহার হয় না, তাহার বৃত্তিরই উপসংহার হয়।

দেখাও যায়, মরণকালে মনোবৃত্তির অবস্থান থাকিতে থাকিতে বাক্‌বৃত্তির উপশম হয়। আগে বাক্যরোধ, পরে মনোবৃত্তির লয়, এই মাত্র দেখা যায়, অনুভূত হয়। বাগিন্দ্রিয় যে, মনে সংহার প্রাপ্ত হয়, ইহা কোনও ব্যক্তি অনুভব করিতে বা করাইতে সমর্থ নহেন। [ননু···দিত্যর্থঃ] বলিয়াছিলে যে, বাক্ এই শব্দের দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, মন বাগিন্দ্রিয়ের প্রকৃতি (উৎপত্তিস্থান বা উপাদান কারণ) নহে। প্রকৃতিতেই অর্থাৎ উপাদানেই উপাদেয়ের (উৎপন্ন পদার্থের) লয় হইবার নিয়ম আছে। যাহা যাহা হইতে জন্মে, তাহা তাহাতেই উপসংহৃত হয়। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, আবার মৃত্তিকাতেই তাহার লয় হয়, অন্য কিছুতে হয় না। বাগিন্দ্রিয় মন হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং তাহার লয়ও মনে হয় না। বাগিন্দ্রিয়ের মনঃপ্রভবতা পক্ষে কোনরূপ প্রমাণও নাই। বৃত্তির উদ্ভব ও অভিভব কিন্তু উপাদান ব্যতীত অন্য পদার্থেও হইতে পারে তাহাও দেখা যায়। ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠ পার্থিব পদার্থ; কিন্তু তাহাতে তৈজস

বেভ্যো হীন্ধনেভ্যস্তেজসস্তাগ্নের্বৃত্তিরুদ্ভবতি, অপ্সু চোপশাম্যতি। কথং তর্হ্যস্মিন্ পক্ষে শব্দো বাক্ মনসি সম্পদ্যত ইতি? অত আহ শব্দাচ্চেতি। শব্দোঽপ্যস্মিন্ পক্ষেঽবকল্পতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদোপচারাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ । ২ । ১ ॥

অত এব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ৪ । ২ । ২ ॥*

"তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" (প্র ৩।৯) ইত্যত্রাবিশেষেণ সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্রাপ্যেতে এব বাচ ইব চক্ষুরাদীনামপি সবৃত্তিকে মনস্যবস্থিতে বৃত্তিলোপদর্শনাৎ তত্ত্বপ্রলয়াসম্ভবাচ্ছব্দোপপত্তেশ্চ বৃত্তিদ্বারেণৈব সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মনোঽনুবর্ত্তন্তে।

ন চ বাচঃ প্রকৃতির্ম্মনঃ, যেনাস্মিন্ বিলীয়তে। তস্মাৎ বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া বাক্পদং তদ্বৃত্তৌ ব্যাখ্যেয়ম্। সম্ভবতি চ বাগ্বৃত্তের্ব্বাগপ্রকৃতাবপি মনসি লয়স্তত্র তত্র দর্শনাদিত্যাহ—"বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ"ইতি ॥ ৪ । ২ । ১ ॥

যতশ্চ প্রকৃতিবিকারভাবাভাবান্মনসি ন স্বরূপলয়ো বাচঃ, অপি তু বৃত্তিলয়ঃ, অতএব সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং সত্যেব সবৃত্তিকে মনসি বৃত্তেরনুগতি-

---

বহ্নির বৃত্তি (কার্য্য) উদ্ভূত হয়, জলে তাহার লয় বা উপশম হইয়া থাকে। পাছে কেহ বলেন যে, বৃত্তি অর্থে বাক্শব্দের প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সেই জন্য বলিয়াছেন, শব্দাচ্চ। বৃত্তি-অর্থেও বাক্শব্দ প্রয়োজিত হইতে পারে। (অভিপ্রায় এই যে, বাক্শব্দ ভাবপ্রত্যয়সাধনে ও লক্ষণাশক্তির দ্বারা বাক্বৃত্তি বুঝাইতে সমর্থ।) ॥ ৪ । ২ । ১ ॥

"অনন্তর মনঃসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ও শান্ততেজ হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে যায়।" এই শ্রুতিতে অবিশেষে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মনঃসম্পত্তি (মনে একীভূত) হওয়া কথিত হইয়াছে। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, মনের বৃত্তি থাকিতে থাকিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি (কার্য্য) লোপ প্রাপ্ত হয়। যাহা বাক্ নামক তত্ত্ব (ইন্দ্রিয়), তাহার লোপ অসম্ভব। সেই কারণে সে সকল শব্দের ভাবব্যুৎপত্তি অথবা লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন করিলে অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। পারে বলিয়াই বৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের মনঃপ্রবেশ, ইহা

---

* বাচোক্তং ন্যায়ং চক্ষুরাদিষ্বতিদিশত্যত ইতি। সবৃত্তিকে মনসি বিদ্যমানে চক্ষুরাদীনামপি বৃত্তিলয়দর্শনাৎ শব্দোপপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি—বাগিব চক্ষুরাদীন্যপি বৃত্তিদ্বারেণ মনোঽনুবর্ত্তন্তে মনস্যুপসংহ্রিয়ন্ত ইতি যাবৎ।

যেমন বাগিন্দ্রিয় বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়, তেমনি আর আর ইন্দ্রিয়ও বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়।

সর্ব্বেষাং করণানাং মনস্যুপসংহারাবিশেষে সতি বাচঃ পৃথগ্‌গ্রহণং বাঙ্মনসি সম্পদ্যত ইত্যুদাহরণানুরোধেন ॥ ৪। ২। ২॥

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৪। ২। ৩॥*

সমধিগতমেতৎ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছা ৬। ৮। ৬) ইত্যত্র বৃত্তিসম্পত্তিবিবক্ষেতি। অথ যদুত্তরং বাক্যং "মনঃ প্রাণে" (ছা ৬। ৮। ৬) ইতি, কিমত্রাপি বৃত্তিসম্পত্তিরেব বিবক্ষিতা? উত বৃত্তিমৎসম্পত্তিরিতি বিচিকিৎসায়াং বৃত্তিমৎসম্পত্তিরেবাত্রেতি প্রাপ্তম্, শ্রুত্যনুগ্রহাৎ তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেশ্চ। তথা হি "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছা ৬। ৫। ৪) ইত্যন্নযোনিং মন আমনন্ত্যব্‌যোনিঞ্চ প্রাণম্,

র্লয়ো ন স্বরূপলয়ঃ। বাচস্তু পৃথক্ গ্রহণং পূর্ব্বসূত্রে উদাহরণাপেক্ষং, ন তু তদেবেহ বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪। ২। ২॥

যদি স্বপ্রকৃতৌ বিকারস্য লয়স্ততো মনঃ প্রাণে সম্পদ্যত ইত্যত্র মনঃস্বরূপস্যৈব প্রাণে সম্পত্ত্যা ভবিতব্যম্। তথাহি মন ইতি নোপচারতো ব্যাখ্যানং ভবিষ্যতি। সম্ভবতি হি প্রকৃতিবিকারভাবঃ প্রাণমনসোঃ—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যত্রান্নাত্মতামাহ মনসঃ শ্রুতিঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ ইতি চ প্রাণস্যাবাত্মতাম্,

অবধারিত হয়। মনে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের উপসংহার সমান হইলেও উদাহরণের অনুরোধে "বাক্ মনসি—" ও "অতএব চ—" এই দুই পৃথক্ সূত্র বলা হইয়াছে। ॥ ৪। ২। ২॥

প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় জানা গিয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিই মনে লয়প্রাপ্ত হয় এবং বৃত্তিলয় হওয়াই সেই বাক্যের বিবক্ষিত অর্থ। পরবর্ত্তী বাক্যে আছে, "মনঃ প্রাণে।" মন প্রাণে গিয়া লীন হয়। এখানেও সন্দেহ—মনোলয়ই বিবক্ষিত? কি বৃত্তিলয় বিবক্ষিত? সন্দেহের প্রথম কোটি—মনোলয়ই বিবক্ষিত, অর্থাৎ মনেরই লয় হয়। বৃত্তিসহিত মন প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতিও অনুগৃহীত (মনঃ এই শব্দের মুখ্যার্থসঙ্গতি) হয় এবং তাহার অভিহিত প্রাণপ্রকৃতিকত্বও উপপন্ন হয়। (প্রাণপ্রকৃতিকত্ব=প্রাণ হইতে মনের জন্ম বা প্রাণ মনের উপাদান কারণ, এই কথা।) [তথা হি···গন্তব্যম্] মন যে, প্রাণমূলক, তাহার প্রমাণ এই—"হে সোম্য, মন অন্নময় এবং প্রাণ জলময় (জলভূতের বিকার বা কার্য্য।)" "পণ্ডিতেরা বলেন, মন অন্নমূলক এবং প্রাণ জলমূলক। জলই অন্নের জন্মদাতা অর্থাৎ জল হইতেই অন্নের

* তৎ মনঃ প্রাণে বিলীয়তে সবৃত্তিকে প্রাণে বৃত্তিলয়েনৈব মনো বিলীয়ত ইত্যুত্তরাৎ তদুত্তরবাক্যাদবগম্যতে।

তাদৃশ মনও বৃত্তিবিলয় দ্বারা সবৃত্তিক প্রাণে লীন হয়, ইহা তদুত্তর বাক্যে অবগত হওয়া যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

"আপশ্চান্নমসৃজন্ত" ইতি শ্রুতঃ। অতশ্চ যন্মনঃ প্রাণে প্রলীয়তেঽন্নমেব তদপ্সু প্রলীয়তে। অন্নং হি মনঃ, আপশ্চ প্রাণঃ, প্রকৃতিবিকারাভেদাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—তদপ্যাত্মগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি মনো বৃত্তিদ্বারেণৈব প্রাণে প্রলীয়ত ইত্যুত্তরাদ্বাক্যাদবগন্তব্যম্। তথা হি সুষুপ্সোর্মুমূর্ষোশ্চ প্রাণবৃত্তৌ পরিস্পন্দাত্মিকায়ামবস্থিতায়াং মনোবৃত্তীনামুপশমো দৃশ্যতে। ন চ মনসঃ স্বরূপাপ্যয়ঃ প্রাণে সম্ভবতি, অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ।

নন্বু দর্শিতং মনসঃ প্রাণপ্রকৃতিত্বম্। নৈতৎ সারম্। ন হীদৃশেন প্রাণালিকেন তৎপ্রকৃতিত্বেন মনঃ প্রাণে সম্পত্তুমর্হতি। এবমপি হ্যন্নে মনঃ সম্পদ্যেতাঽপ্সু চান্নমপ্স্বেব চ প্রাণঃ। ন

প্রকৃতিবিকারয়োস্তাদাত্ম্যাৎ। তথা চ প্রাণো মনসঃ প্রকৃতিরিতি মনসো বৃত্তিমতঃ প্রাণে লয় ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

সত্যসমাপোঽন্নমসৃজন্ত ইতি শ্রুতেরন্নয়োঃ প্রকৃতিবিকারভাবোঽবগম্যতে, ন তু তদ্বিকারয়োঃ প্রাণমনসোঃ। স্বযোনিপ্রণালিকয়া তু মিথো বিকারয়োঃ প্রকৃতিবিকারভাবাভ্যুপগমে সঙ্করাদতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তস্মাৎ যো যস্য সাক্ষাদ্বিকার-

জন্ম বা উৎপত্তি হয়।" এই শ্রুতি বলিতেছেন, অন্নময় মনের লয়স্থান প্রাণ, এবং দেখাও যায়, অন্নের লয়স্থান জল। প্রকৃতি ও তদ্বিকৃতির ভিন্নতা গ্রহণ না করিয়া অভেদভাব গ্রহণ করিলে অবশ্যই বলা যায়, অন্নই মন এবং জলই প্রাণ। (অন্নের প্রকৃতি জল, সুতরাং তাহার লয়স্থানও জল। অন্ন ও মন একই, এই দৃষ্টিতে প্রাণকে অবশ্যই মনের প্রকৃতি বলিতে পারা যায়। প্রাণ মনের প্রকৃতি (উৎপত্তিস্থান) হইলে প্রাণে মনের লয় হওয়ার কথাও সঙ্গত হইতে পারে।) এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ও সিদ্ধান্তপক্ষের স্থাপনা উদ্দেশে বলা হইল—পরিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি মনও বৃত্তিলয় দ্বারা প্রাণে বিলীন হয় অর্থাৎ মনেরও বৃত্তিবিলয় হয়, মনের স্বরূপ বিলয় হয় না। এ সিদ্ধান্ত শব্দতাৎপর্য্য দৃষ্টে লব্ধ হয়। [তথা হি···মন্তি] সুষুপ্ত ও ম্রিয়মাণ এই দুই পরবর্ত্তী বাক্যে দ্বিবিধ পুরুষের দ্বিবিধ প্রাণকার্য্য (শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে, অথচ মনোবৃত্তি থাকে না,) ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন প্রকৃতপক্ষে প্রাণমূলক নহে, সেজন্য প্রাণে মনের স্বরূপ-বিলয় অসম্ভব।

বলিয়াছিলে, ক্রমপরম্পরায় মনের প্রাণমূলকতা আছে, সে কথা নিতান্ত অসঙ্গত, সেরূপ প্রকৃতিতে (প্রাণে) মনের লয় হয় বলা অন্যায্য। সে প্রণালীর প্রকৃতিতে কার্য্যবিলয় মানিতে গেলে অন্নেও মনের বিলয় মানিতে হইবেক। মন অন্নে, অন্ন জলে এবং প্রাণও জলে লয় প্রাপ্ত হয় বলিতে হইবে। কিন্তু

হেতস্মিন্নপি পক্ষে প্রাণভাবপরিণতাভ্যোঽদ্ভ্যো মনো জায়ত-ইতি কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। তস্মান্ন মনসঃ প্রাণে স্বরূপাপ্যয়ঃ। বৃত্ত্যাপ্যয়েঽপি তুশব্দোঽবকল্পতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদোপচারাদিতি দর্শিতম্ ॥ ৪ ॥ ২ । ৩ ॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ । ২ । ৪ ॥*

স্থিতমেতৎ, যস্য যতো নোৎপত্তিস্তস্য তস্মিন্ বৃত্তিলয়ো ন স্বরূপলয় ইতি। ইদমিদানীং প্রাণস্তেজসীত্যত্র চিন্ত্যতে। কিং যথাশ্রুতি প্রাণস্য তেজস্যেব বৃত্ত্যুপসংহারঃ ? কিং বা দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষে জীবে ? ইতি। তত্র শ্রুতেরনতিশঙ্ক্য-

---

ন্তস্য তত্র লয় ইত্যন্নস্যাপ্সু লয়ো ন ত্বব্বিকারে প্রাণে অন্নবিকারস্য মনসঃ। তথা চাত্রাপি মনোবৃত্তের্বৃত্তিমতি প্রাণে লয়ো ন তু বৃত্তিমতো মনস ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৪ । ২ । ৩ ॥

প্রাণস্তেজসীতি তেজঃশব্দস্য ভূতবিশেষবচনত্বাৎ বিজ্ঞানাত্মনি চাপ্রসিদ্ধেঃ প্রাণস্য জীবাত্মন্যুপগমানুগমাবস্থানশ্রুতীনাঞ্চ তেজোদ্বারেণাপ্যুপপত্তেঃ। তেজসি সমাপন্নবৃত্তিঃ খলু প্রাণঃ, তেজস্তু জীবাত্মন্যবতিষ্ঠতে। তদ্দ্বারা জীবাত্ম-

---

প্রাণরূপে পরিণত জল হইতে যে মনের জন্ম হয়, তাহা প্রমাণপ্রমিত নহে। [তস্মান্ন···দর্শিতম্] সেই জন্যই বলিতেছি, প্রাণে মনের বৃত্তিবিলয় হয়, স্বরূপবিলয় হয় না। বৃত্তিবিলয় পক্ষে বৃত্তিবৃত্তিমান্ এক বা অভিন্ন, এইরূপ বিবক্ষায় উপপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ উপচার ক্রমে মনোবৃত্তিতে মনঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক ॥ ৪ । ২ । ৩ ॥

যাহা, যাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহাতে তাহার স্বরূপবিলয় অসম্ভব। পরন্তু তাহাতে তাহার বৃত্তি (কার্য্য) বিলয় অসম্ভব নহে। সেই জন্য বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে, মরণকালে মনে বাক্‌বৃত্তির বিলয় ও প্রাণে মনোবৃত্তির বিলয় হয়। সম্প্রতি "প্রাণস্তেজসি" এই বাক্যে চিন্তনীয় অর্থাৎ বিচার্য্য এই যে, তেজে প্রাণবৃত্তির উপসংহার হয় কি-না। শ্রুতি (শব্দবিন্যাসপ্রণালী—প্রাণস্তেজসি ইত্যাদি) অবহেলা না করিলে পাওয়া

---

* প্রাণঃ অধ্যক্ষে জীবে জ্ঞানকর্ম্মবাসনোপাধিকে লীয়ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তদুপগমাদিভ্যঃ। তং জীবং প্রতি প্রাণানামুপগমনাদিশ্রবণাৎ। আদিশব্দাদনুগমনমবস্থানঞ্চ লভ্যতে। উপগমনানুগমনাবস্থানশ্রুতিভ্য ইতি যাবৎ। এবমেবেমমাত্মানমিত্যুপগমনশ্রুতিঃ। তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা ইত্যনুগমনশ্রুতিঃ। সবিজ্ঞানো ভবতীত্যবস্থিতিশ্রুতিঃ। জীবস্য প্রাপ্তব্যফলাবগমায় হি বিজ্ঞানসাহিত্যশ্রুত্যা জীব এব মুখ্যপ্রাণসহিতেন্দ্রিয়াণামবস্থিতিঃ প্রতীয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বত্রৈব নির্ব্যাপারতয়াবস্থানং লয়স্তেনোক্তমিত্যপি বোধ্যম্।

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবে লীন হয় অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি এ কথা পরলোকগামী জীবের সঙ্গে লীন ইন্দ্রিয়গণের গমন, প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণ এবং জীবে সে সকলের অবস্থান বর্ণনা করায় অবধারিত হয়।

স্যাৎ প্রাণস্য তেজস্যেব সম্পত্তিঃ স্যাৎ, অশ্রুতকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—সোঽধ্যক্ষ ইতি। স প্রকৃতঃ প্রাণোঽধ্যক্ষেঽবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মন্যবতিষ্ঠতে—তৎপ্রধানা প্রাণবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ। তদুপগমাদিভ্যঃ।

"এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি, যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি" ইতি হি শ্রুত্যন্তরমধ্যক্ষোপগামিনঃ সর্ব্বান্ প্রাণানবিশেষেণ দর্শয়তি। বিশেষেণ চ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" (বৃ ৪।৪।২) ইতি পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যাধ্যক্ষানুগামিতাং দর্শয়তি। তদনুবৃত্তিতাং চেতরেষাং "প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" (বৃ ৪।৪।২) ইতি। "সবিজ্ঞানো ভবতি"

সমাপন্নবৃত্তিঃ প্রাণ ইত্যুপপদ্যতে। তস্মাৎ তেজস্যেব প্রাণবৃত্তিবিলয় ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। স প্রকৃতঃ প্রাণোঽধ্যক্ষে বিজ্ঞানাত্মনি ব্যবতিষ্ঠতে—তত্তন্ত্রবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ। উপগমানুগমাবস্থানেভ্যো হেতুভ্যঃ।

তত্রোপগমশ্রুতিমাহ—"এবমেবমমাত্মানম্"ইতি। অনুগমনশ্রুতিমাহ—"তমুৎক্রামন্তম্"ইতি। অবস্থানশ্রুতিমাহ—"সবিজ্ঞানো ভবতীতি চ"ইতি। বিজ্ঞায়-

যায়, তেজেই প্রাণের বৃত্ত্যুপসংহার হয়। পরন্তু বিচারচক্ষে দেখিতে গেলে পাওয়া যায়, দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষ জীবেই প্রাণবৃত্তি উপসংহৃত হয়। এইরূপ পক্ষদ্বয় প্রাপ্ত হওয়াতে সংশয় হব। শ্রুতি বাক্য প্রমাণ কি-না, সে সংশয় নাই; অশ্রুত কল্পনাও ন্যায্য নহে; সুতরাং শ্রুত্যনুসারে তেজেই প্রাণের উপসংহার হয় বলা যাইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বলিলেন—সোঽধ্যক্ষে। [স…ক্রামন্তি ইতি] সেই প্রাণ তৎকালে শরীরপঞ্জরাধ্যক্ষ জীবে গিয়া অবস্থিতি করে, অন্যত্র নহে। অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, পূর্ব্ব প্রজ্ঞা (পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের সংস্কার), এতদুপহিত চিদাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয়-পঞ্জরের অধ্যক্ষ এবং তাহারই অন্য নাম জীব। মৃত্যুকালে প্রাণবৃত্তি তন্মাত্রাবলম্বী হয়।

ইহা কিরূপে জানা যায়, তাহা বলিতেছি ; শ্রুতি জীবেই প্রাণের উপগমন অনুগমন ও অবস্থান হওয়ার কথা বলিয়াছেন। "মুমূর্ষু যখন উর্দ্ধশ্বাসযুক্ত হয়, তখন তাহার অন্তকাল উপস্থিত হয়। এই অন্তকালে প্রাণসকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়"—এই শ্রুতি অবিশেষে সমুদায় প্রাণীর প্রাণের জীবসমীপে আগমন হওয়ার কথা বলিয়াছেন। "জীব বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে প্রাণও তাহার অনুগমন করে।" এই শ্রুতি বিশেষ করিয়া অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের নামোল্লেখ করিয়া তাহার দেহাধ্যক্ষ সমীপে আগমন হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, "মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে অন্যান্য প্রাণও (ইন্দ্রিয়গণও) তাহার অনুগামী হয়—পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়।" [সবিজ্ঞানো…

ইতি চাধ্যক্ষস্যান্তর্বিজ্ঞানবত্ত্বপ্রদর্শনেন তস্মিন্নুপাতকরণগ্রামস্য প্রাণস্যাবস্থানং গময়তি। নমু "প্রাণস্তেজসি" ইতি শ্রূয়তে, কথং প্রাণোঽধ্যক্ষ ইত্যধিকাবাপঃ . ক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ। অধ্যক্ষপ্রধানত্বাদুৎক্রমণাদিব্যবহারস্য। শ্রুত্যন্তরগতস্যাপি চ বিশেষস্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ॥ ৪।২।৪॥

কথং তর্হি প্রাণস্তেজসীতি শ্রুতিরিত্যত আহ—

ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ॥ ৪।২।৫॥*

স প্রাণসংযুক্তোঽধ্যক্ষঃ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু দেহ-

তেঽনেনেতি বিজ্ঞানং পঞ্চবৃত্তিপ্রাণসহিত ইন্দ্রিয়গ্রামস্তেন সহাবতিষ্ঠত ইতি সবিজ্ঞানঃ। চোদয়তি—"নমু প্রাণস্তেজসীতি শ্রূয়তে"ইতি। অধিকাবাপোঽশব্দার্থ-ব্যাখ্যানম্। পরিহরতি—"নৈষ দোষঃ" ইতি। যদ্যপি প্রাণস্তেজসীত্যত্র তেজসি প্রাণবৃত্তিলয়ঃ প্রতীয়তে, তথাপি সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বেন বিদ্যানাং শ্রুত্যন্তরালোচনয়া বিজ্ঞানাত্মনি লয়োঽবগম্যতে। ন চ তেজসস্তত্র লয় ইতি সাম্প্রতম্। তস্যানিলাকাশক্রমেণ পরমাত্মনি তত্ত্বলয়াবগমাৎ। তস্মাৎ তেজোগ্রহণেনো-

আহ] "জীব মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয় অর্থাৎ প্রাপ্তব্য ফলানুরূপ ভাবনা (অস্পষ্টজ্ঞানপরিণাম) ধারণ করে" এই শ্রুতি তৎকালে জীবের অন্তরে বিজ্ঞান থাকে বলিয়াছেন এবং তাহাতেই ইন্দ্রিয়গণের লয় ও লুপ্তবৃত্তি মুখ্যপ্রাণের অবস্থান বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদি বল, শ্রুতি "প্রাণস্তেজসি—প্রাণ তেজে বিলীন হয়" বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ অধ্যক্ষে লয় হওয়ার কথা বলেন নাই, তবে তুমি কেন ঐ অতিরিক্ত কথা বল? আমার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ অতিরিক্ত বলা দোষাবহ নহে। উৎক্রমণ-ব্যবহার (মরণ-ব্যবহার) অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত, সুতরাং তাহা শ্রুত্যন্তরপ্রাপ্ত বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট ক্রম) প্রতীক্ষা করে না॥ ৪।২।৪॥

তবে এই বলিতে পার বা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, "প্রাণস্তেজসি—প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এ কথার সঙ্গতি কিরূপ? সঙ্গতি কিরূপ—এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই—

"প্রাণস্তেজসি" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে এই বুঝিতে হইবে যে,

---

* অতঃ পূর্ব্বোদাহৃতশ্রুতেঃ ভূতেষু তেজঃসহচরিতেষু সূক্ষ্মেষু দেহবীজেষ্ববতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যম্।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারাই তেজের সংগ্রহ হইতে পারে, এবং বুঝা যাইতে পারে যে, প্রাণসংযুক্ত জীব দেহবীজ সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকে অবস্থান করে।

বীজভূতেষু সূক্ষ্মেষ্ববতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যম্। "প্রাণস্তেজসি" ইত্যতঃ শ্রুতেঃ। নন্বু চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণস্য তেজসি স্থিতিং দর্শয়তি, ন প্রাণসংযুক্তস্যাধ্যক্ষস্য। নৈষ দোষঃ। সোঽধ্যক্ষ ইত্যধ্যক্ষস্যাপ্যন্তরাল উপসংখ্যাতত্বাৎ। যোঽপি হি স্রুঘ্নান্মথুরাং গত্বা মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রং ব্রজতি, সোঽপি স্রুঘ্নাৎ পাটলিপুত্রং যাতীতি শক্যতে বদিতুম্। তস্মাৎ প্রাণস্তেজসীতি প্রাণসংযুক্তস্যাধ্যক্ষস্যৈবৈতত্তেজঃসহচরিতেষু ভূতেম্ববস্থানম্॥ ৪।২।৫॥

কথং তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষ্বিত্যুচ্যতে, যাবতৈকমেব তেজঃ শ্রূয়তে প্রাণস্তেজসীত্যত আহ—

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি॥ ৪।২।৬॥*

নৈকস্মিন্নেব তেজসি শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং জীবো-

পলক্ষ্যতে তেজঃসহচরিতদেহবীজভূতপঞ্চভূতসূক্ষ্মপরিচারাধ্যক্ষো জীবাত্মা, তস্মিন্ প্রাণবৃত্তিরপৈতীতি। চোদয়তি—"নন্বু চেয়ং শ্রুতিঃ" ইতি। তেজঃসহচরিতানি ভূতান্যুপলক্ষ্যতাং তেজঃশব্দেন, অধ্যক্ষে তু কিমায়াতং, তস্য তদসাহচর্য্যাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি—"সোঽধ্যক্ষ ইত্যধ্যক্ষস্যাঽপি" ইতি। যদা হ্যয়ং প্রাণোঽন্তরালেঽধ্যক্ষং প্রাপ্যাধ্যক্ষসম্পর্কবশাদেব তেজঃপ্রভৃতীনি ভূতসূক্ষ্মাণি প্রাপ্নোতি, তদোপপদ্যতে প্রাণস্তেজসীতি। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—"সোঽপি হি স্রুঘ্নাৎ" ইতি॥ ৪।২।৫॥

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি "কথং তেজঃসহচরিতেষু" ইতি।

অত্র ভাষ্যকারোঽনুমানদর্শনমাহ—"কার্য্যস্য শরীরস্য" ইতি। স্থূলশরীরারম্ভ-

---

প্রাণসংযুক্ত অধ্যক্ষ (জীব) তেজঃসহচরিত দেহবীজ ভূতসূক্ষ্মে অবস্থিতি করেন। "প্রাণস্তেজসি—" এই কথায় প্রথমতঃ তেজে প্রাণের স্থিতি প্রতীত হইলেও অন্তরালে অধ্যক্ষের উপসংখ্যান (উহ্য) আছে। যে লোক স্রুঘ্ন (দেশ-বিশেষ) হইতে মথুরায় ও মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে যায়, অবশ্যই তাহাকে স্রুঘ্ন হইতে পাটলিপুত্রে যাইতেছে বলা যাইতে পারে। [তস্মাৎ··· ইত্যত আহ] অতএব "প্রাণস্তেজসি" এ কথায় প্রাণসংযুক্ত জীবের তেজোযুক্ত সূক্ষ্মভূতে অবস্থান অববোধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই॥ ৪।২।৫॥

পাছে কেহ ভাবেন, "তেজসি" বাক্যে মাত্র তেজঃশব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে তেজঃসহচরিত ভূত কি প্রকারে অববোধিত হয়? সেই জন্য বলিতেছেন—

জীব গৃহীত শরীর পরিত্যাগের পর অন্য শরীর গ্রহণ কালে কেবল মাত্র

---

* একস্মিন্ কেবলে তেজসি ন অবতিষ্ঠতে, শরীরস্থানেকাত্মকত্বদর্শনাদিত্যুহনীয়ম্। হি যস্ত প্রশ্নপ্রতিবচনে শ্রৌতে শ্রুতিস্মৃতী বা দর্শয়ত এতমেবার্থমিতি সূত্রপদানাং যোজনা।—

পর লোক গমনোদ্যত জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগের পর কেবল মাত্র তেজোভূত অবলম্বন করে

হবতিষ্ঠতে, কার্য্যস্য শরীরস্যানেকাত্মকত্বদর্শনাৎ। দর্শয়তশ্চৈতমর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে "আপঃ পুরুষবচসঃ" (ছা ৫।৩।৩) ইতি। তদ্ব্যাখ্যাতং "ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ" [বে০ সূ০ ৩।১।২] ইত্যত্র। শ্রুতিস্মৃতী চৈতমর্থং দর্শয়তঃ। শ্রুতিঃ "পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ" ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি—

অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাস্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ॥" [মনু০ ১।২৭]

ইত্যাদ্যা।

ননু চোপসংহৃতেষু বাগাদিষু করণেষু শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং "ক্বায়ন্তদা পুরুষো ভবতি" (ছা ৩।২।২৩) ইত্যুপক্রম্য শ্রুত্যন্তরং কর্ম্মাশ্রয়তাং নিরূপয়তি "তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদচতুঃ।

রূপমনুমেয়ং সূক্ষ্মমপি শরীরং পঞ্চাত্মককার্য্যমিত্যর্থঃ। দর্শয়ত ইতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে—"দর্শয়তশ্চৈতমর্থম্"ইতি। প্রশ্নপ্রতিবচনাভিপ্রায়ং দ্বিবচনং শ্রুতিস্মৃত্যভিপ্রায়ং বা। অণ্ব্যো মাত্রাঃ সূক্ষ্মাঃ। দশার্দ্ধানাং পঞ্চভূতানামিতি।

শ্রুত্যন্তরবিরোধং চোদয়তি—"ননু চোপসংহৃতেষু বাগাদিষু"ইতি। কর্ম্মাশ্রয়-

তেজোভূত অবস্থান করে না। কারণ এই যে, শরীরমাত্রেই অনেক ভূতের বিকার। ছান্দোগ্যোক্ত প্রশ্নপ্রতিবচনে জলেরও পুরুষাকারে (শরীরাকারে) পরিণত হওয়া বর্ণিত আছে। যথা "অবশেষে আপ্ই পুরুষপদবাচ্য হয়।" অত্রস্থ আপ্শব্দ ভূতপঞ্চকের অববোধক। যে প্রকারে তাহা পঞ্চভূতের অববোধক হয়, সে প্রকার "ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ" সূত্রে দর্শিত হইয়াছে। [শ্রুতি···ইত্যাদ্যা] এ তথ্য শ্রুতিস্মৃতি উভয়ত্রই অভিহিত আছে। শ্রুতি যথা—"এই পুরুষ পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময়—" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"দশার্দ্ধভূতের অর্থাৎ পাঁচ ভূতের সূক্ষ্মভাগ পরিচ্ছিন্ন ও অবিনাশী (যাবৎ সংসার, তাবৎ থাকে, নাশপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অবিনাশী,) এই সমগ্র জগৎ সে সকলের সহিত পূর্ব্বপূর্ব্বের অনুরূপে সম্ভূত (উৎপন্ন) হইয়া থাকে।"

[ননু···বিরোধঃ] বলিতে পার, শ্রুতি অন্য এক স্থানে, মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল সংহার প্রাপ্ত হওয়ার পর "জীব যখন শরীরান্তর গ্রহণ করিতে যায়, তখন সে কোন্ আশ্রয়ে থাকে?" এইরূপ এক প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া বলিয়াছেন, "জীব তখন পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মের (অদৃষ্টের) আশ্রয়ে থাকে।" যথা—তাঁহারা

না। না করিবার কারণ এই যে, শরীর অনেকাত্মক—একভূতে তাহা নিষ্পন্ন হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই দেখাইয়াছেন, জীব দেহবীজ ভূতপঞ্চক লইয়া প্রয়াণ করে, সময়ে ভূতসমূহ দ্বারা তাহার দেহাঙ্কুর জন্মে।

অথ হ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ" (বৃ ৩।২।১৩) ইতি। অত্রোচ্যতে। তত্র কর্ম্মপ্রযুক্তস্য গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকস্যেন্দ্রিয়-বিষয়াত্মকস্য বন্ধনস্য প্রবৃত্তিরিতি কর্ম্মাশ্রয়তোক্তা, ইহ পুনর্ভূতোপাদানাদ্দেহান্তরোৎপত্তিরিতি ভূতাশ্রয়ত্বমুক্তম্। প্রশংসা-শব্দাদপি তত্র প্রাধান্যমাত্রং কর্ম্মণং প্রদর্শিতং, ন ত্বাশ্রয়ান্তরং নিবারিতং, তস্মাদবিরোধঃ ॥ ৪ । ২ । ৬ ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥৪।২।৭॥*

সেয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা ? কিং বা বিশেষ-বতী ? ইতি বিশয়ানাং বিশেষবতীতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভূতা-

---

তেতিপ্রতীয়তে ন ভূতাশ্রয়তেত্যর্থঃ। পরিহরতি—"অত্রোচ্যতে" ইতি। গ্রহা ইন্দ্রিয়াণি। অতিগ্রহাস্তদ্বিষয়াঃ। কর্ম্মণাং প্রযোজকত্বেনাশ্রয়ত্বং, ভূতানাং তূপা-দানত্বেনেত্যবিরোধঃ। প্রশংসাশব্দোঽপি কর্ম্মণাং প্রযোজকতয়া প্রকৃষ্টমাশ্র-য়ত্বং ব্রূতে—সতি নিকৃষ্ট আশ্রয়ান্তরে তদুপপত্তেরিত্যাহ—"প্রশংসাশব্দাদপি তত্র"ইতি ॥ ৪ । ২ । ৬ ॥

অত্রামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্রুতেঃ পরবিদ্যা চ তৎ প্রত্যেতদিতি মন্বানস্য পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা কর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন।" অতএব ভবৎকৃত সিদ্ধান্ত উক্ত শ্রুতির বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে বিরোধভঞ্জনার্থ আমাদের বক্তব্য—শেষোক্ত শ্রুতি গ্রহনামক ইন্দ্রিয়গণকে ও অতিগ্রহসংজ্ঞক বিষয়সমূহকে জীবের বন্ধনরজ্জু এবং তাহার অবস্থিতিও কর্ম্মেরই অধীন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ঐ কর্ম্মাশ্রয়-কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদাহৃত স্থলে সে কথা বলা হয় নাই। উদাহৃত স্থলে বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, পঞ্চভূত-উপাদানেই দেহোৎপত্তি হয় এবং সেই কারণে জীব ভূতাশ্রয়ী। অপিচ, প্রশংসাশব্দের দ্বারা সেখানে কর্ম্মের প্রাধান্যমাত্র বলা হইয়াছে, আশ্রয়ান্তর থাকা নিষিদ্ধ হয় নাই; সুতরাং অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধ নাই ॥ ৪।২।৬ ॥

প্রস্তাবিত উৎক্রান্তি কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়সাধারণ ? অথবা উভয়ের মধ্যে কোন কিছু বিশেষ আছে ? এইরূপ সংশয় হইলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বিশেষ আছে। অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন না। যে উৎক্রান্তি বর্ণিত

---

* সা চ সমানা সর্ব্বপ্রাণিষু তুল্যা। হেতুমাহ আ সৃত্যুপক্রমাদিতি। সৃতির্মার্গস্তস্যোপক্রমো-ঽর্চ্চিঃপ্রাপ্তিস্তস্মাৎ। অমৃতত্বঞ্চেদমমৃতীভাবঃ অনুপোষ্য অদগ্ধ্বাতান্তমবিদ্যাদিক্লেশান্ ন সম্ভব-তীত্যাপেক্ষিক এব। উষদাহে ইত্যস্য রূপম্। সগুণব্রহ্মবিদোঽপ্যস্ত্যেবোৎক্রান্তিস্তস্য তু যদমৃতত্বং শ্রুতং, তদাপেক্ষিকমেব, ন তু মুখ্যমিতি সমুদয়ার্থঃ।

এই মাত্র যে উৎক্রান্তিক্রম (মরণপ্রণালী) বলা হইল, তাহা সমান অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়সাধারণ। জ্ঞানীও অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন। এ স্থলে জ্ঞানী শব্দের অর্থ উপাসক,

শ্রয়বিশিষ্টা হ্যেষা পুনর্ভবায় চ ভূতাশ্রয়াশ্রীয়ন্তে। ন চ বিদুষঃ পুনর্ভবঃ সম্ভবতি। "অমৃতত্বং হি বিদ্বানশ্নুতে" ইতি শ্রুতিঃ। তস্মাদবিদুষ এবৈষোৎক্রান্তিঃ। ননু বিদ্যাপ্রকরণে সমাম্নানাৎ বিদুষ এবৈষা ভবেৎ। ন। স্বাপাদিবৎ যথা-প্রাপ্তানুকীর্ত্তনাৎ। যথাহি "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম অশিশিষতি নাম পিপাসতি নাম" (ছা ৬।৮।১,৩,৫) ইতি চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণা এব স্বাপাদয়োঽনুকীর্ত্ত্যন্তে—বিদ্যাপ্রকরণেঽপি প্রতিপিপাদয়িষিতবস্তুপ্রতিপাদনানুগুণ্যেন, ন তু বিদুষো বিশেষবন্তো বিধিৎস্যন্তে, এবমিয়মপ্যুৎক্রান্তির্ম্মহাজনগতৈবানুকীর্ত্ত্যতে, যস্যাং পরস্যাং দেবতায়াং পুরুষস্য প্রয়তস্তেজঃ সম্পদ্যতে, স

বিশয়ানাং সন্দিহানানাং পুংসাম্। চোদয়তি—"ননু বিদ্যাপ্রকরণে"ইতি। পরিহরতি—"ন স্বাপাদিবৎ"ইতি। পরে বিদ্যয়ৈবামৃতত্বে প্রাপ্স্যবস্থামাখ্যাতুং তৎসধর্ম্মাশ্চ তদ্বিধর্ম্মাশ্চান্যা অপ্যবস্থাস্তদনুগুণতয়াখ্যায়ন্তে। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং হি স্ফুটতরঃ প্রতিপিপাদয়িষিতে বস্তুনি প্রত্যয়ো ভবতীতি। ন তু বিদুষঃ সকাশাদ্বিশেষবন্তোঽবিদ্বাংসো বিধীয়ন্তে, যেন বিদ্যাপ্রকরণব্যাঘাতো ভবেৎ, অপি তু বিদ্যাং প্রতিপাদয়িতুং লোকসিদ্ধানাং তদনুগুণতয়া তেষামনুবাদ ইতি।

হইল, তাহা ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা। জীব পুনর্দ্দেহলাভের নিমিত্তই সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করে। পরন্তু জ্ঞানীর পুনর্ভব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—"জ্ঞানী অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্তি পান।" সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত উৎক্রান্তি অজ্ঞানীর পক্ষেই অভিহিত, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। [ননু···বিদুষঃ] যদি বল, উৎক্রান্তির কথা জ্ঞান-প্রকরণে পঠিত হওয়ায় তাহা জ্ঞানীর পক্ষে নীত হইতে পারে, আমরা বলিব, তাহা পারে না। কারণ, ঐ শ্রুতি সুপ্তির ন্যায় প্রাপ্তার্থকীর্ত্তন (অনুবাদ) মাত্র। শ্রুতি বিদ্যাপ্রস্তাবেও "এই পুরুষ যখন সুপ্ত হন, বুভুক্ষু হন, পিপাসু হন" ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ স্বপ্নাদির অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। করিয়াছেন কেন, তাহাও বলিতেছি। ঐ সকল কীর্ত্তন (কথন) প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনের অনুগুণ অর্থাৎ উপযোগী। আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের উপকারী বলিয়াই শ্রুতি জ্ঞানি-প্রকরণে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানীরা বিশেষবন্ত অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যথার্থতঃ ঐ সকল আপনাতে দেখেন না। জ্ঞানীরা ঐ সকল ধর্ম্মের অতীত, সে কথা ঐ কথায় বলা হয় নাই। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে

মুখ্যজ্ঞানী নহে। কারণ এই যে, উপাসককেই অর্চ্চিরাদি পথে যাইতে হয়। অবিদ্যাদি ক্লেশ নিঃশেষে দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মুখ্য অমরত্ব লাভ হয় না; সুতরাং উপাসক অমৃত হয়, এ কথার অর্থ—মুখ্য অমৃত নহে, কিন্তু গৌণ। (ভাষ্যভাষা দেখ)।

আত্মা তত্ত্বমসীতি প্রতিপাদয়িতুম্, প্রতিষিদ্ধা চৈষা বিদুষঃ। তস্মাদবিদুষঃ নতস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি (বৃ ৪।৪।৬) ইতি। এবৈষেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাদ্ ভবিতুমর্হতি, অবিশেষশ্রবণাৎ। অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণ্যাশ্রিত্য কর্ম্মপ্রযুক্তো দেহগ্রহণমনুভবিতুং সংসরতি। বিদ্বাংস্তু জ্ঞানপ্রকাশিতমোক্ষং নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে। তদেতদাসৃত্যুপক্রমাদিত্যুক্তম্। নন্বমৃতত্বং বিদুষা প্রাপ্তব্যং, ন চ তদ্দেশান্তরায়ত্তং, তত্র কুতো ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমো বেতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। "সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোঃ"। কুতঃ। "আসৃত্যুপক্রমাৎ"। সৃতিঃ সরণং দেবযানেন পথা কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। অসৃতেরাকার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ। অয়ং বিদ্যোপক্রম আরম্ভঃ প্রযত্ন ইতি যাবৎ। তস্মাদেতদুক্তং ভবতি। নেয়ং পরা বিদ্যা, যতো ন মোক্ষী নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে, অপি ত্বপরবিদ্যেয়ম্। ন চাস্যামাত্যন্তিকঃ ক্লেশপ্রদাহো

হইবেক, জ্ঞানপ্রকরণে পরিপঠিত উৎক্রান্তিও সাধারণ দৃষ্টিতে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পরলোকজিগমিষু জীব যে-পরমদেবতায় সম্পন্ন হয়, একীভূত হয়, সেই পরমদেবতা আত্মা এবং সেই আত্মাই তুমি এই তত্ত্ব উপদেশ করা। ঐ অজ্ঞাত তথ্য প্রতিপাদনের উদ্দেশেই শ্রুতি জ্ঞানপ্রকরণে সামান্যতঃ উৎক্রান্তিপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন এবং তাহা জ্ঞানীকেও বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞানীর উৎক্রান্তি হয় বটে, কিন্তু তাহা কথিতপ্রকারে সম্পন্ন হয় না। [তস্মা···দিত্যুক্তম্] অতএব, বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে—এবংক্রমে যে উৎক্রান্তি কথিত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানীরই, জ্ঞানীর নহে।

এই পূর্ব্বপক্ষ নিবারণার্থ বলা হইতেছে যে, বাক্যলয়াদি ক্রমে যে উৎক্রান্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহা সমান অর্থাৎ তাহাতে বিদ্বান্ বা অবিদ্বানে প্রভেদ নাই। অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানও উৎক্রান্ত হন, ইহা সৃতি অর্থাৎ অর্চ্চিঃপথ আরম্ভের (গ্রহণের বা কথনের) দ্বারা জানা যায়। অজ্ঞানীরই উৎক্রমণ, জ্ঞানীর উৎক্রমণ নহে, এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ শ্রুত হয় নাই। অজ্ঞানী ভবিষ্যদ্দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় দেহ গ্রহণ করিতে যায়, বিদ্বান্ তাহা করিতে (দেহ গ্রহণ অনুভব করিতে) যায় না। বিদ্বান্ জ্ঞানপ্রকাশিত নাড়ীদ্বার আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করে, ইহাই সূত্রস্থ "সৃতি উপক্রম" কথার অর্থ। (ফলিতার্থ—উৎক্রান্তি সমান ; পরন্তু গতি ভিন্নবিধ।)* [নন্বমৃতত্বা···দোষঃ] বলিতে পার, "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" এই শাস্ত্রে জ্ঞানীর

* দহরবিদ্যানুষ্ঠায়ী উপাসক সুষুম্না-নাড়ী-পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হয়। এই সূর্য্যরশ্মি অর্চ্চিঃ নামে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে এবং ইহাই দেবযান পথের প্রথম অংশ। এই কথা পরে বিশদীকৃত হইবে।

অত্রোচ্যতে। অনুপোষ্য চেদম্। অদগ্ধ্বাহত্যন্তমবিদ্যাদীন্ ক্লেশানপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিকমমৃতত্বং প্রেপ্স্যতে। সম্ভবতি তত্র সৃত্যুপক্রমো ভূতাশ্রয়ত্বঞ্চ। ন হি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিরুপপদ্যতে। তস্মাদদোষঃ ॥ ৪। ২। ৭ ॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৪। ২। ৮॥*

"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ (ছা ৬।৮।৬)" ইত্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ, 'তদ্‌যথাপ্রকৃতং তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সকরণগ্রামং-ভূতান্তরসহিতং প্রযতঃ পুংসঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে

যতো ন তত্রোৎক্রান্তির্ভবেৎ। তস্মাদপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিকমাভূতসংপ্লবস্থানমৃতত্বং প্রেপ্সতে পুরুষার্থায়, সম্ভবত্যেষ উৎক্রান্তিভেদবান্ সৃত্যুপক্রমোপদেশঃ। উপপূর্ব্বাদুষ দাহ ইত্যস্মাদুপোষ্যেতি প্রয়োগঃ ॥ ৪। ২। ৭ ॥

সিদ্ধাং কৃত্বা বীজভাবাবশেষাং পরমাত্মসম্পত্তিং বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিঃ

অমৃতত্ব প্রাপ্তি হওয়ার কথা আছে, এবং অমৃতত্ব দেশান্তর গমনসাপেক্ষ নহে; তবে কেন তিনি ভূতাশ্রয়ী ও পথারোহী হইবেন? এই আশঙ্কার উচ্ছেদ উদ্দেশে বলিয়াছেন—অনুপোষ্য। অর্থাৎ সগুণ বিদ্যায় অবিদ্যাদি ক্লেশের নিরন্বয় (সমূলে) উচ্ছেদ হয় না, সুতরাং সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ সগুণ উপাসকের গতি, পথ-আক্রমণ ও ভূতাবলম্বন সমস্তই আছে। তাঁহাদের প্রাণ উর্দ্ধগামী হয়, এই শাস্ত্রে তাঁহার প্রাণগতি বর্ণিত আছে। তাহাতেই বুঝিতে হইবেক, প্রাণগতি কোন একটী আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে সম্পন্ন হয় না। অতএব, সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব শ্রবণ আপেক্ষিক, এরূপ বলিলে আর উক্ত দোষ থাকে না ॥ ৪। ২। ৭ ॥

"তেজ পরদেবতায়" এই শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত তেজোভূত অন্যান্য ভূতের ও সপ্রাণ সেন্দ্রিয় জীবের সহিত পর দেবতায় (পরমাত্মায়) সম্পন্ন হয় (লীন হয়)। এই সম্পত্তি অর্থাৎ প্রলীনভাব কিরূপ, তাহা এক্ষণে বিচারিত হইবেক। বিচারের প্রথম পক্ষে পাওয়া

* তৎ তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সেন্দ্রিয়ং ভূতান্তরসহিতং লিঙ্গাশ্রিতদেহবীজভূতপঞ্চকমিতি যাবৎ আ অপীতেঃ আ সম্যক্‌জ্ঞাননিমিত্তাৎ সংসারবিমোক্ষাৎ তৎপর্য্যন্তমিতি যাবৎ, অবতিষ্ঠত-ইতি শেষঃ। হেতুমাহ সমিতি।

তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার অনিবৃত্ত থাকে এইরূপ ব্যপদেশ (উল্লেখ) থাকায় স্থির হয়, মরণে লিঙ্গদেহের লয় অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্যন্তিক অবিভাগ (একীভাব) হয় না। যাবৎ না সম্যক্‌জ্ঞানে অসম্যক্‌জ্ঞান নষ্ট হয়, তাবৎ তাহা থাকে। ফলিতার্থ—মরণে যে পরমাত্মায় প্রাণাদির লয় হওয়া কথিত হইয়াছে, সে লয় সাবশেষ লয়, নিরবশেষ বা আত্যন্তিক লয় নহে।

ইত্যেতদুক্তং ভবতি। কীদৃশী পুনরিয়ং সম্পত্তিঃ স্যাদিতি চিন্ত্যতে। তত্রাত্যন্তিক এব তাবৎ স্বরূপপ্রবিলয় ইতি প্রাপ্তম্, তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেঃ। সর্ব্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য প্রকৃতিঃ পরা দেবতেতি প্রতিষ্ঠাপিতম্। তস্মাদাত্যন্তিকীয়মবিভাগাপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

তত্তেজ আদি ভূতসূক্ষ্মং শ্রোত্রাদিকরণাশ্রয়ভূতম্ আ পীতেরাসংসারমোক্ষাৎ সম্যগ্জ্ঞাননিমিত্তাদবতিষ্ঠতে।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" [কঠোপনিষদ্ ৫।৭]

ইত্যাদি সংসারব্যপদেশাৎ। অন্যথা হি সর্ব্বঃ প্রায়ণসময়-

সমর্থিতা, সৈব সম্প্রতি চিন্ত্যতে। কিমাত্মনি তেজঃপ্রভৃতীনাং ভূতসূক্ষ্মাণাং তত্ত্বপ্রবিলয় এব সম্পত্তিরাহোস্বিদ্বীজভাবাবশেষেতি। যদি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ, নোৎক্রান্তিঃ, অথোত্তরস্ততঃ সেতি। তত্রাপ্রকৃতৌ ন বিকারতত্ত্বপ্রবিলয়ঃ, যথা মনসি ন বাগাদীনাম্। সর্ব্বস্য চ জনিমতঃ প্রকৃতিঃ পরা দেবতেতি তত্ত্বপ্রলয় এবাত্যন্তিকঃ স্যাত্তেজঃপ্রভৃতীনামিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

ইত্যবিদ্যাবতঃ সংসারমুপদিশতি শ্রুতিঃ। সেয়মাত্যন্তিকে তত্ত্বলয়ে নোপপদ্যতে।

যায়, সেই বিলয় আত্যন্তিক। ঐ সকলের আত্যন্তিক স্বরূপবিলয় হইলে পরমাত্মার সর্ব্বযোনিত্বপ্রাপ্ত হইতে পারে। সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের উৎপত্তিস্থান পরমাত্মা, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসারে বা সেই জন্য বলিতে হয়, ঐ অবিভাগপ্রাপ্তি আত্যন্তিকী। এইরূপ পক্ষান্তর উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত বলা হইল।

সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকল ইন্দ্রিয়াশ্রিত ও দেহবীজ তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূত আ অপীত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসার বিমোক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে, আত্যন্তিক বিলয় হয় না। [যোনি···সম্পত্তিঃ] "যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাবৎ উপার্জ্জিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের অনুযায়ী কেহ জঙ্গম-দেহ কেহ বা স্থাবর-দেহ পাইবার জন্য সেই সেই যোনিতে গমন করে।" এই শাস্ত্রে অনাত্মজ্ঞানীর সংসারগতি উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বক্রোক্তির দ্বারা বলা হইয়াছে যে, মরণে নিরবশেষ লয় হয় না। মরণে আত্যন্তিক বিলয় হইলে সমুদায় জীবই মৃত্যুকালে উপাধিশূন্য হইয়া (লিঙ্গশরীরের অভাবে) আত্যন্তিকরূপে

এবোপাধিপ্রত্যস্তময়াদত্যন্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যেত। তত্র বিধিশাস্ত্রং চানর্থকং স্যাৎ, বিদ্যাশাস্ত্রঞ্চ। মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তশ্চ বন্ধো ন সম্যগ্‌জ্ঞানাদৃতে বিস্রংসিতুমর্হতি। তস্মাৎ তৎপ্রকৃতিত্বেঽপি সুষুপ্তিপ্রলয়বৎ বীজভাবাবশেষৈবৈষা সৎসম্পত্তিঃ॥ ৪। ২। ৮॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ॥ ৪। ২। ৯॥*

তচ্চেতরভূতসহিতং তেজো জীবস্যাস্মাচ্ছরীরাৎ প্রবসত

ন চ প্রায়ণস্যৈবৈষ মহিমা বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং বা প্রতীতি সাম্প্রতমিত্যাহ— "অন্যথা হি সর্ব্বঃ প্রায়ণসময়এব" ইতি। বিধিশাস্ত্রং জ্যোতিষ্টোমাদিবিষয়মনর্থকং প্রায়ণাদেবাত্যন্তিকপ্রলয়ে পুনর্ভবাভাবাৎ, মোক্ষশাস্ত্রং বাঽপ্রযত্নলভ্যাৎ প্রায়ণাদেব জন্তুমাত্রস্য মোক্ষপ্রাপ্তেঃ। ন কেবলং শাস্ত্রানর্থক্যমযুক্তঞ্চ প্রায়ণমাত্রান্মোক্ষ ইত্যাহ—"মিথ্যাজ্ঞান" তি। নাসতি নিদানপ্রশমে প্রশমস্তদ্বতো যুজ্যত ইত্যর্থঃ। অথেতরভূতসহিতং তেজো জীবস্যাশ্রয়ভূতমুৎক্রমদ্দেহাদ্দেহান্তরং বা সঞ্চরৎ কস্মাদস্মাভির্ন নিরীক্ষ্যতে। তদ্ধি মহত্ত্বাদ্বাঽনেকদ্রব্যত্বাদ্বা রূপবদুপলব্ধব্যম্॥ ৪। ২। ৮॥

কস্মান্ন মর্ত্ত্যান্তরৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি শঙ্কামপাকর্ত্তুমিদং সূত্রম্।

চকারো ভিন্নক্রমঃ। ন কেবলমাপীতেস্তদবতিষ্ঠতে। তচ্চ সূক্ষ্মং স্বরূপতঃ পরিমাণতশ্চ। স্বরূপমেব হি তস্য তাদৃশমদৃশ্যত্বম্। যথা চাক্ষুষস্য তেজসো মহতোঽপি, অদৃষ্টবশাদনুদ্ভূতরূপস্পর্শং হি তৎ। পরিমাণতঃ সৌক্ষ্ম্যং,

---

ব্রহ্ম সম্পন্ন হইত এবং তাহাতে বিধিশাস্ত্রের ও বিদ্যাশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। আরও কথা এই যে, সংসাররূপ বন্ধন মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত, তাহা সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত নষ্ট হইতে পারে না। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রোক্ত কারণে, পরমাত্মা সর্ব্বযোনি হইলেও সুষুপ্তির ও প্রলয়ের দৃষ্টান্তে মৃত্যুকালেও জীব ব্রহ্মে সাবশেষ সম্পন্ন (অবিভাগ একীভাব প্রাপ্ত বা মিলিত) হন। ইন্দ্রিয়াদি যেমন সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে পরমাত্মায় অনাত্যন্তিকরূপে লীন হন, বীজভাবাবশিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণে তাহা হইতে তাহারা পুনঃ বিভক্ত হয়, মরণেও সেইরূপ বিলয় অবধারণ করিতে হইবেক॥ ৪। ২। ৮॥

জীব এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন কালে তেজ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করে। সূক্ষ্মভূতসহকৃত সেই লিঙ্গশরীর স্বরূপে ও প্রমাণে

---

* লিঙ্গাত্মকস্য তেজসঃ কথং সূক্ষ্মতম নাড়ীদ্বারা গতিঃ? কুতো বা মূর্ত্তৈনাপ্রতিঘাতঃ? কুতো বা ন দৃশ্যতে? ইত্যত্রাহ সূক্ষ্মমিতি। চঃ সমুচ্চয়ে, স্বরূপতশ্চেত্যর্থং। প্রমাণসৌক্ষ্ম্যাৎ গতিঃ অনুদ্ভূতস্পর্শরূপবত্ত্বাত্স্বাকপ্যাচ্চাপ্রতিঘাতাদনুপলব্ধীইতি যোজনীয়ম্।

জীব মরণকালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে। তাহা স্বরূপে ও পরিমাণে উভয় প্রকারে সূক্ষ্ম। পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত থাকার নাম স্বরূপসূক্ষ্মতা।

আশ্রয়ভূতং স্বরূপতঃ পরিমাণতশ্চ সূক্ষ্মং ভবিতুমর্হতি। তথা হি নাড়ীনিষ্ক্রমণশ্রবণাদিভ্যোঽস্য সৌক্ষ্ম্যমুপলভ্যতে। তত্র তনুত্বাৎ সঞ্চারোপপত্তিঃ, স্বচ্ছত্বাচ্চাপ্রতীঘাতোপপত্তিঃ। অত এব চ দেহান্নির্গচ্ছন্ পার্শ্বস্থৈর্নোপলভ্যতে ॥ ৪ । ২ । ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥৪।২।১০॥*

অতএব চ সূক্ষ্মত্বান্নাস্য স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন দাহাদি-নিমিত্তেনেতরৎ সূক্ষ্মশরীরমুপমৃদ্যতে ॥ ৪।২।১০ ॥

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ৪।২।১১ ॥†

অস্যৈব চ সূক্ষ্মশরীরস্যৈষ উষ্মা, যমেতস্মিন্ জীবচ্ছরীরে

যতো নোপলভ্যতে, যথা ত্রসরেণবো জালসূর্য্যমরীচিভ্যোঽন্যত্র প্রমাণতস্ত-থোপলব্ধিরিতি ব্যাচষ্টে—"তথাহি নাড়ীনিষ্ক্রমণ" ইতি। আদিগ্রহণেন "চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" ইতি সংগৃহীতম্। অপ্রতিঘাতে হেতুমাহ—"স্বচ্ছত্বাচ্চ"ইতি। এতদপি হি সূক্ষ্মত্বেনৈব সংগৃহীতম্। যথা হি কাচাভ্রপটলং স্বচ্ছস্বভাবস্য ন তেজসঃ প্রতিঘাতকমেবং সর্ব্বমেব বস্তুজাতম-স্যেতি ॥ ৪ । ২ । ৯ ॥

অতএব চ স্বচ্ছতালক্ষণাৎ সৌক্ষ্ম্যাদসক্তত্বাপরনাম্নঃ ॥ ৪ । ২ । ১০ ॥

উপপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ। এতদুক্তং ভবতি—দৃষ্টশ্রুতাভ্যামূষ্মণোঽন্বয়ব্যতি-

উভয়প্রকারেই সূক্ষ্ম। জীব নাড়ী-পথে নিষ্ক্রান্ত হয় বলিয়া উভয়প্রকারেই সূক্ষ্ম। যেহেতু প্রমাণে সূক্ষ্ম এবং যেহেতু স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেইহেতু তাহার সঞ্চরণও অপ্রতিঘাত (অদর্শন) উভয়ই সম্ভব হয়। কোনও স্থূল বস্তু তাহার গতির বাধক হইতে পারে না, এবং যখন এই স্থূলদেহ হইতে নির্গত হয়, তখন তাহা কেহ দেখিতেও পায় না ॥ ৪ । ২ । ৯ ॥

সূক্ষ্মতানিবন্ধন তাহা স্থূল শরীরের উপমর্দ্দনে মর্দ্দিত হয় না, অর্থাৎ স্থূলশরীর ছিন্নভিন্ন হয়, দগ্ধ হয়, স্থূলশরীরের দাহাদিতে সূক্ষ্মশরীরের অল্পমাত্রও ক্ষতি হয় না ॥ ৪ । ২ । ১০ ॥

সজীব শরীর স্পর্শ করিলে যে উষ্মা অনুভূত হয়, তাহা সেই সূক্ষ্ম শরীরেরই উষ্মা। মনে করিয়া দেখ, মৃতাবস্থায় শরীর থাকে, তাহাতে রূপাদিও থাকে,

* অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন বিধ্বংসনেন ন সূক্ষ্মস্যোপমর্দ্দঃ। সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূলশরীরের বিধ্বংসেও সূক্ষ্মশরীর বিধ্বস্ত হয় না।

† এষ জীবচ্ছরীরস্য উষ্মা ঔষ্ণ্যং অস্য সূক্ষ্মশরীরস্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। ঔষ্ণ্যং সূক্ষ্মশরীরস্থিতি-নিবন্ধনম্, ইতি উপপত্তেঃ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ অবগম্যত ইতি শেষঃ।

জীবৎশরীরে যে উষ্মা উপলব্ধ হয়, বুঝিতে হইবে, তাহা সূক্ষ্মশরীরেরই উষ্মা। উষ্মা জীবদ্দেহেই থাকে, মৃতদেহে থাকে না।

সংস্পর্শেনোষ্মিমানং বিজানন্তি। তথাহি মৃতাবস্থায়ামবস্থিতেঽপি দেহে বিদ্যমানেষ্বপি চ রূপাদিষু দেহগুণেষু নোষ্মোপলভ্যতে, জীবদবস্থায়ামেব তূপলভ্যতে—ইত্যত উপপদ্যতে প্রসিদ্ধশরীরব্যতিরিক্তব্যপাশ্রয় এবৈষ উষ্মেতি। তথা চ শ্রুতিঃ "উষ্ণ এব জীবিষ্যঞ্ছীতো মরিষ্যন্" ইতি ॥ ৪ । ২ । ১১ ॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥৪।২।১২॥*

"অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" ইত্যতো বিশেষণাদাত্যন্তিকেঽমৃতত্বে গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবোঽভ্যুপগতঃ। তত্রাপি কেনচিৎকারণেনোৎক্রান্তিমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি "অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি,

রেকাভ্যামন্তি স্থূলাদ্দেহাদতিরিক্তং কিঞ্চিৎ। তচ্চাগমাৎ সূক্ষ্মং শরীরমিতি ॥ ৪ । ২ । ১১ ॥

অধিকরণতাৎপর্য্যমাহ—"অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্যেত্যতো বিশেষণাৎ"ইতি। বিষয়মাহ—"অথাকাময়মানঃ" ইতি। সিদ্ধান্তিমতমাশঙ্ক্য তন্নিরাকরণেন পূর্ব্ব-

থাকে না কেবল উষ্মা। উষ্মা জীবৎ শরীরেই থাকে, মৃত শরীরে থাকে না। তাহাতেই বুঝ, অনুমান কর, এই সর্ব্ববিদিত স্থুল শরীরের অতিরিক্ত একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, এবং সেই সূক্ষ্মশরীরেই উষ্মার অবস্থিতি। মৃতাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর থাকে না, সে স্থুলশরীর ত্যাগ করিয়া যায়, সেই কারণে মৃতের স্থুলশরীর তাপশূন্য হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"উষ্মা আছে, সেজন্য এ বাঁচিয়া আছে। শীতল অর্থাৎ তাপশূন্য হইয়াছে; সুতরাং এ মরিয়াছে।" ইত্যাদি ॥ ৪ । ২ । ১১ ॥

ইতঃপূর্ব্বে "অনুপোষ্য" সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সঙ্কেতক্রমে বলা হইয়াছে, নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর অবিদ্যাদি ক্লেশ নিঃশেষিতরূপে দগ্ধ হয়, সেই জন্য তাহার গতি ও উৎক্রান্তি নাই। যদিও আত্যন্তিক মুক্তিস্থলে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়েরই অভাব "অনুপোষ্য" বিশেষণে অবধারিত হয়, তথাপি কোন কোন কারণে (কারণ—এক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি, অন্য স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি।) উৎক্রান্তি থাকার আশঙ্কা হইতে পারে। সে আশঙ্কা পর সূত্রে বিদূরিত করা হইবে। এক্ষণে আশঙ্কার কারণ বর্ণন করা যাউক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অনন্তর নিষ্কামীর কথা বলা যাইতেছে। সেই অকাময়মান জ্ঞানী অকাম, নিষ্কাম ও আপ্তকাম হয়, এবং

* উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ জ্ঞানিনোঽপি নোৎক্রান্তিরিতি ন; অপিতুৎক্রান্তিরস্তি। হেতুমাহ—শারীরাদিতি। স প্রতিষেধো ন দেহাৎ কিন্তু শারীরাৎ জীবাৎ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।

উৎক্রান্তি নিষেধ পরবিদ্যাধিকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ হয় না। না হইলেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, উৎক্রমণনিষেধ দেহ হইতে;

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ ৪।৪।৬) ইতি। অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ প্রতিষেধাৎ ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানামুৎক্রান্তিরস্তীতি চেৎ, নেত্যুচ্যতে। যতঃ শারীরাদাত্মন এষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং, ন শরীরাৎ। কথমবগম্যতে—ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তীতি? শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ। সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাদিতি চ প্রাধান্যাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী সম্বধ্যতে, ন

পঞ্চমী স্বমতমবস্থাপয়তি—"অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ প্রতিষেধাৎ"ইতি। যদি হি প্রাণোপলক্ষিতস্য সূক্ষ্মশরীরস্য জীবাত্মনঃ স্থূলশরীরাদুৎক্রান্তিং প্রতিষেধাৎ শ্রুতিস্তত এতদুপপদ্যতে। ন ত্বেতদস্তি। ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তীতি হি তদা সর্ব্বনাম্না প্রধানাবমর্শিনাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী প্রধানং পরামৃশ্যতে। তথা চ তস্মাদ্দেহিনো ন প্রাণাঃ সূক্ষ্মং শরীরমুৎক্রামন্ত্যপি তু তৎসহিতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এবোৎক্রামতীতি গম্যতে। স পুনরতিক্রম্য ব্রহ্মনাড্যা সংসারমণ্ডলং হিরণ্য-

তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে ব্রহ্মসত্ত্বা প্রাপ্ত হওয়ায় সুতরাং ব্রহ্মে লীন হয়।" * [অতঃ···প্রয়োগাৎ] উল্লিখিত শ্রুতিনির্দ্দেশ পরবিদ্যাবিষয়ক, সেজন্য বুঝা উচিত নহে যে, পরবিদ্যাধিকারে প্রাণোৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে নিষেধ কেবল জীবাত্মা হইতে, দেহ হইতে নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উৎক্রান্ত (প্রবিভক্ত) হয় না, কিন্তু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথাই উক্ত নিষেধে ব্যক্ত হইয়াছে। অন্য শাখায় "ন তস্য প্রাণাঃ—" এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ—" এইরূপ (পঞ্চম্যন্ত) প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। [সম্বন্ধ ··প্রত্যুচ্যতে] পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তি; শাখান্তরোক্ত বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তি। ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধসামান্য অর্থে এবং পঞ্চমী বিভক্তি সম্বন্ধবিশেষ অর্থে ব্যবস্থিত। প্রক্রান্তবাচী একই তদ্-শব্দের উপর এক শাখায় ষষ্ঠী বিভক্তি এবং অন্য শাখায় পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় উভয়ত্রই সম্বন্ধবিশেষ অর্থ গ্রহণীয়। প্রাধান্য অনুসারে "তস্মাৎ—তাহা হইতে" এতদ্বাক্যে দেহীই অর্থাৎ জীবাত্মাই গ্রহণীয়। জীবই অভ্যুদয়ের ও মোক্ষের অধিকারী; সুতরাং তাহারই সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ। অতএব, উৎক্রমণ কালে

কিন্তু জীব হইতে নহে অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হয় না, এই কথাই বলা হইয়াছে। (ভাষ্যভাষা দেখ)।

* অনন্তর কিনা নিষ্কামীর মুক্তিপ্রণালী (বলা যাইতেছে)। পরিপূর্ণানন্দাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতু প্রাপ্তপরমানন্দ, সুতরাং নিষ্কাম। অন্তরেও তাঁহার বাসনাত্মক সূক্ষ্ম কামনা নাই। যেহেতু অন্তরে নাই, সেই হেতু বাহিরেও প্রকট কামনা নাই, সুতরাং অকাম। ঈদৃশ অকাময়মান অর্থাৎ নিষ্কামী জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, লয়প্রাপ্ত হয়।

দেহঃ। ন তস্মাদুৎক্রমিযোর্জীবাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪। ২। ১২ ॥

সপ্রাণস্য চ প্রবসতো ভবত্যুৎক্রান্তির্দ্দেহাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥ ৪। ২। ১৩ ॥*

নৈতদস্তি, যদুক্তং পরব্রহ্মবিদোঽপি দেহাদস্ত্যুৎক্রান্তিঃ, প্রতিষেধস্য দেহ্যপাদানত্বাদিতি। যতো দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধ একেষাং সমাম্নাতৃণাং স্পষ্ট উপলভ্যতে। তথা

গর্ভপর্য্যন্তং সলিঙ্গো জীবঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি লীয়তে, তস্মাৎ পরামপি দেবতাং বিদুষ উৎক্রান্তিরত এব মার্গশ্রুতয়ঃ। স্মৃতিশ্চ মুমুক্ষোঃ শুকস্যাদিত্যমণ্ডলপ্রস্থানং দর্শয়তীতি প্রাপ্তম্ ॥ ৩। ২। ১২ ॥

এবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

নায়ং দেহ্যপাদানস্য প্রতিষেধোঽপি তু দেহাপাদানস্য। তথাহ্যার্ত্তভাগ-প্রশ্নোত্তরে হ্যেকস্মিন্ পক্ষে সংসারিণ এব জীবাত্মনোঽনুৎক্রান্তিং পরিগৃহ্য, ন

জ্ঞানী জীবের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় সত্য, কিন্তু জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ জীবের সহিত অবস্থান করে (জীবত্ববিলয় কালে তাহার বিলয় হইবে) ॥ ৪। ২। ১২ ॥

দেহ ত্যাগ ব্যতীত সপ্রাণ পদার্থের প্রবাস সম্ভবই হয় না। এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ সূত্র বলিতেছেন—

মাধ্যন্দিন শাখায় "তস্মাৎ" এই কথা থাকায় জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ জীব হইতে হয় না, কিন্তু দেহ হইতে হয়, এই অর্থই পাওয়া যায় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণের নিষেধ প্রতীত হয় এবং তদনুসারে, যে পরব্রহ্মাভিজ্ঞ, তাহারও উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন (অন্য শরীর গ্রহণ) আছে বলিয়াছিলে, তৎপ্রতিষেধার্থ বলিতেছি, তাহা নহে। হেতু এই যে, অন্য শাখায় "জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না" এ কথা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। [তথা…ব্যাখ্যেয়ম্] যথা আর্ত্তভাগের প্রশ্নোত্তরে * "যখন এই পুরুষ (দেহ) মৃত হয়, তখন ইহা হইতে তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রমণ করে কি না", এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "না—উৎক্রান্ত হয়

---

* তস্মাদিত্যপাদানার্থক-পঞ্চমীশ্রবণাজ্জীবাৎ প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধো ভাতি, ন দেহাদিতি ন মন্তব্যম্। হি যস্মাৎ একেষাং শাখিনাং দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ স্পষ্ট উপ-লভ্যতে।

অন্য এক শাখায় (বেদভাগবিশেষে) দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হওয়া স্পষ্টাকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* আর্ত্তভাগ প্রশ্নোত্তর—উপনিষদের অংশবিশেষ।

হ্যার্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তরে "যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উদস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোস্বিন্নেতি" (বৃ ৩।২।১১) ইত্যত্র "নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" (বৃ ৩।২।১১) ইত্যুৎক্রান্তিপক্ষং পরিগৃহ্য, ন তর্হ্যয়মনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু মৃতঃ ? ইত্যস্যামাশঙ্কায়াম্ "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি প্রবিলয়ং প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায়, তৎসিদ্ধয়ে "স উচ্ছয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে" (বৃ ৩।২।১১) ইতি স-শব্দপরামৃষ্টস্য প্রকৃতস্যোৎক্রান্ত্যবধেরুচ্ছয়নাদীনি সমামনন্তি। দেহস্য চৈতানি স্যুর্ন দেহিনঃ। তৎসামান্যাৎ "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইত্যত্রাপ্যভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দ্দেহিপরামর্শিনা

তর্হ্যেষ মৃতঃ প্রাণানামনুৎক্রান্তেরিতি স্বয়মাশঙ্ক্য প্রাণানাং প্রবিলয়ং প্রতিজ্ঞায়, তৎসিদ্ধ্যর্থমুৎক্রান্ত্যবধেরুচ্ছয়নাধ্মানে ব্রুবন্ যস্যোচ্ছয়নাধ্মানে তস্য তদবধিত্বমাহ। শরীরস্য চ তে ইতি শরীরমেব তদপাদানাং গম্যতে। নন্বেবমপ্যস্তু অবিদুষঃ সংসারিণঃ, বিদুষস্তু কিমায়াতমিত্যত আহ—"তৎসামান্যাৎ" ইতি। নন্থ তদা সর্ব্বনাম্না প্রধানতয়া দেহী পরামৃষ্টস্তৎ কথমত্র দেহাবগতিরিত্যত আহ—"অভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দ্দেহিপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্না দেহ এব

না।" প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এইরূপ পক্ষ স্থাপিত হইলে, অবশ্যই আশঙ্কা হইতে পারে "জ্ঞানী তবে মরে না অর্থাৎ তাহার দেহবিলয় হয় না।" সে আশঙ্কার প্রতিষেধার্থ শ্রুতি পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, "সেই দেহেই তাঁহার প্রাণ সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে দেহে প্রাণবিলয় হওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশেষে তৎপ্রসাধনার্থ বলিয়াছেন, "সে দেহ তখন উচ্ছূনতা (বাহ্যবায়ুর প্রপূরণে স্ফীততা) প্রাপ্ত হয়, এবং আধ্মাত হয় (আর্দ্র ভেরীর ন্যায় ঘর্ ঘর্ শব্দ করে।) অনন্তর মৃত অর্থাৎ প্রাণশূন্য হয়, হইয়া শয়ন করে (পড়িয়া থাকে)।" এই শ্রুতিতে যে, তৎশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা প্রস্তাবিত দেহেরই বোধক এবং সেই দেহই উৎক্রান্তি নিষেধের অবধি, অর্থাৎ প্রাণ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই অর্থই উক্ত প্রয়োগের অভিপ্রেত। অপিচ, উচ্ছূন হওয়া ও আধ্মাত হওয়া জীবধর্ম্ম নহে; তাহা দেহেরই ধর্ম্ম। যাহা উৎক্রান্তির অবধি (সীমা), শ্রুতি যাহার কথা বলিতেছেন, উচ্ছয়নাদি তাহারই ধর্ম্ম। উচ্ছয়নাদি ধর্ম্ম দেহীর নহে, কিন্তু দেহের, সুতরাং বুঝা উচিত যে, "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" এ শ্রুতিতে অভেদোপচার হইয়াছে। অভেদোপচার=দেহ-দেহীর অভেদ-বিবক্ষা। প্রদর্শিত কারণে, পঞ্চম্যন্ত পাঠে দেহীর (জীবের) প্রাধান্য থাকিলেও "জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহা সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা

সর্ব্বনাম্না দেহ এব পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্। যেষান্তু ষষ্ঠীপাঠঃ, তেষাং বিদ্বৎসম্বন্ধিন্যুৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যত ইতি প্রাপ্তোৎক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাদস্য বাক্যস্য দেহাপাদানৈব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি, দেহাদুৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা ন দেহিনঃ।

অপি চ "চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" (বৃ ৪।৪।২) ইত্যেবমবিদ্বদ্বিষয়েষু সপ্রপঞ্চমুৎক্রমণং সংসারগমনঞ্চ দর্শয়িত্বা "ইতি নু কাময়মানঃ" (বৃ ৪।৪।৬) ইত্যুপসংহৃত্যাবিদ্বৎকথাম্, "অথাকাময়মানঃ" (বৃ ৪।৪।৬) ইতি ব্যপদিশ্য বিদ্বাংসং, যদি তদ্বিষয়েঽপ্যুৎক্রান্তিমেব প্রাপয়েৎ, অসমঞ্জস এব ব্যপদেশঃ স্যাৎ। তস্মাদ-

পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্"। ষষ্ঠীপাঠে তু নোপচার ইত্যাহ— "যেষান্তু ষষ্ঠী" ইতি।

অপি চ, প্রাপ্তিপূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভবতি, নাপ্রাপ্তে। অবিদুষো হি দেহাদুৎক্রমণে প্রাপ্তে প্রতিষেধ উপপদ্যতে, ন তু প্রাণানাং জীবাবধিকং কচিদুৎক্রমণং দৃষ্টং, যেন তন্নিষিধ্যতে। অপি চাদ্বৈতপরিভাবনাভুবা প্রসঙ্খ্যানেন নির্মৃষ্ট-

---

করা বিধেয়। [যেষান্তু···দেহিনঃ] যে শাখায় "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ আছে, সে শাখায় কাযেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে যে, জীব হইতে প্রাণোৎক্রান্তির প্রাপ্তি না থাকায় এবং দেহপ্রদেশ হইতে প্রাণগণের উৎক্রান্তি প্রাপ্ত থাকায় উক্ত শ্রুতি জ্ঞানীর সম্বন্ধে সেই সেই অপাদান হইতে উৎক্রান্ত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। (নিষেধমাত্রই প্রাপ্তিপূর্ব্বক। অজ্ঞানী জীব দেহ প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইহা শ্রুত্যন্তরপ্রাপ্ত, জ্ঞানীর তাহা হয় না অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এ বাক্য সেই প্রাপ্ত-উৎক্রান্তিরই প্রতিষেধক, সুতরাং পাওয়া যাইতেছে বা বুঝা যাইতেছে যে, দেহী হইতে নহে, কিন্তু দেহ হইতে জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ হয় না। দেহেই তাঁহাদের প্রাণ লয়প্রাপ্ত হয়।) [অপিচ···ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়] আরও দেখ, শ্রুতি আছে—"হয় চক্ষুঃ হইতে, না হয় মূর্দ্ধদেশ হইতে, অথবা অন্য কোন শরীরপ্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে।" এই শ্রুতি এবং এইরূপ অন্য শ্রুতিও অবিদ্বানের উৎক্রমণ ও সংসারগতি সবিস্তারে বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ "ইতি নু কাময়মানঃ"—কামীদিগের এই প্রকার গতি এইরূপ কথায় অবিদ্বানের কথা সমাপ্ত করিয়া, অবশেষে "অথ অকাময়মানঃ"—অনন্তর যে নিষ্কামী অর্থাৎ

বিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তয়োর্গত্যুৎক্রান্ত্যোর্বিদ্বদ্বিষয়ে প্রতিষেধ ইত্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়। ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণকামকর্ম্মণ উৎক্রান্তির্গতির্ব্বোপপদ্যতে, নিমিত্তাভাবাৎ। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ো গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবং সূচয়ন্তি ॥ ৪ । ২ । ১৩ ॥

স্মর্য্যতে চ ॥ ৪ । ২ । ১৪ ॥*

স্মর্য্যতেঽপি মহাভারতে গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবঃ—

"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্‌ভূতানি পশ্যতঃ ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ ॥" ইতি ।

নন্বু গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ স্মর্য্যতে—"শুকঃ কিল বৈয়াসকি-

নিখিলপ্রপঞ্চাবভাসজ্ঞাতস্য গন্তব্যাভাবাদেব নাস্তি গতিরিত্যাহ—"ন চ ব্রহ্মবিদঃ" ইতি। অপদস্য হি ব্রহ্মবিদো মার্গে পদৈষিণোঽপি দেবা ইতি যোজনা ॥ ৪ । ২ । ১৩॥

চোদয়তি—"নন্বু গতিরপি" ইতি। পরিহরতি—"সশরীরস্যৈবাস্যাং যোগবলেন"। অপরবিদ্যাবলেনেতি ॥ ৪ । ২ । ১৪ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার প্রাণ আপ্তকামত্বাদি কারণে উৎক্রান্ত হয় না" ইত্যাদি প্রকার সন্দর্ভে বিদ্বানের ব্যপদেশ (উল্লেখ ও তাঁহার প্রাণাদির অবস্থা বর্ণন) করিয়াছেন। বিদ্বান্ উৎক্রান্ত হন, এ কথা হইলে অবশ্যই ঐ ব্যপদেশ অসমঞ্জস হইবে।—সুতরাং বলিতে হয়, মানিতে হয়, অবিদ্বান্-অধিকারে প্রাপ্ত উৎক্রান্তি ও গতি বিদ্বান্-অধিকারে প্রতিষিদ্ধ। অন্ততঃ "অথ অকাময়মানঃ—" এই ব্যপদেশের সার্থক্যজন্যও প্রদর্শিত ব্যাখ্যা স্বীকার্য্য। [ন চ···সূচয়ন্তি] ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, তাঁহার কাম ও কর্ম্ম প্রক্ষীণ, সুতরাং তাঁহার গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই অসম্ভব। গতির ও উৎক্রান্তির কারণ নাই, সুতরাং গতি ও উৎক্রান্তিরূপ কার্য্যও নাই। "সে এই স্থানেই (এই দেহেই) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়" এতজ্জাতীয় শ্রুতিসমূহও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ও গতি না থাকার অনুমাপক (বোধক) ॥ ৪ । ২ । ১৩ ॥

স্মৃতিতেও অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থেও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ও পরলোক-গতি নাই বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহা যথা—যিনি "ভূতসকলকে সম্যক্ আত্মভাবে দেখেন, সমুদায় ভূত যাহার আত্মভূত (আত্মতা প্রাপ্ত), সুতরাং

* গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাব ইতি পূরণীয়ম্।
মহাভারত-স্মৃতিতেও জ্ঞানীর গতি ও উৎক্রান্তি নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে।

র্মুমুক্ষুরাদিত্যমণ্ডলমভিপ্রতস্থে, পিত্রা চানুগম্যাহূতো ভো ইতি ইতি। ন। সশরীরস্যৈবায়ং যোগবলেন বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গ ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ। ন হ্যশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুয়ুঃ। তথা চ তত্রৈবোপসংহৃতম্—

"শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং গতিং কৃত্বান্তরিক্ষগঃ।
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ ॥" ইতি।

তস্মাদভাবঃ পরব্রহ্মবিদো গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ। গতিশ্রুতীনান্তু বিষয়মুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ । ২ । ১৪ ॥

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ৪ । ২ । ১৫ ॥*

অপদ অর্থাৎ প্রাপ্য পদরহিত, প্রাপ্যপদপ্রার্থী দেবতারাও তাহার পদে (প্রাপ্যপদ বিষয়ে) মোহপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহারাও তাহা জানেন না। (অদ্বয়ত্বনিবন্ধন প্রাপ্যপদ না থাকায় কাযেই দেবতারা তাহা জানেন না।) বলিতে পার, স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞের গতিস্মরণ আছে। আছে সত্য; যথা— ব্যাসপুত্র শুকদেব মুক্ত হইবার ইচ্ছায় আদিত্যমণ্ডলে গমন করিলে এবং পিতাকর্ত্তৃক আহূত হইলে "ভো!" এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।" পরন্তু ঐ স্মৃতি ব্রহ্মজ্ঞের পরলোক গতি বুঝাইতে সমর্থ নহে। ঐ স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শুকদেব যোগবলে সশরীরে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া শরীর ত্যাগপূর্ব্বক কেবল অদ্বয় বা বিদেহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে স্মৃতিতে "সকল ভূতের সমক্ষে বা ভূত সকল দেখিতে দেখিতে" এরূপ তাৎপর্য্যে শব্দ সকল বিন্যস্ত হইত না। যদি তিনি অশরীর হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বভূতদৃশ্য হইতে পারিতেন না। কোনও ভূত তাহাকে দেখিতে পাইত না। ঐ প্রস্তাব সেখানে ঐরূপে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে। যথা—"শুক বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্র গমনে অন্তরীক্ষগামী হইলেন, এবং লোকদিগকে আত্মপ্রভাব বা যোগবল সেইরূপে দেখাইয়া সর্ব্বভূতগত অর্থাৎ অদ্বয় বা মুক্ত হইলেন।" এই শ্রুতি জ্ঞানীর দেহোৎসর্গের পর অগতিপদ (ব্রহ্ম) পাওয়ার কথা বলিয়াছেন। প্রদর্শিত কারণেই পরব্রহ্মজ্ঞের গত্যাগতি ও উৎক্রান্তি না থাকা স্থিরীকৃত হয়। তবে যে, কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর গতি থাকা অভিহিত হইয়াছে, সে সকল শ্রুতির বিষয় পরে ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ৪ । ২ । ১৪ ॥

---

* তানি প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরমে ব্রহ্মণি লীয়ন্ত ইতি শেষঃ। হি যতঃ তথা আহ শ্রুতিরিতি যোজ্যম্।

জ্ঞানীর সে সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন।

তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরব্রহ্মবিদস্তস্মিন্নেব পরস্মিন্নাত্মনি প্রলীয়ন্তে। কস্মাৎ? তথা হ্যাহ শ্রুতিঃ "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" (প্র ৬।৫) ইতি। নন্নু "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" (মু০৩।২।৭) ইতি বিদ্বদ্বিষয়ৈবাপরা শ্রুতিঃ পরস্মাদাত্মনোঽন্যত্রাপি কলানাং প্রলয়মাহ স্ম। ন। সা খলু ব্যবহারাপেক্ষা, পার্থিবাদ্যাঃ কলাঃ পৃথিব্যাদীরেব স্বপ্রকৃতীরপিযন্তীতি। ইতরা তু বিদ্বৎপ্রতিপত্ত্যপেক্ষা—কৃৎস্নং কলাজাতং পরব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সম্পদ্যত ইতি। তস্মাদদোষঃ ॥ ৪ । ২ । ১৫ ॥

প্রতিষ্ঠাবিলয়নশ্রুত্যোর্বিপ্রতিপত্তেৰ্বিমর্শস্তমপনেতুময়মারম্ভঃ। তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ, সূক্ষ্মাণি চ ভূতানি পঞ্চ। "ব্রহ্মবিদস্তস্মিন্নেব পরস্মিন্নাত্মনি"ইতি। আরম্ভবীজং বিমর্শমাহ—"নন্নু গতাঃ কলাঃ" ইতি। ঘ্রাণমনসোরেকপ্রকৃতিত্বং বিবক্ষিত্বা পঞ্চদশত্বমুক্তম্। অত্র শ্রুত্যোর্বিষয়ব্যবস্থয়া বিপ্রতিপত্ত্যভাবমাহ—"সা খলু" ইতি। ব্যবহারো লৌকিকঃ। সাংব্যাবহারিকপ্রমাণাপেক্ষেয়ং শ্রুতির্ন তাত্ত্বিকপ্রমাণাপেক্ষা। ইতরা তু এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিত্যাদিকা বিদ্বৎপ্রতিপত্ত্যপেক্ষা তাত্ত্বিকপ্রমাণাপেক্ষা। তস্মাদ্বিষয়ভেদাদবিপ্রতিপত্তিঃ শ্রুত্যোরিতি ॥ ৪ । ২ । ১৫ ॥

পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ-নামক সেই সকল ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ভূত (যাহা তাহাদের দেহ জন্মাইয়াছিল, তাহা) পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন; যথা—"যেমন নদী সকল সমুদ্র পাইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ, এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের পুরুষাশ্রিত (পুরুষে অর্থাৎ ব্রহ্মে কল্পিত) ষোল কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক) পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তগত হয়।" ইত্যাদি। যদি বল, বিদ্বান্‌বিষয়ে অপর একটী শ্রুতি আছে, যথা—"পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই শ্রুতি পুরুষাতিরিক্ত পদার্থে (প্রকৃতিরূপ ভূতে) কলা সকলের লয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। হাঁ, বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা ব্যবহারদৃষ্টে। পার্থিবাদি কলা যে, স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্যবহার দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোক দৃষ্টি অনুসারে কথিত হইয়াছে; পরন্তু জ্ঞানীর বাস্তব দৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই সমুদায় কলার লয় অভিহিত হয়। এইরূপ মীমাংসা করিলে আর উক্ত দোষের সংস্রব থাকিবেক না ॥ ৪ । ২ । ১৫ ॥

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ৪ । ২ । ১৬ ॥*

স পুনর্ব্বিদুষঃ কলাপ্রলয়ঃ কিমিতরেষামিব সাবশেষো ভবত্যাহোস্বিন্নিরবশেষ ইতি। তত্র প্রলয়সামান্যাচ্ছক্ত্যবশেষতাপ্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিরেবেতি। কুতঃ? বচনাৎ। তথা হি কলাপ্রলয়মুক্ত্বা বক্তি "ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি" ইতি। অবিদ্যানিমিত্তানাঞ্চ কলানাং ন বিদ্যানিমিত্তে প্রলয়ে সাবশেষতোপপত্তিঃ। তস্মাদবিভাগ এবেতি ॥ ৪ । ২ । ১৬ ॥

নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাত্যন্তিকাপায়ঃ। অবিদ্যানিমিত্তশ্চ বিভাগো নাবিদ্যায়াং বিদ্যয়া সমূলঘাতমপহতায়াং সাবশেষো ভবিতুমর্হতি। তথাপি প্রবিলয়সামান্যাৎ সাবশেষতাশঙ্কামতিমন্দানামপনেতুমিদং সূত্রম্ ॥ ৪ । ২ । ১৬ ॥

মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানীর কলা সকল (১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত) অস্তগত অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয় বলা হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সে লয় সাবশেষ কি নিরবশেষ। প্রলয়শব্দের সাধারণ অর্থ দেখিতে গেলে পাওয়া যায়, শক্ত্যবশেষ লয় হয়। অর্থাৎ যেমন প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলা সকল অব্যক্ত হয়, শক্তিরূপে অবস্থান করে, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানীর কলাপ্রলয়ও শক্ত্যবশেষী। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্তে তদুদ্ধারার্থ বলা হইল—অবিভাগো বচনাৎ। ব্রহ্মে নিরবশেষ অবিভাগই হয়, এ রহস্য বচনলভ্য, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যে লব্ধ হয়। বিবেচনা কর, শ্রুতি কলাপ্রলয় হওয়া বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থাৎ থাকে না। তখন পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, এইরূপ অভিধান করা যায়। তখন এই জ্ঞানী নিষ্কল ও অমর হন।" কলা সকল অবিদ্যামূলক, বিদ্যা হইলে কলামূল অবিদ্যা বিদূরিত হয়, সুতরাং নিরবশেষ বা নির্ম্মূল প্রলয় হওয়াই সঙ্গত—যুক্তিসিদ্ধ। প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলামূল অবিদ্যার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়ায় কাযেই সে সময়ে সাবশেষ কলাপ্রলয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানীর কলাপ্রলয় বা অবিভাগ নিরবশেষ, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ ॥ ৪ । ২ । ১৬ ॥

---

* ব্রহ্মস্থ বেধাদর্শনাৎ সংশয়ঃ—কিং জ্ঞানিনঃ কলাপ্রলয়ঃ সাবশেষো নিরবশেষো বেতি। সিদ্ধান্তমাহ—অবিভাগ ইতি। পরব্রহ্মণ্যবিভাগো নিরবশেষলয়ো বচনাৎ শ্রুতিবাক্যাদবধারণীয়ঃ। সাবশেষঃ=মূলকারণে প্রকৃতৌ শক্ত্যাত্মনা স্থিতিঃ পুনর্জ্জন্মযোগ্যতেতি যাবৎ। বিমতঃ কলালয়ঃ সাবশেষঃ কলালয়ত্বাৎ সুষুপ্তিবদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তে তু বিমতঃ কলালয়ো নিরবশেষো বিদ্যাকৃতত্বাৎ সদা বিদ্যয়া সর্পলয়বদিতি দ্রষ্টব্যম্।

ব্রহ্মজ্ঞের যে কলালয় হওয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহা সাবশেষ নহে, কিন্তু নিরবশেষ। অর্থাৎ তাহা শক্তিরূপেও থাকে না। বচন অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ।

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥৪।২।১৭॥*

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা। সম্প্রতি ত্বপরবিদ্যাবিষয়ামেব চিন্তামনুবর্ত্তয়তি। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদ্বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিত্যুক্তম্। তমিদানীং সৃত্যুপক্রমং দর্শয়তি। তস্যোপসংহৃতবাগাদিকলাপস্যোচ্চিক্রমিষতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং **"স এতাস্তেজোমাত্রাঃ** সমভ্যাদদানো হৃদয়-

---

অপরবিদ্যাবিদোঽবিদুষশ্চোৎক্রান্তিরুক্তা। তত্র কিং বিদ্বানবিদ্বাংশ্চাবিশেষেণ মূর্দ্ধাদিভ্য উৎক্রামত্যাহো বিদ্বান্ মূর্দ্ধস্থানাদেব, অপরে তু স্থানান্তরেভ্য ইতি। অত্র বিদ্যাসামর্থ্যমপশ্যতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। তস্যোপসংহৃতবাগাদি-

---

প্রসঙ্গক্রমে পরাবিদ্যার ফলাফলবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা অপরবিদ্যাবিষয়ক কতিপয় বিচার নিষ্পন্ন করা যাউক। ইতিপূর্ব্বে (এই পাদের ৭ম সূত্রে) বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে সৃত্যুপক্রম বর্ণিত আছে, সে জন্য উৎক্রান্তি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই সমান। সৃত্যুপক্রম কি, তাহা বলা যাইতেছে। [তস্যোপ…ইতি] বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হইয়াছে, হইয়া সম্পিণ্ডিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাত্মা জীবও উৎক্রমণোদ্যত (দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত) হইয়াছে, এই কালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে, সেই মুমূর্ষুর ওক অর্থাৎ আয়তন, আশ্রয় বা বাসস্থান হৃদয় প্রথমতঃ প্রজ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়। জীব ইন্দ্রিয়দিগকে লইয়া, আত্মসাৎ করিয়া, হৃদয়দেশস্থ

* তস্য মুমুক্ষোরুপাসকস্য ওক আয়তনং হৃদয়ং, তস্য অগ্রং নাড়ীমুখং, তস্য জ্বলনং ভাবিফলস্ফুরণং প্রদ্যোতনাখ্যং মরণকালে ভবতীতি শাস্ত্রে দৃষ্টম্। ততশ্চ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপকমূর্দ্ধস্থনাড়ীপথঃ স উপাসকস্তয়া নিষ্ক্রামতীতি লভ্যতে। তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাদিতি হেতুঃ। তস্যা বিদ্যায়াঃ শেষভূতা অঙ্গীভূতা যা নাড়ী, তয়া গতিরভিনিষ্ক্রমণং, তস্যা অনুস্মৃতিরনুশীলনমভ্যাসঃ সা যস্যাস্তীতি যতস্ততঃ স হার্দ্দানুগৃহীতঃ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন তদ্ভাবমাপন্নঃ শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া সুষুম্নয়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতি-তদর্থঃ।

জ্ঞানী উপাসক যে-কোন দেহছিদ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না। ব্রহ্মালয় হৃদয়ের, অগ্রই যে, নাড়ীমুখ, প্রথমতঃ তাহা তাঁহার প্রদ্যোতিত হয়, পরে তিনি শতাধিক সুষুম্না নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হন। পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাবলে ব্রহ্মপ্রাপক সুষুম্না নাড়ী বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাই তিনি এখন দেহত্যাগকালে তন্নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইতে সক্ষম হন। সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানী উপাসক অজ্ঞানীর ন্যায় যে সে দেহপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপক ব্রহ্মরন্ধ্র পথেই নিষ্ক্রান্ত হন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

মেবাম্ববক্রামতি" [কৌ°ভ°]. ইতি শ্রুতেঃ, তদগ্রজ্বলনং তৎপূর্ব্বিকোৎক্রান্তিঃ। চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা চোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈষ নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃ ৪।৪।২) ইতি। সা কিমনিয়মেনৈব বিদ্বদবিদুষোর্ভবত্যথাস্তি কশ্চিদ্বিদুষো বিশেষনিয়ম ? ইতি বিচিকিৎসায়াং শ্রুত্যবিশেষাদ-নিয়মপ্রাপ্তাবাচষ্টে। সমানেঽপি হি বিদ্বদবিদুষোর্হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে

কলাপস্যোচ্চিক্রমিষতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং, তস্যাগ্রং তস্য জ্বলনং যৎ, তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিনিষ্ক্রমদ্বারো বিদ্বান্ মূর্দ্ধস্থানাদেব নিষ্ক্রামতি, নান্যেভ্যশ্চক্ষুরাদিস্থানেভ্যঃ। কুতঃ। বিদ্যাসামর্থ্যাৎ হার্দ্দবিদ্যাসামর্থ্যাৎ। উৎ-কৃষ্টস্থানপ্রতিলম্ভায় হি হার্দ্দবিদ্যোপদেশঃ। মূর্দ্ধস্থানাদনিষ্ক্রমণে চ নোৎ-

নাড়ীমধ্যে আগমন করে, অনন্তর তাহা জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়। প্রদ্যোদিত হয় কি-না, সে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইলে উক্ত স্থানে আইসে, পরে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয় কি-না, সে অনন্তর যাহা হইবে, তাহারই অনুরূপ ভাবনা বিজ্ঞান অনুভব করে। অর্থাৎ সেই সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। ব্যাঘ্র হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি ব্যাঘ্র। মানুষ্যপ্রাপক কর্ম্ম স্ফুরিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি মানুষ। দেবত্বপ্রাপক অদৃষ্ট প্রবল হইলে ভাবে আমি দেবতা ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনাবিজ্ঞান বা ভাবিফলস্ফুরণরূপ প্রদ্যোতন উপস্থিত হওয়ার নাম জ্বলন ও প্রদ্যোতন। অগ্রে প্রদ্যোতন, পরে উৎক্রমণ (দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া)। এই উৎক্রমণ কাহার কাহার চক্ষু দিয়া, কাহার কাহার মূর্দ্ধা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র পথে, কাহার কাহার শরীরের অন্যান্য স্থান দিয়া হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতিতে শুনা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন "এই মুমূর্ষুর হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়, পরে সেই প্রদ্যোতনবিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ জীব, হয় চক্ষু দিয়া, না হয় মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) দিয়া, অথবা অন্য কোন অঙ্গ দিয়া বহির্গমন করে।" মৃত্যুপক্রম অর্থাৎ উৎক্রান্তিপ্রণালী কি, তাহা বলা হইল, কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে এই প্রণালীতে অন্য একটী সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ, শ্রুত্যন্তর। শ্রুত্যন্তরে আছে, জ্ঞানী মূর্দ্ধন্য-নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করেন (উৎকৃষ্ট লোকে যান), কাযেই সংশয় হয়। [সা…সামর্থ্যাৎ] সংশয়ের আকার এই যে, উৎ-ক্রান্তির কি কোন নিয়ম নাই ? জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কি অনিয়মে যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন ? কিংবা জ্ঞানীর উৎক্রান্তিতে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে ? সংশয় হইলেই পক্ষ গ্রহণ আবশ্যক হয়, তাহাতে পাওয়া যায়, বিশেষশ্রুতি না থাকায় উৎক্রান্তির কোনরূপ নিয়ম নাই। জ্ঞানীর প্রতি

তৎপ্রকাশিতদ্বারত্বেন মূর্দ্ধস্থানাদেব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি, স্থানান্তরে-ভ্যস্ত্বিতরে। কুতঃ? বিদ্যাসামর্থ্যাৎ। যদি বিদ্বানপীতরবৎ যতঃ কুতশ্চিদ্দেহদেশাদুৎক্রামেৎ, নৈবোৎকৃষ্টং লোকং লভেত, তত্রানর্থিকৈব বিদ্যা স্যাৎ। তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ। বিদ্যা-শেষভূতা চ মূর্দ্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধা গতিরনুশীলয়িতব্যা বিদ্যাবিশেষেষু বিহিতা তামভ্যস্যংস্তয়ৈব প্রাতিষ্ঠত ইতি যুক্তম্। তস্মাৎ হৃদয়া-লয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেনানুগৃহীতস্তদ্ভাবমাপন্নো বিদ্বান্ মূর্দ্ধন্য-য়ৈব শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া একশততময়া নাড্যা নিষ্ক্রা-

---

কৃষ্টদেশপ্রাপ্তিঃ। অথ স্থানান্তরেভ্যোঽপ্যুৎক্রামন্ কস্মাল্লোকমুৎকৃষ্টং ন প্রাপ্নো-তীত্যত আহ—তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ। হার্দ্দবিদ্যাশেষভূতা হি মূর্দ্ধন্যা-নাড়ী গত্যৈ উপদিষ্টা। তদনুশীলনেন খল্বয়ং জীবো হার্দ্দেন সুপাসিতেন ব্রহ্মণানুগৃহীতস্তন্নাড়ীমনুস্মরংস্তদ্ভাবমাপন্নো মূর্দ্ধন্যয়ৈব শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রা-

---

কোনরূপ বিশেষ নিয়ম নাই। এইরূপ প্রাপ্ত পক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ বলিতেছেন, তাহা নহে। অর্থাৎ জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতন জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই হয় সত্য; পরন্তু সেই সময়ে জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার * মূর্দ্ধন্যনাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে জ্ঞানী মূর্দ্ধস্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন, অজ্ঞানী অন্যান্য অঙ্গ দিয়া নির্গত হন। এ কথা এই জন্য বলি, বিদ্যার সামর্থ্যে তিনি মরণকালে ব্রহ্মলোক-মার্গ ব্রহ্মরন্ধ্রপথ দেদীপ্যমান দেখিতে পান। [যদি…যুক্তম্] জ্ঞান হইলেও যদি তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় শরীরের যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন ও উৎকৃষ্ট লোক লাভ না করেন, তাহা হইলে বিদ্যার আরাধনা নিষ্ফল হয়। অন্য কথা এই যে, হৃদয়প্রসৃত সুষুম্না নাড়ী অনুশীলন করা বিদ্যার অন্যতম অঙ্গ (দহরবিদ্যায় ঐ নাড়ীর অনুশীলন করিবার বিধান আছে)। জ্ঞানী তাহা মরণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে, তিনি স্মরণ-পথাগত সুষুম্না নাড়ী পথে নির্গত হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তাহাই যুক্ত বা যুক্তিসিদ্ধ। [তস্মা…রিতরে] ব্রহ্ম হৃদয়প্রদেশে উপাসিত হইলে তিনি উপাসককে অনুগ্রহ করেন, সুতরাং জ্ঞানী উপাসক ক্রমে ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হন, পরে অনন্তকালে এক শতের অতিরিক্ত সুষুম্নানাম্নী মূর্দ্ধন্য-

---

* মোক্ষদ্বার—ব্রহ্মলোক গমনের পথ—সুষুম্নানাম্নী নাড়ী। তাহা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণতালুকণ্ঠ দিয়া নাসিকা-ভিত্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে তাহার বিবৃত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ সূর্য্যরশ্মির সহিত সমসূত্রসংযোগে সূর্য্যপর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া আছে। জ্ঞানী ঈদৃশ সুষুম্নানাড়ী-পথে নির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মি আক্রমণ করেন, তদবলম্বনে সূর্য্যলোকে যান, ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এতদনুসারেই ঐ সুষুম্না নাড়ী মোক্ষদ্বার নামে অভিহিত হয়।

মতি, ইতরাভিরিতরে। তথা হি হার্দ্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমামনন্তি— "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।" (ছান্দো০ ৮।৬।৬) ইতি ॥ ৪।২।১৭॥

রশ্ম্যনুসারী ॥ ৪।২।১৮॥ *

অতি "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইতি হার্দ্দবিদ্যা, "অথ যদি-দমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" (ছা ৮।১।১) ইত্যুপক্রম্য বিহিতা। তৎপ্রক্রিয়ায়াং "অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ" (ছা ৮।৬।১)

মতি। হৃদয়াদূর্দ্ধগতা হি ব্রহ্মনাড়ী ভাস্বরা তালুমূলং ভিত্বা মূর্দ্ধানমেত্য রশ্মি-ভিরেকীভূতা আদিত্যমণ্ডলমনুপ্রবিষ্টা, তামনুশীলয়তস্তয়ৈবান্তকালে নির্গমনং ভবতীতি॥ ৪।২।১৭॥

রাত্রাবহনি চাবিশেষেণ রশ্ম্যনুসারী সন্নাদিত্যমণ্ডলং প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্ত-পক্ষপ্রতিজ্ঞা॥ ৪।২।১৮॥

নাড়ী দিয়া (ব্রহ্মরন্ধ্র নামক মস্তকছিদ্র দিয়া) নিষ্ক্রান্ত হন। যাহারা নির্গুণব্রহ্মবিৎ নহে, দহরাদি বিদ্যা অনুশীলন করে নাই, তাহারাই শরীরস্থ অন্যান্য স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। [তথা হি···ভবন্তি] হৃদয়বিদ্যা (হার্দ্দব্রহ্মোপাসনা) প্রকরণেও ঐ কথা আছে। যথা—"হৃদয়প্রদেশে এক শত এক নাড়ী (নাড়ী অসংখ্য; পরন্তু প্রধান নাড়ী এক শত এক।) আছে। সেই সকল নাড়ীর একটি নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মূর্দ্ধ-প্রদেশে গিয়াছে। (দক্ষিণ তালু ও নাসিকাভিত্তি অতিক্রম করিয়া মস্তকে গিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার মুখ মস্তক-কপালের সংযোগস্থানে পরিসমাপ্ত। এই স্থানের অন্য নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। এই ব্রহ্মরন্ধ্র রোমকূপ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম।) ব্রহ্মের উপাসক এই নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধগামী হন, পরে অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।" ৪।২।১৭॥

উপনিষদে "অনন্তর এই যে হৃদয়নামক ব্রহ্মপুর, ইহাতে যে অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক (পদ্মাকার) গৃহ।" এইরূপ উপক্রমে দহরবিদ্যা (হৃৎপদ্মে ব্রহ্মভাবনা) অভিহিত হইয়াছে। এই দহরবিদ্যার বিবরণে "এই হৃদয়পদ্মগৃহের (ব্রহ্মাবস্থান স্থানের) মধ্যে অল্প আকাশ (ব্রহ্ম)—" এইরূপ এইরূপ বর্ণনা আছে। ঐ প্রক্রিয়ায়, "এই যে হৃদয়স্থ নাড়ীসমূহ—" ইত্যাদি ক্রমে মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) থাকা সবিস্তরে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতি নাড়ী-

* শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক শতাধিক মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন সত্য, পরন্তু তাহাতে রশ্মি অবলম্বনের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীসংযুক্ত সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ নিষ্ক্রান্ত হন।

ইত্যুপক্রম্য সপ্রপঞ্চং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধমুক্তোক্তং "অথ যত্রৈত-দস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" (ছা ৮।৬।৫) ইতি। পুনশ্চোক্তং "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছা ৮।৬।৬) ইতি। তস্মাৎ শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতীতি গম্যতে। তৎ কিমবিশেষেণৈবাহনি রাত্রৌ বা ম্রিয়মাণস্য রশ্ম্যনুসারিত্বম্ ? আহোস্বিদহন্যেব ? ইতি সংশয়ে সত্যবিশেষশ্রবণা-দবিশেষেণৈব তাবদ্রশ্ম্যনুসারীতি প্রতিজ্ঞায়তে ॥ ৪ । ২ । ১৮ ॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ॥ ৪।২।১৯*

অস্ত্যহনি নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ ইত্যহনি মৃতস্য স্যাদ্রশ্ম্যনুসারিত্বং, পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্কতে সূত্রাবয়বেন। সূত্রাবয়বান্তরেণ নিরাকরোতি। যাব-

রশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "উপাসক যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন তিনি সেই সকল নাড়ীসম্বন্ধীয় রশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন।" আবার বলিয়াছেন "ঐ মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত ও ঊর্দ্ধগামী হন, ক্রমে অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। (ব্রহ্মলোকে গিয়া শরীর লাভ করেন, কল্প শেষ হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন)" [তস্মাৎ... জ্ঞায়তে] এই উপনিষদ্সন্দর্ভের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, দহরোপাসক যে মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হন, সে নিষ্ক্রমণ রশ্ম্যনুসারী। অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্যরশ্মির সম্পর্ক (সংযোগ) আছে, সেই সম্পর্কিত রশ্মি অবলম্বনেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। কিন্তু সংশয় এই যে, দিবামরণ ও রাত্রিমরণ, এই দুই লইয়া রশ্ম্যনুসরণের কোন বিশেষ আছে কি না। দিবসে সূর্য্যরশ্মি থাকে, সে জন্য দিবামরণেই রশ্ম্যনুসরণ হইবেক ? কিংবা রাত্রিমরণেও রশ্ম্যনুসরণ হইবেক ? বিশেষ শ্রবণ না থাকায় সংশয়ের প্রথম কোটি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত কোটিতে (পক্ষে) পাওয়া যায়, কি দিন কি রাত্রি উভয় কালেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয় ॥ ৪ । ২ । ১৮ ॥

যদি কেহ ভাবেন, দিবসে রশ্মি থাকায় দিবসেই নাড়ী-রশ্মিসংযোগ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং দিবামরণেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয়, কিন্তু রাত্রে

* নিশি রাত্রৌ রশ্ম্যবলম্বনং ন ভবেদিতি ন, যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ শিরাকিরণসম্পর্কস্য। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ শিরাকিরণসম্পর্কস্য যাবদ্দেহভাবিত্বম্।

রাত্রে রশ্মি না থাকায় জ্ঞানীর রাত্রিমরণে রশ্ম্যনুসরণ হয় না, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ, মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্যকিরণের সম্পর্ক, তাহা যাবদ্দেহভাবী। কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই দেহধারীর ঐ সম্পর্ক থাকে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

রাত্রৌ তু প্রেতস্য ন স্যাৎ, নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধবিচ্ছেদাদিতি চেৎ; ন; নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। যাবদ্দেহভাবো হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ। দর্শয়তি চৈতমর্থং শ্রুতিঃ "অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তা অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ" (ছা ৮।৬।২) ইতি। নিদাঘসময়ে চ নিশাস্বপি কিরণানুবৃত্তিরুপলভ্যতে, প্রতাপাদিকার্য্যদর্শনাৎ। স্তোকানুবৃত্তেস্তু দুর্লক্ষ্যত্বমৃত্বন্তররজনীষু—শৈশিরেষ্বিব দুর্দ্দিনেষু। "অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধাতি" ইতি চৈতদেব দর্শয়তি।

দেহভাবী হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ প্রমাণান্তরাৎ প্রতীয়তে। দর্শয়তি চৈতমর্থং শ্রুতিরপ্যবিশেষেণ—"অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে রশ্ময়ঃ, ত আসু নাড়ীষু সৃপ্তা ভবন্তি, য আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে বিস্তার্য্যন্তে, তে রশ্ময়োঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ, প্রতাপাদিকার্য্যদর্শনাদিতি। আদিগ্রহণেন চন্দ্রাতপঃ সংগৃহ্যতে। চন্দ্রমসা খল্বম্ময়েন সম্বধ্যমানানাং সৌরীণাং ভাসাং চন্দ্রিকাত্বম্। তস্মাদপ্যস্তি নিশি সৌর্য্যরশ্মিপ্রচার ইতি।

যে ত্বাহুঃ—"স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ, মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" ইতি নিরপেক্ষ-

---

রশ্মি থাকে না, সেজন্য নাড়ীর রশ্মিসংযোগের অভাবে রাত্রিমরণে রশ্ম্যনুসরণ না হইতেও পারে। তাঁহাদের সংশয়চ্ছেদের জন্য বলা যাইতেছে যে, যত কাল শরীর, তত কালই নাড়ীর রশ্মিসংযোগ। [দর্শয়তি…সৃপ্তাঃ' ইতি] শিরাকিরণসম্পর্ক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মূর্দ্ধন্যনাড়ীমুখের (ব্রহ্মরন্ধ্র ছিদ্রের) সহিত সূর্য্যকিরণের সংযোগ যে যাবদ্দেহভাবী (যত কাল দেহ আছে, তত কালই ঐ সংযোগ আছে,) তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"ঐ আদিত্য হইতে রশ্মিধারা বিস্তৃত হইতেছে। সে সকল রশ্মি এই সকল নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে। আবার এই সকল নাড়ী হইতেও শারীর কিরণ নিঃসৃত ও তাহা আদিত্যে সংযুক্ত হইতেছে।" [নিদাঘসময়ে…দর্শয়তি] রাত্রেও যে সূর্য্যকিরণের অনুবর্ত্তন থাকে, তাহা গ্রীষ্মকালের রাত্রে স্পষ্টতঃ অনুভূত হয়। কেন না, গ্রীষ্মরাত্রে কিরণের প্রতাপ অনুভব কর? রাত্রে কিরণের অনুবর্ত্তন নিতান্ত অল্প, সেই কারণে তাহা দুর্লক্ষ্য। অন্য ঋতুর রাত্রেও কিরণানুবর্ত্তন থাকে; পরন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যেমন শীতকালের দিবসে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব থাকিলেও দুর্লক্ষ্য, তেমনি রাত্রেও দুর্লক্ষ্য। রাত্রে যে, কিরণসম্বন্ধ থাকে, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"এই সবিতৃদেব রাত্রেও দিন ধারণ করেন। অর্থাৎ রাত্রেও রশ্মি বিতরণ করেন।

যদি চ রাত্রৌ প্রেতো বিনৈব রশ্ম্যনুসারেণোর্দ্ধমাক্রমেত, রশ্ম্যনুসারানর্থক্যং ভবেৎ। ন হ্যেতদ্বিশিষ্যাধীয়তে—যো দিবা প্রৈতি, স রশ্মীনপেক্ষ্যোর্দ্ধমাক্রমতে, যস্তু রাত্রৌ, সোঽনপেক্ষ্যৈবেতি। অথ তু বিদ্বানপি রাত্রিপ্রায়ণাপরাধমাত্রেণ নোর্দ্ধমাক্রমেত, পাক্ষিকফলা বিদ্যেত্যপ্রবৃত্তিরেব তস্যাং স্যাৎ, মৃত্যুকালানিয়মাৎ। অথাপি রাত্রাবুপরতোঽহরাগমমুদীক্ষেত, অহরাগমেঽপ্যস্য কদাচিদরশ্মিসম্বন্ধার্হং শরীরং স্যাৎ, পাবকাদি-সম্পর্কাৎ। "স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" (ছা৮।৬।৫)

শ্রবণাদ্রাত্রৌ প্রেতে নাস্তি রশ্ম্যপেক্ষেতি. তান্ প্রত্যাহ—"যদি চ রাত্রৌ প্রেত"-ইতি। ন হ্যেতদ্বিশিষ্যাধীয়তেঽধ্যেতারঃ। যে তু মন্যন্তে বিদ্বানপি রাত্রি-প্রায়ণাপরাধেন নোর্দ্ধমাক্রমত ইতি, তান্ প্রত্যাহ—"অথ তু বিদ্বানপি"ইতি। নিত্যবৎফলসম্বন্ধেন বিহিতা বিদ্যা ন পাক্ষিকফলা যুক্তেতি। যে তু রাত্রৌ প্রেতস্য বিদুষোঽহরপেক্ষাং সূর্য্যমণ্ডলপ্রাপ্তিমাচক্ষতে, তন্মতমাশঙ্ক্যাহ—"অথাপি রাত্রৌ" ইতি। যাবত্তাবদ্রূপসম্বন্ধেনানপেক্ষা গতিঃ শ্রুতা, ন চাপেক্ষা শক্যাঽবগমোপবন্ধবিরোধাদিতি ॥ ৪ । ২ । ১৯ ॥

[যদি…বেতি] যদি এমন হয় যে রাত্রিমৃত ব্যক্তি রশ্ম্যনুসরণ ব্যতীতও ঊর্দ্ধ-লোকগামী হন, তাহা হইলে রশ্ম্যনুসারিণী গতি হয় বলা নিরর্থক। শ্রুতি এমন কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই যে, যে বিদ্বান্ (জ্ঞানী) দিবসে মরে, সেই বিদ্বান্ই রশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধগামী হন এবং যে বিদ্বান্ রাত্রে মরে, সে বিদ্বান্ রশ্মি প্রতীক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধগামী হন। [অথ…সারিত্বম্] রাত্রে মরিলেন, এই অপরাধে যদি জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতি না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানফলের অবশ্যম্ভাবিতা থাকে না। মৃত্যুকালের নিয়ম নাই, কে কবে মরিবে, তাহার স্থিরতা নাই, এবং জ্ঞানফলের পাক্ষিকতা ব্যতীত অবশ্যম্ভাবিতাও নাই। এরূপ হইলে লোকের জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হইবে কেন? তাহাতে উপাসনাপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ ও শাস্ত্রসকল অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলুষিত হইবে। অপিচ, এমন কোন কথা নাই যে, রাত্রিমৃত ব্যক্তি দিন আগমনের প্রতীক্ষা করেন। (রাত্রে মরণ হইল, কিন্তু তিনি সেই মৃত শরীরের সন্নিকটে থাকিয়া দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এমন কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই)। দিন আসিলেই বা কি হইবে? হয় ত তাহার শরীর কিরণ-সম্পর্ক প্রাপ্ত হইল না। (রশ্মি-সম্পর্ক না হইতেই হয় ত তাহার শরীর অগ্নিসম্পর্কে দগ্ধ হইল)। ফল কথা এই যে, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতি দিনাগম প্রতীক্ষা করে না। সে কথা শাস্ত্রেও গীত হইয়াছে। শাস্ত্র যথা—"সে যখনই শ্মশানে পরিত্যক্ত হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার মন (সূক্ষ্মশরীর) আদিত্যলোক প্রাপ্ত হইবেক।" অর্থাৎ বন্ধুগণ তাহার

ইতি চ শ্রুতিরনুবীক্ষাং দর্শয়তি। তস্মাদবিশেষেণৈবেদং রাত্রিন্দিবং রশ্ম্যনুসারিত্বম্ ॥ ৪।২।১৯॥

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ৪।২।২০॥*

অত এবাপেক্ষানুপপত্তেঃ অপাক্ষিককফলত্বাচ্চ বিদ্যায়া অনিয়তকালত্বাচ্চ মৃত্যোর্দ্দক্ষিণায়নেঽপি ম্রিয়মাণো বিদ্বান্ প্রাপ্নোত্যেব বিদ্যাফলম্। উত্তরায়ণপ্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধের্ভীষ্মস্য চ প্রতীক্ষাদর্শনাৎ, "আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্, তান্" (ছা ৪।১৫।৫) ইতি চ শ্রুতেরপেক্ষিতব্যমুত্তরায়ণমিতীমামাশঙ্কামনেন সূত্রেণাপনুদতি।

প্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধিরবিদ্বদ্বিষয়া। ভীষ্মস্য তূত্তরায়ণপ্রতিপালনমাচারপরিপালনার্থং, পিতৃপ্রসাদলব্ধ-স্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপ-

---

অত এবেত্যুক্তহেতুপরামর্শ ইত্যাহ—"অত এবাঽপেক্ষানুপপত্তেঃ"ইতি। পূর্ব্বপক্ষবীজমাহ—"উত্তরায়ণপ্রাশস্ত্য" ইতি।

অপনোদমাহ—"প্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধিঃ"ইতি। অতঃ পদপরামৃষ্টহেতুবলাদবিদুষো-

---

সেই অপ্রাণ শরীর নির্হরণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে না করিতেই সে সূর্য্যলোকে গমন করে। এ কথাতেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতিতে দিনের প্রতীক্ষা নাই। অতএব, জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসারিত্ব ও ঊর্দ্ধগতি—কি দিন কি রাত্রি উভয়ত্রই সমান ॥ ৪।২।১৯॥

ঐ কারণে অর্থাৎ কাল প্রতীক্ষা উপপন্ন হয় না, জ্ঞানফল অবশ্যম্ভাবী ও মৃত্যুকালের নিয়ম না থাকা, এই সকল কারণে জ্ঞানী দক্ষিণায়ন মরণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন, ইহা অবধারিত হয়। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসনীয়, সেই কারণে, ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং "শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের যে ছয় মাস, সে সকলকে—" এই শ্রুতি অনুসারে জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতির প্রতি উত্তরায়ণের অপেক্ষা আছে বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বটে; পরন্তু সে আশঙ্কা সূত্রকারই সূত্রের দ্বারা বিদূরিত করিলেন।

[প্রাশস্ত্য…ইতি] উত্তরায়ণে মরণ হওয়া প্রশস্ত, এ প্রসিদ্ধি বা এ কথা

---

* অতঃ উক্তহেতোরপি দক্ষিণায়নেঽপি মৃতো জ্ঞানী জ্ঞানফলং প্রাপ্নোতীতি সূত্রযোজনা।

দক্ষিণায়নে মরণ হইলেও জ্ঞানী পূর্ব্বোক্ত কারণে জ্ঞানফল লাভ করেন, ইহা অবধারণ কর।

নার্থঞ্চ। শ্রুতেস্ত্বর্থং বক্ষ্যতি "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্র°সূ° ৪।৩।৪) ইতি॥ ৪। ২। ২০॥

নন্থ চ,

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥" (গী ৮।২৩) ইতি প্রাধান্যেনোপক্রম্যাহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ, কথং রাত্রৌ দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোঽনাবৃত্তিং যায়াদিতি। অত্রোচ্যতে—

মরণং প্রশস্তমুত্তরায়ণে, বিদুষস্তু ভয়ত্রাপ্যবিশেষো বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি। বিদুষোঽপি চ ভীষ্মস্যোত্তরায়ণপ্রতীক্ষণমবিদুষ আচারং গ্রাহয়তি, "যদ্-যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" ইতি ন্যায়াৎ। আপূর্য্যমাণপক্ষাদিত্যাদ্যা চ শ্রুতির্ন কালবিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থা, অপি ত্বাতিবাহিকীর্দেবতাঃ প্রতিপাদয়তীতি বক্ষ্যতি। তস্মাদবিরোধঃ॥ ৪। ২। ২০॥

সূত্রান্তরাবতরণায় চোদয়তি—"নন্থ চ যত্র কালে তু" ইতি। কাল এবাত্র প্রাধান্যেনোচ্যতে, ন ত্বাতিবাহিকী দেবতেত্যর্থঃ।

অজ্ঞান অধিকারে বিদিত অর্থাৎ অবিদ্বান্ বা অনুপাসক ব্যক্তির পক্ষে উত্তরায়ণে মরণ সুপ্রশস্ত; পরন্তু জ্ঞানীর পক্ষে কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন সমস্তই সমান।

উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত, এই আচার পরিপালন ও পিতৃপ্রসাদলব্ধ ইচ্ছামরণ দেখান, এই দুইটি ভীষ্মের উদ্দেশ্য ছিল। "শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাস" এ শ্রুতির তাৎপর্য্য "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে বলা হইবে॥ ৪। ২। ২০॥

[নন্থ...অত্রোচ্যতে] এক্ষণে বলিতে পার যে, স্মৃতি (গীতা) অনাবৃত্তির (পুনর্জ্জন্মবিনাশের) নির্দ্দিষ্টকাল বলিয়াছেন। যথা—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, মানব যে-কালে মরিলে অনাবৃত্তিফল প্রাপ্ত হয় এবং যে-কালে মরিলে আবৃত্তি (পুনর্ব্বার এই লোকে জন্ম) প্রাপ্ত হয়, সেই কাল তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।" এই গীতাস্মৃতি কালের প্রাধান্য উল্লেখপূর্ব্বক দিবা, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, এই সকল কালকে অনাবৃত্তি ফলের কারণ বলিয়াছেন; সুতরাং আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানী উপাসক রাত্রে, কৃষ্ণ পক্ষে ও দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে কি প্রকারে সে অনাবৃত্তি ফল পাইবে? তাহাতে সূত্রকার ব্যাস এই মীমাংসা বলিতেছেন যে,—

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ৪।২।২১॥*

যোগিনঃ প্রতি চায়মহরাদিকালবিনিয়োগোঽনাবৃত্তয়ে স্মর্য্যতে। স্মার্ত্তে চৈতে যোগসাঙ্খ্যে, ন শ্রৌতে। অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাতৃবিশেষাচ্চ নাস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য শ্রৌতেষু বিজ্ঞানেষ্ববতারঃ। ননু—

"অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ॥"
"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ॥" [গীতা ৮।২৪]

ইতি চ শ্রৌতাবেব দেবযানপিতৃযানৌ প্রত্যভিজ্ঞায়েতে স্মৃতাবপীতি। উচ্যতে। "তং কালং বক্ষ্যামি" (গী ৮।২৩) ইতি স্মৃতৌ কালপ্রতিজ্ঞানাৎ

স্মার্ত্তীমুপাসনাং প্রতি অয়ং স্মার্ত্তঃ কালভেদবিনিয়োগঃ, প্রত্যাসত্তেঃ, ন তু শ্রৌতীং প্রতীত্যর্থঃ। অত্র যদি স্মৃতৌ কালভেদবিধিঃ, শ্রুতৌ চাগ্নিজ্যোতিরাদিবিধিঃ, তত্রাগ্ন্যাদীনামাতিবাহিকতয়া বিষয়ব্যবস্থায়া বিরোধাভাব উক্তঃ।

ঐ সকল কালের নিয়োগ অর্থাৎ অনাবৃত্তিফলের কারণীভূত স্মৃত্যুক্ত দিবা ও শুক্লপক্ষাদি যোগীদিগের সম্বন্ধেই অভিহিত জানিবে। ফলিতার্থ—স্মার্ত্ত যোগীরাই ঐ সকল কালে মরণলাভ করিয়া অনাবৃত্তি-গতি প্রাপ্ত হন, পরন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনাপরায়ণেরা ঐ সকল কালের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বদাই (যখন তখন) দেহ ত্যাগ করতঃ অনাবৃত্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, বিষয়ভেদ ও অধিকারিভেদ এই দ্বিবিধ ভেদ অনুসারে কালনিয়ম-বাক্যের সমাধান বা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। স্মৃত্যুক্ত কালনিয়ম শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানাধিকারে লব্ধপ্রবেশ হয় না—ইহাও দেখা আবশ্যক। [ননু…কশ্চিদ্বিরোধ ইতি] যদি বল—অর্চ্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস, এবং ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয়-মাস, এ সকল কথা শ্রুতিতেও আছে, শ্রুতিতে ঐ সকল কাল দেবযান ও পিতৃযান পথের পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিষয়ভেদে ও

* স্মর্য্যতে স্মৃতাবুচ্যতে। শ্রৌতদহরাদ্যুপাসকস্য ন কালাপেক্ষা, সা তু স্মার্ত্তযোগিনামিতি ভাবঃ। ভগবদারাধনবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম যোগঃ। ধারণাপূর্ব্বকাত্মাকর্তৃত্বানুভবঃ সাংখ্যম্।
প্রোক্ত অনাবৃত্তি ফল কালসাপেক্ষ অর্থাৎ দিবামরণাদিপূর্ব্বক লব্ধ হয়, এ কথা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু সে সকল উক্তি স্মার্ত্ত যোগীদিগকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত জানিবে। স্মার্ত্ত যোগীরাই কালমরণাদি অনুসারে যোগফল লাভ করেন, কিন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনা পরায়ণেরা কালমরণ অনুসারে প্রোক্তফল লাভ করেন না। যাঁহারা শ্রুত্যুক্ত উপাসনায় রত, তাঁহারা সর্ব্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করিয়া ঐ অনাবৃত্তিফলের ভাগী হন।

বিরোধমাশঙ্ক্যায়ং পরিহার উক্তঃ। যদা পুনঃ স্মৃতাবপি অগ্ন্যাদ্যা দেবতা এবাতিবাহিক্যো গৃহ্যন্তে, তদা ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি ॥ ৪ । ২ । ২১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ । ২ ॥

অথ তু প্রত্যভিজ্ঞানং, তথাপি যত্র কাল ইত্যত্রাপি কালাভিধানদ্বারেণাতি-বাহিক্য এব দেবতা উক্তা ইত্যবিরোধ এবেতি ॥ ৪ । ২ । ২১ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ । ২ ॥

অধিকারী ভেদে সুব্যবস্থা (আশঙ্কার পরিহার) করিবার উপায় কৈ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, স্মৃতিতে "তং কালং বক্ষ্যামি" "সেই কাল বলিব" এই বাক্যে কাল বলিবার প্রতিজ্ঞা থাকায় দিবা ও শুক্লপক্ষ সমস্তই কালপর বলিয়া প্রতীত হয়, এবং তাহাতেই ঐ বিরোধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হইলে তাহার পরিহারও প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রোক্ত প্রকার পরিহার স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু যদি স্মৃত্যুক্ত ঐ সকল কথার কালার্থ গ্রহণ না করিয়া আতিবাহিক দেবতা অর্থ গ্রহণ কর, (দিবস অর্থাৎ দিবসাভিমানী দেবতা, ইত্যাদি,) তাহা হইলে আর অল্পমাত্রও বিরোধ থাকে না, এবং শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই একার্থপ্রতিপাদক হয় ॥ ৪ । ২ । ২১ ॥

চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

সর্ব্বো ব্রহ্মপ্রেপ্সুরর্চ্চিরাদিনৈবাধ্বনা রংহতীতি প্রতিজানীমহে। কুতঃ? তৎপ্রথিতেঃ। প্রথিতো হ্যেষ মার্গঃ সর্ব্বেষাং বিদুষাম্। তথাহি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে "যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে" (বৃ ৬।২।১৫) ইতি বিদ্যান্তরশীলিনামপ্যর্চ্চিরাদিকা সৃতিঃ শ্রাব্যতে। স্যাদেতৎ। যাসু বিদ্যাসু ন কাচিদ্‌গতিরুচ্যতে, তাস্বেবেয়মর্চ্চিরাদিকোপতিষ্ঠতাম্, যাসু ত্বন্যা শ্রাব্যতে, তাসু কিমর্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণমিতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদেতদেবম্, যদ্য-ত্যন্তভিন্না এবৈতাঃ সৃতয়ঃ স্যুঃ। একৈব ত্বেষা সৃতিরনেক-

---

ভেদকল্পনোচিতা, গৌরবপ্রসঙ্গাৎ। একদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ বিশেষণবিশেষ্য-ভাবোপপত্তের্নানেকাধ্বকল্পনা। অথৈতৈরেব রশ্মিভিরিত্যেবাবধারণং, ন তাবদর্থান্তরনিবৃত্ত্যর্থং, তৎপ্রাপকৈরেব বাক্যান্তরৈর্ব্বিরোধাৎ। তস্মাদন্যানপে-

ব্রহ্মজিগমিষু মাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিঃ (তেজ), তৎপরে অহ (দিন), এবং ক্রমে গমন করেন, ইহা অর্চ্চিরাদি-সূত্রের প্রতিজ্ঞা। কারণ এই যে, ঐ পথই প্রথিত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। [তথাহি···শ্রাব্যতে] ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (অগ্নি বুদ্ধিতে যোষিৎ প্রভৃতি পাঁচ আধারে উপাসনা) প্রকরণে "যাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্যে দহরোপাসক ব্যতীত অন্য উপাসকদিগেরও অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয় বলা হইয়াছে। [স্যাদেতৎ···ভেদ এব] স্বীকার করিলাম যে, উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। কিন্তু তাহা সকল উপাসকের নহে। শাস্ত্রে যে সকল উপাসনার ফলস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট গতি অভিহিত হয় নাই সেই সকল উপাসনাতেই উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয় বলিতে পার; কিন্তু যে সকল উপাসনার ফলান্তর (অন্যফল) শ্রুত আছে, সে সকল উপাসনায় উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়, এ কথা কিপ্রকারে বলিতে পার? প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ প্রশ্ন করিতে পারিতে, যদি ঐ সকল পথ অত্যন্ত ভিন্ন হইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইলেও বস্তুতঃ সে সকলের অভিধেয় এক অর্থাৎ পথ এক। বস্তুতঃই ব্রহ্মজ্ঞদিগের ব্রহ্মলোক গমনের পথ এক। সেই একই পথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। সেই সকল বিশেষণের বিশেষ্যভূত পথ এক; দুই বা ততোঽধিক নহে। প্রত্যেক স্থলেই সেই শাস্ত্রবিদিত দেবযান পথের একদেশ (এক এক অংশ) প্রত্যভিজ্ঞাত (সেই পথই এই, এতদ্রূপে অনুভূত) হয়। সুতরাং একত্রোক্ত পথের সহিত অন্যত্রোক্ত পথবিশেষণগুলির সমন্বয় হওয়াই সঙ্গত। যদিও প্রকরণভেদ আছে, অর্থাৎ এক প্রকরণে একরূপ, অন্য প্রকরণে অন্যরূপ উক্তি আছে, থাকিলেও সে সকলের বিশেষ গুণের উপ-

বিশেষণা ব্রহ্মলোকপ্রতিপাদনী কচিৎ কেনচিদ্বিশেষণেনোপলক্ষিতেতি বদামঃ, সর্ব্বত্রৈকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যভাবোপপত্তেঃ। প্রকরণভেদেঽপি বিদ্যৈকত্বে ভবতীতরেতরবিশেষগুণোপসংহারবদ্গতিবিশেষণানামপ্যুপসংহারঃ। বিদ্যাভেদেঽপি গত্যেকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্গন্তব্যাভেদাচ্চ গত্যভেদ এব। তথাহি "তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি" (বৃ ৬।২।১৫), "তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ" (বৃ ৫।১০।১), "সা যা ব্রহ্মণো জিতির্যা চ ব্যুষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যুষ্টিং ব্যশ্নুতে" (কৌ ১।৪), "তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি" [ছা ৮।৪।৩] ইতি চ তত্র তত্র তদেবৈকং ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং প্রদর্শ্যতে। যত্ত্বৈতৈরেবেত্যবধারণমর্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণে

ক্ষামস্যাবধারয়তীতি বক্তব্যম্। ন চৈকং বাক্যমপ্রাপ্তমধ্বানং প্রাপয়তি, তস্য চানপেক্ষতাং প্রতিপাদয়তীত্যর্থদ্বয়ায় পর্য্যাপ্তম্। তস্মাদ্বিধিসামর্থ্যাপ্রাপ্তযোগব্যবচ্ছেদমেবকারো বদতীতি যুক্তম্।

সংহারের দৃষ্টান্তে উপসংহার হইতে পারে। (পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, যে শাখায় যতই ব্রহ্মগুণ অভিহিত হউক, সমুদায়ই এক ব্রহ্মে সমর্পিত হইবে, হইয়া অদ্বয় ব্রহ্ম বোধ করাইবেক। তদ্দৃষ্টান্তে এখানেও বুঝিতে হইবেক যে, ব্রহ্ম-গমনের পথ এক ; পরন্তু যে যে প্রকরণে যে প্রকার পথবিশেষণ বা পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, সে সমুদায়ই সেই ব্রহ্মপথের বিশেষণ। অর্থাৎ সে সকলের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পথ বুঝিতে হইবেক না, একই পথ সেই সেই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবেক)। বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা এক নহে সত্য ; কিন্তু তাহাদের গন্তব্য এক, (একই ব্রহ্ম সমুদায় উপাসকের অভিগমনীয়), এবং সেই সেই স্থলে তাহাদিগের গতির কোন কোন অংশ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হওয়ায় সকলেরই এক গতি বলিয়া অবধারিত হয়। (গতি=ব্রহ্মলোকে বাস)। [তথাহি···দ্রষ্টব্যম্] একথা কৌষিতকি ব্রাহ্মণে আছে। যথা—"যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্ম=হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম, ইহার নামান্তর ব্রহ্মা, তাঁহার লোক) জয় করে, লাভ করে, তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে অতি দীর্ঘায়ু ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাস করে। ব্রহ্মার যেরূপ জয় ও ব্যাপ্তি, তাহারা সেইরূপ জয় ও ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে সেই সেই উপাসনায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ একই ফল সেই সেই স্থানে অভিহিত হইয়াছে। "এতৈরেব রশ্মিভিঃ—" এইরূপ অবধারণ আছে সত্য ; থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কারণ, ঐ "এব" শব্দ রশ্মিপ্রাপ্তি তাৎ-

ন স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ ; রশ্মিপ্রাপ্তিপরত্বাদস্য। নহ্যেক 'এব' শব্দো রশ্মীংশ্চ প্রাপয়িতুমর্হত্যর্চ্চিরাদীংশ্চ ব্যাবর্ত্তয়িতুম্। তস্মাদ্রশ্মিসম্বন্ধ এবায়মবধার্য্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্।

ত্বরাবচনন্তু অর্চ্চিরাদ্যপেক্ষায়ামপি গন্তব্যান্তরাপেক্ষয়া ক্ষৈপ্র্যার্থত্বান্নোপরুধ্যতে, যথা নিমিষমাত্রেণাত্রাগম্যত ইতি। অপি চ "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন" (ছা ৫।১০।৮) ইতি মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টং তৃতীয়ং স্থানমাচক্ষাণা পিতৃযানব্যতিরিক্তমেকমেব দেবযানমর্চ্চিরাদিপর্ব্বাণং পন্থানং প্রথয়তি। ভূয়াংসি চার্চ্চিরাদিশ্রুতৌ

"ত্বরাবচনঞ্চ" ইতি। ন খল্বেকস্মিন্নেব গন্তব্যে পথি ভেদমপেক্ষ্য ত্বরাঽবকল্প্যতে, কিন্তু গন্তব্যভেদাদপি তদুপপত্তিঃ। যথা কর্ম্মারেভ্যো মথুরাং ক্ষিপ্রং যাতি চৈত্র ইতি, তথেহাপ্যন্যতঃ কুতশ্চিদগন্তব্যাদনেনোপায়েন ব্রহ্মলোকং ক্ষিপ্রং প্রয়াতীতি। "ভূয়াংসি চার্চ্চিরাদিশ্রুতৌ মার্গপর্ব্বাণি" ইতি। অয়মর্থঃ—একত্বাৎ প্রাপ্তব্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাল্পপর্ব্বণা মার্গেণ তৎপ্রাপ্তৌ সম্ভবন্ত্যাং

পর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। একই অবধারণবাচী "এব" শব্দ রশ্মিপ্রাপ্তি বুঝাইবে ও অর্চ্চিরাদি প্রাপ্তির ব্যাবর্ত্তন (বারণ) করিবে, এরূপ হয় না ; সুতরাং ঐ বাক্যে রশ্মিসম্বন্ধ পক্ষই অবধারিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, রাত্রে বিস্পষ্ট রশ্মি না থাকায় রশ্মিসম্বন্ধের অভাব হয়, এরূপ মনে করিও না, সে সময়েও রশ্মিসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে)।

[ত্বরা···রিত্যুক্তম্] "স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ, মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" এই যে ত্বরাবাক্য, এ বাক্যও (ত্বরা=বিলম্ব না হওয়া) অন্য গন্তব্য অপেক্ষায় সঙ্গত হইতে পারে। ভাবার্থ এই যে, যেমন লৌকিক পথে গতিতে বিলম্ব হইয়া থাকে, এ পথে সেরূপ বিলম্ব হয় না। এই তাৎপর্য্যেই উক্ত ত্বরাবাক্যের অর্থ পর্য্যবসিত, ইহা অবধারণ কর। আরও কথা এই যে, শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন, উভয় পথভ্রষ্টদিগের স্থান অতি কষ্টকর এবং তাহা তৃতীয় বলিয়া গণ্য। শ্রুতি সেই কষ্টদায়ক তৃতীয় স্থানের কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, পিতৃযান পথের অতিরিক্ত দেবযান নামক অন্য একটী পথ আছে এবং সেই পথটী অর্চ্চিঃপ্রভৃতি বহুপর্ব্বযুক্ত। (পর্ব্ব= গাঁইট অর্থাৎ এক একটী বিভাগ।) কথাটীর ভাবার্থ এই যে, শুভ পথ অনেক থাকিলে শ্রুতি "তৃতীয় স্থান" এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন না। অর্চ্চিঃ শ্রুতিতে দেখা যায়, পথটীর অনেকগুলি পর্ব্ব বা বিভাগ আছে, কিন্তু

মার্গপর্ব্বাণি, অল্পীয়াংসি ত্বন্যত্র । ভূয়সাঞ্চানুগুণ্যেনাল্পীয়সাঞ্চ নয়নং ন্যায্যমিত্যতোঽপ্যর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেরিত্যুক্তম্ ॥ ৪ । ৩ । ১ ॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ৪ । ৩ । ২ ॥ *

কেন পুনঃ সন্নিবেশবিশেষেণ গতিবিশেষাণামিতরেতর-বিশেষণবিশেষ্যভাব ইতি—তদেতৎ সুহৃদ্ভূত্বাচার্য্যো গ্রথয়তি। "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং,

---

বহুমার্গোপদেশো ব্যর্থঃ প্রসজ্যতে, তত্র চেতনস্যাপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদ্ভূয়সাং পর্ব্বণামবিরোধেনাল্পানাং তদনুপ্রবেশ এব যুক্ত ইতি ॥ ৪ । ৩ । ১ ॥

"শ্রুত্যাদ্যভাবে পাঠস্য ক্রমং প্রতি নিয়ন্তৃতা।
ঊর্দ্ধাক্রমণমাত্রে চ শ্রুতা বায়োর্নিমিত্ততা ॥"

"স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে, যথা রথচক্রস্য খং, তেন স ঊর্দ্ধ-

---

অন্য শ্রুতিতে দেখা যায়, অল্প কতিপয় বিভাগ আছে। সেই জন্যই বলিলাম, সামঞ্জস্যের অনুরোধে বহুর অনুগুণেই অল্পের উন্নয়ন হওয়া ন্যায্য—ন্যায়সঙ্গত ॥ ৪ । ৩ । ১ ॥

জিজ্ঞাসু এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করিবেন যে, কিরূপ সন্নিবেশে সেই সেই গতিবিশেষ পরস্পর বিশেষণবিশেষ্যভাব প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান, তৎপরে অমুক স্থান, এইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রমান্বিত পথ দেখাইতে হইলে, বুঝাইতে হইলে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি পথপর্ব্ব বা পথাংশ উপস্থিত হইবে, সেগুলি সমস্তই পর পর উল্লেখ করিয়া বা সাজাইয়া দেখাইতে বা বুঝাইতে হইবে। অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান, তথা হইতে অমুক স্থান, এই যে নির্দ্দিষ্ট ক্রমান্বিত ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ইহাই সন্নিবেশ-শব্দের অভিধেয়। সন্নিবেশ অর্থাৎ সাজান। ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর পর ক্রমে বলা বা সাজাইয়া দেখান। পথ একটী, পরন্তু তাহার পর্ব্ব (বিশ্রামের স্থান বা থাকিবার আড্ডা) অনেক, এরূপ হইলে সেগুলি সমস্তই পথের বিশেষণ বলিয়া জানিতে হইবে। পথ বিশেষ্য; পথাংশ সকল তাহার বিশেষণ। বুঝিতে হইবে যে, সেই সেই বিশেষণে বিশেষিত বা সেই সেই বিশেষণান্বিত একটীমাত্র পথ উপদিষ্ট হইয়াছে।) জ্ঞানী ও উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের সেই ব্রহ্মলোক গমনের পথ কিরূপ সন্নিবেশবিশিষ্ট, কিরূপেই বা সেই একই পথ শ্রুত্যুক্ত নানা বিশেষণে বিশেষিত হইতেছে, আচার্য্য ব্যাস তাহা তাঁহাদিগের সুহৃদ্ হইয়া "বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি স্থত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। [স…ইতি] কৌষিতকি-শ্রুতিতে লিখিত আছে—"ব্রহ্ম-

---

* অব্দাৎ সংবৎসরাৎ পরং বায়ুমভিসম্ভবতীতি অবিশেষবিশেষাভ্যাং উপদেশাভ্যাং বিজ্ঞায়তে।

স ব্রহ্মলোকম্” ইতি [কৌ০ ১।৩] কৌষিতকিনাং দেবযানঃ পন্থাঃ পঠ্যতে। তত্রার্চ্চিরগ্নিলোকশব্দৌ তাবদেকার্থৌ, জ্বলনবচনত্বাদিতি নাত্র সন্নিবেশক্রমঃ কশ্চিদন্বেষ্টব্যঃ। বায়ুস্ত্বর্চ্চিরাদিবর্ত্মন্যশ্রুতঃ কতমস্মিন্ স্থানে সন্নিবেশয়িতব্য ইত্যুচ্যতে। “তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যম্” [ছান্দো০ ৫।১০।১,২] ইত্যত্র সংবৎসরাৎ

মাক্রমতে” ইতি হি বায়ুনিমিত্তমূর্দ্ধাক্রমণং শ্রুতং, ন তু বায়ুনিমিত্তমাদিত্যগমনম্। “স আদিত্যং গচ্ছতি” ইত্যাদিত্যগমনমাত্রপ্রতীতেঃ। ন চ তেনেতি অনন্তরশ্রুতোর্দ্ধাক্রমণক্রিয়াসম্বন্ধি নিরাকাঙ্ক্ষমাদিত্যগমনক্রিয়য়াপি সম্বন্ধুমর্হতি। ন চাদিত্যগমনস্য তেনেতি বিনা কাচিদনুপপত্তির্যেনান্যসম্বন্ধমপ্যনুষজ্যতে। তত্র, অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমিত্যাদিসন্দর্ভগতস্য পাঠস্য ক্বচিন্নিয়ামক-

---

লোকজিগমিষু সেই উপাসক এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আইসেন। পরে তিনি বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন।” এই শ্রুতিতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের কথা আছে, এবং অন্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ অর্চ্চিঃপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। দেখিতে গেলে অর্চ্চিঃশব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হইবেক। অর্চ্চিঃশব্দেও জ্বলন বুঝায়, অগ্নিশব্দেও জ্বলন বুঝায়; সুতরাং দেবযান পথের প্রথম পর্ব্বের সন্নিবেশ ক্রম কিরূপ, তাহা অন্বেষণ করিতে হয় না। অর্থাৎ প্রথম পর্ব্বে কোনরূপ সন্দেহ হয় না। কিন্তু কৌষিতকি-শ্রুত্যুক্ত বায়ুপর্ব্বে সংশয় হয়। কৌষিতকী যে দেবযান পথের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বায়ুলোক গমনের কথা আছে; কিন্তু অর্চ্চিঃ-শ্রুতিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্যোক্ত দেবযান পথের বর্ণনায় বায়ুলোকে গমনের উল্লেখ নাই। সে জন্য দেখা উচিত যে, প্রোক্ত বায়ু-নামক পথপর্ব্ব কোন্ স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মগন্তা উপাসক কোন্ স্থান হইতে বায়ুলোকে গমন করেন, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। [উচ্যতে…বিশেষাভ্যাম্] প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, “তাহারা প্রথমে অর্চ্চিঃপ্রাপ্ত হয়। অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, যথাসাত্মক উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে গিয়া সম্ভূত হন।” এই শ্রুতিতে যে সংবৎসর ও আদিত্যশব্দ আছে, বায়ুর সন্নিবেশ তদুভয়ের মধ্যে, ইহা অবধারণ কর।

উপাসক সংবৎসরের পরে বায়ুর অধিকারে গমন করেন, ইহা সামান্যতঃ উপদেশ ও বিশেষরূপ উপদেশ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। (ভাষ্যভাষা দেখ)

পরাঙ্ক্রমাদিত্যাদর্ব্বাক্চ বায়ুমভিসম্ভবন্তি। কস্মাৎ? অবিশেষবিশেষাভ্যাম্।

তথাহি "স বায়ুলোকম্" (কৌ ১।৩) ইত্যত্রাবিশেষোপদিষ্টস্য বায়োঃ শ্রুত্যন্তরে বিশেষোপদেশো দৃশ্যতে "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে—যথা রথচক্রস্য খং, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি" (বৃ ৫।১০।১) ইতি [বৃহদা০ ৫।১০।১,২]। এতস্মাদাদিত্যাদ্বায়োঃ পূর্ব্বত্বদর্শনাদ্বি-

ত্বেন কৢপ্তসামর্থ্যাৎ অগ্নিবায়ুবরুণক্রমনিয়ামকত্বশ্রুত্যাদ্যভাবাদিতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

"ঊর্দ্ধশব্দো ন লোকস্য কস্যচিৎ প্রতিপাদকঃ।
তদ্ভেদাপেক্ষয়া যুক্তমাদিত্যেন বিশেষণম্॥"

ভবেদেতদেবং, যদ্যূর্দ্ধশব্দাৎ কশ্চিল্লোকভেদঃ প্রতীয়তে, স তুপরিদেশমাত্রবাচী লোকভেদাদ্বিনাঽপর্য্যবস্যল্লোকভেদবাচিনাদিত্যপদেনাদিত্যে ব্যবস্থাপ্যতে। তথা চাদিত্যলোকগমনমেব বায়ুনিমিত্তমিতি শ্রৌতক্রমনিয়মে পাঠঃ পদার্থমাত্রপ্রদর্শনার্থঃ ন তু ক্রমায় প্রভবতি, শ্রুতিবিরোধাদিতি সিদ্ধম্। বাজসনেয়িনাং সংবৎসরলোকো ন পঠ্যতে, ছান্দোগ্যানাং দেবলোকো ন পঠ্যতে, তত্রোভয়ানুরোধাদুভয়পাঠে মাসসম্বন্ধাৎ সংবৎসরঃ পূর্ব্বঃ, পশ্চিমো দেব-

অর্থাৎ সংবৎসরের পরে বায়ুতে সম্ভূত হন, তৎপরে আদিত্যলোকে গমন করেন। এ কথা এই জন্য বলিতে হয় ও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ অবিশেষ (সামান্যাকারের) উপদেশ অন্য শ্রুতিতে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। (একস্থানে সামান্যতঃ উপদেশ আছে, অথচ অন্য স্থানে তাহা বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এরূপ হইলে সেই সামান্য উপদেশকে বিশেষপর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।)

[তথাহি…তব্যঃ] যে শ্রুতিতে বিশেষ উপদেশ আছে, সে শ্রুতি পরে বলিব। কিন্তু যে শ্রুতিতে অবিশেষ উপদেশ আছে, সে শ্রুতি এই—"সে বায়ুলোকে গমন করে।" ইত্যাদি। এই শ্রুতি সামান্যতঃ বায়ুলোকে গমনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ ক্রমে বায়ুলোকে গতি হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। তাহা না বলায় সুতরাং অবিশেষ উপদেশ হইয়াছে। অবিশেষে উপদিষ্ট এই বায়ু অন্য শ্রুতিতে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। যথা—"যখন সেই উপাসক পুরুষ এ লোক হইতে পরলোকে যান অর্থাৎ এতদ্দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বায়ু তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়; হইয়া তাঁহার জন্য আপনাতে রথচক্রছিদ্রতুল্য ছিদ্র অর্থাৎ অবকাশ প্রদান করেন। তখন তিনি সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধগামী হন, হইয়া আদিত্যে গমন করেন।" ইহাই বিশেষোপদেশ, এই বিশেষোপদেশে আদিত্য গমনের পূর্ব্বে বায়ুলোকে

শেষাদব্দাদিত্যয়োরন্তরালে বায়ুর্নিবেশয়িতব্যঃ। কস্মাৎ পুনরগ্নেঃ পরত্বদর্শনাদ্বিশেষাদর্চ্চিষোঽনন্তরং বায়ুর্ন নিবেশ্যতে। নৈষোঽস্তি বিশেষ ইতি বদামঃ। ননূদাহৃতা শ্রুতিঃ "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি। স বায়ুলোকম্" (কৌ ১।৩) ইতি। উচ্যতে। কেবলোঽত্র পাঠঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবস্থিতঃ, নাত্র ক্রমবচনঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। পদার্থোপদর্শনমাত্রং হ্যত্র ক্রিয়তে—এতঞ্চৈতঞ্চ স গচ্ছতীতি। ইতরত্র পুনর্ব্বায়ুপ্রত্তেন রথচক্রমাত্রেণ ছিদ্রেণোর্দ্ধমাক্রম্যাদিত্যমাগচ্ছতীত্যবগম্যতে ক্রমঃ। তস্মাৎ সূক্তমবিশেষবিশেষাভ্যামিতি। বাজসনেয়িনস্তু "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্" (বৃ ৬।২।১৫) ইতি সমামনন্তি। তত্রা-

---

লোকঃ। ন হি মাসো দেবলোকেন সম্বধ্যতে, কিন্তু সংবৎসরেণ। তস্মাত্তয়োঃ পরস্পরসম্বন্ধাৎ মাসারভ্যত্বাচ্চ সংবৎসরস্য মাসানন্তর্য্যে স্থিতে, দেবলোকঃ সংবৎসরস্য পরস্তাস্তবতি। তত্রাদিত্যানন্তর্য্যায় বায়োঃ সংবৎসরাদিত্যস্য স্থানে

গমন পাওয়া যাইতেছে। অতএব, এ দিকে সংবৎসর, ওদিকে আদিত্য, মধ্যে বায়ু, এইরূপ সন্নিবেশ অর্থাৎ ক্রমপরিপাটী অবধারণ করা কর্ত্তব্য। [কস্মাৎ···বিশেষাভ্যামিতি] বলিতে পার যে, প্রথমোক্ত শ্রুতিতে অগ্নির, পরে বায়ুর কথন আছে, তাহা দেখিয়া অগ্নি হইতে বায়ুলোকগামী হয়, এরূপ না বল কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—অগ্নির পরে বায়ুর কথন আছে সত্য; পরন্তু তাহা সাধারণভাবে। তাহাতে বিশেষ প্রতীতি হয় না। তোমরা শ্রুতি দেখাইয়াছ সত্য—"সে এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হয়, হইয়া অগ্নিলোক, বায়ুলোক ও বরুণলোকে গমন করে।" দেখাইলেও বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকায় তদ্দারা অগ্নির পরে বায়ুর সন্নিবেশ সাধিত হয় না। ঐ শ্রুতিতে মাত্র পূর্ব্বাপরীভাবে অবস্থিত কতিপয় স্থান বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু গমনের ক্রম বর্ণিত হয় নাই। গমনের ক্রম বর্ণিত না হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে, ঐ শ্রুতিতে মাত্র স্থানগুলি দর্শিত হইয়াছে, গতিক্রম দর্শিত হয় নাই। অমুক অমুক লোকে যায়, এই মাত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুত্যন্তরে "সে বায়ুপ্রদত্ত ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধ আক্রমণ করে, অনন্তর আদিত্যলোকে যায়" এইরূপ ক্রম বা গমনের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। অতএব, সূত্রকার ব্যাস পূর্ব্বোক্ত অবিশেষ ও সন্নিহিতোক্ত বিশেষ, এই দ্বিবিধ উপদেশ লক্ষ্য করিয়া সংবৎসরের পরে ও আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর সন্নিবেশ অবধারণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সুসঙ্গত হইয়াছে। [বাজ···বিবেক্তব্যম্] বাজসনেয়ীরা (যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা) "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্" এইরূপ পাঠ পড়িয়া থাকেন। তাহাতে সংবৎসরের

দিত্যাদনন্তর্য্যায় দেবলোকাদ্বায়ুমভিসম্ভবেয়ুঃ। বায়ুমব্দাদিতি তু ছান্দোগ্যশ্রুত্যপেক্ষয়োক্তম্। ছান্দোগ্যবাজসনেয়কয়োরেকত্র দেবলোকো ন বিদ্যতে, পরত্র সংবৎসরঃ। তত্র শ্রুতিদ্বয়-প্রত্যয়াদুভাবপ্যুভয়ত্র গ্রথিতব্যৌ। তত্রাপি মাসসম্বন্ধাৎ সংবৎসরঃ পূর্ব্বঃ, পশ্চিমো দেবলোক ইতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ৪ । ৩। ২॥

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৪।৩।৩॥*

"আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্" (ছা ৪।১৫।৫) ইত্যস্যা বিদ্যুত উপরিষ্টাৎ "বরুণলোকম্" ইত্যয়ং বরুণঃ সম্বধ্যতে। অস্তি হি সম্বন্ধো বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ।"যদা হি বিশালা বিদ্যুতস্তীব্রাস্তনয়িত্নু-

দেবলোকাদ্বায়ুমিতি পঠিতব্যম্। বায়ুমব্দাদিতি তু সূত্রমত্রাপি বাচকমেব। তথাপি সংবৎসরাৎ পরাঞ্চমাদিত্যাদর্ব্বাঞ্চং বায়ুমভিসম্ভবন্তীতি ছান্দোগ্যপাঠ-মাত্রাপেক্ষয়োক্তম্। তদিদমাহ—"বায়ুমব্দাদিতি তু" ইতি ॥৪।৩।২॥

"তড়িদন্তেঽর্চ্চিরাদ্যেঽধ্বন্যপতিস্তড়িতঃ পরঃ।
তৎসম্বন্ধাৎ তথেন্দ্রাদিরপ্রতেঃ পর ইষ্যতে॥"

উল্লেখ নাই। না থাকিলেও গুণোপসংহার ন্যায়† অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক—উপাসক দেবলোক হইতে বায়ুতে গিয়া অভিসম্ভূত হন, তথা হইতে আদিত্যে গমন করেন। বাজিশ্রুতি অনুসারে "দেবলোকাদ্বায়ুম্" এইরূপ সূত্র হওয়া উচিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, "বায়ুমব্দাৎ"-সূত্র ছান্দোগ্য শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া গ্রথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে দেবলোকের উল্লেখ নাই, এবং বাজসনেয়ী শাখায় সংবৎসরের উল্লেখ নাই। সেজন্য, শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানার্থ উক্ত উভয় শ্রুতিতে উক্ত উভয় গাঁথিয়া লইতে হইবেক, তাহাতে মাসসম্বন্ধ অনুসারে পূর্ব্বে সংবৎসর, তৎপরে দেবলোক, এইরূপ সমাবেশ লব্ধ হইবেক, এবং তাহাতে এইরূপ ক্রম নিষ্পন্ন হইবেক। যথা—মাস, তৎপরে সংবৎসর, তৎপরে দেবলোক, তৎপরে বায়ু, তৎপরে আদিত্য। (সূত্রোক্ত বায়ুশব্দের অর্থও দেবলোকগমনপূর্ব্বক বায়ুলোকে গমন) ॥৪।৩।২॥

কৌষিতকি শ্রুতিতে অগ্নির পরে বায়ু পর্ব্বের কথা লিখিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার (বায়ুর) স্থান কোথায়? তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য

---

* তড়িতঃ বিদ্যুতঃ অধি উপরি বরুণস্তন্নামকোলোক ইতি সম্বন্ধাৎ বিদ্যুদ্বরুণয়োর্বিজ্ঞায়তে। বিদ্যুৎলোকের পরে বরুণলোক, ব্রহ্মলোকগামী উপাসক তৎক্রমে গমন করেন, ইহা বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকট সম্বন্ধ থাকায় নির্ণীত হয়।

† নানা শাখায় নানা বাক্যে নানা ব্রহ্মগুণ লিখিত হইলেও সে সকল গুণ একই ব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। যে যুক্তিতে নীত হয়, সেই যুক্তি "গুণোপসংহার ন্যায়।"

নির্ঘোষা জীমূতোদরেষু প্রনৃত্যন্ত্যথাপঃ প্রপতন্তি, বিদ্যোততে, স্তনয়তি, বর্ষিষ্যতি বা" (ছা ৭।১১।১) ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অপাঞ্চাধিপতির্ব্বরুণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। বরুণাচ্চাধীন্দ্র-প্রজাপতী। স্থানান্তরাভাবাৎ পাঠসামর্থ্যাচ্চাগন্তুকত্বাদপি বরুণাদীনামন্ত এব নিবেশঃ। বৈশেষিকস্থানাভাবাৎ বিদ্যুচ্চান্ত্যাৰ্চ্চিরাদৌ বর্ত্মনি ॥ ৪।৩।৩ ॥

আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪।৩।৪ ॥*

তেষ্বেবার্চ্চিরাদিষু সংশয়ঃ। কিমেতানি মার্গচিহ্নানি ? উত-

"আগন্তূনাং নিবেশোঽন্তে স্থানাভাবাৎ প্রসাধিতঃ।
তথা চেন্দ্রাদিরাগান্তঃ পঠ্যতে চাপ্পতেঃ পরঃ॥" ॥৪।৩।৩॥
মার্গচিহ্নসরূপত্বাচ্চিহ্নান্যেবার্চ্চিরাদয়ঃ।
ভর্ত্তৃভোগভুবো বা স্যুর্লোকত্বান্নাতিবাহিকাঃ॥"

শ্রুতিতে যে বায়ুর পরে বরুণের উল্লেখ আছে, তাহার স্থান বলা হয় নাই। তাহার স্থান এই সূত্রে নির্ণীত হইবেক। "আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ" এই শ্রুতিতে যে বিদ্যুৎ-লোকের কথা আছে, সেই বিদ্যুৎ-লোকের উপরে বরুণের স্থান, ইহা স্থিরীকৃত হয়। কারণ, বিদ্যুতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। বিদ্যুৎ ও বরুণ উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা এইরূপে অনুমিত হইতে পারে।—"যখনই দেখা যায়, অতি বিশাল বিদ্যুৎ সকল অতিতীব্র মেঘনির্ঘোষে মেঘোদরে নৃত্য করে, তখনই, অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই জলবর্ষণ উপস্থিত হয়।" এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে। যথা—"বিদ্যুৎ নৃত্য করিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, অচিরাৎ জলবর্ষণ হইবেক।" বরুণ যে, জলের অধিপতি তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। বরুণের উপরে ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুএর স্থান, ইহা অন্য স্থানের অভাব বা অনুল্লেখ ও পাঠক্রমের সামর্থ্য, এই দুই হেতুতে অবধারিত হইবে। যাঁহারা আগন্তুক—তাঁহাদিগের স্থান সর্ব্বশেষে—এই যে লৌকিক ন্যায়, এ ন্যায় অনুসারেও বরুণাদির শেষস্থানতা নির্ণীত হয়। ফলকথা—অর্চ্চিরাদিমার্গে বিশেষ স্থানের অভাবে অর্থাৎ উল্লেখ না থাকায় বিদ্যুতের স্থান সর্ব্ব শেষে, ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবেক ॥৪।৩।৩॥

অর্চ্চিঃ বা অগ্নি, তৎপরে দিন, তৎপরে শুক্লপক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ণ, এই যে

* মার্গপর্ব্বত্বেনোক্তা অর্চ্চিরাদয়ো ন মার্গচিহ্নানি, নাপি ভোগভূময়ঃ কিন্ত্বাতিবাহিকা গন্তৃণামিতি তেষাং প্রাপকত্বলিঙ্গাদ্বিজ্ঞায়তে।

ব্রহ্মগমনের নিমিত্ত যে দেবযান পথ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এবং অর্চ্চি, অহ (দিন), শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, ইত্যাদি পথপর্ব্ব কথিত হইয়াছে, ঐ সকল পথপর্ব্ব কি ? ঐ সকল কি কেবল চিহ্ন, না ভোগস্থান ? কি ব্রহ্মলোক প্রস্থিত জীবের বাহক ? প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল চিহ্নও নহে, ভোগভূমিও নহে, উহারা আতিবাহিক দেবতাবিশেষ। কারণ, আতিবাহিকী দেবতায় অনেক চিহ্ন ঐ সকলে বিদ্যমান আছে।

ভোগভূময়ঃ? অথবা নেতারো গন্তৃণাম্? ইতি। তত্র মার্গলক্ষণভূতা অর্চ্চিরাদয় ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্, তৎস্বরূপত্বাদুপদেশস্য। যথা হি কশ্চিল্লোকে গ্রামং নগরং বা প্রতিষ্ঠাসমানোঽনুশিষ্যতে—গচ্ছেতস্ত্বমমুং গিরিং, ততো নদীং, ততো গ্রামং, ততো নগরং বা প্রাপ্স্যসীতি। এবমিহাপ্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমিত্যাহ। অথবা ভোগভূময় এতা ইতি প্রাপ্তম্। তথা হি লোকশব্দেনাগ্ন্যাদীনুপবধ্নাতি "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি" (কৌ ১।৩) ইত্যাদি। লোকশব্দশ্চ প্রাণিনাং ভোগায়তনেষু ভাষ্যতে—"মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক" (বৃ ১।৫।১৬) ইতি চ। তথা চ ব্রাহ্মণং "অহোরাত্রেষু তেষু* লোকেষু সৃজ্যন্তে" ইত্যাদি।

অর্চ্চিরাদিশব্দা হি জ্বলনাদাবচেতনেষু নিরূঢ়বৃত্তয়ো লোকে। ন চৈষাং স্বাবধিকানামিব নিয়মবতী সংবহনস্বরূপা স্বতন্ত্রক্রিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বা সম্ভবত্যচেতনানাম্। তস্মাল্লোকশব্দবাচ্যত্বাদন্তর্জ্জীবাত্মনো ভোগভূময় এবেতি মন্যামহে।

বলা হইল, বস্তুকল্পে ঐ সকল কি? কিংস্বরূপ? ঐ সকল কি দেবযান পথের এক একটী স্থান? (চিহ্ন?) কিংবা ঐ সকল ব্রহ্মলোক-প্রস্থিত উপাসক জীবের ভোগস্থান (বিশ্রাম স্থান)? অথবা তাঁহাদিগের বাহকবিশেষ? [তত্র… ইত্যাহ] প্রশ্নের প্রথম উত্তরে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্নস্বরূপ। কারণ, উপদেশের স্বরূপ প্রায় ঐ প্রকারই দৃষ্ট হয়। যেমন কোন লোক কোন এক নগরে অথবা গ্রামে যাইবেক, পথজ্ঞ উপদেষ্টা তাহাকে যেমন বলে, উপদেশ করে, যাও—এ স্থান হইতে অমুক পাহাড়, তার পর এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, তৎপরে নদী, তৎপরে গ্রাম দেখিবে, সে স্থানে গেলে, অথবা তথা হইতে গন্তব্য নগর পাইবে। এইরূপ অর্চ্চিঃ (অগ্নিলোক), অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে। [অথবা…ইত্যাদি] প্রথম প্রত্যুত্তরে মনস্তোষ না হয় ত দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর। অর্থাৎ ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি এক একটী ভোগস্থান, এইরূপ অর্থ অবধারণ কর। শ্রুতি "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি" ইত্যাদি ক্রমে অগ্নি প্রভৃতি কএকটী পথপর্ব্বে লোকশব্দ যোজিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয়, ঐ অর্চ্চিঃপ্রভৃতি সমস্তই লোকবিশেষ। লোকশব্দও প্রাণীদিগের ভোগায়তনে (ভোগার্থ স্থান বা শরীর অর্থে) প্রসিদ্ধ। যেমন মনুষ্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেও অর্থাৎ বেদভাগবিশেষেও ঐ কথা আছে। যথা—"তাহারা দিন ও রাত্রিলোকে সৃষ্ট হয়।" ইত্যাদি। [তস্মান্নাতি…তল্লিঙ্গাৎ] প্রদর্শিত কারণে অর্চ্চিঃ প্রভৃতির

* তেষু ইত্যত্র তে ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

তস্মান্নাতিবাহিকা অর্চ্চিরাদয়ঃ। অচেতনত্বাদপ্যেতেষামাতিবাহিকত্বানুপপত্তিঃ। চেতনা হি লোকে রাজনিযুক্তাঃ পুরুষা দুর্গেষু মার্গেষ্বতিবাহ্যানতিবাহয়ন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। আতিবাহিকা এবৈতে ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ। তথা হি "চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা ৫।১৫।৫) ইতি সিদ্ধবদ্গময়িতৃত্বং দর্শয়তি। যাবদ্বচনং বাচনিকমিতি ন্যায়াৎ। তদ্বচনং তদ্বিষয়মেবোপক্ষীণমিতি চেৎ, ন, প্রাপ্তমানবত্বনিবৃত্তিমাত্রপরত্বাদ্বিশেষণস্য। যদ্যর্চ্চিরাদিষু পুরুষা গময়িতারঃ প্রাপ্তাঃ,

"অপি চার্চ্চিষ, ইত্যস্মাদপাদানং প্রতীয়তে।
ন হেতুর্নাগুণে হেতৌ পঞ্চমী দৃশ্যতে ক্বচিৎ॥"

জাড্যাদ্বদ্ধ ইত্যাদিষু গুণবচনেষু জাড্যাদিষু হেতুপঞ্চমী দৃষ্টা। ন চার্চ্চিরাদিশব্দা গুণবাচিনঃ, যেন পঞ্চম্যা তেষাং বহনং প্রতি হেতুত্বমুচ্যতে। অপাদানত্বঞ্চাচেতনেষপ্যস্তীতি নাতিবাহিকাঃ। ন চামানবস্য পুরুষস্য বিদ্যুদাদিষু বোঢ়ৃত্বদর্শনাদর্চ্চিরাদীনামপি বোঢ়ৃত্বমুন্নেয়ন্। যাবদ্বচনং হি বাচনিকং, ন তদবাচ্যে সঞ্চারয়িতুমুচিতম্। অপি চার্চ্চিরাদীনাং বোঢ়ৃত্বে বিদ্যুদাদীনামপি বোঢ়ৃত্বান্নামানবঃ পুরুষো বোঢ়া শ্রূয়েত। যতঃ শ্রূয়তে, ততোঽবগচ্ছামো

ভোগভূমিত্ব পক্ষ স্থিরীকৃত হয়, আতিবাহিক পক্ষ হয় না। যেহেতু অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অচেতন, সেই হেতু তাহাদের আতিবাহিকত্ব অনুপপন্ন। লোকমধ্যে দেখা যায়, সচেতন জীবেরাই রাজাকর্ত্তৃক কি অন্যকর্ত্তৃক অথবা স্বয়ংপ্রযুক্ত হইয়া পথে ও দুর্গমপ্রদেশে অতিবহনীয় জীবদিগকে বহন করে। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন—ঐ সকল অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পদচিহ্ন নহে, ভোগস্থানও নহে। উহারা আতিবাহিক—চেতন। কেন-না, উহাদের আতিবাহিকত্ব পক্ষে লিঙ্গ অর্থাৎ গমক হেতু আছে। [তথাহি···দোষঃ] তৎপ্রস্তাবের উপসংহারে দর্শিত হইয়াছে, "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে তাহাদিগকে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।" এই শ্রুতি প্রস্তাবিত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমুদায় পর্ব্বকে বাহকরূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। যদি বল, "পুরুষোঽমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই বচন বিদ্যুতের পরে যে পুরুষ—সেই পুরুষের অমানবত্বের বোধক মাত্র, তাহাতে তাহার নেতৃত্ব অর্থাৎ বাহকত্ব সিদ্ধ হয় হউক, কিন্তু অর্চ্চিরাদির বাহকত্বে প্রমাণ কি? অর্চ্চিরাদি বাহক না হইয়া ভোগভূমিবিশেষ হইলেই বা ক্ষতি কি? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিশেষণ (পুরুষঃ অমানবঃ এই বিশেষণ) মাত্র নেতার মানবত্ব নিষেধ করিয়াছে, অন্য কিছু করে নাই। যদি অর্চ্চিঃ প্রভৃতিতে বাহক পুরুষ পাওয়া যাইত (কোনও শ্রুতিবাক্যে), এবং তাহারা যদি মানব হইত, তাহা হইলে বিদ্যুতের অনন্তর যে পুরুষ লইয়া যাইবেক, সেই পুরুষের মানবত্ব নিষেধের জন্য উক্ত অমানব

তে চ মানবাঃ, ততো যুক্তং তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুরুষবিশেষণমমানব ইতি॥ ৪।৩।৪॥

নন্বু লিঙ্গমাত্রমগমকং ন্যায়াভাবাৎ। নৈষ দোষঃ—

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥৪।৩।৫॥*

যে তাবদর্চ্চিরাদিমার্গগাস্তে দেহবিয়োগাৎ সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামা ইত্যস্বতন্ত্রাঃ, অর্চ্চিরাদীনামপ্যচেতনত্বাদস্বাতন্ত্র্যম্, ইত্যতোঽর্চ্চিরাদ্যভিমানিনশ্চেতনা দেবতাবিশেষা অতিযাত্রায়াং নিযুক্তা ইতি গম্যতে। লোকেঽপি হি মত্তমূর্চ্ছিতাদয়ঃ

বিদ্যুদাদিবদর্চ্চিরাদীনাং বোঢ়ৃত্বমিতি। তস্মাদ্ভোগভূময় এবার্চ্চিরাদয়ো নাতিবাহিকা ইতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—॥ ৪।৩।৪॥

"সংপিণ্ডকরণানাং হি সূক্ষ্মদেহবতাং গতৌ।
ন স্বাতন্ত্র্যং ন চাপ্যাস্থা নেতারোঽচেতনাস্তু তে॥"

ঈদৃশী হি নিয়মবতী গতিঃ স্বয়ং বা প্রেক্ষাবতোঽপ্রেক্ষাবতো বা প্রেক্ষাবৎপ্রযুক্তস্য। ন তাবদ্বিগলিতস্থূলকলেবরাঃ সূক্ষ্মদেহবতঃ সম্পিণ্ডিতকরণ-

---

শব্দের যোজনা অবশ্যই সঙ্গত হইত। (বস্তুতঃ ঐ একই পুরুষশব্দে অমানবত্ব ও নেতৃত্ব উভয় বিধান হয় না, হইতেও পারে না।) অর্চ্চিঃ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নেতৃত্ব বিধান হইয়াছিল, ইদানীং তাহারই অনুবাদে অমানবত্বের বিধান হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, অর্চ্চিঃ হইতে বিদ্যুৎপর্য্যন্ত সমস্তই চেতন, দেবাত্মা ও ব্রহ্মলোক-প্রাপক নেতা বা বাহক। যে পুরুষ বিদ্যুৎ হইতে লইয়া যায়, সে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব সত্ত্ব॥ ৪।৩।৪॥

পাছে কেহ প্রশ্ন করেন, আশঙ্কা করেন যে, যুক্তিযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র লিঙ্গ (বোধক চিহ্ন=সেই ভাবের কথা) পদার্থাবধারণে ক্ষমবান্ নহে, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্তির অনুগ্রহও আছে। যথা—

যাহারা অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে যায়, তাহারা সকলেই দেহ ত্যাগের পর পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। (পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ নির্ব্যাপার ও মনে লয়প্রাপ্ত)। সে জন্য তাহারা অস্বতন্ত্র অর্থাৎ জড়বৎ পরপ্রেরণীয় বা পরাধীন। ফলিতার্থ—তাহারা স্বয়ং যাইতে অক্ষম। অপিচ, অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, এ সকল অচেতন, অচেতন বলিয়াই স্বাধীন নহে। সুতরাং তাহারাও বুদ্ধিপূর্ব্বক বহন করিতে অপারক। যখন দেখা যায়, পথ ও পথিক উভয়ই অজ্ঞ, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, অর্চ্চিঃপ্রভৃতির

---

* উভয়ব্যামোহাৎ মার্গতদ্গাম্মোরজ্ঞত্বাৎ ঊর্দ্ধগতির্ন স্যাৎ, অতশ্চেতনান্তরেণ নেয় ইতি তৎসিদ্ধের্ন্যায়ানুগ্রহসিদ্ধের্নেতৃত্বসিদ্ধেরুক্তলিঙ্গং ন্যায়োপেতমেবেতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ অচেতন, তাহাতে যে যাইতেছে সেও তখন মূর্চ্ছিত। উভয়ের অজ্ঞতায়

সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামাঃ পরপ্রযুক্তবর্ত্মানো ভবন্তি। অনবস্থিতত্বাদপ্যর্চ্চিরাদীনাং ন মার্গলক্ষণত্বোপপত্তিঃ। ন হি রাত্রৌ প্রেতস্যাহঃস্বরূপাভিসম্ভব উপপদ্যতে। ন চ প্রতিপালনমস্তীত্যুক্তমধস্তাৎ। ধ্রুবত্বাৎ দেবতাত্মনাং নায়ং দোষো ভবতি। অর্চ্চিরাদিশব্দতা চৈষামর্চ্চিরাদ্যভিমানাদুপপদ্যতে। "অর্চ্চিষোঽহঃ" (ছা ৪।১৫।৫ ; ৫।১০।১) ইত্যাদিনির্দ্দেশস্ত্বাতিবাহিকত্বেঽপি বিরুধ্যতে। অর্চ্চিষা হেতুনাঽহরভিসম্ভবন্তি, অহ্না হেতুনাপূর্য্যমাণপক্ষমিতি। তথা চ লোকপ্রসিদ্ধেষ্বপ্যাতিযাত্রিকেষ্বেবঞ্জাতীয়ক

গ্রামা উৎক্রান্তিমন্তো জীবাত্মানো মত্তমূর্চ্ছিতবৎ স্বয়ং প্রেক্ষাবন্তো যদেবং স্বাতন্ত্র্যেণ গচ্ছেয়ুঃ, তদ্বদর্চ্চিরাদয়োঽপি মার্গচিহ্নানি বা শমীকারস্করাদিবৎ ভোগভূময়ো বা সুমেরুশৈলেনাবৃতাদিবৎ, উভয়থাপ্যচেতনতয়া ন নয়নং প্রত্যেষামস্তি স্বাতন্ত্র্যম্। ন চৈতেভ্যোঽন্যস্য চেতনস্য নেতুঃ কল্পনা সতি শ্রুতানাং চৈতন্যসম্ভবে। ন চ পরমেশ্বর এবাঽয়ং নেতেতি যুক্তম্। তস্যাত্যন্তসাধারণতয়া লোকপালগ্রহাদীনামকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তস্মাদ্ ব্যবস্থিত এব পরমেশ্বরস্য সর্ব্বাধ্যক্ষত্বে যথা যথাস্বং লোকপালাদীনাং স্বাতন্ত্র্যম্, এবমিহাপ্যর্চ্চিরাদীনামাতিবাহিকত্বমেব দর্শনানুসারাচ্ছব্দার্থ ইতি যুক্তম্। ইমমেবার্থমমানব

অভিমানী চেতন। দেবতারাই অতিযাত্রায় নিযুক্ত অর্থাৎ বাহকতায় নিযুক্ত আছে। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মত্ত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিরা পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়, সেজন্য তাহারা পথে পরকর্ত্তৃক বাহিত হয়। [অনব… ভবতি] আরও দেখ, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অস্থির—স্থির বস্তু নহে। (অর্থাৎ সকল সময়ে থাকে না)—সেজন্য তাহারা পথচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে লোক রাত্রিকালে মরে, সে তখন দিবা কোথায় পাইবে? রাত্রিমৃত ব্যক্তির দিবসস্বরূপে উৎপন্ন হওয়া অনুপপন্ন। দিবসের প্রতীক্ষাও সম্ভব হয় না। সে কথা বলিয়া আসিয়াছি। অতএব, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি যদি দেবতাত্মা বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে আর উল্লিখিত দোষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না। [অর্চ্চি…ইতি] "অর্চ্চিঃ" "অহ" "শুক্লপক্ষ", এ সকল নাম বা প্রয়োগ অভিমানী দেবতাতেও হইতে পারে। অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা অর্চ্চিঃ, দিবাভিমানিনী দেবতা দিবা, ইত্যাদি। আতিবাহিক পক্ষেও "অর্চ্চিঃ" এরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। সে পক্ষে অর্থ—অর্চ্চি-হেতু অর্থাৎ অর্চ্চির দ্বারা বা অর্চ্চির নিকট হইতে দিবসে, এইরূপ হইবেক। আতিযাত্রিক বিষয়ে যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ বা উপদেশ হইতে দেখা যায়, সে সকল

উৎক্রান্তি অসম্ভব হয়, সুতরাং বিবেচনা করা বা স্থির করা উচিত যে, অপর কোন চেতন তাহাকে লইয়া যায়। এই যে যুক্তি বা লৌকিক ন্যায়, এই ন্যায়ের অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বাহকত্ব ও বাহকের চেতনত্ব অকাট্য হইতে পারে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

উপদেশো দৃশ্যতে—গচ্ছ ত্বমিতো বলবর্ম্মাণং, ততো জয়সিংহং, ততঃ কৃষ্ণগুপ্তমিতি। অপি চোপক্রমে "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (বৃ ৬।২।১৫) ইতি সম্বন্ধমাত্রমুক্তং, ন সম্বন্ধবিশেষঃ কশ্চিৎ। উপসংহারে তু "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা ৪।১৫।৬) ইতি সম্বন্ধবিশেষোঽতিবাহ্যাতিবাহকলক্ষণ উক্তঃ। তেন স এবোপক্রমেঽপীতি নির্দ্ধার্য্যতে। সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামত্বাদেব চ গন্তৄণাং ন তত্র ভোগসম্ভবঃ। লোকশব্দস্ত্বনুপভুঞ্জানেষ্বপি গন্তৃষু গময়িতুং শক্যতে, অন্যেষাং তল্লোকবাসিনাং ভোগভূমিত্বাৎ। অতোঽগ্নিস্বামিকং

পুরুষাতিবাহনলক্ষণং লিঙ্গমুপোদ্বলয়তীত্যুক্তং "অনবস্থিতত্বাদপ্যর্চ্চিরাদীনাম্" ইতি। অবস্থিতং হি মার্গচিহ্নং ভবত্যব্যভিচারান্নানবস্থিতং, ব্যভিচারাদিতি। অর্চ্চিষ ইতি চ হেতৌ পঞ্চমী, নাপাদানে। গুণত্বং চাশ্রিততয়া। ন চ বৈশেষিকপরিভাষয়া নিয়ম আস্থেয়ো লোকবিরোধাৎ। অপি চ তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তীতি সম্বন্ধমাত্রমুক্তমিতি সামান্যবচনে শব্দে বিশেষাকাঙ্ক্ষিণি স্ফুটং যদ্বিশেষপদং, তেন তৎসামান্যং নিয়ম্যতে। যথা ব্রাহ্মণমানয় ভোজয়িতব্য

উপদেশও উদাহৃত বৈদিক উপদেশের তুল্যরূপ। যেমন এই একটী লৌকিক উপদেশ। যাও—এ স্থান হইতে বলবর্ম্মার নিকট যাও। তথা হইতে জয়সিংহের নিকট গমন করিও। তথা হইতে কৃষ্ণগুপ্তের নিকট যাইও। (বলবর্ম্মা জয়সিংহের নিকট, জয়সিংহ কৃষ্ণগুপ্তের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেক)। [অপি···যোজয়িতব্যম্] উপক্রমে অর্থাৎ প্রস্তাবের আরম্ভে যদিও অর্চ্চির সহিত ব্রহ্মলোকগামীর কোনরূপ বিস্পষ্ট সম্বন্ধ অভিহিত হয় নাই, অর্চ্চিতে অভিসম্ভূত হয়, মাত্র এইরূপ একটা সাধারণ সম্বন্ধমাত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও উপসংহারে অর্থাৎ প্রস্তাবের সমাপ্তিতে তদুভয়ের স্পষ্ট বাহ্য-বাহক সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে। যথা—"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি—সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।" অর্চ্চি-বাহক কি পথচিহ্ন, তাহা উপক্রম দৃষ্টে নির্ণীত না হইলেও উপসংহার দৃষ্টে নির্ণীত হইতে পারে (অর্চ্চিঃ বাহক, পথচিহ্ন নহে)। অর্চ্চিঃ ভোগভূমিও নহে। গন্তা তখন পিণ্ডিতেন্দ্রিয় থাকে, সুতরাং তখন তাহার ভোগ অসম্ভব। যদি বল, তবে ভোগবাচী লোকশব্দের প্রয়োগ কেন? সে কথার প্রত্যুত্তরে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেস্থানে গন্তার ভোগ না থাকিলেও তল্লোকবাসীদিগের ভোগ থাকায় তদুদ্দেশেই ভোগবাচী লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত পক্ষে এইরূপ যোজনা করিবে। যে লোকের অধিপতি অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লোক প্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্নি তাহাকে বহন করে

লোকং প্রাপ্তোঽগ্নিনাঽতিবাহ্যতে, বায়ুস্বামিকং লোকং প্রাপ্তো বায়ুনেতি যোজয়িতব্যম্ ॥ ৪ । ৩ । ৫ ॥

কথং পুনরাতিবাহিকত্বপক্ষে বরুণাদিষু তৎসম্ভবঃ। বিদ্যুতো হ্যধিবরুণাদয় উপক্ষিপ্তাঃ। বিদ্যুতশ্চানন্তরমাব্রহ্মপ্রাপ্তেরমানবস্যৈব পুরুষস্য গময়িতৃত্বং শ্রুতমিত্যত উত্তরং পঠতি—

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৩।৬॥*

ততো বিদ্যুদভিসম্ভবনাদূর্দ্ধম্। বিদ্যুদনন্তরবর্ত্তিনৈবামানবেন পুরুষেণ বরুণলোকাদিষ্বতিবাহ্যমানা ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তীত্যবগন্তব্যম্। "তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানবঃ" "স এতান্ ব্রহ্মলোকং

ইতি তদ্বিশেষাপেক্ষায়াং যদা তৎসন্নিধাবুপনিপততি পদং কল্পাদি, তদা তেনৈতন্নিয়ম্যতে এবমিহাপীতি ॥ ৪ । ৩ । ৫ ॥

বিদ্যুল্লোকমাগতোঽমানবঃ পুরুষো বৈদ্যুতঃ, তেনৈব, ন তু বরুণাদিনা স্বর-

(লইয়া যায়), এবং বায়ু যে লোকের স্বামী, সে লোকে যাইবামাত্র বায়ু তাহাকে বহন করে, ইত্যাদি ॥৪।৩।৫॥

[কথং…পঠতি] পাছে কেহ ভাবেন, প্রশ্ন করেন, বরুণাদির আতিবাহিকত্ব সম্ভব হয় কৈ? কেন না, সূত্রকার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যুতের পরে বরুণাদির অবস্থান স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন, বিদ্যুতের পরে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব (ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্ব) বরুণাদির নেতৃত্ব নহে; এই প্রশ্নের উত্তরদানার্থ সূত্র—

বুঝিতে হইবে, বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হওয়ার পর বিদ্যুতের পরবর্ত্তী অমানব পুরুষের দ্বারা বরুণাদি লোকে বাহিত হয়, হইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। "বিদ্যুৎ লোকে সমাগত অমানব পুরুষ বিদ্যুতে সম্ভূত সেই সকল পথিকদিগকে লইয়া যায়।" "সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়।" ইত্যাদি শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব শ্রুত হইয়াছে।

* ততস্তদনন্তরং বিদ্যুদভিসম্ভবনানন্তরমিতি যাবৎ। বিদ্যুল্লোকমাগতো বৈদ্যুতস্তেন এব অমানবেন পুরুষেণ বৈদ্যুতাৎ লোকাৎ বরুণাদীনাং লোকে নীয়মানা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবেয়ুঃ। তচ্ছ্রুতে তস্যৈবামানবস্য পুরুষস্য গময়িতৃত্বশ্রবণাদিতি সূত্রব্যাখ্যা।

বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হইলে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা তাহাকে বরুণাদিলোকে বহন করিয়া লইয়া যায়, তৎপরে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। বরুণ প্রভৃতিরা লইয়া যায় না, তাহারা অমানব পুরুষদিগের সাহায্য করে মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছে, অমানবপুরুষেরাই নেতা, বরুণাদি নেতা নহে।

গময়তি" ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদয়স্তু তস্যৈবা-প্রতিবন্ধকরণেন সাহায্যানুষ্ঠানেন বা কেনচিদনুগ্রাহকা ইত্যব-গন্তব্যম্। তস্মাৎ সূক্তমাতিবাহিকা দেবতাত্মানোঽর্চ্চিরাদয় ইতি॥ ৪।৩।৬॥

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৪।৩।৭॥*

"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা ৪।১৫।৫) ইত্যত্র বিচিকিৎ-স্যতে। কিং কার্য্যমপরং ব্রহ্ম গময়তি? আহোস্বিৎ পরমেবাবি-

মুহ্যতে, তচ্ছ্রুতেস্তস্যৈব স্বয়ং বোঢ়ৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদয়স্তু তৎসাহায়কে বর্ত্তমানা বোঢারো ভবন্তীতি চ বৈষম্যং ন বোঢ়ৃত্ব ইতি সর্ব্বমবদাতম্ [পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলবানিতি যথার্থক্রমং পর্য্যস্তে সূত্রাণি] ॥৪।৩।৬॥

"কার্য্যমপ্রাপ্তপূর্ব্বত্বাদপ্রাপ্তপ্রাপণী গতিঃ।
প্রাপয়েদ্ ব্রহ্ম ন পরং প্রাপ্তত্বাজ্জগদাত্মকম্॥"

তত্ত্বমসিবাক্যার্থসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ কিল জীবাত্মাঽবিদ্যাকর্ম্মবাসনাদ্যুপা-ধ্যবচ্ছেদাৎ বস্তুতোঽনবচ্ছিন্নোঽবচ্ছিন্নমিবাঽভিন্নোঽপি লোকেভ্যো ভিন্নমিবা-ত্মানমভিমন্যমানঃ স্বরূপাদন্যানপ্রাপ্তানর্চ্চিরাদীন্ লোকান্ গত্যাপ্নোতীতি যুজ্যতে। অদ্বৈততত্ত্বব্রহ্মসাক্ষাৎকারবতস্তু বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চাবভাসবিভ্রমস্য

[বরুণাদয়স্তু···ইতি] বরুণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বাধা জন্মায় না, অথবা কোনরূপ সাহায্য করে না, কিন্তু বাধা না দিয়া অনুগ্রাহক হয়, ইহা অবধারণ কর। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পদচিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, তাহারা আতিবাহিকী দেবতা, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে॥ ৪।৩।৬॥

"সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়" এই স্থানে সংশয় আছে। (এবার গন্তব্যের বিচার। গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, কি অপর ব্রহ্ম, তাহা অন্বেষণ করা যাউক)। সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়, সে ব্রহ্ম জন্মবান্ অপর ব্রহ্ম, (অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার অন্য নাম ব্রহ্মা।) কি মুখ্য ও অবিকৃত পরব্রহ্ম? এ সংশয়ের হেতু কি? সংশয়ের হেতু ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ও তাঁহাতে গতি হওয়ার

---

*অধুনা গন্তব্যং চিন্তয়তি। পরব্রহ্ম গন্তব্যমিতি পূর্ব্বপক্ষে মার্গস্য মুক্ত্যর্থতা স্যাৎ, কার্য্যব্রহ্মোক্তিপক্ষে ভোগার্থতেতি মনসিকৃত্য প্রথমং সিদ্ধান্তপক্ষমাহ। অমানবঃ পুরুষঃ কার্য্যং বিকারধর্ম্মোপেতং সগুণমেব ব্রহ্ম গময়তীতি বাদরিরাচার্য্য আহ। যতোঽস্যৈব কার্য্যব্রহ্মণ এব গতিরুপপদ্যতে, গুণপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। গতিঃ প্রাপ্তিঃ, গন্তব্যলাভ ইতি যাবৎ। কার্য্যং বিকারসম্বন্ধেন জন্মবান্ ব্রহ্মাপরনামা হিরণ্যগর্ভঃ।

অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়। এই ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম। কারণ, সগুণ ব্রহ্মেই গতিশ্রুতি সঙ্গতার্থ হয়। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

কুতং মুখ্যং ব্রহ্ম? ইতি। কুতঃ সংশয়ঃ। ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগাৎ গতিশ্রুতেশ্চ। তত্র কার্য্যমেব সগুণমপরং ব্রহ্ম নয়ত্যেতানমানবঃ পুরুষ ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ। অস্য গত্যুপপত্তেঃ। অস্য হি কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে, প্রদেশবত্ত্বাৎ। ন তু

ন গন্তব্যং, ন গতির্ন গময়িতারঃ, ইতি কিং কেন সঙ্গতম্। তস্মাদনিদর্শনং ন্যগ্রোধসংযোগবিভাগাঃ, ন্যগ্রোধবানরতদ্গতিতৎসংযোগবিভাগানাং মিথোভেদাৎ। ন চ তত্রাপি প্রাপ্তপ্রাপ্তিঃ। কর্ম্মজেন হি বিভাগেন নিরুদ্ধায়াং পূর্ব্বপ্রাপ্তাব প্রাপ্তস্যৈবোত্তরপ্রাপ্তেরুৎপত্তেঃ। এতদপি বস্তুতো বিচারাসহতয়া সর্ব্বমনির্ব্বচনীয়বিজৃম্ভিতমবিদ্যায়াঃ সমুৎপন্নাদ্বৈততত্ত্বসাক্ষাৎকারো ন বিদ্বানভিমন্যতে। বিদুষোঽপি দেহপাতাৎ পূর্ব্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য তথাভাসমাত্রেণ সাংসারিকধর্ম্মানুবৃত্তিরভ্যুপেয়তে, এবমালিঙ্গশরীরপাতাৎ বিদুষস্তদ্ধর্ম্মানুবৃত্তিঃ, তথা চাপ্রাপ্ত প্রাপ্তের্গত্যুপপত্তিস্তদ্দেশপ্রাপ্তৌ চ লিঙ্গদেহনিবৃত্তের্মুক্তিঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি চেৎ। ন। পরবিদ্যাবত উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্ত ইতি। যথা বিদ্যাব্রহ্ম প্রাপ্ত্যোঃ সমানকালতা শ্রূয়তে। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি' 'তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি' 'তৎ সর্ব্বমভবৎ' 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যাশ্রবণাৎ পরবিদ্যাবতো মুক্তিং প্রতি নোপায়ান্তরাপেক্ষেতি লক্ষ্যতেঽভিসন্ধিঃ শ্রুতেঃ। উপপন্নঞ্চৈতৎ। ন খলু ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমহং ব্রহ্মাস্মীতি পরিভাবনাভুবা জীবাত্মনো ব্রহ্ম ভাবসাক্ষাৎকারেণোন্মূলিতায়ামনবয়বেনাবিদ্যায়ামস্তি গন্তব্যগন্তৃবিভাগো বিদুষঃ, তদভাবে কথময়মর্চ্চিরাদিমার্গে প্রবর্ত্তেত। ন চ ছায়ামাত্রেণাপি সাংসারিকধর্ম্মানুবৃত্তিস্তত্র প্রবৃত্ত্যঙ্গং যাদৃচ্ছিকপ্রবৃত্তিঃ শ্রদ্ধাবিহীনস্য দৃষ্টার্থানি কর্ম্মাণি ফলন্তি ন ফলন্তি চ। অদৃষ্টার্থানান্তু ফলে কা কথেত্যুক্তং প্রথমসূত্রে। ন চার্চ্চিরাদিমার্গভাবনায়াঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থমবিদুষঃ প্রত্যুপদেশঃ। তথা চ কর্ম্মান্তরেষ্বিব নিত্যাদিষু তত্রাপি শ্রাদ্ধস্য প্রবৃত্তিরিতি সাম্প্রতম্। বিকল্পাসহত্বাৎ। কিমিয়ং পরবিদ্যানপেক্ষা পরব্রহ্ম প্রাপ্তিসাধনং তদপেক্ষা বা। ন তাবদনপেক্ষা 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ইতি পরব্রহ্মবিজ্ঞানাদন্যস্যাধ্বনঃ সাক্ষাৎ প্রতিষেধাৎ। পরবিদ্যাপেক্ষত্বে তু মার্গভাবনায়াঃ কিমিয়ং বিদ্যাকার্য্যে মার্গভাবনাসাহায়কমাচরত্যর্থ বিদ্যোৎপাদে। ন তাবদ্বিদ্যাকার্য্যে, তয়া সহ তস্য দ্বৈতাদ্বৈতগোচরতয়া

কথা। (ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্ম, এবং গতি হয় বা প্রাপ্ত হয় বলিলে পরিচ্ছিন্ন পদার্থই উপলব্ধিপথে আইসে। পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ বৃহৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ—ব্যাপক। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের প্রাপ্তই আছেন, সেজন্য ব্রহ্ম পাওয়ার কথা পরব্রহ্মপর নহে, কার্য্যব্রহ্মপর।) [তত্র…গন্তৃণাম্] এই স্থলে বাদরি আচার্য্য (ব্যাস) মনে করেন ও বলেন, অমানব পুরুষেরা গুণপরিচ্ছিন্ন অপর ব্রহ্মকেই পাওয়ায়। (অপর ব্রহ্ম=ব্রহ্মা), কেন-না, তিনিই গন্তব্য

পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্বাঽবকল্পতে, সর্ব্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৄণাম্॥ ৪।৩।৭॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৪।৩।৮॥*

"ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি" (বৃ ৬।২।১৫) ইতি শ্রুত্যন্তরে বিশেষিতত্বাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়ৈব গতিরিত্যবগম্যতে। ন হি বহুবচনেন বিশেষণং পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যবকল্পতে। কার্য্যে ত্ববস্থাভেদোপপত্তেঃ সম্ভবতি

মিথো বিরোধেন সহাসম্ভবাৎ। নাপি যজ্ঞাদিবদ্বিদ্যোৎপাদে সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বশ্রবণাৎ—এতান্ ব্রহ্ম গময়তীতি, যজ্ঞাদেস্তু বিবিদিষাসংযোগেন শ্রবণাদ্বিদ্যোৎপাদাঙ্গত্বম্। তস্মাদুপন্যস্তবহুশ্রুত্যনুরোধাদুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মশব্দোঽসম্ভবন্মুখ্যবৃত্তির্ব্রহ্মসামীপ্যাদপরব্রহ্মণি লক্ষণয়া নেতব্যঃ। তথা চ লোকেষ্বিতি বহুবচনোপপত্তেঃ কার্য্যব্রহ্মলোকস্য। পরস্য ত্বনবয়বতয়া তদ্দ্বারেণাপ্যনুপপত্তেঃ, লোকত্বঞ্চেলাবৃতাদিবৎ সন্নিবেশবিশেষবতি ভোগভূমৌ নিরূঢ়ং ন কথঞ্চিৎ যোগেন প্রকাশে ব্যাখ্যাতং ভবতি। তস্মাৎ সাধুদর্শী স ভগবান্ বাদরিরসাধুদর্শী জৈমিনিরিতি সিদ্ধম্। অপ্রামাণিকানাং বহুপ্রলাপাঃ সর্ব্বগতস্য দ্রব্যস্য গুণাঃ সর্ব্বগতা এব, চৈতন্যানন্দাদয়শ্চ গুণিনঃ পরমাত্মনো ভেদাভেদবন্তো গুণা ইত্যাদয়ো দূষণায়ানুভাষ্যমাণা অপ্যপ্রামাণিকত্বমাবহন্ত্যস্মাকমিত্যুপেক্ষিতাঃ। গ্রন্থযোজনা তু প্রতিপ্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৄণাম্। প্রতি প্রতি অঞ্চতি গচ্ছতীতি প্রত্যক্ প্রতিভাববৃত্তি ব্রহ্ম, তদাত্মত্বাদ্গন্তৄণাং জীবাত্মনামিতি॥ ৪।৩।৭॥

"গৌণী ত্বত্র" ইতি। যৌগিক্যপি হি যোগগুণাপেক্ষয়া গৌণ্যেব ॥৪।৩।৮॥

বা পাওয়ার যোগ্য। গতি বা প্রাপ্তি তাঁহাতেই উপপন্ন হয়। পরব্রহ্মে কি গন্তৃত্ব কি গন্তব্যত্ব কি গতি কিছুই উৎপন্ন হয় না, কারণ, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণ সর্ব্বগত ও গন্তার প্রত্যগাত্মা ॥৪।৩।৭॥

"ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল ব্রহ্মার (আয়ুঃপরিমিত কাল) বাস করে।" এই শ্রুতিতে যে বিশেষ উক্তি আছে, সেই বিশেষ উক্তির (বহুবচন, লোকশব্দ ও আধারার্থে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগের) দ্বারা স্থির হয়, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই প্রয়োজিত।

* বহুবচন-লোকশব্দ-সপ্তমীবিভক্তিভিরিতি বোধ্যম্। তেন তেন বিশেষণেন গন্তব্যাৎ পরস্মাৎ ব্যাবৃত্তমিতি।

বহুবচনের লোকশব্দের ও আধারার্থক সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, দেবযান পথের পথিকদিগের গন্তব্য বিকারবিশিষ্ট অপরব্রহ্ম; অবিকৃত পরব্রহ্ম নহে। পরব্রহ্ম পূর্ণ; সে কারণ তিনি গন্তব্য নহেন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য হয়। অসীম পদার্থ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রাপ্তই আছেন।

বহুবচনম্। লোকশ্রুতিরপি বিকারগোচরায়ামেব সন্নিবেশবিশিষ্টায়াং ভোগভূমাবাঞ্জসী, গৌণী ত্বন্যত্র "ব্রহ্মৈব লোক এষ সম্রাট্" ইত্যাদিষু। অধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশোঽপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি নাঞ্জসঃ স্যাৎ। তস্মাৎ কার্য্যবিষয়মেবেদং নয়নম্ ॥৪।৩।৮॥

নন্ু কার্য্যবিষয়েঽপি ব্রহ্মশব্দো নোপপদ্যতে, সমস্তস্য হি জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেতি প্রতিষ্ঠাপিতমিত্যত্রোচ্যতে—

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৪।৩।৯॥*

তুশব্দ আশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরব্রহ্মসামীপ্যাদপরস্য ব্রহ্মণস্তস্মিন্নপি ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগো ন বিরুধ্যতে। পরমেব হি

"বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধম্"ইতি। মনোময়ত্বাদয়ঃ কল্পনাঃ কার্য্যাঃ কার্য্যত্বাৎ। অবিশুদ্ধা অপি শ্রেয়োহেতুত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ ॥ ৪ । ৩ । ৯ ॥

পরব্রহ্ম বহুবচনে বিশেষিত হন না, কার্য্যব্রহ্মই অবস্থাভেদ অনুসারে বহুবচনে বিশেষিত হইতে পারেন। বিকারবিষয়েই লোকশব্দের মুখ্য প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাহা সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগভূমি (স্থান), তাহাই লোকশব্দের মুখ্যার্থ। "ব্রহ্মই লোক—" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে, ব্রহ্মে লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা গৌণী অর্থাৎ লক্ষণাক্রমে প্রয়োজিত। "সেখানে তাহারা বাস করে" এই যে অধিকরণের ও অধিকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ (ব্রহ্মলোক অধিকরণ, উপাসকেরা তাহাতে অধিকর্ত্তব্য। অধিকরণ অর্থাৎ বাসস্থান বা বাসের আধার। অধিকর্ত্তব্য অর্থাৎ বাসকারী), এ নির্দ্দেশও কার্য্যব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মে মুখ্যরূপে সঙ্গত হয় না। এই সকল হেতুতে উক্ত বাক্য (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় বা করায়, ইত্যাদি বাক্য) কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয় ॥ ৪ । ৩ । ৮ ॥

যদি কেহ বলেন, প্রশ্ন করেন, কার্য্যব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কি রূপে উপপন্ন হয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সমুদায় জগতের জন্মস্থিতিলয়ের মূলকারণ, ইহার প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র। হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হয় কি-না এই আশঙ্কা ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য অর্থাৎ "হয়" এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য সূত্রে তুশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মের অতি সমীপবর্ত্তী। সেই কারণে তাঁহাতে

* কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বেঽনাবৃত্তিফলশ্রবণমসমঞ্জসং স্যাদিতি শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ। পরব্রহ্মসামীপ্যাদপরস্মিন্ ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মের অতি সন্নিহিত, সেই কারণে লক্ষণাশক্তির দ্বারা তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের ব্যপদেশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভেব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য হয়।

ব্রহ্ম বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধং কচিৎ কৈশ্চিদ্বিকারধর্ম্মৈর্মনোময়ত্বাদিভিরুপাসনায়োপদিশ্যমানমপরমিতি স্থিতিঃ ॥ ৪ । ৩ । ৯ ॥

নন্থ কার্য্যপ্রাপ্তাবনাবৃত্তিশ্রবণং ন ঘটতে। ন হি পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽন্যত্র কচিৎ নিত্যতা সম্ভবতি। দর্শয়তি চ দেবযানেন পথা প্রস্থিতানামনাবৃত্তিম্ "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছা ৪।১৫।৬) ইতি। "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি" "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছা ৮।৬।৬) ইতি চেতি। অত্র ক্রমঃ—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধ্যানাৎ ॥৪।৩।১০॥*

কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রলয়প্রত্যুপস্থানে সতি তত্রৈবোৎপন্ন-

প্রতিসঙ্করো মহাপ্রলয়ঃ ॥ ৪ । ৩ । ১০ ॥

[প্রতিসঙ্করো মহাপ্রলয়ঃ, তস্মিন্ প্রাপ্তে পরস্য হিরণ্যগর্ভস্যান্তে সমষ্টিলিঙ্গ-

ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ নহে। (যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে গঙ্গাবাসী বলা যায়, সেইরূপ) পরব্রহ্মই কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ উপাধি সম্পর্ক অনুসারে উপাধিগত কোন কোন ধর্ম্মের দ্বারা উপাসনার্থ অর্থাৎ তিনি মনোময় ও দীপ্তরূপী, ইত্যাদি প্রকারে উপাসিত হউন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বা মর্ম্মকথা। [নন্থ… ক্রমঃ] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাসক যদি কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনাবৃত্তি ফল ঘটে কৈ? পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুরই ত নিত্যতা নাই? অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবযান পথে প্রস্থিতদিগের অনাবৃত্তি হয় অর্থাৎ তাহারা আর জন্মগ্রহণ করে না। যাহা পরম মোক্ষ, তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মনিত্যতা লাভ করে। যথা—"দেবযান পথের পথিকেরা পুনর্ব্বার এই মনুষ্য সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে নিপতিত হন না। অর্থাৎ আর তাঁহাদের কোনরূপ জন্ম হয় না।" "তাঁহাদের আর ইহলোকে আসিতে হয় না।" "তাঁহারা মূর্দ্ধন্যনাড়ী-পথে নিষ্ক্রান্ত হন, হইয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করতঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অর্থাৎ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কথনার্থ সূত্র—॥ ৪ । ৩ । ৯ ॥

কার্য্যব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোকের প্রলয় (বিনাশ) কাল আগত

* কার্য্যব্রহ্মলোকস্য অত্যয়ে প্রলয়কাল আগত ইতি যাবৎ, তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহ তে সর্ব্বে ব্রহ্মলোকবাসিনস্তত্রৈবোৎপন্নজ্ঞানদর্শনাঃ ততঃ পরং শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যন্ত ইতি শ্রুতের্ব্বাক্যান্নির্ণীয়তে।

কার্য্যব্রহ্ম ব্রহ্মার অবসানকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত এক সঙ্গে সমুদায় ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন।

সম্যগ্দর্শিনাঃ সন্তস্তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ব্ভেণ সহাতঃ পরং পরিশুদ্ধং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। ইত্থং ক্রমমুক্তি-রনাবৃত্ত্যাদিশ্রুত্যভিধানেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যা। ন হ্যঞ্জসৈব গতি-পূর্ব্বিকা পরপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্॥ ৪। ৩। ১০॥

স্মৃতেশ্চ ॥৪।৩।১১॥*

স্মৃতিরপ্যেতমর্থমনুজানাতি—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" ইতি।

তস্মাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রূয়ত ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥৪।৩।১১॥

কং পুনঃ পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যায়ং সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ "কার্য্যং

শরীররূপবিকারাবসানে ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ কৃতাত্মানঃ শুদ্ধধিয়স্তত্রোৎপন্ন-সম্যগ্ধিয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা মুচ্যমানেন সহ পরং পদং প্রবিশন্তীতি যোজনা। এবং সিদ্ধান্তমুক্ত্বা তেন নিরুক্তপূর্ব্বপক্ষমাহ—কং পুনরিত্যাদিনা ॥ ৪ । ৩ । ১০ ॥

ইতি রত্নপ্রভা।]

পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলবানিতি যথার্থক্রমং পঠ্যন্তে সূত্রাণি। স এতান্ ব্রহ্ম

হইলে সমুৎপন্নব্রহ্মজ্ঞান তল্লোকবাসীরা আপনাদের অধিপতির (হিরণ্যগর্ভের) সহিত বিষ্ণুর বিশুদ্ধ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি, এইরূপ ক্রমমুক্তি অনাবৃত্ত্যাদি শ্রুতির সামর্থ্যে অবশ্য স্বীকার্য্য। সাধক ঐরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অন্য কোনরূপে নহে। মুখ্যরূপে গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি সম্ভবে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥৪।৩।১০॥

স্মৃতিও ঐ অর্থ অনুমোদন করিয়াছেন। যথা—"প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ মহা-প্রলয় উপস্থিত (ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিসমাপ্ত) হইলে পরমেষ্ঠীর অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভের অন্ত অর্থাৎ অবসান (বিনাশ) হয়। তৎপরে সেই বিকারী ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) সহিত কৃতাত্মা অর্থাৎ লব্ধব্রহ্মজ্ঞান সমুদায় তল্লোকবাসী বিষ্ণুর পরম পদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়।" স্মৃতির এই তাৎপর্য্য দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়েই পর্য্যবসিত ॥৪।৩।১১॥

[কং···দর্শ্যতে] এই স্থানে হয়ত সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সূত্রকর্ত্তা

* স্মৃতিপ্রামাণ্যাদপি গন্তব্যস্য কার্য্যত্বম্।
। গন্তার পথিকদিগের গন্তব্য ব্রহ্ম যে সগুণ ব্রহ্ম, তাহা স্মৃতিতেও কথিত আছে।

বাদরিঃ" (ব্র° সূ° ৪।৩।৭) ইত্যাদিনেতি। স ইদানীং সূত্রেণৈবোপপ্রদর্শ্যতে—

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥৪।৩।১২॥*

জৈমিনিস্তু আচার্য্যঃ "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রাপয়তীতি মন্যতে। কুতঃ? মুখ্যত্বাৎ। পরং হি

গময়তীতি বিচিকিৎস্যতে। কিং পরং ব্রহ্ম গময়ত্যাহোস্বিৎ অপরং কার্য্যং ব্রহ্মেতি ॥ ৪ । ৩ । ১১ ॥

"মুখ্যত্বাদমৃতং প্রাপ্তেঃ পরপ্রকরণাদপি।
গন্তব্যং জৈমিনির্মেনে পরমেবাচ্চিরাদিনা ॥"

ব্রহ্ম গময়তীত্যত্র হি নপুংসকব্রহ্মপদং পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি নিরূঢ়ত্বাদনপেক্ষতয়া মুখ্যমিতি সতি সম্ভবে ন কার্য্যে ব্রহ্মণি গুণকল্পনয়া ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। অপি চামৃতত্বফলাবাপ্তির্ন কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তৌ যুজ্যতে। তস্য কার্য্যত্বেন মরণধর্ম্মবত্বাৎ। কিঞ্চ, তত্র তত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রকৃত্য প্রজাপতিসদ্মপ্রতিপত্ত্যাদয়শ্চ উচ্যমানা নাপরব্রহ্মবিষয়া ভবিতুমর্হন্তি, প্রকরণবিরোধাৎ। ন চ পরস্মিন্ সর্ব্বগতে গতির্নোপপদ্যতে, প্রাপ্তত্বাদিতি যুক্তম্। প্রাপ্তেঽপি হি প্রাপ্তিফলা গতিদৃশ্যতে। যথৈকস্মিন্ ন্যগ্রোধপাদপে মূলাদগ্রমগ্রাচ্চ মূলং গচ্ছতঃ শাখামৃগস্যৈকেনৈব ন্যগ্রোধপাদপেন নিরন্তরং সংযোগবিভাগা ভবন্তি। ন চৈতে তদবয়ববিষয়াঃ, ন তু ন্যগ্রোধবিষয়া ইতি সাম্প্রতং, তথা সতি ন শাখামৃগো ন্যগ্রোধেন যুজ্যতে, ন্যগ্রোধাবয়বস্য তদবয়বযোগাৎ, এবং দৃশ্যমানানামপি তদবয়বানাং না যোগস্তদবয়বযোগাৎ। তদনেন ক্রমেণ তদবয়বেষু পরমাণুষু ব্যবতিষ্ঠতে তে চাতীন্দ্রিয়া ইতি কস্মিন্ নামায়মনুভবপদ্ধতিমধ্যাস্তাং সংযোগতপস্বী। তস্মাদকামেনাপ্যনুভবানুরোধেন প্রাপ্ত এব প্রাপ্তিফলস্তাবগতিরেষিতব্যা। তৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তমপি প্রাপ্তিফলায়াবগতের্গোচরো ভবিষ্যতি। ব্রহ্মলোকেষ্বিতি চ বহুবচনমেকস্মিন্নপি প্রয়োগসাধুতামাত্রেণ গময়িতব্যম্। লোকশব্দশ্চালোকনে প্রকাশে বর্ত্তয়িতব্যো ন তু সন্নিবেশবতি দেশবিশেষে। তস্মাৎ পরব্রহ্ম-

ব্যাস কোন্ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি সূত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন? (পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কা না থাকিলে বিচার উঠে না। সিদ্ধান্ত স্থাপনও হয় না।) ঐ জিজ্ঞাসা যেন হইবেই হইবে, এইরূপ অবধারণ করিয়া সূত্রকার সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন।

জৈমিনি মুনির পক্ষ স্বতন্ত্রপ্রকার, এবং তাহাই পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কার কারণ। কাজেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম পাওয়ায়, তাহা পরব্রহ্ম। কারণ, পরব্রহ্মই মুখ্যব্রহ্ম। পরব্রহ্মই

* অমানবঃ পুরুষঃ পরমেব ব্রহ্ম গময়তীতি জৈমিনির্মন্যতে। পরমেব হি মুখ্যং ব্রহ্ম।
জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা দেবযান প্রস্থিত উপাসকদিগকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায় এবং পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ।

ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনং গৌণমপরম্। মুখ্যগৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি ॥ ৪ । ৩ । ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥৪।৩।১৩॥*

"তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছা ৮।৮।৬ ; কঠ৬।১৬) ইতি চ গতিপূর্ব্বকমমৃতত্বং দর্শয়তি। অমৃতত্বঞ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে, ন কার্য্যে, বিনাশিত্বাৎ কার্য্যস্য। "অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্" (ছা ৭।২৪।১) ইতি বচনাৎ পরব্রহ্মবিষয়ৈব চৈষা

প্রাপ্ত্যর্থো গত্যুপদেশসামর্থ্যাদয়মর্থো ভবতি। যথা বিদ্যাকর্ম্মবশাদর্চ্চিরাদিনা গতস্য সত্যলোকমতিক্রম্য পরং জগৎকারণং ব্রহ্মলোকমালোকং স্বয়ম্প্রকাশকমিতি যাবৎ প্রাপ্তস্য তত্রৈব লিঙ্গং প্রলীয়তে, ন তু গতিমেবম্ভূতাং বিনা লিঙ্গপ্রবিলয় ইতি। অতএব শ্রুতিঃ 'পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।' তদনেনাভিসন্ধিনা পরং ব্রহ্ম গময়ত্যমানব ইতি মেনে জৈমিনিরাচার্য্যঃ ॥৪।৩।১২॥

তত্ত্বদর্শী তু বাদরির্দ্দর্শ—

[দহরবিদ্যায়াং কঠবল্লীষু পরব্রহ্মপ্রকরণে চ তয়োর্দ্ধমায়ন্নিতি গতির্দর্শিতা ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৪ । ৩ । ১৩ ॥]

ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অবলম্বন। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায়, অপর ব্রহ্ম গৌণ। অর্থাৎ সন্নিধানলক্ষণায় হিরণ্যগর্ভেও ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সে জন্য তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু গৌণ। মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের সংশয় হইলে মুখ্যার্থই গৃহীত হয়। অভিধা-শক্তির দ্বারা † মুখ্যার্থই বুদ্ধিস্থ হয়, মুখ্যার্থ সঙ্গত না হইলে কার্যেই গৌণার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ৪ । ৩ । ১২ ॥

"ব্রহ্মোপাসক সুষুম্নানাড়ীরন্ধ্রে নির্গত হন, হইয়া অমৃতত্বলাভ করেন" এই শ্রুতি গতিপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ হয় বলিতেছেন। অমরত্ব পরব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। কারণ, কার্য্যব্রহ্ম বিনাশী—প্রকৃত অমর নহে। মুখ্যব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই বিনাশী—তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও মরণশীল।" যে গতি বিচারিত হইতেছে, সে গতি পরব্রহ্মবিষয়িণী। কঠবল্লীতেও পরব্রহ্মবিষয়িণী গতি পঠিত হইয়াছে। কঠবল্লীতে বিদ্যান্তরের প্রকরণ নাই, তাহা পরব্রহ্মেরই প্রকরণ। কঠবল্লীতে "যাহা ধর্ম্মের অন্য, অধর্ম্মের

---

* দর্শনং শ্রৌতবিজ্ঞানং তস্মাদপি। তস্মিন্নর্থে শ্রৌতবিজ্ঞানমপ্যস্তীত্যর্থঃ।—

শ্রুতি "অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়" এই কথা বলিয়া ঐ অর্থেরই প্রাকৃতা দেখাইয়াছেন।

† "শব্দোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎ প্রতীয়তে, তস্য শব্দস্য যা শক্তিঃ সাঽভিধা পরিকীর্ত্তিতা।" শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র যে অর্থ প্রতীত করায়, সেই অর্থ অভিধামূলক ও মুখ্য।

গতিঃ কঠবল্লীষু পঠ্যতে। ন হি তত্র বিদ্যান্তরপ্রক্রমোঽস্তি "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" (ক ২।১৪) ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রক্রান্তত্বাৎ ॥ ৪ । ২ । ১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥৪।৩।১৪॥ *

অপি চ "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ছা ৮।১৪।১) ইতি নায়ং কার্য্যবিষয়ঃ প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ। "নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" (ছা ৮।১৪।১) ইতি কার্য্যবিলক্ষণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ, "যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্" (ছা ৮।১৪।১) ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বেনোপক্রমাৎ, "ন তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" (শ্বে ৪।১৯) ইতি চ পরস্যৈব ব্রহ্মণো

প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ—প্রতিপত্তির্গতিঃ　পদের্গত্যর্থত্বাদভিসন্ধিস্তাৎপর্য্যম্। যস্য

অন্য—" ইত্যাদি ক্রমে পরব্রহ্মই প্রক্রান্ত হইয়াছেন। (কাযেই বলিতে হয়, 'ব্রহ্ম পাওয়ায়' অর্থ পরব্রহ্ম পাওয়ায়) ॥ ৪ । ৩ । ১৩ ॥

উপাসকের মরণকালীন "আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম" এই যে শ্রুত্যুক্ত সংকল্প, এ সংকল্প কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক (প্রজাপতি, সভা ও বেশ্মশব্দ থাকায়)। সেজন্য গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। ঐ সংকল্প বা ঐ অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে; উহাও পরব্রহ্মবিষয়ক। কারণ, "তিনি নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী তাহা ব্রহ্ম।" শ্রুতিতে এবং ক্রমে যে কার্য্যবিলক্ষণ ব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে, উক্ত গতি শ্রুতি সেই প্রস্তাবের অন্তর্গত। অতএব, পরব্রহ্মের, প্রকরণে পরিপঠিত গতি-শ্রুতি, সুতরাং উহা পরব্রহ্মবিষয়িণী। ঐ প্রস্তাবের উপক্রমেও "আমি ব্রাহ্মণদিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি। ক্ষত্রিয়দিগের 'ও বৈশ্যদিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি" এইরূপ কথা আছে। সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম উক্ত প্রস্তাবে উপক্রান্ত হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে, ঐ প্রকরণ পরমাত্মারই প্রকরণ। (পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা তুল্য কথা) এবং তৎপ্রকরণোক্ত গন্তব্য ব্রহ্মও পরব্রহ্ম। যশঃ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়, এ কথা "যাঁহার অন্য নাম মহদ্‌যশঃ, তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই।" এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। (ফলিতার্থ—উপাসকের প্রদর্শিত প্রকারের মরণকালীন সঙ্কল্প পরব্রহ্মবিষয়ক, অপরব্রহ্মবিষয়ক নহে।)

---

* উপাসকস্য মরণকালে যা প্রতীপত্ত্যভিসন্ধিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসংকল্পঃ সা কার্য্যে ব্রহ্মণি ন সম্ভবতীত্যতস্মাদপি কারণাৎ গন্তব্যব্রহ্মণঃ পরত্বম্। সা ন কার্য্যব্রহ্মবিষয়েতি ভাবঃ।

"আমি প্রজাপতির সভাগৃহে যাইতেছি" এই জ্ঞান বা এ অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে। পরব্রহ্ম বিষয়েই ঐ অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

যশোনামত্বপ্রসিদ্ধেঃ। সা চেয়ং বেশ্ম-প্রতিপত্তির্গতিপূর্ব্বিকা, যা হার্দ্দবিদ্যায়ামুদিতা "তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্" (ছা ৮।৫।৩) ইত্যত্র। পদেরপি চ গত্যর্থত্বান্মার্গাপেক্ষতা-বসীয়তে। তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতিশ্রুতয় ইতি পক্ষান্তরম্। তাবেতৌ দ্বৌ পক্ষাবাচার্য্যেণ সূত্রিতৌ। গত্যুপপত্ত্যাদিভিরেকঃ, মুখ্যত্বাদিভিরপরঃ। তত্র গত্যুপপত্ত্যাদয়ঃ প্রভবন্তি মুখ্যত্বাদীনা-ভাসয়িতুং, ন তু মুখ্যত্বাদয়ো গত্যুপপত্ত্যাদীন্—ইত্যাদ্য এব সিদ্ধান্তো ব্যাখ্যাতঃ। দ্বিতীয়স্তু পূর্ব্বপক্ষঃ। ন হ্যসত্যপি সম্ভবে মুখ্যস্যৈবার্থস্য গ্রহণমিতি কশ্চিদাজ্ঞাপয়িতা বিদ্যতে। পরবিদ্যাপ্রকরণেঽপি চ তৎস্তুত্যর্থং বিদ্যান্তরাশ্রয়গত্যনুকীর্ত্তনমুপপদ্যতে "বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎ-ক্রমণে ভবন্তি" (ছা ৮।৬।৬) ইতিবৎ। "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম

ব্রহ্মণো নামাভিধানং যশ ইতি। "পূর্ব্বাবাক্যবিচ্ছেদেন" ইতি। শ্রুতিবাক্যো বলীয়সী প্রকরণাৎ। "সগুণেঽপি ব্রহ্মণি" ইতি। প্রশংসার্থমিত্যর্থঃ।

প্রোক্ত সঙ্কল্পবাক্যে গতিপূর্ব্বক ব্রহ্মবেশ্মপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, আবার উহাই হার্দ্দবিদ্যায় (হৃদপদ্মস্থব্রহ্মোপাসনা প্রস্তাবে) "সেই ব্রহ্মার লোক অজ্ঞানীর অপরাজেয় (অপ্রাপ্য) পুরী—যাহা প্রভু ব্রহ্মার নির্ম্মিত—তত্রস্থ হিরণ্ময় গৃহ—তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয়" এবং ক্রমে অনূদিত হইয়াছে। অপিচ, শ্রুতি বলিয়াছেন :"প্রপদ্যে"—অর্থাৎ প্রজাপতির গৃহপ্রাপ্ত হই, এই পদ-ধাতুর অর্থ গতি বা যাওয়া, এ স্থলে গৃহে যাওয়া। সুতরাং তাহা পথসাপেক্ষ। সে হেতুতেও স্থির হয়, ঐ ব্রহ্মবিষয়িণী গতিশ্রুতি পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। [তাবেতৌ···পক্ষঃ] গন্তব্য ব্রহ্মবিষয়ে এইরূপ পক্ষদ্বয় দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ (যাহা সিদ্ধান্ত) বাদরি মুনির অর্থাৎ ব্যাসের অভিমত এবং পরোক্ত পক্ষ জৈমিনি মুনির সম্মত। পরন্তু আচার্য্য ব্যাস উভয়পক্ষই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এক পক্ষের অবলম্বন গতির উপপত্তি এবং অপর পক্ষের অব-লম্বন ব্রহ্মশব্দের মুখ্যতা। বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যায়—"গতির উপপত্তি" এই হেতুটী মুখ্যত্ব হেতুকে আভাসীকৃত করিতে পারে, কিন্তু মুখ্যত্ব হেতুটী গতির উপপত্তিকে আভাসীকৃত করিতে পারে না। (ফলি-তার্থ—গতিশ্রুতির উপপত্তি (সঙ্গত হওয়া) ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ ভঙ্গ করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ গতিশ্রুতির যুক্ততা নষ্ট করিতে পারে না) সেই জন্যই আদ্যপক্ষ সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয়পক্ষ (জৈমিনির পক্ষ) পূর্ব্ব-পক্ষ। [ন হ্যসতি···শ্রুতয়ঃ] সম্ভব নাই, অথচ মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, কে এরূপ আজ্ঞা দিতে পারে? ঐরূপ আজ্ঞার দাতা নাই। যদিও উহা

প্রতিপদ্যে" (ছা ৮।১৪।১) ইতি তু পূর্ব্ববাক্যবিচ্ছেদেন কার্য্যেহপি প্রতিপত্ত্যভিসন্ধির্ন বিরুধ্যতে। সগুণেহপি চ ব্রহ্মণি সর্ব্বাত্মত্বসংকীর্ত্তনং "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদিবদবকল্পতে। তস্মাদপরবিষয়া এব গতিশ্রুতয়ঃ।

কেচিৎ পুনঃ পূর্ব্বাণি পূর্ব্বপক্ষসূত্রাণি ভবন্ত্যুত্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্রাণীত্যেতাং ব্যবস্থামনুরুধ্যমানাঃ পরবিষয়া এব গতিশ্রুতীঃ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। তদনুপপন্নম্। গন্তব্যত্বানুপপত্তের্ব্রহ্মণঃ। যৎ "সর্ব্বগতং সর্ব্বান্তরং সর্ব্বাত্মকঞ্চ পরং ব্রহ্ম" "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম" (বৃ ৩।৪।১) "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃ ৩।৪।১) "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" (ছা ৭।২৫।২) "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্" (মু ২।২।১১) ইত্যাদিশ্রুতিনির্দ্ধারিতবিশেষং, তস্য গন্তব্যতা ন

পরাবিদ্যাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহাকে পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অভিহিত বলিলে দোষ কি? পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অপরা বিদ্যার আশ্রয় লওয়া ও গতি উপদেশ করা অনুপপন্ন নহে। যেমন পরা বিদ্যার প্রস্তাবে উৎক্রমণের নিমিত্ত অন্যান্য নাড়ী থাকা কথিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও পরব্রহ্মপ্রস্তাবে অপরব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। "প্রজাপতির সভা-গৃহ পাই—" এ বাক্যকে পূর্ব্ববাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। (পূর্ব্ব-বাক্য ও এ বাক্য এক নহে, কিন্তু পৃথক্। পূর্ব-বাক্য পরব্রহ্মপ্রতিপাদক এবং এ বাক্য অপরব্রহ্মবোধক, এরূপ স্থির করিবেন) করিলে সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সংকল্প বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে না। সগুণ ব্রহ্মে সার্ব্বাত্ম্য কীর্ত্তন সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বকাম ইত্যাদির ন্যায় যোজনীয়। অর্থাৎ সগুণ পদার্থেও ঐ ঐ ঔপচারিক প্রয়োগ হইতে পারে, হইলে তাহা অশাস্ত্রীয় হয় না। অতএব, ঐ গতিশ্রুতি যে, অপরব্রহ্ম-বিষয়িণী, সে পক্ষে আর সংশয় নাই।

[কেচিৎ…লোকে] এই স্থলে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, প্রথমোক্ত পক্ষই পূর্ব্বপক্ষ এবং শেষোক্ত পক্ষই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা শেষোক্ত পক্ষের সিদ্ধান্ত-ভাব রক্ষার নিমিত্ত প্রোক্ত গতিশ্রুতিকে পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, পরব্রহ্মের গন্তব্যতা নিতান্ত অনুপপন্ন (অযুক্ত)। যিনি "যাহা সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর, সর্ব্বাত্মক, তাহাই পরব্রহ্ম।" "তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন জ্ঞেয়, তাহা ব্রহ্ম।" "যে আত্মা সমুদয় প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান।" "এ সমস্তই আত্মা" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম ও বরিষ্ঠ।" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন মুখ্যরূপে, তাঁহার গন্তব্যতা উপপন্ন হয়

কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন হি গতমেব গম্যতে। অন্যো-হ্যন্যদ্গচ্ছতীতি প্রসিদ্ধং লোকে। নমু লোকে গতস্যাপি গন্তব্যতা দেশান্তরবিশিষ্টস্য দৃষ্টা। যথা পৃথিবীস্থ এব পৃথিবীং দেশান্তরদ্বারেণ গচ্ছতি, তথাঽনন্যত্বেঽপি বালস্য কালান্তরবিশিষ্টং বার্দ্ধক্যং স্বাত্মভূতমেব গন্তব্যং দৃষ্টম্। তদ্বৎ ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্ত্যুপেতত্বাৎ কথঞ্চিৎ গন্তব্যতা স্যাদিতি। ন, প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বে ৬। ১৯) "অস্থূলমনণ্বহ্রস্ব-মজমদীর্ঘম্" "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" (মু ২। ১। ২)

চোদয়তি—"নমু লোকে গতস্যাঽপি গন্তব্যতা দেশান্তরবিশিষ্টস্য"ইতি। ন্যগ্রোধবানরদৃষ্টান্ত উপপাদিতঃ। পরিহরতি—"ন প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাদ্-ব্রহ্মণঃ"ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—যথা তথা ন্যগ্রোধাবয়বী পরিণামবানুপজনাপায-ধর্ম্মভিঃ কর্ম্মজৈঃ সংযোগবিভাগৈঃ স যুজ্যতাময়ং পুনঃ পরমাত্মা নিরস্তনিখিল-ভেদপ্রপঞ্চঃ কূটস্থনিত্যো ন ন্যগ্রোধবৎ সংযোগবিভাগভাগ্ ভবিতুমর্হতি।

না। যাহা যাওয়া আছে, পাওয়া আছে, তাহা আবার পাইব কি, যাইবই বা কোথায়? যাওয়া ও পাওয়া কি? যাওয়া ও পাওয়া ভেদানুবিদ্ধ অর্থাৎ এক একত্র হইতে অন্যত্র যায় ও এক অন্য এক'কে পায়। উক্ত প্রকারের যাওয়া ও পাওয়া লোকবিদিত; সুতরাং পরিপূর্ণস্বভাব অদ্বয় ব্রহ্মে যাওয়া ও পাওয়া উভয়ই বিরুদ্ধ। [নমু · ব্রহ্মণঃ] যদি বল, লোকমধ্যে দেশান্তর-বিশিষ্টতা অনুসারে গতেরও গন্তব্যতা বা প্রাপ্তেরও প্রাপ্তব্যতা দৃষ্ট হয়, যেমন পৃথিবীস্থ ব্যক্তি দেশান্তর দ্বারা পৃথিবীতেই গমন করে, পৃথিবীকেই পায়, বালক যেমন কালান্তরবিশিষ্ট বার্দ্ধক্যে গমন করে বা বার্দ্ধক্য পায়, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও কোন এক প্রকারে গন্তব্য হইতে পারেন। (পৃথিবীতে যাওয়াই আছে, পৃথিবীকে পাওয়াই আছে, সেভাবে পৃথিবী গত ও প্রাপ্ত; কিন্তু এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ, এ ভাবে পৃথিবীর সেই সেই অংশ গন্তব্য ও প্রাপ্তব্য। যে বালক, সে-ই বৃদ্ধ, সুতরাং বাল্য ও বার্দ্ধক্য স্বাত্মভূত, এ ভাবে বার্দ্ধক্য গন্তব্যও নহে, প্রাপ্তব্যও নহে। কিন্তু কালান্তরে প্রকটতাপ্রাপ্ত হয়, সে ভাবে বার্দ্ধক্য গন্তব্যও বটে, প্রাপ্তব্যও বটে।) ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। অর্থাৎ প্রদেশের ও বার্দ্ধক্যের গন্তব্যতা আছে দেখিয়া তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের গন্তব্যতা নির্ণয় করিতে পার না। কারণ, ব্রহ্ম প্রদেশাদি পরিহীন। যত প্রকার বিশেষ বা প্রভেদ উল্লেখ করিবে, সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ। [নিষ্কলং···গন্তব্যতা] 'ব্রহ্ম নিষ্কল (তাঁহার অংশ বা

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" (বৃ ৪।৪।২৫) "স এষ নেতি নেতি" (বৃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিন্যায়েভ্যো ন দেশকালাদিবিশেষযোগঃ পরমাত্মনঃ কল্পয়িতুং শক্যতে, যেন ভূপ্রদেশ-বয়োঽবস্থান্যায়েনাস্য গন্তব্যতা স্যাৎ। ভূ-বয়সোস্তু প্রদেশাবস্থাদিবিশেষযোগাদুপপদ্যতে দেশকালবিশিষ্টা গন্তব্যতা। জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্বশ্রুতেরনেকশক্তিত্বং ব্রহ্মণ ইতি চেৎ। ন। বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনামনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামপি সমানমনন্যার্থত্বমিতি চেৎ, ন, তাসামেকত্ব-

কাল্পনিকসংযোগবিভাগস্তু কাল্পনিকস্যৈব কার্য্যব্রহ্মলোকস্যোপপদ্যতে, ন পরস্য। শঙ্কতে—"জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্বশ্রুতেঃ" ইতি। ন হ্যুৎপত্ত্যাদিহেতুভাবোঽপরিণামিনঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ পরিণামীতি। তথা চ ভাবিকমস্যোপপদ্যতে গন্তব্যত্বমিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি—"ন বিশেষনিরাকরণ শ্রুতীনাম্" ইতি। বিশেষ-

প্রদেশ নাই), নিষ্ক্রিয় (চলন বা গতি নাই), শান্ত, অনিন্দিত, নির্লেপ।" "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন।" "বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি, যে হেতু তিনি নিত্য—জন্মবান্ নহেন।" "তিনি মহান্, জন্মবর্জ্জিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও নিরতিশয় বৃহৎ-অর্থাৎ পূর্ণ।" "ইহা নহে ইহা নহে, এইরূপে জ্ঞেয় অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ।" এইরূপ এইরূপ শ্রুতি, তন্মূলা স্মৃতি ও তদনুকূলা যুক্তি বিদ্যমানে ব্রহ্মের প্রদেশ, অবস্থা, কালকৃতবিশেষ, কি অন্য কোনরূপ প্রভেদ থাকা কল্পনা করিতেও পারিবে না। সুতরাং তাঁহার ভূপ্রদেশ, বয়স ও অবস্থার অনুরূপ গন্তব্যতা আছে বলিতেও পারিবে না। পৃথিবী ও বয়স এ দুএর প্রদেশ ও অবস্থাবিশেষ থাকায় তদ্বিশিষ্ট গন্তব্যতা মান্য করিতে পার, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা পার না। [জগদুৎপত্তি···মর্হতি] ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তির, স্থিতির ও প্রলয়ের কারণ, এইরূপ শ্রুতি থাকায় তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মের নানা-শক্তির যোগ আছে বলিবে, তাহাও পারিবে না। কারণ, ব্রহ্মে কোনরূপ বিশেষ নাই, এতদর্থপ্রতিপাদক নিষেধ শ্রুতি সকল অনন্যার্থ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অর্থেই প্রমাণ। (উৎপত্তি শ্রুতি সকল স্বার্থে প্রমাণ নহে।) উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-বোধিনী শ্রুতি স্বার্থে প্রমাণ, এ কথা বলিতে বা স্বীকার করিতে সমর্থ নহ। ঐ সকল শ্রুতির কারণের একত্ব প্রতিপাদন অর্থেই তাৎপর্য্য, উৎপত্ত্যাদি অর্থে তাৎপর্য্য নহে। যে শাস্ত্র মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া ব্রহ্মাদ্বয়ের সত্যতা ও বিকারের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, সে শাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্বপর ব্যতীত উৎপত্ত্যাদিপর হইতে পারে না। ("যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" এই ন্যায় বা নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি-শ্রুতি অনন্যপরতাবিধায় স্বার্থে

প্রতিপাদনপরত্বাৎ। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈর্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বং বিকারস্য চানৃতত্বং প্রতিপাদয়চ্ছাস্ত্রং নোৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ পুনরুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং বিশেষনিরাকরণশ্রুতিশেষত্বং, ন পুনরিতরশেষত্বমিতরাসামিতি। উচ্যতে। বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থত্বাৎ। ন হ্যাত্মন একত্বনিত্যত্বশুদ্ধত্বাদ্যবগতৌ সত্যাং ভূয়ঃ কচিদাকাঙ্ক্ষোপজায়তে পুরুষার্থসমাপ্তিবুদ্ধ্যুৎপত্তেঃ, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈ ৭) "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃ ৪।২।৪) "বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" "এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং, কিমহং পাপমকরবম্" (তৈ ২।৯।১) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথৈব চ বিদুষাং তুষ্ট্যনুভবাদিদর্শনাৎ বিকারানৃতাভিসন্ধ্যপবাদাচ্চ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি। ততো

নিরাকরণং সমস্তশোকাদিদুঃখশমনতয়া পুরুষার্থফলবৎ, অফলং তূৎপত্ত্যাদি-বিধানম্। তস্মাৎ ফলবতঃ সন্নিধাবাম্নায়মানং তদর্থমেবোচ্যতে ইত্যুপপত্তিঃ।

অপ্রমাণ বলিয়া স্থির আছে)। [কস্মাৎ শ্রুতিভ্যঃ] উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি বিশেষ নিরাকরণশ্রুতির উপকারকমাত্র, এ কথাই বা বলি কেন? তাহা বলিতেছি। বিশেষনিবারিণী শ্রুতি নিরাকাঙ্ক্ষ—অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতির অর্থ অবগতিগোচরে আসিলে শ্রোতার কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, আপনার অদ্বয়ত্ব, নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে পুরুষার্থ-বুদ্ধি সমাপ্ত হয়, সুতরাং তখন আর কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। (আর কিছু বিজ্ঞেয় থাকে না—কোনও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে না।) "একত্বদর্শীর তখন শোকই বা কি? মোহই বা কি?" "হে জনক, তুমি অভয়প্রাপ্ত হইয়াছ।" "ব্রহ্মজ্ঞানী কোনও কিছু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।" (অন্য কিছুর বোধ থাকিলে ত তাহা হইতে ভয় হইবে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, সেইজন্য জ্ঞানী নির্ভয়) "আমি কেন সৎ-কর্ম্ম করিলাম না, কেন অসৎকর্ম্ম করিলাম, এ চিন্তা জ্ঞানীকে তাপিত করে না।" ইত্যাদি শ্রুতি শ্রোতার প্রমাণ (আপনার ব্রহ্মাত্মবোধ) উৎপাদন করিলে তাহার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে না। [তথৈব চ ব্রহ্মণঃ] যাঁহারা জ্ঞানী—তাঁহাদিগকে ঐ পর্য্যন্ত জানিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে দেখা যায় এবং শাস্ত্রকে বিকারের মিথ্যাত্ব ও মিথ্যাবিকারে অভিসন্ধিমানের নিন্দা করিতে দেখা যায়। যথা—"সে মৃত্যুর বশ্যতাপন্ন হয়—যে ব্রহ্মে নানা অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।" অতএব, যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের বিশেষ (নানাভাব)

ন বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনামঙ্গশেষত্বমবগন্তুং শক্যম্। নৈবমুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থত্বপ্রতিপাদনসামর্থ্যমস্তি, প্রত্যক্ষন্তু তাসামন্যার্থত্বং সমনুগম্যতে। তথা হি "তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানাহি নেদমমূলং ভবিষ্যতি" (ছা ৬।৮।৩) ইত্যুপন্যস্যোদর্কে সত এবৈকস্য জগন্মূলস্য বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" (তৈ ৩।১।১) ইতি চ। এবমুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামৈকাত্ম্যাবগমপরত্বাৎ ? নানেকশক্তিযোগো ব্রহ্মণঃ, অতশ্চ গন্তব্যত্বানুপপত্তিঃ "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ ৪।৪।৬) ইতি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গতিং নিবারয়তি। তদ্ব্যাখ্যাতং "স্পষ্টো

তদ্ বিজিজ্ঞাসস্বেতি চ শ্রুতিঃ। তস্মাচ্ছ্রুত্যুপপত্তিভ্যাং নিরস্তসমস্তবিশেষব্রহ্মপ্রতিপাদনপরোঽয়মাম্নায়ো ন তূৎপত্ত্যাদিপ্রতিপাদনপরঃ। তস্মান্ন গতি-

নিষেধ করিতেছে, সে সকল শ্রুতিকে অন্য শ্রুতির অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদিবোধিকা শ্রুতির অঙ্গ বলিতে কদাচ পার না। অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রধান, আর বিশেষনিষেধক বা নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রধান (উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির বা গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির পোষক), এরূপ বলিতে পার না। কারণ, বিশেষনিষেধক বা ভেদনিষেধক শ্রুতি যেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করে, উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি সেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করিতে ক্ষমতাবতী নহে। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির অঙ্গশেষতা (মাত্র বিশেষ নিবারক শ্রুতির উপকারকত্ব) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। (স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, জগন্মূল অদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত।) নিদর্শন দেখ—শ্রুতি বলিতেছেন "সৌম্য! শ্বেতকেতু! এ বিষয়ে এই শুঙ্গ অর্থাৎ হেতু অবগত হও যে, এ জগৎ মূলশূন্য নহে। অর্থাৎ অবশ্যই ইহার একটী মূল (আদি কারণ) আছে।" শ্রুতি এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ বলিয়াছেন—দেখাইয়াছেন—একমাত্র সৎ-ই জগতের মূল এবং তাহাই বিজ্ঞেয় (সৎ=ব্রহ্ম)। অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিত হইতেছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে এ সকল লীন হইবেক, তুমি তাঁহাকেই জান—তিনিই ব্রহ্ম।" ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-বোধিকা শ্রুতি এক অদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইতেই প্রবৃত্তা এবং তাহাতেই সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহাদের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। স্বার্থে তাৎপর্য্য না থাকায় তাহারা স্বার্থে অপ্রমাণ; কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ বিশেষ নিষেধক ও অখণ্ডৈকরসব্রহ্মবোধক শ্রৌত অর্থে প্রমাণ। যেহেতু স্বার্থে অপ্রমাণ, সেই হেতু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মে অনেক শক্তির অস্তিত্ব বা ব্রহ্মের নানাত্ব মান্য করিতে পার না। [অতশ্চ···ইত্যত্র]

হ্যেকেষাম্” (ব্র সূ ৪।২।১৩) ইত্যত্র। গতিকল্পনায়াঞ্চ গন্তা জীবো গন্তব্যস্য ব্রহ্মণোঽবয়বো বিকারোঽন্যো বা ততঃ স্যাৎ। অত্যন্ততাদাত্ম্যে গমনানুপপত্তেঃ।

যদ্যেবং, ততঃ কিং স্যাৎ? উচ্যতে। যদ্যেকদেশস্তেনৈকদেশিনো নিত্যপ্রাপ্তত্বান্ন পুনর্ব্রহ্মগমনমুপপদ্যতে। একদেশৈকদেশিত্বকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যনুপপন্না, নিরবয়বত্বপ্রসিদ্ধেঃ। বিকারপক্ষেঽপ্যেতত্তুল্যম্। বিকারেণাপি বিকারিণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। ন হি ঘটো মৃদাত্মতাং পরিত্যজ্যাবতিষ্ঠতে, পরি-

স্তাত্ত্বিকী। অপি চেত্থং গতিন বিচারং সহত ইত্যাহ—“গতিকল্পনায়াঞ্চ” ইতি। অন্যানন্যত্বাশ্রয়াবয়ববিকারপক্ষৌ। অন্যো বাত্যন্তম্। অথ কস্মাদাত্যন্তিকমনন্যত্বং ন কল্পত ইত্যত আহ—“অত্যন্ততাদাত্ম্যে”ইতি।

মৃদাত্মতয়া হি স্বভাবেন ঘটাদয়ো ভাবাস্তদ্বিকারা ব্যাপ্তাঃ, তদভাবে ন

ব্রহ্ম যে মুখ্য গন্তব্য নহেন (পাওয়া ছিল না, পাওয়া হইল,—যাওয়া ছিল না, যাওয়া হইল;—এরূপ হইলে তাহা মুখ্য গন্তব্য হয়। যেমন গ্রাম-নগরাদি।) তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই—“ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ কোথাও গমন করে না, সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়।” “তিনি ব্রহ্মই ছিলেন, পরন্তু অজ্ঞাত ছিলেন, অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় যে-ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই হইলেন।” এই শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্মে গতি হয় না (যাওয়া নাই)। এ রহস্য বিশদরূপে “স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [গতিকল্পনায়াঞ্চ…কৃপ্তম্] যদি গতি কল্পনা কর অর্থাৎ গন্তা জীব, ব্রহ্মে গমন করে বল, তাহা হইলে তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, গন্তা অর্থাৎ গমনকর্ত্তা জীব কি গন্তব্য ব্রহ্মের অবয়ব (অংশ)? না বিকারবিশেষ? অথবা সর্ব্বথা ভিন্ন? অবশ্যই কোনরূপ ভেদ আছে বলিতে হইবেক, নচেৎ গমনকথা উৎপন্ন হইবেক না। (গমন কিনা যাওয়া বা পাওয়া, তাহা বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত ঘটে না।)

যদি বল, সে কথায় আসে যায় কি? ঐ প্রশ্নের ফল কি? তাহা বলিতেছি। জীব যদি ব্রহ্মের একদেশ (অবয়ব) হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীবের নিকট সর্ব্বদাপ্রাপ্ত আছেন, সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রহ্মগমন বলা অযুক্ত। আরও দোষ এই যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব—নিষ্প্রদেশ—তখন জীবকে ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব বলা নিতান্ত বিরুদ্ধ। এ দোষ বিকার পক্ষেও আছে। বিকারীও বিকারের নিকট নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট একটী বিকার (মৃত্তিকার বিকার), সে সর্ব্বদাই মৃত্তিকা প্রাপ্ত হইয়া আছে। ঘট কোনও কালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যমান থাকে না। ঘট যখন মৃত্তিকাভাব ত্যাগ করিবে, তখন সে নিজেও

ত্যাগেঽভাবপ্রাপ্তেঃ, বিকারাবয়বপক্ষয়োশ্চ তদ্বতঃ স্থিরত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সংসারগমনমপ্যনবকৢপ্তম্। অথান্য এব জীবো ব্রহ্মণঃ, সোঽণুর্ব্ব্যাপী মধ্যমপরিমাণো বা ভবিতুমর্হতি। ব্যাপিত্বে গমনানুপপত্তিঃ, মধ্যমপরিমাণত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। অণুত্বেঽপি কৃৎস্নশরীরবেদনানুপপত্তিঃ। প্রতিষিদ্ধে চাণুত্বমধ্যমপরিমাণত্বে বিস্তরেণ পুরস্তাৎ। পরস্মাচ্চান্যত্বে জীবস্য 'তত্ত্বমসি' (ছা ৬।৮।৭) ইত্যাদিশাস্ত্রবাধপ্রসঙ্গঃ। বিকারাবয়বপক্ষয়োরপি সমানো দোষঃ। বিকারাবয়বয়োস্তদ্বতোঽনন্যত্বাদদোষ ইতি চেৎ। ন মুখ্যৈ-

ভবন্তি, শিংশপেব বৃক্ষত্বাভাব ইতি। বিকারাবয়বপক্ষয়োশ্চ তদ্বতঃ সহ বিকারাবয়বৈঃ স্থিরত্বাদচলত্বাদ্‌ব্রহ্মণঃ সংসারলক্ষণং গমনং বিকারাবয়বয়োরনুপপন্নম্। ন হি স্থিরাত্মকমস্থিরং ভবতি। অন্যানন্যত্বেঽপি চৈকস্য বিরোধাদসম্ভবতীতি ভাবঃ। অথান্য এব জীবো ব্রহ্মণঃ। তথা চ ব্রহ্মণ্যসংসরত্যপি জীবস্য সংসারঃ কল্পত ইতি। এতদ্বিকল্প্য দূষয়তি—সোঽণুঃ" ইতি। "মধ্যমপরিমাণত্বে" ইতি। মধ্যমপরিমাণানাং ঘটাদীনামনিত্যত্বদর্শনাৎ। "ন মুখ্যৈকত্বে" ইতি। ভেদাভেদয়োর্ব্বিরোধিনোরেকত্রাসম্ভবাদ্‌বুদ্ধিব্যপদেশভেদাদর্থভেদোঽযুতসিদ্ধতয়োপচারেণাভিন্নমুচ্যত ইত্যমুখ্যমস্যৈকত্বমিত্যর্থঃ। অপি চ জীবানাং ব্রহ্মাবয়বত্বপরিণামাত্যন্তভেদপক্ষেষু তাত্ত্বিকী সংসারিতেতি মুক্তৌ স্বভাবহানাজ্জীবানাং বিনাশ-

---

অভাবগ্রস্ত হইবেক অর্থাৎ থাকিবেক না। জীব ব্রহ্মের বিকার কিংবা অবয়ব, এই দুই পক্ষে আরও দোষ দেখা যায়। যে বিকারবিশিষ্ট, সে বিকারী। যে অবয়ববিশিষ্ট সে অবয়বী। এ স্থলে জীববিশিষ্ট ব্রহ্মই উক্ত শব্দদ্বয়ের (বিকারী ও অবয়বী এই দুই শব্দের) অভিধেয়। অথচ তিনি স্থির পদার্থ। স্থির পদার্থের গমন নিতান্ত অনবকৢপ্ত অর্থাৎ তাহা কল্পনারও অযোগ্য। (ব্রহ্মও স্থির পদার্থ, সুতরাং তদংশ বা তদ্বিকার জীবও স্থির পদার্থ। অতএব জীবের ব্রহ্মগমন অসিদ্ধ। আমাদের মতে অজ্ঞান বিজৃম্ভিত উপাধির গমনাগমনে জীবের গমনাগমনভ্রম গৃহীত সুতরাং অদোষ।) [অথান্য…গমাৎ] যদি বল, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলে বলিতে হইবেক—জীব অণুপরিমাণ কি মহান্? ব্যাপী কি মধ্যম পরিমাণ (শরীরপরিমাণ)? মহান্ ব্যাপীর গতি অসিদ্ধ; সেজন্য মহান্ ব্যাপী বলিতে পার না। মধ্যম পরিমাণ বলিলে অবশ্যই জীবকে অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর বলিতে হইবেক। (বিচারে এ পক্ষেও ব্রহ্মগমন বা মোক্ষ অনুপপন্ন।) অণুপরিমাণ পক্ষও সদোষ। জীব পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম হইলে এক সময়ে সর্ব্বশরীরে বেদনা (জ্ঞান) অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিশদ ও বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছি। জীব সর্ব্বমূল ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে "তৎ ত্বম্ অসি—তিনিই তুমি" ইত্যাদি

কত্বানুপপত্তেঃ। সর্ব্বেষ্বেতেষু পক্ষেষ্বনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ, সংসার্য্যাত্মত্বানিবৃত্তেঃ। নিবৃত্তৌ বা স্বরূপনাশপ্রসঙ্গঃ, ব্রহ্মাত্মত্বানভ্যুপগমাৎ।

যত্তু কৈশ্চিজ্জল্প্যতে—বিনৈব ব্রহ্মজ্ঞানং নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠীয়ন্তে প্রত্যবায়ানুৎপত্তয়ে, কাম্যানি প্রতিষিদ্ধানি চ পরিহ্রিয়ন্তে স্বর্গনরকানবাপ্তয়ে, সাম্প্রতদেহোপভোগ্যানি চ কর্ম্মাণ্যুপভোগেনৈব ক্ষপ্যন্ত ইতি, অতো বর্ত্তমানদেহপাতাদূর্দ্ধং দেহান্তরপ্রতিসন্ধানকারণাভাবাৎ স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং বিনাপি ব্রহ্মাত্মতয়ৈবংবৃত্তস্য সেৎস্যতীতি। তদসৎ, প্রমাণাভা-

প্রসঙ্গঃ। ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বে তু ব্রহ্মৈবৈষাং স্বভাবঃ প্রতিবিম্বানামিব বিম্বং, তচ্চাবিনাশীতি ন জীববিনাশ ইত্যাহ—"সর্ব্বেষ্বেতেষু" ইতি।

মতান্তরমুপন্যস্যতি দূষয়িতুম্। "যত্তু কৈশ্চিজ্জল্প্যতে বিনৈব ব্রহ্মজ্ঞানং নিত্যনৈমিত্তিকানি" ইতি। যথা হি কফনিমিত্তো জ্বর উপাত্তস্য কফস্য বিশেষণাদিভিঃ প্রক্ষয়ে কফান্তরোৎপত্তিনিমিত্তদধ্যাদিবর্জ্জনে প্রশান্তোঽপি ন পুনর্ভবতি, এবং কর্ম্মনিমিত্তো বন্ধ উপাত্তানাং কর্ম্মণামুপভোগাৎ প্রক্ষয়ে প্রশাম্যতি। কর্ম্মান্তরাণাঞ্চ বন্ধহেতূনামননুষ্ঠানাৎ কারণাভাবে কার্য্যানুপপত্তের্ব্বন্ধাভাবাৎ স্বভাবসিদ্ধো মোক্ষ আরোগ্যমিব। উপাত্তদুরিতনিবর্হণায় চ নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানাদ্দুরিতনিমিত্তপ্রত্যবায়ো ন ভবতি। প্রত্যবায়ানুৎপত্তৌ চ স্বস্থস্বান্তো ন নিষিদ্ধান্যাচরেদিতি। তদেতদ্দূষয়তি—"তদসৎ প্রমাণাভাবাৎ" ইতি। শাস্ত্রং

শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দোষ (শ্রুতি-বাধা) বিকারপক্ষে ও অবয়বপক্ষেও আছে। বিকার ও বিকারী অবয়ব ও অবয়বী এক, ভিন্ন নহে, শ্রুতিবোধ দোষ হইবে কেন? এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে মুখ্য একত্ব নিষ্পন্ন হয় না। (মুখ্য একত্বই অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতই শ্রুতির অভিপ্রেত।) যতগুলি পক্ষ স্থাপন করিলাম, সমুদায় পক্ষেই অনির্ম্মোক্ষ (মুক্তির অভাব) ও সংসারিত্বের অনিবৃত্তি, এই দুই দোষ অনিবার্য্য। সংসারিত্ব-নিবৃত্তি হয় বলিতে গেলে আত্মনাশের আপত্তি (আপনার অভাব—না থাকা) হইবেক।

[যত্তু...ভাবাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ জল্পনা করেন, পাপোৎপত্তি না হয়, এই অভিসন্ধিতে তদুদ্দেশে বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকা, স্বর্গ-নরক না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করা, ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়, এরূপ ভাবে বিদ্যমান দেহভোগ্য ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় করা, এই তিনের সমাবেশে কালকর্ত্তন করিতে পারিলে

বাৎ। ন হ্যেতৎ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ প্রতিপাদিতম্। মোক্ষার্থী ইত্থং সমাচরেৎ—ইতি স্বমনীষয়া ত্বেতৎ তর্কিতম্। যস্মাৎ কর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারস্তস্মাৎ নিমিত্তাভাবাৎ ন ভবিষ্যতীতি, ন চৈতৎ তর্কয়িতুমপি শক্যতে, নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বাৎ। বহূনি কর্ম্মাণি জাত্যন্তরসঞ্চিতানি ইষ্টানিষ্টবিপাকান্যেকৈকস্য জন্তোঃ সম্ভাব্যন্তে, তেষাং বিরুদ্ধফলানাং যুগপদুপভোগাসম্ভবাৎ কানিচিল্লব্ধাবসরাণীদং জন্ম নির্ম্মিমতে, কানিচিত্তু দেশকাল-নিমিত্তপ্রতীক্ষাণ্যাসত ইত্যতস্তেষামবশিষ্টানাং সাম্প্রতেনোপ-

খল্বস্মিন্ প্রমাণং, তচ্চ মোক্ষমাণস্যাত্মজ্ঞানমেবোপদিশতি, ন তুক্তমাচারম্ ন চাত্রোপপত্তিঃ প্রভবতি, সংসারস্যানাদিতয়া কর্ম্মাশয়স্যাপ্যসঙ্খ্যেয়স্যানিয়তবিপাক-কালস্য ভোগেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বাদিত্যাহ—"ন চৈতত্তর্কয়িতুমপি" ইতি। চোদ-

দেহপাতের পর দেহান্তর প্রতিসন্ধানের কারণ না থাকায় * স্বরূপাব-স্থানরূপ মোক্ষ বিনা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেও সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্মজড়-দিগের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য, সুতরাং সৎসিদ্ধান্ত নহে। [ন. হ্যেতৎ··· স্মৃতিভ্যঃ] ঐরূপে মোক্ষ হয়, ইহা কোনও শাস্ত্র বলেন নাই। মোক্ষার্থী কথিতপ্রকার আচার অবলম্বন করিবেক, এরূপ বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ কথা তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা উৎপ্রেক্ষা বা উহ্য করিয়া বলেন মাত্র, সেজন্য তাহা প্রমাণ নহে এবং তাহাতে অন্য প্রমাণও দিতে পারেন না। তাঁহাদের তর্ক এই—"সংসার কর্ম্মনিমিত্তিক—কর্ম্মপ্রভাবেই সংসার-গতি লব্ধ হয়। যদি কর্ম্ম (অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যপাপ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম) না থাকে; তাহা হইলে নিমিত্ত না থাকায় নৈমিত্তিক সংসার (পুনর্জ্জন্ম) হইবে না।" কর্ম্মজড়দিগের এ তর্ক তর্কই নহে; কিন্তু তর্কাভাস। কারণ, নিমিত্তাভাব (একবারে কর্ম্মসম্ভাব না থাকা) নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যে হেতু তর্ক না করাই উচিত এবং তাহা সঙ্গতও নহে। জীবের লক্ষ লক্ষ জন্ম অতীত হইয়াছে, সেই সেই জন্মে লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম করিয়াছে, তজ্জনিত লক্ষ লক্ষ ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রদ পুণ্যপাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, বিরুদ্ধফলপ্রদ সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগ এক সময়ে ও এক দেহে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি? কর্ম্মাশয়স্থিত কোন কোন কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) পূর্ব্বদেহের পতন-

* দেহান্তরপ্রতিসন্ধান অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম। পুনর্জ্জন্মের প্রতি কারণ শুভাশুভ কর্ম্ম (পুণ্যপাপ); তাহা কাম্যনিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভব। জীব যদি কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে স্বর্গনরক ভোগের কারণীভূত পুণ্যপাপ সঞ্চিত হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় পাপোৎপত্তি হওয়া স্থগিত হয় এবং সঞ্চিত পুণ্যপাপ যাহা থাকে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মীর পুনর্জ্জন্মকারণের অভাব হওয়ায় কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

ভোগেন ক্ষপণাসম্ভবাৎ ন যথাবর্ণিতচরিতস্যাপি বর্ত্তমানদেহপাতে দেহান্তরনিমিত্তাভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং, কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ। "তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ" "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। স্যাদেতৎ। নিত্যনৈমিত্তিকানি তেষাং ক্ষেপকাণি ভবিষ্যন্তীতি। তন্ন। বিরোধাভাবাৎ। সতি হি বিরোধে ক্ষেপ্যক্ষেপকভাবো ভবতি, ন চ জন্মান্তরসঞ্চিতানাং সুকৃতানাং নিত্যনৈমিত্তিকৈরস্তি বিরোধঃ, শুদ্ধিরূপত্বাবিশেষাৎ। দুরিতানাং ত্বশুদ্ধিরূপত্বাৎ সতি হি বিরোধে ভবতু ক্ষেপণম্, নতু তাবতা দেহান্তরনিমিত্তাভাব-সিদ্ধিঃ। সুকৃতনিমিত্তত্বোপপত্তেঃ। দুশ্চরিতস্যাপ্যশেষক্ষপণা-নবগমাৎ। ন চ নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্তি-

য়তি—"স্যাদেতৎ। নিত্য"ইতি। পরিহরতি—"তন্ন বিরোধাভাবাৎ"ইতি। যদি হি নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণি সুকৃতমপি দুষ্কৃতমিব নিবর্হেয়ুঃ, ততঃ কাম্যকর্ম্মো-পদেশা দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেরন্। ন হ্যস্তি কশ্চিচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে চাতুরাশ্রম্যে বা, যো ন নিত্যনৈমিত্তিকানিত্যকর্ম্মাণি করোতি। তস্মাৎ নৈষাং সুকৃতবিরোধি-তেতি। অভ্যুচ্চয়মাত্রমাহ—"ন চ নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাৎ"ইতি। "ন চাসতি

কালে প্রবল অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়া এতজ্জন্ম জন্মাইয়াছে, হয় ত আরও লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষ প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকল পুণ্যপাপ ফল দিবার অবসর পায় নাই, সময় পায় নাই, তূষ্ণীম্ভাবে আছে, থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্তান্তর (অন্য দেহ বা জন্মান্তর) প্রতীক্ষা করিতেছে, এতদ্দেহে এতদ্দেহোচিত ভোগ দ্বারা সে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব, বর্ণিত প্রকার সদাচারীর বিদ্যমান দেহের (এতদ্দেহের) বিনাশ হইলে যে, তাহার আর কর্ম্মশেষ থাকিবেক না, অভুক্তফল পুণ্য-পাপ থাকিবেক না, দেহান্তরোৎপত্তির কারণের অভাব হইবে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কেহই পারে না। বরং কর্ম্মশেষ থাকে, জ্ঞান ব্যতীত নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় হয় না, এই পক্ষই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রমাণে পাওয়া যায়। "ইহলোকে যাহারা রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যশীল—" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি ও তদনুকূলা স্মৃতি উভয়ই কর্ম্মশেষসদ্ভাব-পক্ষে প্রমাণ। [স্যাদেতৎ···নবগমাৎ] নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের (অদৃষ্টের) নিবারক, এ কথা স্থানপ্রাপ্ত হইবে না (থাকিবেক না)। কারণ, উক্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিলেই ক্ষেপ্য-ক্ষেপকতা ঘটে, অন্যথা তাহা ঘটে না। জন্মান্তরসঞ্চিত সুকৃতের সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের কি বিরোধিতা আছে যে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত বিদূরিত হইবে? শুদ্ধে অশুদ্ধে বিরোধ আছে বটে; কিন্তু শুদ্ধে শুদ্ধে বিরোধ

মাত্রং, ন পুনঃ ফলান্তরোৎপত্তিরিতি প্রমাণমস্তি, ফলান্তরস্যাপ্যনুনিষ্পাদিনঃ সম্ভবাৎ। স্মরতি হ্যাপস্তম্বঃ "তদ্যথা আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে, এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনূৎপদ্যন্তে" ইতি। ন চাসতি সম্যগ্দর্শনে সর্ব্বাত্মনা কাম্যপ্রতিষিদ্ধবর্জ্জনং জন্মপ্রায়ণান্তরালে কেনচিৎ প্রতিজ্ঞাতুং

সম্যগ্দর্শনে"ইতি। সম্যগ্দর্শী হি বিরক্তঃ কাম্যনিষিদ্ধে বর্জ্জয়ন্নপি প্রমাদাদুপনিপতিতে তেনৈব সম্যগ্দর্শনেন ক্ষপয়তি। জ্ঞানপরিপাকে চ ন করোত্যেব। অজ্ঞস্তু নিপুণোঽপি প্রমাদাৎ করোতি, কৃতে চ ন ক্ষপয়িতুং ক্ষমত ইতি বিশেষঃ। "ন চানভ্যুপগম্যমানে জ্ঞানগম্যে ব্রহ্মাত্মত্বে"ইতি। কর্ত্তৃভোক্তৃত্বে

নাই। পূর্ব্ব সুকৃতও শুদ্ধ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও শুদ্ধ; সুতরাং বিরোধ না থাকায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সুকৃতের প্রক্ষয় অস্বীকার্য্য। বরং অশুদ্ধ বলিয়া দুরিতাপূর্ব্বসকল শুদ্ধিরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য হইতে পারে। সঞ্চিত দুরিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য, ইহা স্বীকার করিলাম বলিয়া যে, দেহান্তরোৎপত্তির নিমিত্ত বা কারণ না থাকা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইবে না। দুষ্কৃতরূপ কারণের অভাব হইলেও সুকৃত কারণের অভাব হয় না। সুকৃতরূপ কারণ (পুণ্য) বিদ্যমান থাকিতে পারে। তাহা থাকিলেই পুনর্জ্জন্ম হইবেক। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে দুরিতক্ষয় হয় সত্য; পরন্তু তাহা নিরবশেষ ক্ষয় কি না, সে বিষয় সংশয়িত। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লক্ষ লক্ষ জন্ম হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম এক জন্মের কর্ম্মে অথবা ভোগে প্রক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।) [ন চ···ইতি] নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে তাহাতে পাপের অনুৎপত্তি মাত্র সিদ্ধ হইবে, তাহা হইতে যে, অন্য কিছু হইবে না, অর্থাৎ ফলান্তর জন্মিবেক না, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অবশ্যই তাহাতে কোন (একটা হইতে গেলে তৎসঙ্গে যে বিনা যত্নে আর একটা হয়—সেইটা অনুনিষ্পন্ন) অনুনিষ্পন্ন ও অনভিসংহিত ফল হওয়ার সুসম্ভব আছে। ঋষি আপস্তম্ব এ কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা— "ফলের উদ্দেশেই আম্রবৃক্ষ রোপিত হয়; কিন্তু সঙ্গে তাহা হইতে ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কামনা-পরিহীন হইয়া ধর্ম্মাচরণ (নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম) করিলেও তাহা হইতে অলক্ষ্যে অর্থেরও আগমন (উৎপত্তি) হয়।" (অতএব, পাপের অনুৎপত্তি ব্যতীত অন্য ফল অভিহিত ও অনুসংহিত না হইলেও কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ফলবিশেষ উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং সেই সকল ফল পুনঃ সংসারগতির কারণ হয়।) [ন চা···হার্য্যত্বাৎ] অপিচ, সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হইলে কোনও জীব যে, জীবদ্দশায় (জন্ম ও মরণের মধ্যে) সম্পূর্ণরূপে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করিয়া থাকিতে

শক্যম্, সুনিপুণানামপি সূক্ষ্মাপরাধদর্শনাৎ। সংশয়িতব্যং তু ভবতি। তথাপি নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বমেব। ন চানভ্যুপগম্যমানে জ্ঞানগম্যে ব্রহ্মাত্মত্বে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবস্যাত্মনঃ কৈবল্যমাকাঙ্ক্ষয়িতুং শক্যম্, অগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ স্বভাবস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ।

স্যাদেতৎ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকার্য্যমনর্থো ন তচ্ছক্তিঃ, তেন শক্ত্যবস্থানেঽপি কার্য্যপরিহারাদুপপন্নো মোক্ষ ইতি। তচ্চ ন। শক্তিসদ্ভাবে কার্য্যপ্রসবস্য দুর্নিবারত্বাৎ। অথাপি স্যাৎ,

---

সমাক্ষিপ্তক্রিয়াভোগে, তে চেদাত্মনঃ স্বভাবাবধারিতে ন ত্বারোপিতে, ততো ন শক্যাবপনেতুম্। ন হি স্বভাবাস্তাবোঽবরোপয়িতুং শক্যঃ, ভাবস্য বিনাশপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ভোগোঽপি সংস্বভাবঃ শক্যোঽসৎকর্ত্তুম্। নো খলু নীলমনীলং শক্যং শক্রেণাপি কর্ত্তুম্। তদিদমুক্তং "স্বভাবস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ"ইতি। সমারোপিতস্য ত্বনির্ব্বচনীয়স্য তৎস্বভাবস্য শক্যস্তত্ত্বজ্ঞানেনাবরোপ্য কর্ত্তুং, সর্পস্যেব রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানেনেতি ভাবঃ।

ভাবমিমমবিদ্বান্ পরিচোদয়তি—"স্যাদেতৎ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকার্য্যম্"ইতি অপ্রকাশিতভাবো যথোক্তমেব সমাধত্তে—"তচ্চ ন"ইতি। কর্ত্তৃভোক্তৃত্বয়ো-

---

পারে অথবা বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিপালন করিতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনাবহির্ভূত। অত্যন্ত নিপুণ (সাবধান) পুরুষেরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপরাধ হইতে দেখা যায়। (অজ্ঞাতসারে যে কত শত সদসৎ কর্ম্ম হইতেছে, তাহা কে গণনা করিয়া বলিতে পারে।) কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কাম্যকর্ম্ম নাই, তাহা কে বলিতে পারে? থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এরূপ সংশয়ও পুনর্জ্জন্মের কারণাভাব জ্ঞানের বাধক। ফলকথা, নিমিত্তাভাব অর্থাৎ জন্মকারণ না-থাকা পক্ষ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যদি তোমরা জ্ঞানগম্য ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না কর, আর আত্মা কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব, এরূপ অবধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের কৈবল্য লাভের প্রত্যাশা দুরাশা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেন-না, স্বভাব অপরিহার্য্য। অগ্নি যেমন উষ্ণ স্বভাব ত্যাগ করে না, তেমনি, আত্মাও কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব ত্যাগ করিবে না। (কাযেই কেবল হওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা)।

[স্যাদেতৎ···প্রত্যাশাঽস্তি] যদি বল, কার্য্যভূত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বই অনর্থ, তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তির কার্য্য, শক্তি থাকে থাকুক, কার্য্যপরিহার হইলেই মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্যভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, যদি তাহাই রহিত হইল, তবে মোক্ষ না হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। কেন-না শক্তি থাকিলে কার্য্যোৎপত্তিনিবারণ হয় না। কেবলা অর্থাৎ সহায়শূন্যা শক্তি কার্য্য (কোন কিছু অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি) জন্মায়

ন কেবলা শক্তিঃ কার্য্যমারভতেঽনপেক্ষ্যান্যানি নিমিত্তানি, অত একাকিনী সা স্থিতাপি নাপরাধ্যতীতি। তচ্চ ন। নিমিত্তানামপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন নিত্যসম্বদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বস্বভাবে সত্যাত্মন্যসত্যাং বিদ্যাগম্যায়াং ব্রহ্মাত্মতায়াং ন কথঞ্চন মোক্ষপ্রত্যাশাঽস্তি। শ্রুতিশ্চ "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বে০ ৩।৮) ইতি জ্ঞানাদন্যং মোক্ষমার্গং বারয়তি। পরস্মাদনন্যত্বেঽপি জীবস্য সর্ব্বব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণাপ্রবৃত্তেরিতি চেৎ। ন। প্রাক্‌প্রবোধাৎ স্বপ্নব্যবহারবৎ তদুপপত্তেঃ। শাস্ত্রঞ্চ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং

নিমিত্তসম্বন্ধস্য চ শক্তিদ্বারেণ নিত্যত্বাত্তবিষ্যতি কদাচিদেষাং সমুদাচারঃ, যতঃ সুখদুঃখে ভোক্ষ্যেতে ইতি সম্ভাবনাতঃ কুতঃ কৈবল্যনিশ্চয় ইত্যর্থঃ। ভূয়োনিরস্তমপি মতিভ্রান্তয়ে পুনরুপন্যস্য দূষয়তি—"পরস্মাদনন্যত্বেঽপি"ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ৪।৩।৭—১৪॥

না, নিমিত্তান্তরের যোগেই কার্য্য (কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ অনর্থ—সংসার) জন্মায়, সেই নিমিত্তান্তর (পুণ্যাপুণ্য) বিধ্বস্ত করিতে পারিলে শক্তি একাকিনী হইবেক, একাকিনী শক্তি অপরাধপাত্রী নহে অর্থাৎ অনর্থ জন্মাইতে পারিবে না, এরূপ বলিলেও অভীষ্টসাধন হইবেক না। কারণ, নিমিত্ত সকল শক্তিনামক সম্বন্ধের সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ; তাহার অবিচ্ছেদ ব্যতীত বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না; অতএব, আত্মা কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব হ'ন হউন, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না, কিন্তু বিদ্যাগম্য ব্রহ্মাত্মভাব না থাকিলে কিছুতেই মুক্তির প্রত্যাশা নাই। [শ্রুতিশ্চ… শক্যা] শ্রুতিও বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষের অন্য উপায় নাই। যথা—"ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।" যদি এমন আপত্তি কর যে, জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে ব্যবহার বিলোপ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রবৃত্তি হইত (তুমি ও আমি ইহা দেখিতেছি তাহা দেখিব, ইত্যাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইত না।) আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, প্রবোধের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে স্বপ্ননিদর্শনে সমুদায় ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। (স্বপ্নকালে আত্মা আপনিই আপনাকে দেখেন। শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"যখন তিনি অজ্ঞানাবরণে দ্বৈতের ন্যায় হন, তখনই অন্য হইয়া অন্য দেখেন।" এই শাস্ত্রে দেখা যায় যে, অনাত্মজ্ঞ অবস্থায় প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার থাকে এবং অন্য শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রবুদ্ধ হইলে পরমার্থ পক্ষে ভেদব্যবহার থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। যথা—"এ সমুদায়ই যখন আত্মা হইয়া যায়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয়, তখন, কে কি দিয়া কি দেখিবেক। তখন ভেদব্যবহার থাকে

পশ্যতি” (বৃ ২।৪।১৪ ; ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনাঽপ্রবুদ্ধবিষয়ে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারমুক্ত্বা পুনঃ প্রবুদ্ধবিষয়ে “যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃ ২।৪।১৪ ; ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা তদভাবং দর্শয়তি। তদেবং পরব্রহ্মবিদো গন্তব্যাদিবিজ্ঞানস্য বাধিতত্বাৎ ন কথঞ্চন গতিরুপপাদয়িতুং শক্যা। কিংবিষয়াঃ পুনর্গতিশ্রুতয় ইতি। উচ্যতে—সগুণবিদ্যাবিষয়া ভবিষ্যন্তি। তথাহি ক্বচিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রকৃত্য গতিরুচ্যতে, ক্বচিৎ বৈশ্বানরবিদ্যাম্। যত্রাপি ব্রহ্ম প্রকৃত্য গতিরুচ্যতে “যথা প্রাণো ব্রহ্ম” (ছা ৪।১০।৫) ইতি, “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম” (ছা ৮।১।১) ইতি, তত্রাপি চ বামনীত্বাদিভিঃ সত্যকামাদিভিশ্চ গুণৈঃ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বাৎ সম্ভবতি গতিঃ। ন ক্বচিৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রাব্যতে। তদ্‌যথা গতিপ্রতিষেধঃ শ্রাবিতঃ “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” (বৃ ৪।৪।৬) ইতি। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” (তৈ০২।১।১) ইত্যাদিষু তু সত্যপ্যাপ্নোতের্গত্যর্থত্বে

না।)” এই শাস্ত্র প্রবোধকালে বাস্তব প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। অতএব, পরব্রহ্মের গন্তব্যাদি বিজ্ঞানবণিত প্রকারে বাধিত (অর্থাৎ থাকে না)। সুতরাং তাহার গতির বা পাওয়ার যুক্তিযুক্ততা অবধারণ করিতে পার না। [কিংবিষয়াঃ…গতিঃ] গতিশ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছি। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই গতি উপপন্ন হয়, এবং গতি সেই সেই উপাসনাতেই কথিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে গতি (গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি) বলিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতি পর্য্যঙ্কবিদ্যায় ও কোন কোন শ্রুতি বৈশ্বানরবিদ্যায় ব্রহ্মগমনের কথা বলিয়াছেন। যেখানে দেখিবে যে, শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাব (অবতারণা) করিয়া গতি বলিয়াছেন। যথা—প্রাণই ব্রহ্ম, সুখই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম, ইত্যাদি এবং ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে, অল্পপরিমিত পদ্মাকার গৃহ, ইত্যাদি। বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সেখানে বামনীত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি গুণে উপাসিত হইতেছেন, সুতরাং সেখানে সেই সেই গুণযুক্ত উপাসনার গতিরূপ ফল সুসম্ভব। [ন ক্বচিৎ… দ্রষ্টব্যম্] সগুণ ব্রহ্মবিষয়েই গতি শ্রবণ আছে, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে অর্থাৎ পরব্রহ্মে গতি শ্রবণ নাই। অধিকন্তু তাঁহাতে গতি নাই বলিয়াই অভিহিত হয়। [যথা—“পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।” “পরব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।” ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও আপ্নোতি—আপ্-ধাতুর প্রয়োগ আছে এবং যদিও আপ্-ধাতুর অর্থ গতি, তথাপি সে গতি দেশান্তর বা পদার্থান্তর প্রাপ্তিরূপা নহে। বর্ণিত প্রকারের গতি অর্থাৎ দেশান্তর-প্রাপ্তিরূপা

বর্ণিতেন ন্যায়েন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ স্বরূপপ্রতিপত্তিরেবেয়মবিদ্যাধ্যারোপিতনামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়াপেক্ষয়াঽভিধীয়তে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি চ দ্রষ্টব্যম্। অপি চ পরবিষয়া গতির্ব্যাখ্যায়মানা প্ররোচনায় বা স্যাদনুচিন্তনায় বা। তত্র প্ররোচনং তাবৎ ব্রহ্মবিদো ন গত্যুক্ত্যা ক্রিয়তে, স্বসংবেদ্যেনৈবাব্যবহিতেন বিদ্যাসমর্পিতেন স্বাস্থ্যেন তৎসিদ্ধেঃ। ন চ নিত্যসিদ্ধনিঃশ্রেয়সনিবেদনস্যাসাধ্যফলস্য বিজ্ঞানস্য গত্যনুচিন্তনে কাচিদপ্যপেক্ষোপপদ্যতে। তস্মাদপরবিষয়ৈব গতিঃ। তত্র পরাপরব্রহ্মবিবেকানবধারণেনাপরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তমানঃ গতিশ্রুতয়ঃ পরস্মিন্নধ্যারোপ্যন্তে। কিং দ্বে ব্রহ্মণী—পরমপরঞ্চেতি।

গতি অসম্ভব্যমানা হওয়ায় স্বরূপ প্রতিপত্তিরূপা গতিই স্বীকার্য্য। স্বরূপ প্রতিপত্তি (আপনার ব্রহ্মতা সাক্ষাৎকার) রূপা গতি বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যারোপিত নামরূপাদি প্রপঞ্চের বিলয় হইলেই সিদ্ধা হয় এবং তাহাই ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্—ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এ শ্রুতিও দর্শিত প্রকারে ব্যাখ্যেয়। [অপিচ···স্তদপরম্] পরব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে গমন করে, এ কথা কি জন্য বলিতে চাও? রুচি জন্মাইবার জন্য? না অনুচিন্তনের (ধ্যানের) জন্য? ব্রহ্মপ্রাপ্তি-কথা ব্রহ্মজ্ঞের রুচি উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ব্রহ্মানুভব বা ব্রহ্ম স্বসম্বেদ্য—তাহা বিদ্যাসমর্পিত স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনা হইতে স্বরূপাবস্থান নামক মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহার জন্য গতি বিধান কেন? তাহা অনাবশ্যক। যে বিজ্ঞান অসাধ্য ফল অর্থাৎ যাহা (জ্ঞান) জ্ঞেয়ের স্বরূপাবোধ ব্যতীত অন্য কিছু আধান (উৎপাদন) করে না, জন্মায় না, যাহা কেবল আপনার নিত্যসিদ্ধ মোক্ষরূপতা নিবেদন করে, জানায় মাত্র, তাহাতে গতি অনুচিন্তনের (ধ্যানের) অপেক্ষা কি? সে অপেক্ষা উপপন্ন নহে। প্রোক্ত কারণে কে-না বলিবে, স্বীকার করিবে যে, অপর বিদ্যাবিষয়েই গতি, পরবিদ্যা বিষয়ে নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সাধকহিতার্থে পরাপর ভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ কি ও অপরব্রহ্মের লক্ষণ কি, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা না থাকাতেই অপরব্রহ্মবিষয়োপদিষ্ট গতি ভ্রমবশতঃ পরব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কি তবে পরাপর ভেদে দুই? হাঁ। ব্রহ্ম দ্বিবিধ, পর ও অপর। ইহা "হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার—ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম কি? তাহা বলিতেছি। যে স্থানে দেখিবে, অবিদ্যাধ্যস্ত নামরূপাদি বিশেষের প্রতিষেধ হইতেছে, ব্রহ্মকে অস্থূলাদি শব্দে বুঝান হইতেছে (নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেছে), জানিবে, সেই

মানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকম্ ? উত কাংশ্চিদেবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? সর্ব্বেষামেবৈষাং বিদুষামন্যত্র পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণো গতিঃ স্যাৎ। তথা হি "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" (ব্র০ সূ০ ৩।৩।৩১) ইত্যত্রাবিশেষেণৈবৈষা বিদ্যান্তরেষ্ববতারিতেত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অপ্রতীকালম্বনানিতি। প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বনান্নয়তি ব্রহ্মলোকমিতি বাদরায়ণাচার্য্যো মন্যতে। ন হ্যেবমুভয়থাভাবাভ্যুপগমে কশ্চিৎ দোষোঽস্তি। অনিয়মন্যায়স্য প্রতীকব্যতিরিক্তেষ্বপ্যুপাসনেষূপপত্তেঃ। তৎক্রতুশ্চাস্যোভয়থাভাবস্য সমর্থকো হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। যো হি ব্রহ্ম-

---

ক্রতুঃ, স ব্রাহ্মমৈশ্বর্য্যমাসীদেদিতি শ্লিষ্যতে "তং যথা যথোপা-

বিদ্যান্তরেষ্বপি গতেরবধারণাৎ। ন চৈষাং পরব্রহ্মবিদামিব গত্যসম্ভব ইতি। ন চ ব্রহ্মক্রতব এব ব্রহ্মলোকভাজো নাতৎক্রতব ইত্যপ্যেকান্তঃ। অতৎক্রতূনামপি পঞ্চাগ্নিবিদাং তৎপ্রাপ্তেঃ। ন চৈতে ন ব্রহ্মক্রতবঃ, মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদৌ সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুগমেন তৎক্রতুত্বস্যাপি সম্ভবাৎ। ফলবিশেষস্তু

কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট নিয়ম) আছে ? (কোন কোন ব্রহ্মবিকারাবলম্বী অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয় ? কি ব্রহ্মবিকারাবলম্বী মাত্রেই নীত হয় ?) পাওয়া যায় কি ? পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয়। "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অবতারিত হইয়া কথিত প্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। তাহাই পূর্ব্বপক্ষ, তৎপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল, অপ্রতীকাবলম্বীরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয়। [প্রতীকালম্বনান্...দ্রষ্টব্যঃ] আচার্য্য বাদরায়ণ (ব্যাস) মানেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্রহ্মবিকারোপাসক, সকলকেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" পরে আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয়প্রকার গতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে করিও না। অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় (সূত্র) প্রতীকোপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত। (এই ১৫ সূত্রের দ্বারা সে সূত্র সঙ্কোচার্থে পর্য্যবসিত হইবেক।) এই উভয়থা ভাব অর্থাৎ একবার বলা হইয়াছে, সকলেই ব্রহ্মলোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক যায় না,—এই দ্বিপ্রকার উক্তি তৎক্রতুন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে। বুঝিতে হইবে যে, তৎক্রতু-ন্যায়ই ঐ দ্বিপ্রকার বলিবার কারণ। (ক্রতু=সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা। তৎক্রতুন্যায়—যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে সে তাহা পায় এই নিয়ম বা শ্রুতিমূলা যুক্তি) [যো হি...মন্যতে] যে ব্রহ্মক্রতু

সতে তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। ন তু প্রতীকেষু ব্রহ্মক্রতুত্বমস্তি, প্রতীকপ্রধানত্বাদুপাসনস্য। নম্বব্রহ্মক্রতুরপি ব্রহ্ম গচ্ছতীতি শ্রূয়তে। যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা ৪। ১৫। ৫) ইতি। ভবতু যত্রৈবমাহত্যবাদ উপলভ্যতে, তদভাবে ত্বৌৎসর্গিকেন তৎক্রতুন্যায়েন ব্রহ্মক্রতূনামেব তৎপ্রাপ্তির্নেতরেষামিতি মন্যতে ॥৪।৩।১৫॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥৪।৩।১৬॥*

নামাদিষু প্রতীকোপাসনেষু পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ ফলবিশেষমুত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিন্নুপাসনে দর্শযতি "যাবন্নাম্নো গতং ত-

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যবপ্যুপপত্তেঃ। তস্য সাবয়বতয়োৎকর্ষনিকর্ষসম্ভবাৎ, ইতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে॥ ৪। ৩। ১৫॥

"উত্তরোত্তরভূয়স্ত্বাদব্রহ্মক্রতুভাবতঃ।
প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নামানবো নয়েৎ॥"

ভবতু পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামব্রহ্মক্রতূনামপি ব্রহ্মলোকনয়নং, বচনাৎ। কিমিব হি বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ইহ তু "তদভাবাৎ তৎ যথাযথোপাসতে তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেরৌৎসর্গিক্যা নাঙতি বিশেষবচনেহপবাদো

(ব্রহ্মধ্যানী) হয়, সে যে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পাইবে, তাহা বিচিত্র কি? বরং পাওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তাঁহাকে যে যে-ভাবে ভাবে, তাহার নিকট তিনি সেইরূপই হন।" ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় (প্রতীক=দ্বারীভূত আলম্বন। যেমন প্রতিমা অথবা নাম।) ব্রহ্মক্রতুত্ব অবসন্ন হয় না অর্থাৎ তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হয় না। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন। (সেই কারণে অর্থাৎ ব্রহ্ম ধ্যান না হওয়ায় সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পায় না।) অব্রহ্মধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, এ কথা শ্রুতিতে আছে সত্য; যথা—ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কথিত হইয়াছে—"তাহারা ইহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়।" ইত্যাদি। পরন্তু তাহা থাকিলেও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, যেখানে আহত্যবাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে, সে স্থানে তাহা অবশ্যই হইবেক। যেখানে আহত্যবাদ নাই, সে স্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎক্রতু শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অন্যে নহে॥ ৪। ৩। ১৫॥

নাম ও বাক্য প্রভৃতি প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার আলম্বন। যে স্থানে সে সকলে উপাসনার বিধান হইয়াছে, সেই স্থলেই দেখা যায়, পূর্ব্ব

* বিশেষং প্রতীকতারতম্যেন ফলতারতম্যং, দর্শয়তি বিজ্ঞাপয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ।
শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রতীক অনুসারে ফলবিশেষ হইয়া থাকে। তাহাতেও বুঝা গেল, প্রতীকধ্যায়ীদিগের ব্রহ্মগতি হয় না। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি", (ছা ৭। ১। ৫) "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী" (ছা ৭। ২। ১), "যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" (ছা ৭। ২। ২), "মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" (ছা ৭। ৩। ১) ইত্যাদিনা। স চায়ং ফলবিশেষঃ প্রতীকতন্ত্রত্বাদুপাসনানামুপপদ্যতে। ব্রহ্মতন্ত্রত্বে তু, ব্রহ্মণোঽবিশিষ্টত্বাৎ কথং ফলবিশেষঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রতীকালম্বনানামিতরৈস্তুল্যফলত্বমিতি ॥৪।৩।১৬॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

যুজ্যতে। ন চ প্রতীকোপাসকো ব্রহ্মোপাস্তে সত্যপি ব্রহ্মোত্যনুগমে, কিন্তু নামাদিবিশেষব্রহ্মরূপতয়া। তথা চ খল্বয়ং নামাদিতন্ত্রো ন ব্রহ্মতন্ত্রঃ। আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক ইতি হি বৃদ্ধাঃ। ব্রহ্মাশ্রয়শ্চ প্রত্যয়ো নামাদিষু প্রক্ষিপ্ত ইতি নামতন্ত্রঃ। তস্মান্ন তদুপাসকো ব্রহ্মক্রতুঃ, কিন্তু নামাদিক্রতুঃ। ন চ ব্রহ্মক্রতুত্বে নামাদ্যুপাসকানামবিশেষাদুত্তরোত্তরোৎকর্ষঃ সম্ভবী। ন চ ব্রহ্মক্রতুস্তদবয়বক্রতুঃ, যেন তদবয়বাপেক্ষয়োৎকর্ষো বর্ণ্যেত। তস্মাৎ প্রতীকালম্বনান্ বিদুষো বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বনান্নয়ত্যমানবো ব্রহ্মলোকম্। ন হ্যেবমুভয়থা ভাব উভয়থার্থত্বে কাংশ্চিৎ প্রতীকালম্বনান্ন নয়তি বিকারালম্বনান্, বিদুষস্তু নয়তীত্যভ্যুপগমে কশ্চিদ্দোষোঽস্তি "অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্" ইত্যস্য ন্যায়স্যেতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ৪। ৩। ১৬॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ॥ ৪। ৩॥

পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর প্রতীক উপাসনার ফল অধিক, ফল একরূপ নহে, প্রতীক অনুসারে বিভিন্ন। যথা—"নামধ্যাতা যখন নামত্ব পায়, তখন তাহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে। বাক্য নাম অপেক্ষা বড়, উপাসক যখন তাহাতে অবস্থান করে, তখন সে তদনুরূপ কামচারী হয়। মন বাক্য অপেক্ষা বড়—ইত্যাদি। এখানে দেখ, প্রতীকের তারতম্য অনুসারে ফলেরও তারতম্য হইতেছে; হওয়াই সঙ্গত। কারণ, প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান*। এ সকল উপাসনা ব্রহ্মপ্রধান হইলে ফলবিশেষ হইবে কেন? ব্রহ্ম ত অবিশিষ্ট—একরূপ? সেই জন্যই বলা যায় যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অর্থাৎ প্রধানরূপে ব্রহ্মক্রতু হইতে পারিলেই তাহারা ব্রহ্মলোকগামী হয়॥ ৪। ৩। ১৬॥

চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত॥ ৪। ৩॥

* নাম প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যস্ত করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে, তাহা প্রতীক উপাসনা নামে খ্যাত। ঐ সকল উপাসনা সাক্ষাৎব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রহ্মবুদ্ধি ব্রহ্মে সমর্পিত না হইয়া নামাদিতে সমর্পিত হয়, কাযেই তাহাতে ব্রহ্ম অপ্রধান, নামাদিই প্রধান হয়।

চতুর্থঃ পাদঃ

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ ॥৪।৩।১॥*

"এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিং দেবলোকাদ্যুপভোগস্থানেষ্বিবাগন্তুকেন কেনচিদ্বিশেষেণাভিনিষ্পদ্যতে? আহোস্বিদাত্মমাত্রেণেতি। কিন্তা-

"প্রাগভূতস্য নিষ্পত্তৌ কর্তৃত্বং ন সতো যতঃ।
ফলত্বেন প্রসিদ্ধেশ্চ মুক্তেরূপান্তরোদ্ভবঃ॥"

অভূতস্য ঘটাদের্ভবনং নিষ্পত্তির্ন পুনরত্যন্তসতোঽসতো বা। ন জাতু গগনতৎকুসুমে নিষ্পদ্যেতে। স্বরূপাবস্থানঞ্চেদাত্মনো মুক্তির্ন সা নিষ্পদ্যেত। তস্য গগনবদত্যন্তসতঃ প্রাগসত্বাভাবাৎ। ন চাস্য বন্ধাভাবো নিষ্পদ্যতে, তস্য তুচ্ছস্বভাবস্য কার্য্যত্বেনাতুচ্ছত্বপ্রসঙ্গাৎ। ফলত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ মোক্ষস্যাঽকার্য্যস্য

"এই সম্প্রসাদ (উপাধিকালুষ্যরহিত আত্মা। পক্ষে সুষুপ্ত জীব) এ শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে উত্থিত হইয়া (এ শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া। পক্ষান্তরে বিদেহ হইয়া) পরম জ্যোতিতে সম্পন্ন হন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন †।" এই একটী শ্রুতি আছে। ইহাতে সংশয়—স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন,—কথাটার অর্থ কি? (জন্মাদির দ্বারা

---

* স্বেন-শব্দাৎ স্বেনরূপেণেতি বিশেষণাৎ অভিনিষ্পদ্যত ইত্যস্যাবির্ভাবার্থতা, ন তূৎপত্ত্যর্থতা। অভিনিষ্পত্তিঃ সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যাভিপ্রায়ো বন্ধধ্বংসজন্মত্বোপচারিকীতি বাদরায়ণেরভিসন্ধিঃ।

সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্ত জীব ও মুক্ত আত্মা। কিন্তু এখানে মুক্ত আত্মা। সম্প্রসাদ অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, এই শ্রুত্যুক্ত কথার ভাবার্থে এই সংশয় হইতে পারে যে, মোক্ষ হইলে আত্মা কি কোনরূপ বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট হন? কি নির্দ্ধর্ম্মক কেবল অবস্থায় অবস্থান করেন? (কেবলনির্দ্ধর্ম্মকতাই আত্মার স্বরূপ, বুদ্ধি উপধানে তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, মুক্তিতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। তাহাই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।) সংশয়ের উচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত করণার্থ বলা হইল—শ্রুতি "স্বেন রূপেণ" বিশেষণ দেওয়ায় বুঝা যাইতেছে—আত্মা তখন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিবর্জ্জিত কেবলাত্ম রূপেই অভিনিষ্পন্ন হন। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

† অভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। অভিনিষ্পন্ন হন কিনা উৎপন্ন হন। স্বরূপে উৎপন্ন হন, এ কথা শুনিলে অবশ্যই শ্রোতার মনে "স্বরূপ ছিল না, এখন হইল," এইরূপ অর্থ আরোহণ করিবে। স্বরূপাবস্থানরূপিণী মুক্তি অভিনবরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহা সত্য হইলে মুক্তিকামনা বৃথা হয়। কেননা, তাহা জন্মবান্ বলিয়া নশ্বর। কাযেই মুক্তিবিষয়ক বিচার আবশ্যক।

বৎ প্রাপ্তম্। স্থানান্তরেষ্বিবাগন্তুকেন কেনচিদ্রূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ, মোক্ষস্যাপি ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ। অভিনিষ্পদ্যত ইতি চোৎপত্তিপর্য্যায়ত্বাৎ। স্বরূপমাত্রেণ চেদভিনিষ্পত্তিঃ, পূর্ব্বাস্ববস্থাসু স্বরূপানপায়াদ্বিভাব্যেত। তস্মাদ্বিশেষেণ কেনচিদভিনিষ্পদ্যত ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কেবলেনৈবাত্মনাবির্ভবতি, ন ধর্ম্মান্তরেণেতি। কুতঃ। "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি

ফলত্বানবকল্পনাদাগন্তুনা রূপেণ কেনচিদুৎপত্তৌ স্বেনেতি প্রাপ্তমনূদ্যত ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"সম্ভবত্যর্থবত্ত্বে হি নানর্থক্যমুপেয়তে।
বন্ধস্তু সদসত্ত্বাভ্যাং রূপমেকং বিশিষ্যতে॥"

অনধিগতাববোধনং হি প্রমাণং শাব্দমগত্যা কথঞ্চিদনুবাদতয়া বর্ণ্যতে। সকলসাংসারিকধর্ম্মাপেতস্তু প্রসন্নমাত্মরূপমপ্রসন্নাৎ তস্মাদেব রূপাৎ ব্যাবৃত্তমন-

আপনার কোন রূপান্তর হইলে তাহা অভিনিষ্পত্তি-শব্দের অভিধেয় হইতে পারে। যেমন বলা যায়, মানুষ দেবজন্ম লাভ করিয়া দেবরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়াছে। কিংবা প্রকৃতিস্থ লোক বিকারযোগে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, পরে বিকার অপনীত হওয়ায় সে যেমন ছিল, তেমনই হইয়াছে, তাদৃশ স্থলেও স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অতএব "স্বেন-রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" কথার কোন এক প্রকার আগন্তুক রূপ হওয়া ও স্বাত্মরূপে অবস্থান অর্থাৎ যেমন ছিল, তেমনি হওয়া, এই দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। কাযেই সংশয় হয়—মোক্ষ হইলে কি হয়? মোক্ষে কি কোন প্রকার ভোগপ্রদ আগন্তুক রূপ জন্মে? কিংবা কেবল আত্মভাব (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব) প্রকটিত হয় মাত্র? যেমন দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি স্বর্গ-স্থানে জন্মগ্রহণ করিলে বিশেষ বিশেষ আগন্তুক রূপ জন্মে, তেমনি, মোক্ষ হইলেও কি কোন প্রকার আগন্তুক রূপ জন্মে? কিংবা মাত্র অনাত্মভাব ত্যাগ করিয়া আত্মভাবে অবস্থান করে?) [কিন্তাবৎ…নিষ্পদ্যত] কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—স্থানান্তরে অর্থাৎ দেবাদি লোকে যেমন আগন্তুক রূপ জন্মে তেমনি মোক্ষেও কোন এক আগন্তুক রূপ জন্মে। মোক্ষও ফল, তাহারও ফলত্ব প্রসিদ্ধ আছে। (যাহা যাহা জন্মে, তাহা তাহাই ফল। মোক্ষও সাধনপ্রভাবে জন্মে; সেই কারণে মোক্ষও ফল) অপিচ, "অভিনিষ্পদ্যতে" এই কথাটী উৎপত্তিসমানার্থক। অভিনিষ্পত্তি, উৎপত্তি, জন্ম, এ সকল পর্য্যায় শব্দ, সুতরাং ঐ সকল কথার অর্থের প্রভেদ নাই। তাহাতেও বুঝা যায়, মোক্ষে স্বরূপাতিরিক্ত কোন কিছু জন্মে। যদি স্বরূপে অবস্থানই অভিনিষ্পত্তি, এরূপ হয়, তাহা হইলে মুক্তির পূর্ব্বেও স্বরূপ থাকায় তখনও তাহা বিভাবিত (স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন

স্বশব্দাৎ। অন্যথা হি স্বশব্দেন বিশেষণমনবক্লৃপ্তং স্যাৎ। নম্বাত্মীয়াভিপ্রায়ঃ স্বশব্দো ভবিষ্যতি। ন। তস্যাবচনীয়ত্বাৎ। যেনৈব হি কেনচিদ্রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, তস্যৈবাত্মীয়ত্বোপপত্তেঃ স্বেনেতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। আত্মবচনতায়ান্ত্বর্থবৎ—কেবলেনৈবাত্মরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, নাগন্তুকেনাপররূপেণাপীতি ॥৪।৪।১॥

কঃ পুনর্ব্বিশেষঃ পূর্ব্বাস্ববস্থাস্বিহ চ স্বরূপানপায়সাম্যে সতি, ইত্যত আহ—

ধিগতমববোধয়ন্নানুবাদো যুজ্যতে। ন চাস্য নিষ্পত্ত্যসম্ভবঃ, সত ইব ঘটাদেঃ সাংব্যবহারিকেণ প্রমাণেন বন্ধবিগমস্যাপি নিষ্পত্তের্লোকসিদ্ধত্বাৎ। বিচারাসহতয়া ত্বসিদ্ধিরুভয়ত্রাপি তুল্যা। ন হ্যসদুৎপত্তুমর্হতীত্যসকৃদাবেদিতম্। অন্ধো ভবতীতি স্বপ্নাবস্থা দর্শিতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবাৎ। রোদিতীবেতি জাগ্রদবস্থা, দুঃখশোকাদ্যাত্মকত্বাৎ। বিনাশমেবাপীত ইতি সুষুপ্তিঃ, এবকারশ্চেবার্থে, নাবধারণে ॥ ৪।৪।১ ॥

বা লব্ধমোক্ষ বলিয়া পরিগণিত) হইতে পারে। অতএব, প্রতীত হইতেছে যে, অভিনিষ্পদ্যতে কথায় অবশ্যই কোন বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপাতিরিক্ত ধর্ম্মের গ্রহণ হইয়াছে। "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ আত্মা স্বসম্পর্কীয় কোন এক বিশেষরূপে উৎপন্ন হন। [ইত্যেবং প্রাপ্তে···স্যাৎ] এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা যাইতেছে—যাহা কেবল আত্মভাব, জ্ঞানী তাহাতেই আবির্ভূত হন, ধর্ম্মান্তরে আবির্ভূত হন না। কারণ এই যে, শ্রুতি "স্বেন-রূপেণ—আপনার যেরূপ, সেই রূপে" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মান্তরে বা রূপান্তরে আবির্ভূত হইলে "স্বেন রূপেণ" এরূপ কথা বলিতেন না। অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ করিতেন না। করিলেও তাহা নিরর্থক হইত। [নম্বাত্মী··· আহ] যদি বল শ্রুতি আত্মীয় (আত্মসম্বন্ধী) অর্থে স্ব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মা, আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি—স্ব-শব্দের এতগুলি অর্থ আছে, তন্মধ্য হইতে আত্মীয় অর্থে স্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,—অন্যান্য অর্থের ব্যাবর্ত্তনার্থ "স্বেন" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, তাহা বলিতে হইলে "স্বেন" শব্দ বিশেষণ দিতে হয় না। না বলিলেও অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ না করিলেও তাহা পাওয়া যায়। আত্মা যখন যে কোন রূপে নিষ্পন্ন হউন না কেন, সমস্তই তাঁহার স্বীয়, অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং সে জন্য "স্বেন" বিশেষণ দিতে হয় না। দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং স্বশব্দের আত্মবাচিতা স্বীকার করিলে বিশেষণের স্বার্থক্য লাভ হইতে পারে। যাহা আপনার কেবল ভাব অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিত রূপ, তাহারই আবির্ভাব হয়, অন্য কিছু হয় না। নূতন বা আগন্তুক কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় না ॥৪।৪।১॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪।৪।২॥*

যোঽত্রাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুক্তঃ, স পূর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ শুদ্ধেনৈবাত্মনাবতিষ্ঠতে, পূর্ব্বত্রান্ধো ভবত্যপি রোদিতীব বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি চ অবস্থাত্রয়কলুষিতেনাত্মনা ইত্যয়ং বিশেষঃ। কথং পুনরবগম্যতে মুক্তোঽয়মিদানীং ভবতীতি। প্রতিজ্ঞানাদিত্যাহ। তথাহি "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি (ছা ৮।৯।৩ ; ৮।১০।৪ ; ৮।১১।৩) ইত্যবস্থাত্রয়দোষবিহীনমাত্মানং ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে

[জাগরিতে হ্যান্ধ্যাদিদেহধর্ম্মবান্ ভবতি, স্বপ্নে তু হত ইব কেনচিৎ। অপি চ পুত্রাদিনাশাদ্রোদিতীব ভবতি। সুষুপ্তৌ তু বিশেষাজ্ঞানাদ্বিনষ্ট ইবেতি বন্ধদশায়াং কলুষিতাত্মনা তিষ্ঠতি, মোক্ষে তু বিগলিতাখিলদুঃখঃ পরিতঃ প্রদ্যো-

আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষে যদি নূতন কিছু না হয়, তবে পূর্ব্বাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর দানার্থ বলিতেছেন—

যিনি অভিনিষ্পন্ন হন, তিনি ইদানীং বিমুক্ত। পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, এখন বিমুক্ত। পূর্ব্বের বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, এখন নিতান্ত শুদ্ধ। অজ্ঞতা বশতঃ পূর্ব্বে অন্ধতা প্রভৃতি দেহধর্ম্মের ধর্ম্মী হইয়াছিলেন, পুত্রকলত্রাদির বিনাশে রোদন করিতেন, যেন অন্য কর্ত্তৃক হত হইতেন, এখন আর তাঁহার সে সকল নাই। পূর্ব্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্তে কালুষ্যকবলিত ছিলেন, এখন তিনি প্রোক্ত তিন অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, হইয়া শুদ্ধ কেবল নির্দুঃখ ও পূর্ণানন্দস্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই বিশেষ—বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার প্রভেদ †। [কথং··· জ্ঞানম্] তিনি এখন মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অবস্থাত্রয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, ইহা কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। শ্রৌত প্রতিজ্ঞাই ঐ অবরোধের মূল। শ্রুতির প্রতিজ্ঞা পর্য্যালোচনা করিলে ঐ অর্থই প্রতীত

* অভিনিষ্পদ্যতে স মুক্তঃ বিগলিতবন্ধনঃ নির্দুঃখ ইতি যাবৎ। এতচ্চ প্রতিজ্ঞানাৎ বিজ্ঞায়তে। প্রাক্ বন্ধদশায়াং কলুষিতাত্মনাসীৎ ইদানীং বিগলিতাখিলদুঃখঃ পরিতঃ প্রদ্যোতমানপূর্ণানন্দাত্মনাবতিষ্ঠত ইতি বন্ধমোক্ষয়োর্ভেদঃ।

যিনি স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, তিনি মুক্ত অর্থাৎ বিগলিতসংসারবন্ধন বা দুঃখশোকাদিপরিহীন। ইহা শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যে অবধারিত হয়।

† যাহা সংসারাবস্থা, তাহাই বদ্ধাবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ তিনটী সংসারাবস্থার ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ হইলে চতুর্থ—তুরীয় মুক্ত হয়। শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্মযাথার্থ্য প্রতিভাত হইলে তুরীয় বা মুক্তাবস্থা আইসে। তখন আর জাগ্রতের, স্বপ্নের ও সুষুপ্তির কালুষ্য তাহাকে স্পর্শ করে না। জাগ্রতে দেহের অন্ধ্য ও বাধির্য্য প্রভৃতি ধর্ম্ম আপনাতে অঙ্গীকার করিয়া, মানিয়া লইয়া দুঃখী হইতেন। শোকে অস্থির হইয়া রোদন করিতেন এবং স্বপ্নেও মৃতকল্প ও সুষুপ্তিতে বিনষ্টপ্রায় হইতেন। সে সকল দোষ এখন উন্মার্জ্জিত হইয়াছে, এখন তিনি নিতান্ত নির্ম্মল নির্দুঃখ সর্ব্বব্যাপী ও পরিপূর্ণানন্দ।

স্পৃশতঃ" (ছা ৮।১২।১) ইতি চোপক্রম্য "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" (ছা ৮।১২।৩) ইতি চোপসংহরতি। তথাখ্যায়িকোপক্রমেঽপি "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" (ছা ৮।৭।১) ইত্যাদি মুক্তাত্মবিষয়মেব প্রতিজ্ঞানম্। ফলত্বসিদ্ধিরপি মোক্ষস্য বন্ধননিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা নাপূর্ব্বোপজননাপেক্ষা। যদপ্যভি-নিষ্পদ্যত ইত্যুৎপত্তিপর্য্যায়ত্বং, তদপি পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষম্। যথা রোগনিবৃত্তাবরোগোঽভিনিষ্পদ্যত ইতি তদ্বৎ, তস্মাদদোষঃ ॥৪।৪।২॥

তমানপূর্ণানন্দাত্মনাবতিষ্ঠত ইতি মহান্ বিশেষ ইত্যর্থঃ। কার্য্যগোচরমিতি কার্য্যপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥৪।৪।২॥ [ইতি রত্নপ্রভা।]

হয়। যথা—শ্রুতি প্রথমতঃ "তোমাকে পুনর্ব্বার ইঁহার কথা বলিতেছি।" এই বলিয়া অবস্থাত্রয়-বিনির্ম্মুক্ত আত্মার কথা বলিয়াছেন। শ্রুতির বক্তব্য কি? বক্তব্য—অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মা বলা অর্থাৎ বুঝাইয়া দেওয়া। সুতরাং তাহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বলিয়াছেন "শরীর ও শরীরধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে তখন আর তাঁহাকে প্রিয় অপ্রিয় (সুখ দুঃখ) স্পর্শ করে না।" অনন্তর, তিনি (শ্রুতি) এই বলিয়া প্রকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন—"স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, সে-ই উত্তম পুরুষ।" এতৎ প্রসঙ্গে যে আখ্যায়িকা অভিহিত হইয়াছে, তাহার প্রারম্ভেও মুক্তাত্মা বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। যথা—"যাহা আত্মা, তাহা পাপতাপাদিপরিশূন্য—" ইত্যাদি। [ফলত্ব…দোষঃ] মোক্ষও ফল অর্থাৎ শমদমাদি সাধনানন্তর জন্মে বা হয়, এ কথা বা এ রহস্য মাত্র বন্ধননিবৃত্তিসাপেক্ষ। অর্থাৎ বন্ধন-নিবৃত্তি হইলেই স্বরূপভূত মোক্ষ সিদ্ধ হইয়াছে বা জন্মিয়াছে বলিয়া গণ্য হয়। ছিল না হইল, মোক্ষে এমন কোন ধর্ম্ম প্রসাধিত হয় না, অর্থাৎ জন্মে না। অভিনিষ্পদ্যতে—অভিনিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদিও উৎপত্তিবাচী—উৎপত্তির নামান্তর, তথাপি, রোগনিবৃত্তি হইলে আরোগ্য নিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদ্রূপ, বন্ধননিবৃত্তি হইলে স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়, এ কথাও তদ্রূপ জানিবে। অর্থাৎ ঐ অভিনিষ্পত্তিশব্দ উপচারক্রমে প্রয়োজিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করিবে। অতএব, সিদ্ধ বা স্বরূপভূত মোক্ষে উৎপত্তিবাচী শব্দের প্রয়োগ কোনও প্রকারে দোষাবহ নহে ॥ ৪।৪।২ ॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥৪।৪।৩॥*

কথং পুনর্মুক্ত ইত্যুচ্যতে "যাবতা পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" (ছা ৮।১২।৩) ইতি কার্য্যগোচরমেবৈনং শ্রাবয়তি। জ্যোতিঃ-শব্দস্য ভৌতিকজ্যোতিষি রূঢ়ত্বাৎ। ন চানতিবৃত্তো বিকার-বিষয়াৎ কশ্চিদ্বিমুক্তো ভবিতুমর্হতি, বিকারস্যার্ত্তত্বপ্রসিদ্ধেরিতি। নৈষ দোষঃ। যত আত্মৈবাত্র জ্যোতিঃশব্দেনাবেদ্যতে, প্রকরণাৎ। "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ" (ছা ৮।৭।১) ইতি প্রকৃতে পরস্মিন্নাত্মনি নাকস্মাদ্ ভৌতিকং জ্যোতিঃ শক্যং গ্রহীতুম্, প্রকৃতহান্যপ্রকৃত-

নন্থ জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যশ্রবণাৎ স্বরূপনিষ্পত্তেরন্যা জ্যোতিরুপসম্পত্তিঃ, তথা চ ভৌতিকত্বেঽপি ন মোক্ষব্যাঘাতঃ। ভবেদেতদেবং, যদি জ্যোতিরুপসম্পদ্য তৎ পরিত্যজেদিতি শ্রূয়তে। তদধ্যাহারেঽপি তৎপ্রতিপাদনবৈয়র্থ্যং, তদপরিত্যাগে চ জ্যোতিষৈব স্বেন রূপেণেতি গম্যতে। তস্য চ ভূতত্বে বিকারত্বাৎ মরণধর্ম্মকত্বপ্রসিদ্ধেরমুক্তি ত্বমিতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

"জ্যোতিষ্পদস্য মুখ্যত্বং ভৌতিকে যদ্যপি স্থিতম্।
তথাপি প্রক্রমাদ্বাক্যাদাত্মন্যেবাত্র যুজ্যতে॥"

যে স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, সে মুক্ত, এ কথা বলিতে পার না। বলিলে সঙ্গত হয় কৈ? শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়, হইয়া স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। জ্যোতিঃ বলিলে ভৌতিক জ্যোতিঃই (পঞ্চ ভূতের অন্তর্গত তেজোভূতই) বুঝায়, তৎপ্রাপ্তে মুক্তির সম্ভাবনা কি? বিকার অর্থাৎ জন্য পদার্থের অধিকার অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না। বিকার যে অস্থায়ী, নশ্বর, তাহা সর্ব্ববিদিত। সেই জন্য বিকার প্রাপ্ত অমুক্ত—মুক্ত নহে। [নৈষ দোষঃ···ইত্যত্র] একথা সত্য বটে; পরন্তু "জ্যোতিরুপসম্পদ্য" কথায় ঐ দোষ হয় না। কারণ এই যে, উক্ত স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ভৌতিক জ্যোতিঃ বুঝায় না; কিন্তু আত্মা বুঝায়। আত্মা বুঝাইবার কারণ—উহা আত্মপ্রকরণে অভিহিত। শ্রুতি "যে

* জ্যোতিরুপসম্পদ্য ইত্যত্র জ্যোতিঃশব্দেনাত্মা বেদ্যতে, ন ভৌতিকং তেজোভূতম্। হেতুমাহ—প্রকরণাদিতি। পরমাত্মপ্রকরণোক্তো জ্যোতিঃশব্দঃ পরমাত্মপর এব ন ভূতপর ইত্যভিপ্রায়ঃ।

পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য—পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া—এস্থলে জ্যোতিঃশব্দ তেজোভূত অর্থে প্রয়োজিত হয় নাই, পরমাত্মা অর্থে প্রয়োজিত হইয়াছে। কারণ, ঐ কথা পরমাত্মার প্রস্তাবে অভিহিত।

প্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। জ্যোতিঃশব্দস্ত্বাত্মন্যপি দৃশ্যতে "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃ ৪।৪।১৬) ইতি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" (ব্র০ সূ০ ১।৩।৪০) ইত্যত্র ॥৪।৪।৩॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪।৪।৪॥*

পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যঃ, স কিং পরস্মাদাত্মনঃ পৃথগেব ভবতি ? উতাবিভাগেনৈবাবতিষ্ঠতে ? ইতি বীক্ষায়াং "স তত্র পর্য্যেতি" (ছা ৮।১২।৩) ইত্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশাৎ "জ্যোতিরুপসম্পদ্য" (ছা ৮।১২।৩) ইতি চ কর্ত্তৃকর্ম্মনির্দ্দেশাদ্ভেদেনৈবাবস্থানমিতি যস্য মতিঃ, তং ব্যুৎপাদয়তি। অবিভক্ত এব পরেণা-

পরং জ্যোতিরিতি হি পরপদসমভিব্যাহারাৎ পরত্বস্য চানপেক্ষস্য ব্রহ্মণ্যেব প্রবৃত্তের্জ্জ্যোতিষি চাপরে কিঞ্চিদপেক্ষ্য পরত্বাৎ পরং জ্যোতিরিতি বাক্যাদাত্মৈবাত্র গম্যতে। প্রকরণঞ্চোক্তম্। যৎ সম্পদ্য নিষ্পদ্যত ইতি, তৎ মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ। তস্মাৎ জ্যোতিরুপসম্পন্নো মুক্ত ইতি সূক্তম্॥ ৪।৪।৩॥

যদ্যপি জীবাত্মা ব্রহ্মণো ন ভিন্ন ইতি তত্র তত্রোপপাদিতং, তথাপি স তত্র

আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও অমর—" এবং ক্রমে পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া তদ্বোধার্থ যে জ্যোতিঃশব্দ বলিয়াছেন, সে জ্যোতিঃশব্দে আত্মা ব্যতীত অন্য অর্থের (তেজোভূতের) গ্রহণ করিতে পার না। করিলে প্রস্তাবের হানি ও অপ্রস্তাবিত কথার আগমন, এই দুই দোষ হইবে। শ্রুত্যন্তরেও আত্মায় জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"দেবতারা সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ উপাসনা করেন।" এ কথা "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" সূত্রে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে॥ ৪।৪।৩॥

স্বরূপনিষ্পন্ন অর্থাৎ মুক্তাত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন ? কিংবা অবিভক্ত (একীভূত) হন ? বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, পৃথক্ অবস্থান করেন। কারণ, "তিনি তাঁহাতে পরিক্রম করেন" এই শ্রুতি মুক্ত পুরুষকে আধেয় ও পরমাত্মাকে আধার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আধার ও আধেয় এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। "জ্যোতিরুপসম্পদ্য—জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া" এ শ্রুতিও মুক্ত পুরুষকে কর্ত্তা ও জ্যোতির্নামক পরমাত্মাকে কর্ম্ম (সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়ার কর্ম্ম) বলিয়াছেন। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক নহে; কিন্তু ভিন্ন। কদাচিৎ কাহার ঐরূপ সংশয় হইতে পারে;

---

* অবিভক্ত এব পরমাত্মনা ব্যবতিষ্ঠতে মুক্তঃ। দর্শয়ন্তি হি শ্রুতিবাক্যানি মুক্তস্য তথাভেনাবস্থানম্।

মুক্ত হইলে আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয়। তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। (পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে বিভক্তের ন্যায় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি উপাধিবিগমে যে-পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই হইলেন)।

ত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে। কুতঃ ? দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি "তত্ত্বমসি" (ছা ৬৮৭) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ ১৪১০) "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্বিভক্তং, যৎ পশ্যেৎ" (বৃ ৪৩২৩) ইত্যেবমাদীনি বাক্যান্যবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়ন্তি। যথাদর্শনমেব চ ফলং যুক্তং, তৎক্রতুন্যায়াৎ। "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি", "এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" (ক ৪১৫) ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপ-নিরূপণপরাণি বাক্যান্যবিভাগমেব দর্শয়ন্তি, নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ। ভেদনির্দ্দেশস্ত্বভেদেঽপ্যুপচর্য্যতে, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি, "স্বে মহিম্নি" (ছা ৭২৪১) ইতি, "আত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ" (ছা ৭২৫২) ইতি চৈবমাদিদর্শনাৎ ॥৪৪৪॥

পর্য্যেতীত্যাধারাধেয়ভাবব্যপদেশস্য সম্পত্তৃসম্পত্তব্যভাবব্যপদেশস্য চ সমাধা-নার্থমাহ ॥ ৪৪৪ ॥

সে জন্য অর্থাৎ তাহাদের সংশয়চ্ছেদ করিবার জন্য সূত্রকার ব্যাস বলিতেছেন —মুক্ত পুরুষ পৃথক্ অবস্থান করেন না, পরমাত্মায় অবিভক্ত (একীভূত) হন। এতৎসিদ্ধান্তের সাধক হেতু—দর্শন অর্থাৎ শ্রৌত বিজ্ঞান। শ্রুতি দেখাইয়াছেন—মুক্ত পুরুষ অবিভক্ত অর্থাৎ একাদ্বয় হন। [তথাহি··· দর্শনানি চ] "তৎ ত্বং অসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" "অহং ব্রহ্ম অস্মি—আমি ব্রহ্ম" "যাহাতে অন্য দর্শন নাই" "তিনি সদ্বিতীয় নহেন" "যে-কিছু বিভক্ত—ভিন্ন ভিন্ন—সমস্তই ব্রহ্মভিন্ন। (যাহা ব্রহ্মভিন্ন তাহা মিথ্যা বা কল্পিত)।" এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অবিভক্ততা (একাকারতা) দেখাইয়াছেন। ভাবনানুরূপ ফল হওয়া তৎক্রতুন্যায়সিদ্ধ। (যে যেরূপ ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে সেইরূপ হয়, ইহাই তৎক্রতু ন্যায়ের লক্ষণ। তৎ-ক্রতুন্যায়ের বিস্তৃত আকার পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।) "যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশাইলে এক হইয়া যায়, মননশীল জ্ঞানীর আত্মাও সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া যায়।" এই মুক্তাত্মনিরূপক বাক্য ও এতদনুরূপ অন্যান্য বাক্য মুক্তাত্মার সহিত পরমাত্মার অবিভাগ দেখাইয়াছেন এবং তাহারই অনুকূলে নদীসমুদ্রাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। (নদীর জল সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্রতাই প্রাপ্ত হয়)। [ভেদ···দর্শনাৎ] কোন কোন শ্রুতিতে ভেদনির্দ্দেশ (মুক্তাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নহে, কিন্তু ভিন্ন, এই ভাবের কথা) আছে বটে; কিন্তু সে নির্দ্দেশ ঔপচারিক। উপচার ব্যতীত অভেদে ভেদ-নির্দ্দেশ হয় না। "হে ভগবন্, তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত ?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন "আপন মহিমায়।" "তিনি আত্মরতি আত্মকাম আত্মক্রীড়—" ইত্যাদি শ্রুতিতেও দেখা যায়, আত্মাদ্বৈত-পক্ষই বেদের অভিপ্রেত ॥ ৪৪৪ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪।৪।৫॥*

স্থিতমেতৎ "স্বেন রূপেণ" (ছা ৮।৩।৪) ইত্যত্রাত্মমাত্রস্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে নাগন্তুকেনাপররূপেণেতি। অধুনা তু তদ্বিশেষবুভুৎসায়ামভিধীয়তে। স্বমস্য রূপং ব্রাহ্মমপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পত্বাবসানং, তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ, তেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ। উপন্যাসাদিভ্যস্তথাত্বাবগমাৎ। তথা হি "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" (ছা ৮।৩।১) ইত্যাদিনা "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছা ৮।৩।১) ইত্যেবমন্তেনোপন্যাসেনৈবমাত্মকতামাত্মনো বোধয়তি। তথা "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্

উপন্যাস উদ্দেশো জ্ঞাতস্য, যথা য আত্মাঽপহতপাপ্মেত্যাদিঃ। তথাঽজ্ঞাতজ্ঞাপনং বিধিঃ। যথা "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ"ইতি। "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যেতদজ্ঞাতজ্ঞাপনং বিধিঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর ইতি ব্যপদেশঃ। নায়মুদ্দেশো বিধেয়ান্তরাভাবাৎ। নাপি বিধিরপ্রতিপাদ্যত্বাৎ। সিদ্ধবদব্যপদেশাৎ তন্নির্ব্বচনসামর্থ্যাদয়মর্থঃ প্রতীয়তে। ত এতে উপন্যাসাদয়ঃ, এতেভ্যো হেতুভ্যঃ—

সিদ্ধান্ত হইল যে, মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপেই অভিনিষ্পন্ন হন, অপর কোন আগন্তুক রূপ বা ধর্ম্ম তাঁহাতে থাকে না বা হয় না। এই স্থানে অবশ্যই তত্ত্ববুভুৎসুর তদ্বিষয়ক বিশেষ ভাব অর্থাৎ সেই আত্মরূপ কিংবিধ, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। বেদব্যাস তদর্থে সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন—এ সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন, মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপাদি ও সত্যসংকল্পান্ত বিশেষণে অন্বিত। অপিচ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতির নামের উপযোগী। শ্রৌত উপন্যাস (যাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ, ইত্যাদিবিধ বর্ণনা) ও উদ্দেশ (তিনিই অন্বেষণীয় ইত্যাদিবিধ উল্লেখ) পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই অবগত হওয়া যায়। [তথাহি···ভবিষ্যন্তীতি] যথা—"এই আত্মা নিষ্পাপ—" এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" এতদন্ত বাক্যসন্দর্ভ (শব্দবিন্যাসপরিপাটী) মুক্তাত্মার তদাত্মকতা বুঝাইয়া দিতেছে। অপিচ, "তিনি সেই কালে পরিক্রম করেন বা তাদৃক্ ভাব প্রাপ্ত হন ও ক্রীড়া

* মুক্তো ব্রাহ্মেণ রূপেনাভিনিষ্পদ্যত ইতি জৈমিনির্মেনে। তত্র হেতুরুপন্যাসাদিঃ। বিধ্যর্থ উদ্দেশ উপন্যাসঃ এষ আত্মেত্যাদিঃ। আদিশব্দাৎ বিধিব্যপদেশো গৃহ্যতে। সচ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদিঃ।

জৈমিনি মুনি বলেন, শ্রুতির উপন্যাস (শব্দবিন্যাস) অর্থাৎ বিধানার্থ ধর্ম্মবিশেষের উদ্দেশ (উল্লেখ) ও বিধিসদৃশ বাক্যপরিপাটী অনুসারে স্থির হয় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। ব্রাহ্ম=ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। তাহা নিষ্পাপ ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি।

ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছা ৮।১২।৩) ইত্যৈশ্বর্য্যরূপমাবেদয়তি। "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছা ৭।২৫।২) ইতি চ। "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদিব্যপদেশাশ্চৈবমুপপন্না ভবিষ্যন্তীতি ॥৪।৪।৫॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ু-লোমিঃ ॥৪।৪।৬॥*

যদ্যপ্যপহতপাপ্মত্বাদয়ো ভেদেনৈব ধর্ম্মা নির্দ্দিশ্যন্তে, তথাপি শব্দবিকল্পজা এবৈতে। পাপ্মাদিনিবৃত্তিমাত্রং হি তত্র গম্যতে। চৈতন্যমেব ত্বস্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ

"ভাবাভাবাত্মকৈ রূপৈর্ভাবিকৈঃ পরমেশ্বরঃ।
মুক্তঃ সম্পদ্যতে স্বৈরিত্যাহ স্ম কিল জৈমিনিঃ॥"

ন চ চিৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবাত্মানোঽপহতপাপ্মত্বাদয়ো ভাবাত্মানশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো ধর্ম্মা অদ্বৈতং ঘ্নন্তি। নো খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভিদ্যন্তে। যা ভূদগ-বাশ্ববদ্ধর্ম্মিধর্ম্মভাবাভাব ইতি জৈমিনিরাচার্য্য উবাচ॥ ৪।৪।৫॥

"অনেকাকারতৈকস্য নৈকত্বান্নৈকতা ভবেৎ।
পরস্পরবিরোধেন ন ভেদাভেদসম্ভবঃ॥"

নহ্যেকস্যাত্মনঃ পারমার্থিকানেকধর্ম্মসম্ভবঃ। তে চেদাত্মনো ভিদ্যন্তে, দ্বৈতাপত্তেরদ্বৈতশ্রুতয়ো ব্যাবর্ত্তেরন্। অথ ন ভিদ্যন্তে, ততএকস্মাদাত্মনোঽভেদান্মিথোঽপি ন ভিদ্যেরন্, আত্মরূপবৎ। আত্মরূপং বা ভিদ্যেত, ভিন্নেভ্যোঽনন্যত্বাৎ, নীলপীতরূপবৎ। ন চ ধর্ম্মিণ আত্মনো ন ভিদ্যন্তে, মিথস্তু

করেন, ভোগ করেন, রমমাণ থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য আবেদন করিতেছে। ঐশ্বর্য্যযোগ থাকাতে "সমুদায় লোক তাঁহার ইচ্ছাচর" "তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর" ইত্যাদি উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে॥ ৪।৪।৫॥

যদিও ব্রহ্মে নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অতিরিক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হইলেও সে সকল বা সে সকল কথার অর্থ শব্দ-বিকল্প-প্রভাব মাত্র † অর্থাৎ অত্যন্ত মিথ্যা। বস্তুতঃ তাঁহাতে পাপাদি ধর্ম্ম নাই, এই মাত্র সে সকলের অভিধেয়। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; সুতরাং তিনি মোক্ষকালে তন্মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন, অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত ভাবের সম্পর্ক বা লেশ মাত্র থাকে না। ইহাই

* চিতিশ্চৈতন্যং তদেবাত্মনঃ স্বং রূপং, ততশ্চ তন্মাত্রেণ চৈতন্যমাত্রেণাভিনিষ্পদ্যতে মুক্ত ইত্যৌড়ুলোমিরাহ।

ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। আত্মা যখন কেবল চৈতন্যাত্মক, তখন বুঝা উচিত যে, মুক্তিতে আত্মা চৈতন্যমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। সত্যসংকল্পত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব এ সকল ধর্ম্ম থাকে না। (ভাষ্য দেখ)।

† শব্দবিকল্প=শব্দজ্ঞানজন্য বা শব্দব্যবহারমূলক মিথ্যাপ্রত্যয়। যেমন রাহুর মস্তক। মস্তকই রাহু, কিন্তু 'রাহুর' এই শব্দ কর্ণপ্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রতীতি হয়, রাহু পৃথক্। ঐ প্রতীতি মিথ্যা অথচ ঐরূপ বলায় প্রথা আছে। মুক্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয়, এ কথাও ঐরূপ জানিবে।

-স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তির্যুক্তা। তথা চ শ্রুতিঃ "এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ" (বৃ ৪।৫।১৩) ইত্যেবঞ্জাতীয়কানুগৃহীতা ভবিষ্যতি। সত্যকামত্বাদয়স্তু যদ্যপি বস্তুস্বরূপেণৈব ধর্ম্মা উচ্যন্তে—সত্যাঃ কামা অস্যেতি, তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধাধীনত্বাৎ তেষাং ন চৈতন্যবৎ স্বরূপত্বসম্ভবঃ, অনেকাকারত্বপ্রতিষেধাৎ। প্রতিষিদ্ধং হি ব্রহ্মণোঽনেকাকারত্বং "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্" [ব্র° সূ° ৩।২।১১] ইত্যত্র। অত এব চ জক্ষণাদিসঙ্কীর্ত্তনমপি দুঃখাভাবমাত্রাভিপ্রায়ং স্তুত্যর্থমাত্মরতিরিত্যাদিবৎ। নহি মুখ্যান্যেব রতিক্রীড়ামিথুনান্যাত্মনিমিত্তানি শক্যন্তে বর্ণয়িতুম্, দ্বিতীয়বিষয়ত্বাৎ তেষাম্। তস্মাৎ

ভিন্নস্তু ইতি সাম্প্রতম্। ধর্ম্যভেদেন তদনন্যত্বেন তেষামপ্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। ভেদে বা ধর্ম্মিণোঽপি ভেদপ্রসঙ্গাদিত্যুক্তম। ভেদাভেদৌ চ পরস্পরবিরোধাদেকত্রাভাবাৎ ন সম্ভবত ইত্যুপপাদিতং প্রথমে সূত্রে। অভাবরূপাণামদ্বৈতাবিহন্তৃত্বেঽপি তস্য পাপ্মাদেঃ কাল্পনিকতয়া তদধীননিরূপণানাং তেষামপি কাল্পনিকত্বমিতি ন তাত্ত্বিকী তদ্ধর্ম্মতা শ্রিয়তে। এতেন সত্যকামসর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশ্বরত্বাদয়োঽপ্যৌপাধিকা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেনাব্যপদেশ্যেন চৈতন্যমাত্রাত্মনাভিনিষ্পদ্যমানস্য মুক্তাবাত্মনোঽর্থশূন্যৈরেবাপহতপাপ্মসত্য-

তথ্য ও যুক্তিযুক্ত। ঐরূপ হইলেই "এই আত্মা অন্তর্ব্বাহ্যবর্জ্জিত অর্থাৎ একরস, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন" ইত্যাদি শ্রুতি সানুকূল হয়। [সত্যকাম···বৎ] অপিচ, সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ-সন্নিবিষ্টের ন্যায় অভিহিত হইয়াছে সত্য (সত্যাঃ কামা অস্য—যাঁহার ইচ্ছাসকল সত্য); পরন্তু তাহা উপাধি-সম্পর্কের অধীন। যেহেতু সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম উপাধিসম্বন্ধের অধীন, সেই হেতুই সে সকল স্বরূপের অন্তর্গত নহে। কেবল চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ, আর সকল উপাধিসংসর্গে অধ্যস্ত। কারণ, শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মস্বরূপ অনেক নহে। আত্মা যে অনেকরূপী নহে, তাহা "ন স্থানতোঽপি—" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ক্রীড়া করেন, ও রমমাণ থাকেন, এ সকল কথা কেবল দুঃখাভাব ও স্তুতি এই দুই প্রকার উদ্দেশ্যেই অভিহিত হইয়াছে। [ন হি···মন্যতে] মুখ্য বা প্রকৃত ক্রীড়া—যাহা পদার্থান্তর-সাপেক্ষ—বস্তুতঃ আত্মার তাহা নাই। যাহা নাই, তাহা আছে বলিয়া বর্ণনা করিতে পার না। তৎকালে যদি কোনরূপ ভেদভাব কি অন্য কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তবেই তন্নিমিত্ত ক্রীড়া প্রভৃতি অবধারণ করিতে পার, নচেৎ পার না। অতএব, মোক্ষে নিঃশেষরূপ নিরস্তপ্রপঞ্চ, নিতান্ত

নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনাঽভিনিষ্পদ্যতে ইত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ৪ । ৪ । ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৪।৪।৭॥ *

এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্ব্বস্যাপ্যুপন্যাসাদিভ্যোঽবগতস্য ব্রাহ্মস্যৈশ্বর্য্যরূপস্যাপ্রত্যাখ্যানাদবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে ॥৪।৪।৭॥

কামাদিশব্দৈর্ব্ব্যপদেশ ইত্যৌড়ুলোমির্ম্মেনে। তদিদমুক্তং "শব্দবিকল্পজা এবৈতে" অপহতপাপ্মত্বাদয়ো ন তু সাংব্যবহারিকা অপীতি ॥ ৪।৪।৬ ॥

"তদেতদতিশৌণ্ডীরমৌড়ুলোমের্ন মৃষ্যতে।
বাদরায়ণ আচার্য্যো মৃষ্যন্নপি হি তন্মতম্ ॥"

এবমপীত্যৌড়ুলোমিমতমনুজানাতি, শৌণ্ডীরস্তু ন সহত ইত্যাহ—"ব্যবহারাপেক্ষয়া" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—সত্যং তাত্ত্বিকানন্দচৈতন্যমাত্র এবাত্মা, অপহতপাপ্মসত্যকামত্বাদয়স্ত্বৌপাধিকতয়াঽতাত্ত্বিকা অপি ব্যবহারিকপ্রমাণোপনীততয়া লোকসিদ্ধা নাত্যন্তাসন্তঃ, যেন তচ্ছব্দা রাহোঃ শির ইতিবদবাস্তবা ইত্যর্থঃ ॥ ৪।৪।৭ ॥

প্রসন্ন ও অব্যপদেশ্য † কেবল চেতনরূপ অভিনিষ্পন্ন হওয়াই সুস্থির, ইহা ঔড়ুলোমি মুনি অবধারণ করেন ॥ ৪।৪।৬ ॥

কিন্তু বাদরায়ণ মুনির মত এই যে, আত্মা পরমার্থিক দর্শনে নির্দ্ধর্ম্মক ও অখণ্ড চিন্মাত্র হইলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাদিশাস্ত্রাবগত ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয় না, এবং সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিরোধ ঘটনাও হয় না ॥ ৪।৪।৭ ॥

* এবমপি চৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি উপন্যাসাৎ উপন্যাসাদিভ্যো হেতুভ্যঃ। পূর্ব্বভাবাৎ পূর্ব্বস্য ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যরূপস্য অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ অবিরোধং ব্যবহারদৃষ্ট্যা বিরোধাভাবং বাদরায়ণঃ প্রাহ। অত্র কেচিৎ মুহ্যন্তি—অখণ্ডচিন্মাত্রজ্ঞানাৎ মুক্তস্যাজ্ঞানাভাবাৎ কুত আজ্ঞানিকধর্ম্মযোগ ইতি। তে ইত্থং বোধনীয়াঃ। যে ঈশ্বরধর্ম্মাস্ত এব চিদাত্মনি মুক্তে জীবান্তরৈর্ব্ব্যবহ্রিয়ন্তে। ন চ মূলাবিদ্যৈক্যাৎ তন্নাশে কুতো জীবান্তরমিতি বাচ্যম্। ন বয়ং তন্নাশে জীবান্তরে ব্যবহারং ব্রূমঃ, কিন্তু তদংশনাশেঽংশারব্ধাধ্যাত্মিকশরীরদ্বয়াভিমানিনো মুক্তাবংশান্তরোপাধিকা জীবা ব্যবহর্ত্তার ইতি বদামঃ।

আত্মা অসঙ্গচিদেকরস সত্য, পরন্তু তাঁহার উপন্যাসাদিশাস্ত্রসমর্পিত ঈশ্বররূপও ব্যবহারতঃ অপ্রত্যাখ্যেয়। যাহা পারমার্থিক রূপ, তাহার সহিত ব্যবহারিক রূপের বিরোধ কি? বাদরায়ণ মুনি বলেন, বিরোধ নাই।

† নিরস্তপ্রপঞ্চ—কোনও প্রকার প্রভেদ না থাকা অর্থাৎ নিতান্ত একরূপ হওয়া। প্রসন্ন—অত্যন্ত নির্ম্মল—উপাধিকালুষ্যবিহীন। অব্যপদেশ্য—ব্যপদেশের বা বর্ণনার অযোগ্য। অথচ নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প বা অখণ্ডৈকরস, ইত্যাদি বাক্যে বোধনীয়।

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৪।৮॥*

হার্দ্দবিদ্যায়াং শ্রূয়তে "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছা ৮।২।১) ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং সঙ্কল্প এব কেবলঃ পিত্রাদিসমুত্থানহেতুঃ? উত নিমিত্তান্তরসহিত ইতি। তত্র সত্যপি সঙ্কল্পাদেবেতি শ্রবণে লোকবৎ নিমিত্তান্তরাপেক্ষা যুক্তা। যথা লোকেঽস্মদাদীনাং সঙ্কল্পাৎ গমনাদিভ্যশ্চ হেতুভ্যঃ পিত্রাদিসম্পত্তির্ভবতি, এবং মুক্তস্যাপি স্যাৎ, এবং চ দৃষ্টবিপরীতং ন কল্পিতং ভবিষ্যতি। সঙ্কল্পাদেবেতি তু রাজ্ঞ ইব সঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধিকরীং সাধনান্তর-

"যত্নানপেক্ষঃ সঙ্কল্পো লোকে বস্তুপ্রসাধনঃ।
ন দৃষ্টঃ সোঽত্র যত্নস্য লাঘবাদবধারিতঃ॥"

লোকে হি কশ্চিদর্থং চিকীর্ষুঃ প্রযততে, প্রযতমানঃ সমীহতে, সমীহানস্তমর্থমাপ্নোতীতি ক্রমো দৃষ্টঃ। ন ত্বিচ্ছানন্তরমেবাপেক্ষ্যমাণমুপতিষ্ঠতে। তেন শ্রুত্যাপি লোকবৃত্তমনুরুধ্যমানয়া বিদুষস্তাদৃশ এব ক্রমোঽনুমন্তব্যঃ। অবধারণন্তু সঙ্কল্পাদেবেতি লৌকিকং যত্নগৌরবমপেক্ষ্য বিদ্যাপ্রভবতো বিদুষো যত্নলাঘবাৎ। যত্নস্তু তদসংকল্পমিতি। স্যাদেতৎ। যথা মনোরথমাত্রোপস্থাপিতা স্ত্রী স্বৈণানাং চরমধাতুবিসর্গহেতুঃ, এবং পিত্রাদয়োঽপ্যস্য সঙ্কল্পোপস্থাপিতাঃ

উপনিষদে, হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের উপাসনা ও তাহার প্রণালী অভিহিত হইয়াছে। সেই উপাসনার অন্য নাম হার্দ্দবিদ্যা ও দহরবিদ্যা। সেই স্থানে অভিহিত আছে—"উপাসক যদি পিতৃলোককামী হন, ত পিতৃগণ তাঁহার সংকল্পমাত্রে (ধ্যানমাত্রে) সমুত্থিত হন।" এই স্থানে সংশয়—কেবলমাত্র সংকল্পই কি প্রোক্ত পিতৃসমুত্থানের হেতু? কিংবা তৎসঙ্গে অন্য কিছু বাহ্য সহায়ও আছে? [তত্র···ক্রমঃ] যদিও শ্রুতিতে "সংকল্পাদেব"—মাত্র সংকল্পের দ্বারা, এইরূপ সাবধারণ শব্দ আছে, থাকিলেও লোকদৃষ্টান্তে তাহাতে নিমিত্তান্তরের যোগ থাকা স্বীকার্য্য। কেবল সংকল্পে কোন কিছু পাওয়া যায় না, সংকল্পের সঙ্গে সহায়ান্তর থাকা আবশ্যক হয়। যেমন লোকমধ্যে দেখা যায়, অস্মদাদির সংকল্প গমনাদি নিমিত্তের সহায়তায় পিতৃদর্শনাদি কার্য্য সাধন করে, তেমনি মুক্ত পুরুষও

* ইদানীমপরবিদ্যাফলং চিন্তয়তি। তুঃ পক্ষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। সঙ্কল্পাদেব সঙ্কল্পমাত্রাৎ ব্রহ্মলোকং গতস্যোপাসকস্য ভোগঃ সিদ্ধ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।

তিনি যদি পিতৃলোক-কামনা করেন, তবে কেবল সঙ্কল্প মাত্র তাঁহার সে কামনা পূর্ণ করায়; তাহাতে অন্য কিছুর প্রতীক্ষা থাকে না। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। (ভাষ্য দেখ)।

দর্শয়তি "অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছা ৮।১।৬) ইতি ॥৪।৪।৯॥

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ ৪ । ৪ । ১০ ॥*

"সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছা ৮।২।১) ইত্যতঃ শ্রুতের্ম্মনস্তাবৎ সঙ্কল্পসাধনং সিদ্ধম্। শরীরেন্দ্রিয়াণি পুনঃ প্রাপ্তৈশ্বর্য্যস্য বিদুষঃ সন্তি ন সন্তীতি সমীক্ষ্যতে। তত্র বাদরিস্তাবদাচার্য্যঃ শরীরস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চাভাবং মহীয়মানস্য বিদুষো মন্যতে। কস্মাৎ? এবং হ্যাহাম্নায়ঃ "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছা ৮।১২।৫) "য এতে ব্রহ্মলোকে" (ছা ৮।১৩।১) ইতি। যদি মনসা শরীরেন্দ্রিয়ৈশ্চ বিহরেৎ, মানসেতি বিশেষণং ন স্যাৎ। তস্মাদভাবঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং মোক্ষে ॥ ৪ । ৪ । ১০ ॥

ঈশ্বরধর্ম্ম এব বিদুষামাবির্ভূত ইতি ন সঙ্কল্পভঙ্গ ইতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥৪।৪।৯॥]

"অন্যযোগব্যবচ্ছিত্ত্যা মনসেতি বিশেষণাৎ।
দেহেন্দ্রিয়বিয়োগঃ স্যাদ্বিদুষো বাদরের্ম্মতম্ ॥"

অনেকধাভাবশ্চর্দ্ধিপ্রভাবভুবো মনোভেদাদ্বা স্তুতিমাত্রং বা কথঞ্চিল্লুমবিদ্যায়াং নির্গুণায়াং তদসম্ভবাৎ অসতাপি হি গুণেন স্তুতির্ভবত্যেবেতি ॥৪।৪।১০ ॥

আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করত (আত্মবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা কথিত প্রকার সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হন ও সমুদায় লোকে তাঁহারা কামচর হন ॥৪।৪।৯॥

"সংকল্পমাত্রেই মুক্ত পুরুষের পিতৃগণ সমুপস্থিত হন" এই শ্রুতিতে জানা গেল, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জ্ঞানীর মন থাকে। কেননা, মনই সংকল্পের সাধন অর্থাৎ উপায়। শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কি-না, তাহা উক্ত শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় না। সেজন্য তাহা চিন্তার বিষয় বটে। এ বিষয়ে বাদরি মুনি বলেন, পরিমুক্ত বিদ্বানের সংকল্পসাধন মন থাকে বটে; কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। কেননা, বেদ বলিয়াছেন—মুক্তি হইলে অন্য কিছু থাকে না, কেবল সংকল্পসাধন মন মাত্র থাকে। যথা—"তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত বিষয় অনুভব করত রমমাণ হন।" যদি তাঁহারা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, এই তিনের দ্বারা বিহার করেন, এমন হয়, তাহা হইলে মনসা—মনের দ্বারা, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক। অতএব, মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, ইহাই অবধারণীয়। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ) ॥৪।৪।১০ ॥

---

* অভাবং শরীরেন্দ্রিয়াণাং বিদুষ ইতি যোজনীয়ম্। বাদরিস্তন্নামক আচার্য্যঃ মেনে। হি যতঃ এবং বিদুষঃ শরীরেন্দ্রিয়াণামভাবং আহ—আম্নায় ইতি শেষঃ।

ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥ ৪। ৪। ১১ ॥*

জৈমিনিরাচার্য্যো মনোবচ্ছরীরস্যাপি সেন্দ্রিয়স্য ভাবং মুক্তং প্রতি মন্যতে। যতঃ "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছা ৭।২৬।২) ইত্যাদিনাঽনেকধাভাববিকল্পমানস্তি। ন হ্যনেকবিধতা বিনা শরীরভেদেনাঞ্জসী স্যাৎ। যদ্যপি নির্গুণায়াং ভূমবিদ্যায়াময়মনেকধাভাবে বিকল্পঃ পঠ্যতে, তথাপি বিদ্যমানমেবেদং সগুণাবস্থায়ামৈশ্বর্য্যং ভূমবিদ্যাস্তুতয়ে সঙ্কীর্ত্ত্যত ইত্যতঃ সগুণবিদ্যাফলভাবেনোপতিষ্ঠত ইত্যুচ্যতে ॥ ৪। ৪। ১১॥

"শরীরেন্দ্রিয়ভেদে হি নানাভাবঃ সমঞ্জসঃ।
ন চার্থসম্ভবে যুক্তং স্তুতিমাত্রমনর্থকম্ ॥"

ন হি মনোমাত্রভেদে স্ফুটতরোঽনেকধাভাবো যথা শরীরেন্দ্রিয়ভেদে। অত এব সৌভরেরভিবিনির্ম্মিতবিবিধদেহস্যাপর্য্যায়েণ মান্ধাতৃকন্যাভিঃ পঞ্চাশতা বিহারঃ পৌরাণিকৈঃ স্মর্য্যতে। ন চার্থসম্ভবে স্তুতিমাত্রমনর্থকমবকল্পতে। সম্ভবতি চাস্যার্থবত্ত্বম্। যদ্যপি নির্গুণায়ামিদং ভৌমবিদ্যায়াং পঠ্যতে, তথাপি তস্যাঃ পুরস্তাদনেন সগুণাবস্থাগতেনৈশ্বর্য্যেণ নির্গুণৈব বিদ্যা স্তূয়তে। ন চান্যযোগব্যবচ্ছেদেনৈব বিশেষণম্, অযোগব্যবচ্ছেদেনাপি বিশেষণাৎ। যথা চৈত্রো ধনুর্দ্ধরঃ। তস্মান্মনঃশরীরেন্দ্রিয়যোগ ঐশ্বর্য্যশালিনাং নিয়মেনেতি মেনে জৈমিনিঃ ॥ ৪।৪।১১ ॥

জৈমিনি মুনি বলেন, যেমন মন থাকে, তেমনি শরীরেন্দ্রিয়েরও ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে, ইহা মানিতে হইবেক। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সেই মুক্ত পুরুষ কখন এক প্রকার, কখনও অনেক প্রকার হন।" এই শ্রুত্যুক্ত অনেকবিধ ভাববিকল্প সেন্দ্রিয় শরীর থাকার অনুমাপক। ভিন্ন ভিন্ন শরীর (অনেক শরীর) না থাকিলে অনেকবিধ হওয়ার সম্ভাবনা কি? যদিও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা-অধিকারে ঐ অনেকবিধতা বা ভাববিকল্প অভিহিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবেক যে, সগুণাবস্থায় ঐ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার স্তত্যর্থ পরিপঠিত। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ) ॥ ৪।৪।১১ ॥

বাদরি মুনি বলেন, যেহেতু বেদ জ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই বলিয়াছেন, সে হেতু মুক্ত পুরুষ অনিন্দ্রিয় ও অশরীর।

* মনোবৎ সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য ভাবং সত্ত্বং আহ জৈমিনিঃ। বিকল্পস্য অনেকধাভাবস্য আমননং কথনং, তস্মাৎ।

জৈমিনি বলেন, শ্রুতির বিকল্প অর্থাৎ অনেকধাভাব কথন দৃষ্টে স্থির হয় যে, মোক্ষে মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই বিদ্যমান থাকে।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥৪।৪।১২॥*

বাদরায়ণঃ পুনরাচার্য্যোঽত এবোভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাদুভয়বিধত্বং সাধু মন্যতে। যদা সশরীরতাং সঙ্কল্পয়তি, তদা সশরীরো ভবতি, যদা ত্বশরীরতাং, তদা অশরীর ইতি। সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সঙ্কল্পবৈচিত্র্যাচ্চ। দ্বাদশাহবৎ। যথা দ্বাদশাহঃ সত্রমহীনশ্চ ভবত্যুভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাৎ, এবমিদমপীতি ॥৪।৪।১২॥

মনসেতি কেবলমনোবিষয়াঞ্চ "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইতি। শরীরেন্দ্রিয়ভেদবিষয়াঞ্চ শ্রুতিমুপলভ্যানিয়মবাদী খলু বাদরায়ণো নিয়মবাদৌ পূর্ব্বয়ো র্ন সহতে, দ্বিবিধশ্রুত্যনুরোধাৎ। ন চাযোগব্যবচ্ছেদেনৈবংবিধেষু বিশেষণমবকল্পতে। কামেষু হি রমণং সমনস্কেন্দ্রিয়েণ শরীরেণ পুরুষাণাং সিদ্ধমেবেতি নাস্তি শঙ্কা মনোযোগস্যেতি তদ্ব্যবচ্ছেদো ব্যর্থঃ। সিদ্ধস্য তু মনোযোগস্য তদন্যপরিসঙ্খ্যানেনার্থবত্ত্বমবকল্পতে। তস্মাৎ বামেনাক্ষ্ণা পশ্যতীতিবদত্রান্যযোগব্যবচ্ছেদ ইতি সাম্প্রতম্। "দ্বাদশাহবৎ" ইতি।

"দ্বাদশাহস্য সত্রত্বমাসনোপায়িচোদনে।
অহীনত্বঞ্চ যজতি চোদনে সতি গম্যতে॥"

দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুরিত্যুপায়িচোদনেন "য এবং বিদ্বাংসঃ সত্রমুপযন্তি" ইতি চ দ্বাদশাহস্য সত্রত্বং বহুকর্ত্তৃকস্য গম্যতে। এবং তস্যৈব "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েদিতি যজতিচোদনেন নিয়তকর্ত্তৃপরিমাণত্বেন দ্বিরাত্রেণ যজেতেত্যাদিবদহীনত্বমপি গম্যত ইতি ॥ ৪।৪।১২ ॥

বাদরায়ণ মুনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত হেতুতে অর্থাৎ দ্বিপ্রকার শ্রুতি থাকায় দ্বিপ্রকার হওয়াই সঙ্গত, অর্থাৎ তাঁহারা কখন সশরীর, কখন বা অশরীর। যখন সশরীরতার সংকল্প করেন, তখন সশরীর এবং যখন অশরীরতার সংকল্প করেন, তখন অশরীর হন। তাঁহাদের সংকল্প অমোঘ ও বিচিত্র। যেমন এক দ্বাদশাহ যাগ সত্র ও অহীন উভয়প্রকার, সেইরূপ, মুক্তও উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর ॥ ৪।৪।১২ ॥

* অতঃ উভয়লিঙ্গশ্রুতেঃ উভয়বিধং সশরীরত্বমশরীরত্বঞ্চাহ বাদরায়ণো মুনিঃ। একস্যাঽনেকধাভাবে দ্বাদশাহবদিতি নিদর্শনম্।

† বাদরায়ণ মুনি বলেন, সশরীর অশরীর উভয় বোধিকা শ্রুতি থাকায় উভয় প্রকার হওয়াই সঙ্গত। যেমন দ্বাদশাহ অর্থাৎ দ্বাদশদিনব্যাপী একই যাগ এক শ্রুতি অনুসারে অহীন, তেমনি, মুক্ত পুরুষও সশরীর ও অশরীর। কখন সশরীর কখন বা অশরীর (ইচ্ছা অনুসারে)।

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ৪ । ৪ ।১৩॥*

যদা তু সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্যাভাবস্তদা, যথা সন্ধ্যে স্থানে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়েষ্ববিদ্যমানেষ্বপ্যুপলব্ধিমাত্রা এব পিত্রাদি-কামা ভবন্তি, এবং মোক্ষেঽপি স্যুঃ। এবং হি তদুপপদ্যতে ॥ ৪ । ৪ । ১৩ ॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ৪।৪। ১৪ ॥†

ভাবে পুনস্তনোর্যথা জাগরিতে বিদ্যমানা এব পিত্রাদি-কামা ভবন্ত্যেবং মুক্তস্যাপ্যুপপদ্যন্তে ॥৪।৪।১৪॥

সম্প্রতি শরীরেন্দ্রিয়াভাবেন মনোমাত্রেণ বিদুষঃ স্বপ্নবৎ সূক্ষ্মো ভোগো ভবতি। কুতঃ। উপপত্তেঃ। মনসৈতানিতি শ্রুতেঃ। যদি পুনঃ সুষুপ্তবদ-ভোগো ভবেৎ, নৈষা শ্রুতিরুপপদ্যেত। ন চ সশরীরবদুপভোগঃ, শরীরাদ্যু-পাদানবৈয়র্থ্যাৎ।

সশরীরস্য তু পুষ্কলো ভোগঃ, ইহাপ্যুপপত্তেরিত্যনুষঞ্জনীয়ম্। তদিদমুক্তং সূত্রাভ্যাম্ ॥ ৪ । ৪ । ১৩—১৪ ॥

যখন শরীরেন্দ্রিয় না থাকে, তখন, যেমন সন্ধ্যস্থানে (এ দিকে মরণ ও দিকে জন্ম না হওয়া, দুইয়ের মধ্যে বা অন্তরালে। অথবা এ দিকে জাগ্রৎ, ও দিকে সুষুপ্তি, মধ্যে বা অন্তরালে। অর্থাৎ স্বপ্নকালে) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, তিনের কিছুই নাই, অথচ জীব কেবল ভাবনাময় কামনায় পিত্রাদি-কামী হয়, তেমনি, মোক্ষেও অশরীর কালে উপলব্ধিমাত্রে অর্থাৎ কল্পনা-ময় ভাবনাবিজ্ঞানে পিত্রাদিকামী হয়। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন। (সিদ্ধান্ত) ॥ ৪ । ৪ । ১৩ ॥

মুক্তাত্মা যখন সশরীর অর্থাৎ সাংকল্পিক শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত হন, তখন জাগ্রতে বিদ্যমান পিত্রাদি-অভিলাষী হওয়ার ন্যায় মোক্ষেও বিদ্যমান পিত্রাদি-অভিলাষী হন। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন ॥ ৪ । ৪ । ১৪ ॥

---

* তন্বভাবে সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য অভাবে। সন্ধ্যে ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানমিতি যাবৎ।—যখন অশরীর, তখন তাঁহার কামনা স্বপ্নকামনার সদৃশ। শরীরেন্দ্রিয়বিষয় থাকে না, অথচ স্বপ্নে বিষয়োপলব্ধি হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অশরীর কালের কাম্যকামনা উপপন্ন হইতে পারে।

† সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য ভাবে সশরীরকাল ইতি যাবৎ।

সশরীরকালে জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় বিদ্যমান কাম্যকামনা করেন অর্থাৎ তখন পরিপুষ্ট ভোগ হয়।

‡ একটী বিধান আছে, দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ। এই বিধানে একটী দ্বাদশদিনসাধ্য যাগ লব্ধ হয়। পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই যাগ সত্র ও অহীন দ্বিপ্রকার লক্ষণান্বিত। পূর্ব্বমীমাংসায় লিখিত আছে, যে যাগ উপযন্তি ও আসতে এই দুই ক্রিয়াবোধক শব্দে বিহিত, এবং যে যাগ অনির্দ্দিষ্ট (অনেকগুলি) কর্ত্তার নিষ্পাদ্য, সে যাগ "সত্র" তদ্ভিন্ন সমস্তই "অহীন"।

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি॥ ৪।৪।১৫॥*

"ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ" [ব্র°সূ° ৪।৪।১১] ইত্যত্র সশরীরত্বং মুক্তস্যোক্তং, তত্র ত্রিধাভাবাদিম্বনেকশরীরসর্গে কিং নিরাত্মকানি শরীরাণি দারুযন্ত্রবৎ সৃজ্যন্তে? কিংবা সাত্মকান্য-স্মদাদিশরীরবৎ? ইতি ভবতি বীক্ষা। তত্রাত্মমনসোর্ভেদানু-পপত্তেরেকেণ শরীরেণ যোগাদিতরাণি নিরাত্মকানীত্যেবং

বস্তুতঃ পরমাত্মনোঽভিন্নোঽপ্যয়ং বিজ্ঞানাত্মাঽনাত্মবিদ্যাকল্পিতপ্রাদেশি-কান্তঃকরণাবচ্ছেদেনানাদিজীবভাবমাপন্নঃ প্রাদেশিকঃ সন্ন দেহান্তরাণি স্বভাব নির্ম্মিতান্যপি নানাপ্রদেশবর্ত্তীনি সান্তঃকরণো যুগপদাবেষ্টুমর্হতি, ন চাত্মা-ন্তরং স্রষ্টুমপি, সৃজ্যমানস্য স্রষ্টৃতিরেকেণানাত্মত্বাদাত্মত্বে বা কর্ত্তৃকর্ম্মভাবাভাবা-দ্ভেদাশ্রয়ত্বাদস্য। নাপ্যন্তঃকরণান্তরং তত্র সৃজতি, সৃজ্যমানস্য তদুপাধিত্বা-ভাবাৎ। অনাদিনা খল্বন্তঃকরণেনৌৎপত্তিকেনাঽয়মবরুদ্ধো নেদানীন্তনেনা-ন্তঃকরণেনোপাধিতয়া সম্বন্ধুমর্হতি। তস্মাৎ যথা দারুযন্ত্রং তৎপ্রয়োক্ত্রা-চেতনেনাধিষ্ঠিতং সক্রদিচ্ছামনুরুধ্যতে, এবং নির্ম্মাণশরীরাণ্যপি সেন্দ্রিয়াণীতি প্রাপ্তে প্রত্যভিধীয়তে।

এই অধ্যায়ের ১১ সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে ও তাঁহারা ভোগার্থ দুই, তিন ও ততোধিক শরীর সৃজন করিতে সমর্থ। এতৎসিদ্ধান্তে অন্য এক বিচার আপতিত হয়। সেই সকল সৃষ্ট শরীর সাত্মক? কি নিরাত্মক? যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকাশরীর নিরাত্মক, তাহাতে আত্মার আবেশ নাই, মুক্ত কি তদনুরূপ শরীর সৃজন করেন? কি অস্মদাদি শরীরের ন্যায় সাত্মক শরীর সৃজন করেন? আত্মা ও মন একই বস্তু, উভয়ের ভিন্নতা অনুপপন্ন, সুতরাং তাহা এক শরীরে যুক্ত থাকিলে অন্য শরীর কাযেই নিরাত্মক থাকে। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, মন পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম, আত্মাও তদনুরূপ, সেই কারণে তাহা এক সময় একে বৈ দু-এ যুক্ত হইতে পারে না।) এইরূপ আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থা-

যেমন দ্বাদশাহ যাগ "এবমুপযন্তি" ও "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই দুই প্রকারে বিহিত হওয়ায় সত্র ও অহীন, তেমনি, সশরীর অশরীর এই দুই প্রকারের বোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় মুক্ত পুরুষও সশরীর ও অশরীর। সশরীর অশরীর যুগপৎ সম্ভবে না, কিন্তু সময়ভেদে তাহা সম্ভবে। অভিপ্রায় এই যে, মুক্ত পুরুষ যখন সশরীর হওয়ার সংকল্প করেন, তখন সশরীর হন, যখন অশরীর হওয়ার সংকল্প করেন, তখন অশরীর হন।

* প্রদীপো যথাঽনেকবর্ত্তিষু প্রবিশতি, তথা বিদ্বান্ যোগবশাদনেকেষু দেহেষু বিশত্যাবেশ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ অনেক প্রকার হন। অনেক শরীর গ্রহণ ব্যতীত অনেক প্রকার হয় না। কাযেই অনেক শরীর স্বীকার্য্য। সেই সকল শরীরে প্রদীপের ন্যায় লিঙ্গ শরীরের (মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) প্রবেশ হইয়া থাকে।

প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে।—প্রদীপবদাবেশ ইতি। যথা প্রদীপ একোঽনেকপ্রদীপভাবমাপদ্যতে বিকারশক্তিযোগাৎ, এবমেকোঽপি সন্ বিদ্বানৈশ্বর্য্যযোগাদনেকভাবমাপদ্য সর্ব্বাণি শরীরাণ্যাবিশতি। কুতঃ। তথাহি দর্শয়তি শাস্ত্রমেকস্যানেকভাবম্। "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা" (ছা ৭।২৬।২) ইত্যাদি। নৈতদ্দারুযন্ত্রোপমাভ্যুপগমেঽবকল্পতে, নাপি জীবান্তরাবেশে। ন চ নিরাত্মকানাং শরীরাণাং প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি। যত্ত্বাত্মমনসোর্ভেদানুপপত্তেরনেকশরীরযোগাসম্ভব

"শরীরত্বং ন জাতু স্যাদ্ভোগাধিষ্ঠানতাং বিনা।
স ত্রিধেতি শরীরত্বমুক্তং যুক্তঞ্চ তদ্বিভৌ॥"

স ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধেত্যাদিকা শ্রুতের্ব্বিদুষো নানাভাবমাচক্ষণা ভিন্নশরীরেন্দ্রিয়োপাধিসম্বন্ধেঽবকল্পতে, নাদেহহেতুভেদে। ন হি যন্ত্রাণি ভিন্নানি নির্ম্মায় বাহয়ন্ যন্ত্রবাহো নানাত্বেনোপদিশ্যতে। ভোগাধিষ্ঠানত্বঞ্চ শরীরত্বং নাভোগাধিষ্ঠানেষু যন্ত্রেষ্বিব যুজ্যতে। তস্মাদ্দেহান্তরাণি সৃজতি। ন চানেনাধিষ্ঠিতানি দেহপক্ষে বর্ত্তন্তে। ন চ সর্ব্বগতস্য বস্তুতো বিগলিতপ্রায়াবিদ্যস্য বিদুষঃ পৃথগ্জনস্যেবৌৎপত্তিকান্তঃকরণবশ্যতা, যেন তদৌৎপত্তিকমন্তঃকরণমাগন্তুকান্তঃকরণান্তরসম্বন্ধমস্য বারয়েৎ। তস্মাদ্বিদ্বান্ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সেন্দ্রিয়মনাংসি শরীরাণি নির্ম্মায় তানি চৈকপদে প্রবিশ্য তত্তদি-

পিত হইতে পারে বলিয়া তন্নিরাসার্থ ১৫শ সূত্র অবতারিত হইল। [যথা…ইত্যাদি] যেমন স্বাভাবিক শক্তির বলে একই প্রদীপ অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি, মুক্ত জ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া সেই সমুদায় শরীরে আবিষ্ট হন। শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। "তিনি এক প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার ও সাত প্রকার (ইচ্ছানুসারে) হন।" ইত্যাদি শাস্ত্র (শ্রুতি) একের অনেক হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। [নৈতদ্দারু…প্রক্রিয়া] সে সকল শরীর কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সদৃশ, অথবা তাহাতে অন্য জীবের আবেশ আছে, এরূপ বলিতে গেলে প্রোক্ত শাস্ত্র রিক্ত অর্থাৎ অর্থশূন্য হইবেক। কেননা, সে সকল শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকে, সুতরাং সে সকল নিরাত্মক নহে। নিরাত্মকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। বলিয়াছিলে যে, আত্মার ও মনের ভিন্নতা অনুপপন্ন (অযুক্ত), সুতরাং তাদৃশ আত্মার অনেক শরীরে অবস্থান অসম্ভব। আমরা বলি, তাহাও অসম্ভব নহে। অর্থাৎ সে কথা দোষাবহ বা সিদ্ধান্তনাশক নহে। মুক্ত পুরুষের মন একটী সত্য; কিন্তু তাঁহারা সত্যসংকল্প। সত্যসংকল্পতার বলে তাঁহারা স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃজন করেন এবং

ইতি। নৈষ দোষঃ। একমনোঽনুবর্ত্তীনি সমনস্কান্যেবাপরাণি শরীরাণি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষ্যতি। সৃষ্টেষু চ তেষূপাধিভেদাদাত্মনোঽপি ভেদেনাধিষ্ঠাতৃত্বং যোক্ষ্যতে। এষৈব চ যোগশাস্ত্রেষু যোগিনামনেকশরীরযোগপ্রক্রিয়া॥ ৪। ৪। ১৫॥

কথং পুনর্মুক্তস্যানেকশরীরাবেশাদিলক্ষণমৈশ্বর্য্যমভ্যুপগম্যতে, যাবতা "তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" (বৃ ৪।৫।১৫), "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং, যদ্বিজানীয়াৎ" (বৃ ৪।৩।৩০), "সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবতি" (বৃ ৪।৩।৩২) ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্বিশেষবিজ্ঞানং বারয়তীত্যত উত্তরং পঠতি—

ন্দ্রিয়মন্তঃকরণৈস্তেষু লোকেষু মুক্তো বিহরতীতি সাম্প্রতম্। প্রদীপবদিতি তু নিদর্শনম্। প্রদীপৈক্যাৎ প্রদীপব্যক্তিরুপচর্য্যতে, ভিন্নবর্ত্তিনীনাং ভিন্নব্যক্তীনাং ভেদাৎ। এবং বিদ্বান্ জীবাত্মা দেহভেদেঽপ্যেক ইতি পরামর্শার্থঃ। একমনোবর্ত্তীনীত্যেকাভিপ্রায়বর্ত্তীনীত্যর্থঃ। সম্পন্নঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে॥ ৪।৪।১৫॥

ন চৈতস্যৈশ্বর্য্যভাবসম্ভবঃ শ্রুতিবিরোধাদিত্যুক্তমর্থজাতমাক্ষিপতি—"কথং পুনর্মুক্তস্য"ইতি। "সলিলঃ" ইতি। সলিলমিব সলিলঃ, সলিলপ্রাতিপদিকাৎ সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্য ইত্যুপমানাদাচারে ক্বিপি কৃতে পচাদ্যচি চ কৃতে রূপম্। এতদুক্তং ভবতি। যথা সলিলমম্ভোনিধৌ প্রক্ষিপ্তং তদেকীভাবমুপযাতি, এবং দ্রষ্টাপি ব্রহ্মণেতি। অত্রোত্তরং সূত্রম্—

শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে আত্মা সেই সকল সেন্দ্রিয় শরীরে উপস্থিত হন, সুতরাং সে সকলের প্রতি তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব হয় না। যোগশাস্ত্রে যে, যোগিদিগের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী অভিহিত আছে, সে প্রণালীও মদুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক প্রমাণ॥ ৪।৪।১৫॥

[কথং···পঠতি] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুক্তের অনেক শরীরপ্রবেশাদির ক্ষমতা অর্থাৎ সেই সেই ঐশ্বর্য্য থাকে, এ কথা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পার? উপনিষদ্শাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্তি হইলে চিন্মাত্র অদ্বয় হয়, ভেদজ্ঞান থাকে না। "তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" "তখন তাঁহার দ্বিতীয় থাকে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি মুক্ত পুরুষের বিশেষ বিজ্ঞান (এ, ও, সে, ইত্যাদিবিধ ভেদজ্ঞান) থাকে না বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বা সমাধান এই—

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥ ৪ । ৪ । ১৬ ॥*

স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তম্। "স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষ্যতে" (ছা ৬।৮।১) ইতি শ্রুতেঃ। সম্পত্তিঃ কৈবল্যম্। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ ৪।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ। তয়োরন্যতরামবস্থামপেক্ষ্যৈতদ্বিশেষসংজ্ঞাভাববচনং, ক্বচিৎ সুষুপ্তাবস্থামপেক্ষ্যোচ্যতে, ক্বচিৎ কৈবল্যাবস্থাম্। কথমবগম্যতে ? যতস্তত্রৈব তদধিকারবশাদাবিষ্কৃতম্। "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" (বৃ ২।৪।১৪), "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃ ২।৪।১৪), "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে,

আসু কাশ্চিচ্ছ্রুতয়ঃ সুষুপ্তিমপেক্ষ্য, কাশ্চিত্তু সম্পত্তিং, তদধিকারাৎ।

স্বাপ্যয়শব্দে সুষুপ্তি। কথিতার্থে "জীব আপনাতে অপীত অর্থাৎ আপন স্বরূপে লীন বা আত্মরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে স্বপিতি (স্বাপ, স্বাপয়, সুষুপ্তি ইত্যাদি) শব্দে, উল্লেখ করা হয়।" এই শ্রুতি প্রমাণ। আর সম্পত্তি শব্দে কৈবল্য—কেবল হওয়া। এতদর্থেও "ব্রহ্মই ছিলেন, অথচ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন।" এই শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি যে, বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না বলিয়াছেন, তাহা ঐ দুই অবস্থার এক এক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কখন সুষুপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। এবং কখন বা কৈবল্য (মোক্ষ) অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে ? এ রহস্য কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই অধিকার বলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্যতরাপেক্ষতা জানা গিয়াছে। যথা—"এই সকল ভূত হইতে সম্যক্রূপে উত্থিত (উৎপন্ন বা অতিক্রান্ত) হইয়া সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট

* বিশেষবিজ্ঞানাভাববচনং সুপ্তিমুক্ত্যন্যতরাপেক্ষং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ, ততশ্চ তৎ সগুণোপাসনায়ৈশ্বর্য্যোক্তৌ ন বিরুদ্ধত ইতি যোজনা। তদ্বচনস্যান্যতরাপেক্ষত্বঞ্চ তত্র তত্র শ্রুতৌ তত্তৎ প্রকরণবলাৎ আবিষ্কৃতং অবগমতি ইতি হেতুপদস্যার্থঃ। সমুত্থানাদিবাক্যং মুক্তিবিষয়ং, যত্র সুপ্তেতি সুপ্তিবিষয়মিতি বিভাগঃ।

ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ বহু শরীর সৃজন করিয়া ভোগ করেন, এ সিদ্ধান্ত "কি দিয়া কি দেখিবে" "দ্বিতীয় থাকে না" এ সকল শ্রুতির বিরোধী নহে। কারণ, ঐ সকল শ্রুতি সুষুপ্তি ও কৈবল্য এই দুই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত। এ রহস্য সেই সেই স্থলেই আবিষ্কৃত অর্থাৎ ব্যক্ত আছে। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল বাক্য সুষুপ্ত্যাদি প্রকরণে পঠিত বলিয়া সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার বোধক। ফলিতার্থ—ঐশ্বর্য্যবাক্যের বিষয় বা অধিকার ঐ সকল বাক্যের বিষয় বা অধিকার হইতে ভিন্ন। যেহেতু বিষয় ভিন্ন, সেই হেতু বিরোধ নাই—অবিরোধ।

ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি" (মা ৫); (বৃ ৪।৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সগুণবিদ্যাবিপাকস্থানন্ত্বেতৎ স্বর্গাদিবদবস্থান্তরং, যত্রৈতদৈশ্বর্য্যমুপবর্ণ্যতে। তস্মাদদোষঃ ॥৪।৪।১৬॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ৪ । ৪ । ১৭ ॥*

যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি, কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি

ঐশ্বর্য্যশ্রুতয়স্তু সগুণবিদ্যাবিপাকাবস্থামপেক্ষ্য। মুক্ত্যভিসন্ধানন্তু তদবস্থাসত্ত্বেঽর্যথা অরুণদর্শনে সন্ধ্যায়াং দিবসাভিধানম্ ॥ ৪।৪।১৬ ॥

"স্বারাজ্যকামচারাদিশ্রুতিভ্যঃ স্যান্নিরঙ্কুশঃ।
স্বকার্য্য ঈশ্বরাধীনসিদ্ধিরপ্যত্র সাধকঃ ॥"

হন, তখন সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না।" "যখন এই সাধকের এ সমস্তই আত্মা হয় অর্থাৎ সাধক যখন আত্মাতিরিক্ত দেখে না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে।" "যাহাতে সুপ্ত হইয়া কোন কাম্য (অভিলষিত) প্রার্থনা করে না, কোনও কাম্যের স্বপ্নও হয় না—" ইত্যাদি। ঐ সকল শ্রুতিতেই জানা গিয়াছে যে, বিশেষ জ্ঞান না থাকার কথা সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হইয়াছে। (সমুত্থানাদি বাক্য মুক্তি লক্ষ্য করিয়া এবং যত্র সুপ্ত ইত্যাদি বাক্য সুষুপ্তি লক্ষ্য করিয়া, এইরূপ বিভাগ অবধারণ করিবে।) অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্ত পুরুষের বহুশরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা "কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিতপ্রকার ঐশ্বর্য্যই সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার বিপাক স্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গী অবস্থার ন্যায় অবস্থাবিশেষ, সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ ॥ ৪।৪।১৬ ॥

যাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সাঙ্কুশ কি নিরঙ্কুশ (অসীম কি সসীম, সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন) তাহা সংশয়িত। সংশয় হইলে পক্ষাপক্ষ উপস্থিত হয়; তন্মধ্যে এক পক্ষ নিরঙ্কুশ। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত

---

* জগদ্ব্যাপারঃ জগৎস্রষ্টৃত্বং তং, বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তাত্মনাং ভবিতুমর্হতীতি প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ বিজ্ঞায়তে। পরমেশ্বরং প্রকৃত্য জগদ্বৎপত্ত্যাদ্যুপদেশাৎ। ততশ্চ জগদ্ব্যাপারো নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য ন ত্বন্যস্যেতি সিধ্যতি। অন্যে তাবৎ জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিতাঃ। যতস্তে সৃষ্টেঃ পরাচীনাঃ।—

মুক্ত পুরুষেরা সগুণব্রহ্মবিদ্যার বলে সৃজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরভাব) অর্থাৎ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি করা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কার্য্য এবং সে কার্য্যে জীব অনধিকৃত ও অসন্নিহিত, ইহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্য্যং ভবিতুমর্হতি। "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈ ১।৬।২)। "সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি" (তৈ ১।৫।৩) "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছা ৭।২৫।২; ৮।১।৬) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বাঽন্যদণিমাদ্যত্মিকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ? তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্।

"আপ্নোতি স্বারাজ্যং, সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি, সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো বিদুষঃ পরব্রহ্মণ ইবাস্যানধীনত্বমৈশ্বর্য্যস্যাবগম্যতে। ননু ব্রহ্মোপাসনালব্ধমৈশ্বর্য্যং কথং ব্রহ্মানধীনং, ন তু স্বভাবঃ, ন হি কারণাধীনজন্মানো ভাবাঃ স্বকার্য্যে স্বকারণমপেক্ষন্তে। কিং ত্বত্র তে স্বতন্ত্রা এব। যথাহু :—

"মৃৎপিণ্ডদণ্ডচক্রাদি ঘটো জন্মন্যপেক্ষতে।
উদকাহরণে ত্বস্য তদপেক্ষা ন বিদ্যতে॥"

ন চ বিদুষাং পরমেশ্বরাধীনৈশ্বর্য্যসিদ্ধিত্বাদাগতমৈশ্বর্য্যং, যেন লৌকিকা এব রাজানো মহারাজাধীনাঃ স্বব্যাপারে বিদ্বাংসঃ পরমেশ্বরাধীনা ভবেয়ুর্ন খলু যদধীনোৎপাদং যস্য রূপং, তৎ তদ্রূপাদূনং ভবতীতি কশ্চিন্নিয়মঃ। তৎসমানাং তদধিকানাঞ্চ দর্শনাৎ। তথা হ্যন্তেবাসী গুর্ব্বধীনবিদ্যস্তৎসমস্তদধিকো বা দৃশ্যতে। দুষ্টসামন্তাশ্চ পার্থিবাধীনৈশ্বর্য্যাঃ পার্থিবান্ স্পর্দ্ধমানাস্তান্ বিজয়মানা বা দৃশ্যন্তে। তদিহ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যত্বাৎ পরমেশ্বরস্য মা নাম ভূবৎ বিদ্বাংস-

মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতৎ পক্ষে "তাঁহারা স্বর্গের রাজত্ব পান" "সমুদায় দেবতা তাঁহার উদ্দেশে উপহার আহরণ করে।" "সমুদায় লোকে তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে। পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ পাওয়া যায় বলিয়া সূত্রকার ব্যাস "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং—" সূত্র বলিয়াছেন। [জগদুৎপত্ত্যাদি···জগদ্ব্যাপারে] সূত্রের অর্থ এই যে, জগদুৎপত্তিব্যাপার ব্যতীত অর্থাৎ জগৎ স্রষ্টৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা (অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য) ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে। জগৎসৃষ্টি করার শক্তি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার নাই। সে বিষয়ে তাঁহারই অধিকার, অন্যে তাহাতে অনধিকৃত। শ্রুতিও নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর উল্লেখ করিয়া (ঈশ্বরের প্রস্তাব বা বর্ণন আরব্ধ করিয়া) তৎপ্রস্তাবে জগতের উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণন বা উপদেশ করিয়াছেন। "ঈশ্বর" শব্দ নিত্য; সুতরাং তাহাও অন্যের জগৎস্রষ্টৃত্ব নিষেধ করিতে সমর্থ। (অন্য অর্থাৎ জীব। জীবগণ ঈশ্বরের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করে;

পর এব ঈশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ, তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকঞ্চিতরেষামাদিমদৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে। তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ

ততোঽধিকাস্তৎসমাস্ত ভবিষ্যন্তি, তথা চ ন তদধীনাঃ। ন হি সমপ্রধানভাবানামস্তি মিথোঽপেক্ষা। তদেতে স্বতন্ত্রাঃ সন্তস্তদ্ব্যাপারে জগৎসর্জ্জনেঽপি প্রবর্ত্তেরন্নিতি প্রাপ্তে প্রত্যভিধীয়তে।—

"নিত্যত্বাদনপেক্ষত্বাৎ শ্রুতেস্তৎপ্রক্রমাদপি।
ঐক্যমত্যাচ্চ বিদুষাং পরমেশ্বরতন্ত্রতা॥"

জগৎসর্গলক্ষণং হি কার্য্যং কারণৈকস্বভাবস্যৈব হি ভবতু? আহো কার্য্যাকারণস্বভাবস্য? তত্রোভয়স্বভাবস্য স্বোৎপত্তৌ মূলকারণাপেক্ষস্য পূর্ব্বসিদ্ধঃ পরমেশ্বর এব কারণমভ্যুপেতব্য ইতি স এবৈকোঽস্তু জগৎকারণম্। তস্যৈব নিত্যত্বেন স্বকারণানপেক্ষস্য কপ্তসামর্থ্যাৎ। কল্প্যসামর্থ্যাস্তু জগৎসর্জ্জনং প্রতি বিদ্বাংসঃ। ন চ জগৎস্রষ্টৃত্বমেষাং শ্রূয়তে, শ্রূয়তে তত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্যৈব। তমেব প্রকৃত্য সর্ব্বাসাং তচ্ছ্রুতীনাং প্রবৃত্তেঃ। অপি চ সমপ্রধানানাং হি ন নিয়মবদৈকমত্যং দৃষ্টমিতি যদৈকঃ সিসৃক্ষতি, তদেবেতরঃ সঞ্জিহীর্ষতীত্যপর্য্যায়েণ সৃষ্টিসংহারৌ স্যাতাম্। ন চোভয়োরপীশ্বরত্বব্যাঘাতাদেকস্য তু তদাধিপত্যে তদভিপ্রায়ানুরোধিনাং সর্ব্বেষামৈকমত্যোপরতেরদোষঃ। তত্রাগন্তুকানাং কারণাধীনজন্মৈশ্বর্য্যাণাং গৃহ্যমাণাবিশেষতয়া সমত্বাৎ নিত্যৈশ্বর্য্যখা-

সে জন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য জন্মবান্ বা উৎপত্তিবিশিষ্ট; সুতরাং তাহা অনিত্য; তাহা পূর্ব্বে ছিল না। কাযেই মানিতে হয় বা বলিতে হয়, জগৎস্রষ্টৃত্ব ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নহে।) জীব সকল ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করিয়া এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিয়া ঈশ্বরত্ব উপার্জ্জন করে; সেজন্য তাঁহারা জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিত অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির অনেক দূরে অবস্থিত (অনেক পরে উৎপন্ন। যাহারা সৃষ্টির অনেক পরে জন্মিয়াছে এবং সৃষ্টিব্যাপার কি তাহা যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর করিতে পারে নাই, কিরূপে তাহারা জগৎসৃষ্টি করিবে?)। [সমনস্কত্বাদেব···তিষ্ঠতে] আরও কথা এই যে, মুক্ত পুরুষমাত্রেই সমনস্ক এবং মনও সকলের সমান নহে, এক নহে। সুতরাং তাঁহাদের ঐকমত্য না হইতেও পারে। কেহ সংকল্প করিল, মনে করিল—স্থিতি হউক। সেই সময়ে আবার অন্যে মনে করিল, সংহার হউক। এরূপ হইলে অবশ্যই মুক্তাত্মাদিগের সমপ্রাধান্য অনুযায়ী অনিবার্য্য বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যদি বল, একের সংকল্পের

সমর্থ্যেত। ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠন্তে ॥ ৪ । ৪ । ১৭ ॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ ৪ । ৪ । ১৮ ॥*

অথ যদুক্তম্ "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈ ১।৬।২) ইত্যাদিপ্রত্যক্ষোপদেশান্নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং বিদুষাং ন্যায্যমিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্ অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ, আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।

লিনো গৃহ্যতে তেভ্যো বিশেষ ইতি স এব তেষামধীশ ইতি তত্তন্ত্রা বিদ্বাংস ইতি পরমেশ্বরব্যাপারস্য সর্গসংহারস্য নেশতে। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়বীজমাশঙ্ক্য নিরাকরোতি ॥ ৪।৪।১৭ ॥

যতঃ পরমেশ্বরাধীনমৈশ্বর্য্যং, তস্মাত্তেভ্যো ন্যূনমণিমাদিমাত্রং স্বারাজ্যম্, ন তু জগৎস্রষ্টৃত্বম্ উক্তান্যায়াৎ ॥ ৪।৪।১৮ ॥

অনুগামী অন্যের সংকল্প, সেরূপ হইলে আর বিরোধ নাই, তাহাতেও আমরা বলিব, তবে সে সংকল্প নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সংকল্প। অন্যের সংকল্প তাঁহার সংকল্পের অনুবিধায়ী। অর্থাৎ সমুদায় মুক্ত পুরুষ তাঁহারই নিয়ম্য; তিনিই একমাত্র স্বাধীন ॥ ৪ । ৪ । ১৭ ॥

বলিয়াছিলে যে, "সেই উপাসক স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়" এইরূপ এইরূপ প্রত্যক্ষোপদেশ (সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ প্রয়োগ) থাকায় স্বীকার করা উচিত যে, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বায়ত্ত), সে উক্তি ত্যাগ কর। আমরা বলি, আপ্নোতি স্বারাজ্যম্—এ কথা বলায় দোষ হয় নাই। অর্থাৎ ঐ কথায় নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হওয়া প্রতীত হয় না। কারণ এই যে, ঐ বাক্যের পরেই আধিকারিক মণ্ডলস্থ অর্থাৎ সূর্য্য মণ্ডলস্থ পরমাত্মার প্রাপ্যতা অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে;

* প্রত্যক্ষোপদেশাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধকশব্দেনাভিধানাৎ নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্য্যমিতি যদুক্তং তদপি ন। হেতুমাহ আধীতি। অধিকারে জগৎপালনার্থং তাপদানাদিকে কার্য্যে নিয়োজয়ত্যাদিত্যাদীনি ইত্যাধিকারিকঃ পরমেশ্বরঃ। স চাসৌ মণ্ডলস্থশ্চেতি বিগ্রহঃ। তস্য প্রাপ্যত্বোক্তেঃ। ঈশ্বর এব সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থঃ সন্ মনসাং প্রেরক ইতি স এব মনসম্পতিঃ। পূর্ব্বং যদি নিরঙ্কুশং স্বারাজ্যমুক্তং স্যাত্তর্হি অগ্রে ঈশ্বরস্য প্রাপ্যতাং ন ব্রূয়াৎ। ততশ্চ তেষাং স্বারাজ্যং ভোগেষ্বেব ন জগজ্জন্মাদিষিতি ভাবঃ।

"আপ্নোতি স্বারাজ্যং—স্বর্গের রাজত্ব পায়" এই প্রত্যক্ষোপদেশ অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যের বোধক বাক্য আছে দেখিয়া নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য (অনন্যাধীন ক্ষমতা) হয় বলিতে পার না। কারণ, ঐ স্থানেই সূর্য্যমণ্ডলাদি আয়তনে অবস্থিত আধিকারিক (অধিকার দাতা) ঈশ্বর পুরুষের প্রাপ্যতা কথন আছে। অর্থাৎ তাহারা অধিকারদাতা পরমেশ্বরকে পায়, এইরূপ কথন আছে। ঐ কথাতেই বুঝা যাইতেছে, তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে ঐশ্বর্য্যলাভ করে, সুতরাং তাহারা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই তাহাদের অনুগ্রহদাতা; সে কারণ নিরঙ্কুশ নহে।

আধিকারিকো যঃ সবিতৃমণ্ডলাদিষু বিশেষায়তনেষু ব্যবস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ, তদায়ত্তৈবেয়ং স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরুচ্যতে। যৎকারণমনন্তরং "আপ্নোতি মনসস্পতিম্" (তৈ ১।৬।২) ইত্যাহ। যো হি সর্ব্বমনসাম্পতিঃ পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরস্তং প্রাপ্নোতি। এতদুক্তং ভবতি। তদনুসারেণ চানন্তরং বাক্পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতির্ব্বিজ্ঞানপতিশ্চ ভবতীত্যাহ। এবমন্যত্রাপি যথাসম্ভবং নিত্যসিদ্ধেশ্বরায়ত্তমেবেতরেষামৈশ্বর্য্যং যোজয়িতব্যম্ ॥ ৪ । ৪ । ১৮ ॥

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯॥*

বিকারাবর্ত্ত্যপি চ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং, ন কেবলং এতাবানস্য মহিমেতি বিকারবর্ত্তি রূপমুক্তম্। ততো জ্যায়াংশ্চেতি নির্ব্বি-

কিন্তু সাঙ্কুশ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই মনসস্পতিং আপ্নোতি—যিনি মনের পতি, উপাসক তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ কথন আছে। (যদি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হয় বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তৎপরে ঈশ্বরের প্রাপ্যতা বলিতেন না বা নির্দ্দেশ করিতেন না। ঐ কথাতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের স্বর্গের রাজত্ব কেবলমাত্র ভোগবিষয়ে, জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে নহে।) [যো হি··· যোজয়িতব্যম্] যিনি সমুদায় মনের পতি—নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর, উপাসক তাঁহাকে পান। (তাঁহাকে পান বলিয়াই উপাসকের তত ক্ষমতা; পরন্তু তাহা তৎসকাশ লব্ধ।) উপাসক তৎক্রমে বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতিও হন। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য বাক্যে (কামচারাদি বাক্যে) যে ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ আছে, সে সকল ঐশ্বর্য্যও (স্বেচ্ছাচারিত্ব প্রভৃতিও) নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের অধীনে ও তদ্বশ্যতা বলে লব্ধ। এইরূপ যোজনা বা অর্থ করিবে, করিলে বিরোধ ভঞ্জন হইবেক॥ ৪।৪।১৮ ॥

পরমেশ্বর যে কেবল সবিকার বা সগুণরূপে সূর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এমত নহে। তিনি বিকারাতীত নিত্যমুক্ত

* জগদ্ব্যাপারোঽপ্যুপাসকপ্রাপ্যস্তদুপাস্যানিষ্টত্বাৎ সঙ্কল্পসিদ্ধ্যাদিবৎ ইত্যাশঙ্ক্য উপাস্যস্য নির্গুণস্বরূপে ব্যভিচারমাহ বিকারেতি। বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি। নির্গুণনিত্যমুক্তমপি পারমেশ্বরং রূপমস্তি বিকারাংশমনাশ্রয় প্রাপ্নুবর্ত্তীতি ভাবঃ। হি যতঃ তথা তেনৈব রূপেণাস্য স্থিতিং আহ আম্নায় ইতি যোজনীয়ম্।—পরমেশ্বরের যে নির্গুণ নির্ব্বিকার রূপ আছে, সে গুণ উপাসকেরা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর সগুণ নির্গুণ দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন। অভিপ্রেতার্থ এই যে, সগুণ উপাসক যেমন পরমেশ্বরের নির্গুণরূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণরূপ পাইয়া সগুণেই অবস্থান করে, সেইরূপ, তাহারা তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পায় না, না পাওয়ায় সাংকুশ ঐশ্বর্য্য লইয়াই থাকে।

বিকারমাত্রগোচরং সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানম্। তথা হ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহাম্নায়ঃ

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥"

(ছা ৩।১২।৬)

ইত্যেবমাদিঃ। ন চ তন্নির্ব্বিকারং রূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্নুবন্তীতি শক্যং বক্তুম্। অতৎক্রতুত্বাৎ তেষাম্। অতশ্চ যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপমনবাপ্য সগুণ এবাবতিষ্ঠন্তে, এবং সগুণেঽপি নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যমনবাপ্য সাবগ্রহ এবাবতিষ্ঠত ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪ । ৪ । ১৯ ॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥৪।৪।২০॥*

দর্শযতশ্চ বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ শ্রুতিস্মৃতী "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি

কারং রূপম। তথা পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি বিকারবর্ত্তি রূপং, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি নির্ব্বিকারমাহ রূপম॥ ৪।৪।১৯ ॥

দর্শয়তশ্চাপরে শ্রুতিস্মৃতী নির্ব্বিকারমেব রূপং ভগবতস্তে চ পঠিতে। এতদুক্তং ভবতি। যদি ব্রহ্মে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপাস্যমানে যথা তদ্গুণস্য নিরব-

নির্গুণরূপেও অবস্থিত আছেন। আম্নায় অর্থাৎ বেদ তাঁহার দ্বিরূপে অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"পূর্ব্বোক্ত সমস্তই ইঁহার (পরমেশ্বরের) মহিমা অর্থাৎ বিভূতি। পুরুষ সে সকল অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। এই সমুদায় ভূত তাঁহার একপাদ (এক চতুর্থাংশ), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।" এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর সগুণ নির্গুণ অর্থাৎ সবিকার নির্ব্বিকার দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছেন। যাহা তাঁহার নির্ব্বিকার রূপ, তাহা বিকারাবলম্বীরা (সগুণ উপাসকেরা) পায়, এমন কথা বলিতে শক্ত নহে। কারণ, তাহারা নির্গুণোপাসক নহে। ভাবিয়া দেখ, পরমেশ্বর দ্বিরূপে অবস্থান করিলেও সগুণোপাসকগণ যেমন তাঁহার নির্গুণ রূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণ রূপই প্রাপ্ত হয় ও সগুণে অবস্থান করে, সেইরূপ, সগুণে অবস্থান করিয়াও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পায় না, না পাওয়ায় সাঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যে (ঈশ্বরাধীন বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাতেই) অবস্থিতি করে॥ ৪।৪।১৯ ॥

পরম জ্যোতিঃ নামক পরমেশ্বর যে বিকারাতীত রূপে (নির্ব্বিকার বা নিত্যমুক্ত রূপে) অবস্থিতি করেন, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই দেখা-

* প্রত্যক্ষানুমানে শ্রুতিস্মৃতী এবং বিকারাবর্ত্তি রূপং দর্শয়তঃ।
শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পরমেশ্বরের বিকারাতীত নির্গুণ রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন।

কুতোঽয়মগ্নিঃ” (ক ৫।১৫ ; শ্বে ৬।১৪ ; মু ২।২।১০) ইতি। “ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ” (গী ১৫।৬) ইতি চ। তদেবং বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ প্রতিষদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪।৪।২০॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪।৪।২১॥*

ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানামৈশ্বর্য্যং, যস্মাদ্ভোগমাত্রমেষামনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানমিতি শ্রূয়তে “তমাহাপো বৈ খলু মীয়ন্তে লোকোঽসৌ” ইতি। “স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি, এবং হৈবম্বিদং সর্ব্বাণি ভূতান্য-

গ্রহত্বমপি বস্তুতোঽস্তীতি নিরবগ্রহত্বঞ্চ বিদুষা প্রাপ্তব্যমিতি, তদনেন ব্যভিচারয়তে। যথা সবিকারে ব্রহ্মণ্যুপাস্যমানে বস্তুতঃ স্থিতমপি নির্ব্বিকাররূপং ন প্রাপ্যতে, তৎ কস্য হেতোরতৎক্রতুত্বাদুপাসকস্য, তথা তদ্‌গুণোপাসনয়া বস্তুতঃ স্থিতমপি নিরবগ্রহত্বং নাপ্যতে, তত্ত্বোপাসনাসু পুরুষক্রতুত্বাৎ। উপাসকস্য তদক্রতুত্বঞ্চ নিরবগ্রহত্বস্যোপাসনবিধ্যগোচরত্বাদ্বিধ্যধীনত্বাচ্চোপাসনাসু পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ স্বাতন্ত্র্যে বা প্রাতিভত্বপ্রসঙ্গাদিতি ॥ ৪।৪।২০ ॥

ন কেবলং স্বারাজ্যস্যেশ্বরাধীনতয়া জগৎসর্জ্জনং সাক্ষাদ্ভোগমাত্রেণ, তেন পরমেশ্বরেণ সাম্যাভিধানাদপি ব্যপদেশলিঙ্গাদিতি। ভূতান্যবন্তি প্রীণয়ন্তীতি ভোজয়ন্তীতি যাবৎ ॥ ৪।৪।২১ ॥

ইয়াছেন বা বলিয়াছেন। “সেখানে সূর্য্যও প্রকাশকার্য্য করিতে অক্ষম। চন্দ্র, তারকা ও এই সকল বিদ্যুৎ তাঁহাকে দীপ্তিদান করিতে অক্ষম, অগ্নির ত কথাই নাই।” “সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করে না। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ; তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত।” পরম জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের বিকারবর্ত্তি অর্থাৎ বিকারাতীত নিত্যমুক্ত রূপ ঐরূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৪।৪।২১ ॥

বিকারাবলম্বী দিগের অর্থাৎ সগুণোপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বাধীন) নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে অন্য হেতু—অনাদি ঈশ্বরের সহিত ভোগসাম্যশ্রবণ। অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন

* মাত্রশব্দোঽন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থঃ। তেন জগদ্ব্যাপারো ব্যবচ্ছিন্নঃ। ভোগ এব ভোগমাত্রং তস্য সাম্যং সমানতা অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সহেতি যাবৎ। লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লিঙ্গং শ্রুতিনির্গলিতার্থঃ। তস্মাৎ সাবগ্রহমেবৈশ্বর্য্যমেষাং প্রতীয়তে।

শ্রুতিতাৎপর্য্যার্থে পাওয়া যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের কেবল মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা যাহা বা যেরূপ যেরূপ সুখভোগ করেন, ঈশ্বরপ্রাপ্ত উপাসকও ঠিক সেইরূপ সুখ ভোগ করেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগীর ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরাধীন, সুতরাং নিরঙ্কুশ নহে।

বন্তি, তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাঞ্জয়তি" (বৃ ১।৫।২৩) ইত্যাদিভেদব্যপদেশলিঙ্গেভ্যঃ ॥ ৪ । ৪ । ২১ ॥

নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাদন্তবত্ত্বমৈশ্বর্য্যস্য স্যাৎ, ততশ্চৈষামাবৃত্তিঃ প্রসজ্যেতেত্যত উত্তরং ভগবান্ বাদরায়ণাচার্য্যঃ পঠতি—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ৪।৪।২২॥*

নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেনার্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে

সূত্রান্তরাবতারণায় শঙ্কতে—"নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাৎ" ইতি। সহ পরমেশ্বরস্যাতিশয়েন বর্ত্তত ইতি বিদুষ ঐশ্বর্য্যং সাতিশয়ম্। যচ্চ সাতিশয়ং তচ্চ কার্য্যং যথা লৌকিকমৈশ্বর্য্যম্। তদনেন কার্য্যত্বমুক্তম্। তথা চ কার্য্যত্বাদন্তবৎ প্রাপ্তমিতি তচ্চ ন যুক্তমানন্ত্যেন তদ্বিদুষাং তত্র প্রবৃত্তিরিতি। অত উত্তরং পঠতি—

কিমর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানামৈশ্বর্য্যস্যান্তবত্ত্বং ত্বয়া সাধ্যতে ?

যে, তাঁহাদের মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান নহে। যথা—"হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা স্বীয় লোকে আগত উপাসককে বলিলেন, আমি এই আপ্ অর্থাৎ অমৃতরূপ জল ভোগ করি এবং এই লোকও এই অমৃত ভোগ করে।" "এতল্লোকবাসী দিগের ভোগ যে আমার সহিত সমান, সে পক্ষের উদাহরণ—এই সমুদায় ভূত এই দেবতাকে যদ্রূপ রক্ষা করে, এতদুপাসককেও সমুদায় ভূত সেইরূপ রক্ষা বা পালন করে। তাহারাও এই দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য জয় করিয়াছে।" (সালোক্য=সমান লোকে বাস। সাযুজ্য=সমান দেহ বা সমান রূপ। জয় করা অর্থাৎ পাওয়া) ॥ ৪ । ৪ । ২১ ॥

এক্ষণে বলিতে পার যে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য সাতিশয় বিধায় (সাতিশয়=অল্পাধিক, ছোট বড়, তারতম্য, বা বিভিন্ন প্রকার।) নশ্বর এবং নশ্বরত্ব বিধায় তাহাদের পুনরাবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম বা পুনঃসংসার) প্রসক্ত অর্থাৎ হইতে পারে বলিয়া আপত্তি উপস্থিত হইতেছে; তাহার প্রতিবাদার্থ ভগবান বাদরায়ণ আচার্য্য † সূত্র বলিতেছেন—

যাহারা নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঘটিত অর্চ্চিরাদিপর্ব্ববিশিষ্ট দেবযানপথে ‡

---

* অনাবৃত্তিঃ অপুনর্জ্জন্ম। শব্দাৎ।
ব্রহ্মলোকগত জ্ঞানী উপাসক দিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না এ তথ্য শাস্ত্র প্রমাণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

† সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভগবান্, সদাচার স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আচার্য্য, বদরিকাশ্রমবাসী বলিয়া বাদরায়ণ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরম গুরু নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করেন, সূত্রকার ব্যাস তৎসকাশে বাস করিয়া তদনুগ্রহলাভে এতৎশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারক হইয়াছিলেন, এ কথাও উক্ত শব্দে ধ্বনিত হইয়াছে।

‡ মূলাধার বা নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উৎক্রমণ নাড়ী বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মরন্ধ্র

ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি, যস্মিন্নরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি, যস্মিন্নৈরম্মদীয়ং সরো, যস্মিন্নশ্বত্থঃ সোমসবনো যস্মিন্নপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম, যশ্চানেকধামন্ত্রার্থবাদাদিপ্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে, তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিযুক্তভোগা আবর্ত্তন্তে। কুতঃ? "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বম্ (ছা ৮।৬।৬, ক ৬।১৬) ইতি। "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ" (বৃ ৬।২।১৫) "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছা ৪।১৫।৬) "ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" (ছা ৮।১৫।১) "ন চ পুন-

---

অহোস্বিচ্চন্দ্রলোকাদিবদ্ ব্রহ্মলোকাদেতল্লোকপ্রাপ্তির্মুক্তেরন্তবত্ত্বম্। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সিদ্ধসাধনম্। উত্তরত্র তু শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ। তদ্বিধানাঞ্চ ক্রমমুক্তিপ্রতিপাদনাদিতি। তত্ত্বমসিবাক্যার্থৈকোপাসনাপবান্ প্রত্যাহ—"স-

শাস্ত্রবর্ণিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকগত উপাসক করেন না, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক কি প্রকার তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদিতে বর্ণিত আছে। যথা—"এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে "অরণ্য" এতন্নামক সমুদ্রতুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, সে স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য, সেই লোকে অজেয় ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মার পুরী) তাহাতে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে।" ইহা আরও অনেক প্রকারে বেদ-বেদার্থবাদ-পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই ব্রহ্মলোক শব্দের অভিধেয়। উপায় বিশেষে এবম্বিধ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এ রহস্য "উপাসক সেই মূর্দ্ধন্যনাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধলোকে (ব্রহ্মলোকে) আগমন করতঃ অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন" "তাহাদিগের আর পুনরাগমন হয় না" "দেবযান পথে প্রস্থিত দিগের মনুষ্যসম্বন্ধীয় এই আবর্ত্তে (সংসারচক্রে) পতিত হইতে হয় না" "সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি বেদময়ী বাণীর (শ্রুতির) নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে। [অন্তবত্ত্বেঽপি…

নামক তদগ্রচ্ছিদ্র আর সূর্য্যমণ্ডল রশ্মিসূত্রে সংগত হইয়া আছে। দহরাদি উপাসক অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসক সেই পথে (নাড়ীপথে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া রশ্মি অবলম্বন করতঃ অহঃ প্রভৃতি সোপানভূত দেবতা অবলম্বন করতঃ উর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই পথের অন্য নাম দেবযান, অর্চ্চির্মার্গ। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

রাবর্ত্ততে" (ছা ৮।১৫।১) ইত্যাদিশব্দেভ্যঃ। অন্তবত্ত্বে ঽপি ত্বৈশ্বর্য্যস্য যথাঽনাবৃত্তিস্তথা বর্ণিতং "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ-পরম্" [ব্র°সূ° ৪।৩।১০] ইত্যত্র। সম্যগদর্শনবিধ্বস্ততমসাস্তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপ্যনাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাদিতি সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তিং দর্শয়তি ॥৪।৪।২২॥

ম্যগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসাম্"ইতি। দ্বিধাবিদ্যাতমঃ নিরুপাধিব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তত্ত্ব-দর্শনম্। ন চৈতন্নির্ব্বাণং স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কার্য্যং, যেনানিত্যং স্যাদি-ত্যাহ—"নিত্যসিদ্ধ"ইতি ॥ ৪ । ৪ । ২২ ॥

দিগের ন্যায় ভোগক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন (পুনর্ব্বার এ লোকে জন্ম গ্রহণ)। [দর্শয়তি] যদিও ঐশ্বর্য্য অন্তবান্ অর্থাৎ নশ্বর, তথাপি, ঐশ্বর্য্যক্ষয়ে যে প্রকারে অনাবৃত্তি অর্থাৎ অপুনরাগমন ঘটনা হয়, সে প্রকার বা সে প্রক্রিয়া "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ—" সূত্রে বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাণ বা অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে। অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি বা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কাহার কোন আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই। সেই জন্যই সূত্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্ দিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন করিলেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণব্রহ্মবিদ্ দিগেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে, তখন আর নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণ নির্গুণব্রহ্মবিদ্ দিগের অনাবৃত্তি কথা কি বলিব! (এই স্থানে আর একটী সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুন-র্জ্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞাননিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্নব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।) ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র এই স্থানে সমাপ্ত হইল, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্র দ্বিরুচ্চারিত হইয়াছে ॥ ৪ । ৪ । ২২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎপরমহংসপরি-
ব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য
চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৪।৪॥
সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
সমাপ্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রং শাঙ্করভাষ্যযুতম্।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শঙ্করভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং
চতুর্থস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ । ৪ ॥

ভঙ্ক্ত্বা বাদ্যসুরেন্দ্রবৃন্দমখিলাবিদ্যোপধানাতিগং
যেনাম্নায়পয়োনিধের্নয়মথা ব্রহ্মামৃতং প্রাপ্যতে।
সোঽয়ং শাঙ্করভাষ্যজাতবিষয়ো বাচস্পতেঃ সাদরং
সন্দর্ভঃ পরিভাব্যতাং সুমতয়ঃ স্বার্থেষু কো মৎসরঃ ॥ ১ ॥

অজ্ঞানসাগরং তীর্ত্বা ব্রহ্মতত্ত্বমভীপ্সতাম্।
নীতিনৌকর্ণধারেণ ময়াঽপূরি মনোরথঃ ॥ ২ ॥
যন্ন্যায়কণিকাতত্ত্বসমীক্ষাতত্ত্ববিন্দুভিঃ।
যন্ন্যায়সাঙ্খ্যযোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ ॥ ৩ ॥
সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া ॥
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।
কার্ত্তস্বরাসারসুপূরিতার্থসার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ ॥ ৫ ॥
নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্নৃগেঽকারি ময়া নিবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

ওঁতৎসদ্ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥



ভাষ্যগৃহীত শ্রুতিভাগের ব্যাখ্যা

[যাহা ভামতী টীকায় পরিত্যক্ত আছে]

প্রথমাধ্যায়স্য

(৬৮ পৃষ্ঠা) অস্য মহতো ভূতস্যেতি—মহতঃ অপরিচ্ছিন্নস্য ভূতস্য সতস্য ব্রহ্মণঃ নিঃশ্বসিতং সকাশাৎ ঋগ্বেদাদয়োঽজায়ন্ত ইতি শেষঃ।

(৭৪ পৃ) সদেব সৌম্যেদমিতি—উদ্দালকঃ পুত্রং শ্বেতকেতুমুবাচ। হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, ইদং সর্ব্বং জগৎ অগ্রে উৎপত্তেঃ প্রাক্ সৎ অবাধিতং ব্রহ্মৈব আসীৎ।. এবকারেণ জগতঃ পৃথক্ সত্তা নিষিধ্যতে। একমেবাদ্বিতীয়মিতি পদত্রয়ং সতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদনিরাসার্থম্।

তদেতদ্ ব্রহ্মেতি—অপূর্ব্বং কারণশূন্যম্। অনপরং কার্য্যরহিতম্। অনন্তরং জাত্যন্তরমস্য নাস্তীত্যেকরসমিতি যাবৎ। অবাহ্যং অদ্বিতীয়ম্।

অয়মাত্মেতি—অয়মিতি প্রত্যক্ষমাত্মত্বেন। সর্ব্বমনুভবতি, চিন্মাত্রমিত্যর্থঃ।

(৭৫ পৃ) ব্রহ্মৈবেদমিতি—যৎ পুরস্তাৎ পূর্ব্বদিগবস্তুজাতং ইদং অব্রহ্মৈবাবিদুষাং ভাতি, তদমৃতং ব্রহ্মৈব।

(৯০ পৃ) অশরীরমিতি—বাব ইত্যবধারণে। তত্ত্বতোঽবিদেহং সন্তমাত্মানং বৈষয়িকে সুখদুঃখে নৈব স্পৃশত ইত্যর্থঃ।

(৯১ পৃ) অশরীরমিতি—অশরীরং স্থূলদেহশূন্যম্। দেহেষনেকেষনিত্যেষেকং নিত্যং অবস্থিতং মহান্তং ব্যাপিনং বিভুং (বিভুমিত্যনেনাপেক্ষিকমহত্ত্বং নিবারিতম্), আত্মানং জ্ঞাত্বা ধীরঃ সন্ শোকোপলক্ষিতং সংসারং নানুভবতি।

(৯২ পৃ) অন্যত্রেতি—কৃতাৎ কার্য্যাৎ, অকৃতাৎ কারণাৎ, ভূতাৎ অতীতাৎ, ভব্যাৎ ভবিষ্যতঃ, চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ অন্যৎ যৎ পশ্যসি, তদ্বদেতি শেষঃ।

(৯৩ পৃ) ব্রহ্ম বেদেত্যাদি—যঃ ব্রহ্মাহমিতি বেদ, স ব্রহ্মৈব ভবতি। পরং কারণং, অবরং কার্য্যং, তদ্রূপে তদধিষ্ঠানে তস্মিন্ দৃষ্টে সতি অস্য দ্রষ্টুঃ অনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি নশ্যন্তি। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং আনন্দং বিদ্বান্ জানন্

নির্ভয়ো ভবতি, দ্বিতীয়াভাবাৎ। অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্তোঽসি হে জনক, অজ্ঞানহানাৎ। তং তদা জীবাঃ গুরূপদেশাৎ আত্মানমেবাহং ব্রহ্মাস্মীতি অবেৎ বিদিতবান্ তস্মাৎ বেদনাৎ তদ্‌ব্রহ্ম পূর্ণমভবৎ পরিচ্ছেদভ্রান্তিহানাৎ একত্বং— অহং ব্রহ্মেত্যনুভবতঃ। তত্র অনুভবকালে মোহশোকৌ ন স্ত ইত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মৈতৎ প্রত্যগস্মীতি পশ্যন্ তস্মাজ্‌জ্ঞানাৎ বামদেবো মুনীন্দ্রঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপেদে হ। তত্র জ্ঞানে তিষ্ঠন্ দৃষ্টবান্ আত্মমন্ত্রান্ স্বস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রকাশকান্ অহং মনুরিত্যাদীন্ দদর্শেত্যর্থঃ।

ভারদ্বাজাদয়ঃ ষট্ ঋষয়ঃ পিপ্পলাদং গুরুং পাদয়োঃ প্রণম্য উচিরে—ত্বং খলু নঃ অস্মাকং পিতা, যস্ত্বং অবিদ্যামহোদধেঃ পরং পারং পুনরাবৃত্তিশূন্যং ব্রহ্মবিদ্যাপ্লবেন অস্মান্ তারসি, জ্ঞানেনাজ্ঞানং নাশয়সীতি যাবৎ। আত্মবিৎ শোকং তরতীতি ভগবত্তুল্যেভ্যো ময়া শ্রুতমেব ন তু দৃষ্টং, সোঽহমজ্ঞত্বাৎ হে ভগবঃ, শোচামি, শোচন্তং মাং ভগবানেব জ্ঞানপ্লবেন শোকসাগরস্য পরং পারং প্রাপয়তু ইতি নারদেনোক্তঃ সনৎকুমারঃ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তপস দগ্ধকল্মষায় নারদায় তমসঃ শোকনিদানাজ্ঞানস্য জ্ঞানেন নিবৃত্তিরূপং পারং ব্রহ্ম দর্শিতবান্।

(৯৮ পৃ) যদ্বাচানভ্যুদিতমিতি চ—বিদিতং কার্য্যং, অবিদিতং কারণং, তস্মাৎ অধি অন্যৎ। যং ব্রহ্ম বাচা বাক্যেন অনভ্যুদিতং অপ্রকাশ্যম্।

(৯৯ পৃ) যস্যামতমিতি—যস্য ব্রহ্ম অমতং চৈতন্যাবিষয় ইতি নিশ্চয়ঃ তেন সম্যক্ অবগতং, যস্য অজ্ঞস্য ব্রহ্ম চৈতন্যবিষয়মিতি মতং, স ন বেদ জানাতি। অবিষয়তয়া ব্রহ্ম বিজানতম্ অবিজ্ঞাতম্ অদৃশ্যম্। অজ্ঞানস্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং দৃশ্যম্। দৃষ্টের্দ্রষ্টারং চাক্ষুষমনোবৃত্তেঃ সাক্ষিণং তয়া ন বিষয়ীকুর্য্যাঃ।

(১০৪ পৃ) তয়োরন্যঃ একো দেবঃ—তয়োঃ প্রমাতৃসাক্ষিণোঃ মধ্যে সত্ত্ব সংসর্গমাত্রেণ কল্পিতকর্ত্তৃত্বাদিমান্ প্রমাতা জীবঃ পিপ্পলং কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে, অন্যঃ অন্তর্য্যামী সাক্ষিতয়া অভিচাকসীতি প্রকাশতে। আত্মা দেহঃ, দেহাদিযুক্তং প্রমাত্রাত্মানং ভোক্তা ইতি আহুঃ পণ্ডিতাঃ। সর্ব্বভূতেষু একঃ অদ্বিতীয়ঃ দেবঃ স্বপ্রকাশঃ, তথাপি মায়াবৃতত্বাৎ গূঢ়ঃ ন প্রকাশতে। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ ক্রিয়াসাক্ষী। স এব আত্মা পরি সর্ব্বং অগাৎ ব্যাপ্তঃ। শুক্রঃ দীপ্তিমান্। অকায়ঃ লিঙ্গদেহশূন্যঃ। অব্রণঃ অক্ষতঃ। অস্নাবিরঃ শিরাবিধুরঃ অনশ্বর ইতি বা। শুদ্ধঃ রাগাদিদোষশূন্যঃ। অপাপবিদ্ধঃ পুণ্যপাপাদিভিরসংস্পৃষ্টঃ।

(১০৯ পৃ) আত্মানঞ্চেদিতি—অয়ং স্বয়ম্প্রভানন্দঃ পরমাত্মাঽহমস্মীতি যদি

কশ্চিৎ পুরুষঃ আত্মানং জানীয়াৎ, তদা কিং ফলমিচ্ছন্ কস্য ভোক্তুঃ প্রীতয়ে শরীরং তপ্যমানং অনু সংজ্বরেৎ তপ্যেত। ভোক্তৃভোগ্যদ্বৈতাভাবাৎ কৃতকৃত্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।

(১২৭ পৃ) যথা অহিনির্লয়নী সর্পত্বক্ বল্মীকাদৌ প্রত্যস্তা নিক্ষিপ্তা মৃতা সর্পেণ ত্যক্তাভিমানা বর্ত্ততে, এবমেবেদং বিদুষা ত্যক্তাভিমানং শরীরং তিষ্ঠতি। ত্বচা নির্ম্মুক্তসর্পবদেবায়ং দেহস্থোঽপ্যশরীর এবেতি জীবন্মুক্তস্য দেহে দৃষ্টান্তঃ। বিদুষো দেহে সর্প ত্বচীবাভিমানাভাবাৎ অশরীরত্বং, অশরীরত্বাদেব অমৃতত্বম্। প্রাণিতীতি প্রাণঃ। জীবন্ অপি ব্রহ্মৈব। কিং তৎ ব্রহ্ম? তেজঃ স্বয়ংজ্যোতিরানন্দ এব।

(১২৮ পৃ) সচক্ষুরিতি—বাধিতচক্ষুরাদ্যনুবৃত্ত্যা সচক্ষুরিবেত্যাদি।

(১৪০ পৃ) তদৈক্ষতেতি—তৎ সৎশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ঐক্ষত আলোচয়ামাস। প্রজায়েয় বহুপ্রপঞ্চরূপেণ স্থিত্যর্থমহং উপাদানতয়া কার্য্যাভেদাৎ জনিষ্যামি। তৎ সৎ এবমীক্ষিত্বা আকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তেজঃ সৃষ্টবৎ।

(১৪১ পৃ) আত্মা বেতি—মিষৎ চলৎ সত্তাক্রান্তমিতি যাবৎ। স জীবাভিন্নঃ পরমাত্মা প্রাণং অসৃজত।

(১৪২ পৃ) যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি—সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎ। জ্ঞানমীক্ষণমেব তপঃ।

(১৪৭ পৃ) ন তস্য কার্য্যমিতি—কার্য্যং শরীরং, কারণমিন্দ্রিয়ং, অস্যেশ্বরস্য শক্তির্ম্মায়া স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরা, বিচিত্রকার্য্যাকারিত্বাৎ বিবিধা, সা তু ঐতিহ্যমাত্রসিদ্ধা ন প্রমাণসিদ্ধেতি ভাবঃ। জ্ঞানরূপেণ বলেন যা সৃষ্টিক্রিয়া, সা স্বাভাবিকী অনাদিমায়াত্মকত্বাৎ। জ্ঞানস্য চৈতন্যস্য বলং মায়াবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতত্বেন স্ফুটত্বং, তস্য ক্রিয়া নাম বিম্বত্বেন ব্রহ্মণো জনকতা জ্ঞাতৃতাপীতি স্বাভাবিকীতি বার্থঃ। অপাদোঽপি জবনঃ বেগগামী। অগ্র্যং অনাদিং পুরুষং অনন্তং মহান্তং বিভুমিত্যর্থঃ।

(১৫৯ পৃ) উত তমাদেশমিতি। হে পুত্র, উত অপি, আদিশ্যত ইতি আদেশঃ, উপদেশৈকলভ্যঃ স আত্মা, তমপি অপ্রাক্ষঃ গুরুনিকটে পৃষ্টবানসি? যস্য শ্রবণেন মননেন বিজ্ঞানেন সর্ব্বস্য অন্যস্য শ্রবণাদিকং ভবতীত্যন্বয়ঃ। পিণ্ডঃ স্বরূপং, তেন বিজ্ঞাতেনেতি শেষঃ। বাচা বাগিন্দ্রিয়েণারভ্যত ইতি বিকারো বাচারম্ভণং নামধেয়ং, বিকারোঽয়ং বাচা কেবলমুচ্যতে, বস্তুতঃ কারণাৎ ভিন্নো নাস্তি, তস্মাৎ মৃদৈব স ইতি ভাবঃ।

(১৬০ পৃ) যত্রৈতদিতি—এতৎ স্বপনং যথাস্যাৎ তথা, যত্র সুষুপ্তৌ স্বপিতীতি নাম ভবতি, তদা পুরুষঃ সতা সম্পন্নঃ একীভবতি। হি যস্মাৎ স্বং সদাত্মানং অপীতোঽপিগতো ভবতি, তস্মাৎ।

(১৬৪ পৃ) যথাজ্বলত ইতি—বিপ্রতিষ্ঠেরন্ বিবিধং নানাদিশঃ প্রতিগচ্ছেয়ুঃ। প্রাণাৎ চক্ষুরাদয়ো যথাগোলকং প্রাদুর্ভবন্তি। প্রাণেভ্যঃ অনন্তরং দেবাঃ সূর্য্যাদয়স্তদনুগ্রাহকাঃ। তদনন্তরং লোকা লোকবিষয়াঃ।

(১৬৫ পৃ) স কারণমিতি—করণাধিপা জীবাঃ তেষামধিপঃ।

(১৬৬ পৃ) যত্র হি দ্বৈতমিবেত্যাদি—যস্মাৎ খলু অজ্ঞানাবস্থায়াং দ্বৈতমিব কল্পিতং ভবতি, তত্তদেতরঃ সন ইতরঃ পশ্যতীতি দৃশ্যোপাধিকং বস্তু ভাতি। যত্র জ্ঞানকালে বিদুষঃ সর্ব্বং জগৎ আত্মমাত্রমভূৎ, তদা তু কেন কং পশ্যেৎ। যত্র ভূমি নিশ্চিতো বিদ্বান্ দ্বিতীয়ং কিমপি ন বেত্তি, সোঽদ্বিতীয়ো ভূমা পরমাত্মা নির্গুণঃ; যত্র সগুণে স্থিতে দ্বিতীয়ং বেত্তি তদল্পং পরিচ্ছিন্নম্। যস্তু ভূমা তদমৃতং নিত্যম্। ধীরঃ পরমাত্মৈব সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য সৃষ্ট্বা নামানি চ কৃত্বা বুদ্ধ্যাদৌ প্রবিশ্য জীবসঙ্গো ব্যবহরন্ যো বর্ত্ততে সগুণঃ, তং নির্গুণত্বেন বিদ্বান্ জানন্ অমৃতো ভবতি। নির্গতাঃ কলা অংশা যস্মাৎ তৎ নিষ্কলম্। নিরংশত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ম্। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ শান্তং অপরিণামি। নিরবদ্যং রাগাদিদোষশূন্যম্। অঞ্জনং মূলতমঃসম্বন্ধো ধর্ম্মাদিকং বা তচ্ছূন্যম্। অমৃতস্য মোক্ষস্য পরং উৎকৃষ্টং সেতুং লৌকিকসেতুবৎ প্রাপকম্। যথা দগ্ধেন্ধনোঽনলঃ শাম্যতি, তথৈব অবিদ্যাতজ্জং দগ্ধা প্রশান্তং নির্গুণমাত্মানং বিদ্যাৎ। স্থূলাদিদ্বৈতশূন্যম্। দ্বৈতস্থানম্ অল্পং সগুণরূপং, তৎ নির্গুণাদন্যৎ। তথা সম্পূর্ণং নির্গুণং সগুণাদন্যৎ।

(১৭৪ পৃ) রসো বৈ স ইত্যাদি—রসঃ সার আনন্দ ইত্যর্থঃ। অয়ং লোকঃ, যৎ যদি এষ আকাশঃ পূর্ণঃ আনন্দঃ সাক্ষিপ্রেরকো ন স্যাৎ, তদা কো বা অন্যাৎ চলেৎ, কো বা বিশিষ্য প্রাণ্যাৎ জীবেৎ। তস্মাৎ এষ এব আনন্দয়াতি আনন্দতি।

(১৮৫ পৃ) যদা হ্যেবৈষ ইত্যাদি—অদৃশ্যে স্থূলপ্রপঞ্চশূন্যে। আত্মসম্বন্ধীয়মাত্মানং লিঙ্গশরীরং তদ্রহিতে। নিরুক্তং শব্দশক্যং তদ্ভিন্নে। নিঃশেষলয়স্থানং নিলয়নং মায়া, তচ্ছূন্যে। ব্রহ্মণি অভয়ং যথা স্যাৎ তথা যদা এবং প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং মনসশ্চ বা প্রকৃষ্টাং বৃত্তিং এষ বিদ্বান্ লভতে, অথ তদৈব এব অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। উৎ অপি অরং অল্পমপ্যন্তরং ভেদং যদৈব নরঃ পশ্যতি, অথ তদা তস্য ভয়ং সংসারগোচরং ভবতি।

(১৮৮ পৃ) তস্য প্রিয়মেবেত্যাদি—ইষ্টদর্শনজাতং সুখং প্রিয়ম্। তৎস্মরণমামোদঃ। স চাভ্যাসাৎ প্রকৃষ্টঃ প্রমোদঃ। আনন্দস্য কারণম্। বিম্বচৈতন্যং আত্মা, শিরঃপুচ্ছয়োর্মধ্যকায়ঃ ব্রহ্ম শুদ্ধম্।

(১৯৯ পৃ) অথ য ইত্যাদি—অথেত্যুপাস্তিপ্রারম্ভার্থঃ। হিরণ্ময়ো জ্যোতির্ব্বিকারঃ। পুরুষঃ পূর্ণঃ অপি মূর্ত্তিমান্ উপাসকৈর্দৃশ্যতে। মূর্ত্তিমাহ—প্রণখঃ নখাগ্রং তেন সহ। নেত্রয়োর্ব্বিশেষমাহ—কপের্মর্কটস্য আসঃ পুচ্ছভাগোঽত্যন্ততেজস্বী, তত্তুল্যং পুণ্ডরীকং যথা দীপ্তিমৎ, এবং তস্য অক্ষিণী। সদ্যোবিকসিতরক্তাম্ভোজনয়ন ইত্যর্থঃ। তস্য উৎ ইতি নাম। উদিতঃ উদ্গতঃ সর্ব্বপাপ্মাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। নামজ্ঞানফলমাহ উদেতি।

(২০১ পৃ) এষ ভূতাধিপতিঃ ইত্যাদি—অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ উর্দ্ধগা যে কেচন-লোকাঃ তেষামীশ্বরো দেবভোগানাঞ্চ। স এবঃ অক্ষিণ্যঃ পুরুষঃ এতস্মাৎ অক্ষ্ণোঽধস্তনা যে লোকা যে চ মনুষ্যকামা ভোগাঁস্তেষামীশ্বরঃ। অসৌ সংসারীতি ভাবঃ। ভূতাধিপতির্যমঃ। ভূতপাল ইন্দ্রাদয়ঃ। জলানামসঙ্করায় লোকে বিধারকো যথা সেতুঃ, এবমেষাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাদীনাঞ্চ মর্য্যাদাহেতুঃ সেতুরেষ এব।

(২০৩ পৃ) তস্যর্ক্ সাম চেত্যাদি। গেষ্ণৌ পর্ব্বণী। অন্যৎ স্পষ্টম্।

(২০৭ পৃ) অস্য লোকস্যেতি—শালাবত্যো ব্রাহ্মণঃ জৈবলিং রাজানং পৃচ্ছতি। অস্য পৃথ্বীলোকস্য অন্যস্য চ ক আধারঃ। রাজা ব্রূতে। আকাশ ইতি। নির্ব্বাহিতা উৎপত্তিস্থিতিহেতুঃ। তে নামরূপে যদন্তরা যস্মাৎ ভিন্নে, যত্র কল্পিতত্বেন মধ্যে স্ত ইতি যাবৎ।

(২১২ পৃ) ঋচোঽক্ষরে ইতি—অক্ষরে কূটস্থে ব্যোমন্ ব্যোম্নি ঋচো বেদাঃ সন্তি প্রমাণত্বেন, যস্মিন্ অক্ষরে বিশ্বে দেবা অধিনিষেদুঃ অধিষ্ঠিতাঃ। ওঁকারঃ কং সুখং ব্রহ্ম খং ব্যাপকং ইত্যুপাসীত। ঘং পুরাণং ব্যাপনাৎ ব্রহ্মেত্যর্থঃ।

(২১৩ পৃ) প্রস্তোতর্যা দেবতেতি—চাক্রায়ণঃ ঋষিঃ প্রস্তোতারমুবাচ। হে প্রস্তোতঃ, যা দেবতা প্রস্তাবং সামভক্তিবিশেষং অনুগতা ধ্যানার্থং, তাঞ্চেদজ্ঞাত্বা মম বিদুষো নিকটে প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে পতিষ্যতি। প্রস্তোতা ভীতঃ সন্ প্রপ্রচ্ছ। কতমা সা দেবতা। উত্তরং—প্রাণ ইতি। প্রাণমভিলক্ষ্য সম্যক্ বিশন্তি লীয়ন্তে, তমভিলক্ষ্য উজ্জীহতে উৎপদ্যন্তে।

(২১৯ পৃ) অথ যদত ইতি—দিবঃ দ্যুলোকাৎ পরঃ পরস্তাৎ যৎ জ্যোতির্দীপ্যতে, তদিদম্ ইতি জাঠরাগ্নাবধ্যস্যতে। কুত্র দীপ্যতে? বিশ্বতঃ বিশ্বস্মাৎ

প্রাণিবর্গাদুপরি সর্ব্বস্মাৎ ভূরাদিলোকাদুপরি যে লোকাঃ, তেষু উত্ত বিদ্যন্তে উত্তমা যেভ্য ইত্যনুত্তমেষু। সর্ব্বসংসারমণ্ডলাতীতং পরং জ্যোতিরিদমেব যদ্ধৃদয়স্থমিত্যর্থঃ।

(২২৫ পৃ) তাবানিতি—গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং, বাক্ বৈ গায়ত্রী যেয়ং পৃথিবী যদিদং শরীরং যদস্মিন্ পুরুষে হৃদয়ং ইমে প্রাণা ইতি ভূতবাক্-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-প্রাণাত্মিকা ষড়্‌বিধা ষড়্‌ভিরক্ষরৈশ্চতুষ্পদা গায়ত্রীত্যুক্তং, তাবৎ তৎপরিমাণঃ সর্ব্বঃ প্রপঞ্চোঽস্য গায়ত্র্যনুগতস্য ব্রহ্মণো মহিমা বিভূতিঃ। পুরুষস্তু পূর্ণব্রহ্মস্বরূপঃ। ততশ্চ প্রপঞ্চাৎ জ্যায়ান্ অধিকঃ। সর্ব্বং জগৎ একঃ পাদঃ অংশঃ। অস্য পুরুষস্য স্বপ্রকাশস্বরূপে ত্রিপাৎ অমৃতরূপমস্তি। দিবি সূর্য্যমণ্ডলে বা ধ্যানার্থমস্তি। কল্পিতাজ্জগতো ব্রহ্ম-স্বরূপমনন্তমস্তীত্যর্থঃ।

(২২৬ পৃ) সূর্য্যস্তপতিতেজসৈতি যেন তেজসা চৈতন্যেন ইদ্ধঃ প্রকাশিতঃ সূর্য্যঃ তপতি প্রকাশয়তি, তং বৃহন্তং অবেদবিৎ ন মনুত ইত্যর্থঃ। লোকঃ গাঢ়ান্ধকারে বাচৈব জ্যোতিষা আসনাদিব্যবহারং করোতীত্যর্থঃ। আজ্যং জুষতাং পিবতাং মনো-জ্যোতিঃ প্রকাশকং ভবতি। গচ্ছন্তমনুগচ্ছতঃ স্বস্যাপি গতিরস্তি, তথা সর্ব্বস্য স্বনিষ্ঠং ভানং স্যাদিতি তস্য ভাসেত্যাদিপদানামর্থঃ। তৎকালানবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিষাং সাক্ষীভূতং আয়ুরমৃতং ইতি চ দেবা উপাসতে।

(২৩১ পৃ) এতং হোবেতি এতং পরমাত্মানং বহ্বৃচা ঋগ্বেদিনো মহতি উক্থে শস্ত্রে (স্তোত্রভেদঃ শস্ত্রং) তদনুগতমুপাসতে। তং এবং অগ্নিরিত্যাধ্বর্য্যবঃ যজুর্ব্বেদিন উপাসতে। ছন্দোগাঃ সামবেদিনঃ মহাব্রতে ক্রতৌ।

(২৩৩ পৃ) তে বেতি সংবর্গবিদ্যায়াম অধিদৈবম্ অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাম্ভাংসি বায়ৌ লীয়ন্তে। অধ্যাত্মং বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি প্রাণম্ অপি যন্তীত্যুক্তম্। তে বা এতে পঞ্চ অন্যে আধিদৈবিকাঃ পঞ্চ অন্যে আধ্যাত্মিকাঃ তে মিলিত্বা দশসংখ্যকাঃ সন্তঃ কৃতমিত্যুচ্যন্তে। বিরাট্‌পদং ছন্দোবাচকম্। দশাক্ষরা বিরাট্ ইতি শ্রুতেঃ। দশত্বসাম্যেন বায়্বাদয়ো বিরাট্।

(২৪০ পৃ) তমেবেতি—অতিমৃত্যুমেতি মৃত্যুং অত্যেতি। স যঃ কশ্চিৎ মাং ব্রহ্মরূপং বেদ সাক্ষাৎ অনুভবতি। বিদুষো লোকো মোক্ষো মহতাপি পাতকেন ন হ মীয়তে নৈব হিংস্যতে ন প্রতিবধ্যতে, জ্ঞানাগ্নিনা সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ। সাধ্ব-সাধুনী পুণ্যপাপে তাভ্যামস্পৃষ্টত্বং তৎকারয়িতৃত্বং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যঞ্চ সর্ব্বমেত-দিত্যর্থঃ।

(২৪২ পৃ) ত্রিশীর্ষাণমিতি—ত্রীণি শীর্ষাণি যস্যেতি ত্রিশীর্ষা ত্বষ্টুঃ পুত্রো বিশ্বরূপো-নাম ব্রাহ্মণঃ, তং হতবানস্মি। রৌতি যথার্থং শব্দয়তীতি রুৎ বেদান্তবাক্যং, তৎ মুখে যেষাং তে রুন্মুখাঃ, তেভ্যোঽন্যান্ বেদান্তবহির্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ গৃহ-শ্বভ্যঃ প্রায়চ্ছং দত্তবানস্মি।

(২৪৪ পৃ) তদ্‌যথেতি—লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্য অরেষু নেমিনাভ্যোর্মধ্যশলাকাসু চক্রোপান্তরূপা নেমিঃ অর্পিতা। নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়াং অরা অর্পিতা এবং ভূতানি, পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মীয়তে ইতি মাত্রা ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু দশসু অর্পিতাঃ। ইন্দ্রিয়জাঃ পঞ্চ শব্দাদিবিষয়প্রজ্ঞাঃ। মীয়ন্তে আভিরিতি মাত্রাঃ পঞ্চ ধীন্দ্রিয়াণি নেমিবৎ গ্রাহ্যম্।

(২৪৮ পৃ) মামোহেতি—যূয়ং মোহমাপদ্যথ, যতোঽহমেব পঞ্চধা প্রাণাপানাদি-ভাবেন আত্মানং বিভজ্য বাতি গচ্ছতীতি বানং তদেব বাণং অস্থিরং শরীরং অবষ্টভ্য আশ্রিত্য ধারয়ামি।

(২৫১ পৃ) ন প্রাণেনেতি—যস্মিন্ এতৌ প্রেষ্যত্বেন স্থিতৌ, তেন ইতরেণ ব্রহ্মণা সর্ব্বে প্রাণাদিব্যাপারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। যেন চৈতন্যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে কার্য্যাভিমুখ্যেন প্রেষ্যতে, তৎ এব বাগাদেরগম্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।

(২৫৩ পৃ) অথেতি—প্রজ্ঞা সাভাসা জীবাখ্যা বুদ্ধিঃ। তস্যাঃ সম্বন্ধীনি দৃশ্যানি সর্ব্বাণি ভূতানি যথৈকং ভবন্ত্যধিষ্ঠানচিদাত্মনা, তথা ব্যাখ্যাস্যামঃ। উৎপন্নায়া অসংকল্পায়াঃ সাভাসবুদ্ধেঃ নামপ্রপঞ্চবিষয়িত্বমর্দ্ধশরীরং অর্থাত্মকরূপপ্রপঞ্চ-বিষয়িত্বমদ্ধশরীরমিতি মিলিত্বা বিষয়িত্বাখ্যং পূর্ণং শরীরং ইন্দ্রিয়সাধ্যম। তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু বাগেব অস্যাঃ প্রজ্ঞায়া একমর্দ্ধং দেহার্দ্ধং অদূদুহৎ পূরয়ামাস। বাগিন্দ্রিয়দ্বারা নামপ্রপঞ্চবিষয়য়িত্বং বুদ্ধির্লভত ইত্যর্থঃ। চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থা। তস্যাঃ পুনর্নাম কিল চক্ষুরাদিনা প্রতিবিহিতা স্থাপিতা ভূতমাত্রারূপাস্থর্থরূপা পরস্তাৎ অপরার্দ্ধে কারণং ভবতি জ্ঞানকরণদ্বারা অর্থপ্রপঞ্চবিষয়িত্বং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিদ্বারা চিদাত্মা বাগিন্দ্রিয়ং সমারভ্য তস্যাঃ প্রেরকো ভূত্বা বাচা করণেন সর্ব্বাণি নামানি বক্তব্যত্বেনাপ্নোতি। চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণি পশ্যতীত্যথঃ। দশত্বং ব্যাখ্যাতম। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়জা। অধিকৃত্য গ্রাহ্যভূত-মাত্রা বর্ত্তন্তে। প্রজ্ঞামাত্রা ইন্দ্রিয়াণি গ্রাহ্যং ভূতজাতং অধিকৃত্য বর্ত্তন্তে। ইতি গ্রাহ্যগ্রাহকয়োর্মিথঃ সাপেক্ষত্বমুক্তম্। ন হি গ্রাহেণ গ্রাহ্যস্বরূপং সিধ্যতি, কিন্তু গ্রাহকেণ, এবং গ্রাহকমপি গ্রাহ্যমনপেক্ষ্য ন সিধ্যতীতি ভাবঃ।

তস্মাৎ সাপেক্ষত্বাৎ এতৎ গ্রাহ্যগ্রাহকদ্বয়ং বস্তুতো নানা ভিন্নং ন, কিংতু চিদাত্মন্যারোপিতমেব তদ্‌যথেত্যাদিদৃষ্টান্তঃ প্রাক্ ব্যাখ্যাতঃ।

(২৫৭ পৃ) তজ্জলানীতি—তস্মাৎ জায়ত ইতি তজ্জম্। তস্মিন্ লীয়ত ইতি তল্লম্। তস্মিন্ আনতি চেষ্টেত ইতি তদনম্। তজ্জঞ্চ তৎ তল্লঞ্চ তৎ তদনঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ে তজ্জলানিতি রূপম্। শাকপার্থিবন্যায়েন মধ্যপদস্য তচ্ছব্দস্য লোপঃ। তজ্জলানমিতি বাচ্যে ছান্দসোঽবয়বলোপঃ। ইতি শব্দো হেতৌ। সর্ব্বমিদং জগৎ ব্রহ্মৈব তদ্বিবর্ত্তিতত্বাদিতি ভাবঃ ব্রহ্মণি মিত্রামিত্রভেদাভাবাৎ শান্তো-রাগাদিরহিতো ভবেদিতি গুণবিধিঃ। ক্রতুম্ উপাসনম্। ক্রতুময়ঃ সঙ্কল্পময়ঃ, সঙ্কল্পপ্রধান ইতি বা।

(২৬৩ পৃ) ত্বংজীর্ণ ইতি—জীর্ণঃ স্থবিরঃ, যঃ দণ্ডেন বঞ্চতি গচ্ছতি সোঽপি ত্বমেব। যঃ জাতঃ বালঃ স ত্বমেব। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু শ্রুতয়ঃ শ্রোত্রাণি অস্য ইতি সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ। সর্ব্বজন্তুনাং প্রসিদ্ধাঃ পাণ্যাদয়স্তস্যেতি সর্ব্বাত্মত্বোক্তিঃ।

(২৭৮ পৃ) ঋতং পিবন্তাবিতি—ঋতমবশ্যম্ভাবি কর্ম্মফলং পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ সুকৃতস্য কর্ম্মণো লোকে কার্য্যে দেহে, পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধং স্থানং অর্হতীতি পরার্দ্ধং হৃদয়ং, পরমং শ্রেষ্ঠং, তস্মিন্ যা গুহা নভোরূপা বুদ্ধিরূপা বা, তাং প্রবিশ্য স্থিতৌ, ছায়াতপবৎ মিথো বিরুদ্ধৌ, তৌ চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মিণশ্চ বদন্তি। ত্রিঃ নাচিকেতোঽগ্নিঃ চিতো যৈঃ, তে ত্রিণাচিকেতাঃ। তেঽপি বদন্তীত্যর্থঃ।

(২৮৩ পৃ) গুহাহিতমিত্যাদি—গুহায়াং বুদ্ধৌ স্থিতম্। গহ্বরে অনেকানর্থসঙ্কুলে দেহে স্থিতম্। পুরাণং অনাদিপুরুষম্। পরমে শ্রেষ্ঠে। হার্দ্দাকাশে যা গুহা বুদ্ধিঃ তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।

(২৮৪ পৃ) সোঽধ্বা ইতি—সঃ জীবঃ অধ্বনঃ সংসারমার্গস্য পরমং পারং বিষ্ণোর্ব্ব্যাপনশীলস্য পরমাত্মনঃ পদং স্বরূপং আপ্নোতি। দুর্দ্দর্শং দুর্জ্ঞানম্। গূঢ়ং মায়াবৃতম্। মায়য়া অনুপ্রবিষ্টং পশ্চাৎ গুহানিহিতম্। গুহাদ্বারা গহ্বরেষ্ঠম্। এবং বহিরাগতমাত্মানং অধ্যাত্মযোগঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহলয়ক্রমেণ প্রত্যগাত্মনি চিত্তসমাধানং, তেনাধিগমো মহাবাক্যজা বৃত্তিস্তয়া বিদিত্বা।

(২৮৫ পৃ) দ্বা সুপর্ণেতি—সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ ইব সহৈব যুজ্যেতে নিয়ম্যনিয়ামকভাবেনেতি সযুজৌ। সখায়ৌ চেতনস্বভাবত্বেন তুল্যস্বভাবৌ। সমানমেকং বৃক্ষবৎ ছেদনযোগ্যং শরীরং আশ্রিত্য স্থিতৌ। অনীশয়া স্বস্য ঈশ্বরত্বাপ্রতীত্যা দেহনিমগ্নঃ পুরুষো জীবঃ শোচতি, জুষ্টং ধ্যানাদিনা সেবিতং যদা ধ্যানপরিপাকদশায়াং ঈশং

অস্তং বিশিষ্টরূপান্তিরং শোধিতচিন্মাত্রং প্রত্যক্ত্বেন পশ্যতি, তদা অস্য মহিমানং স্বরূপং এতি প্রাপ্নোতীব, ততো বীতশোকো ভবতি।

(২৮৮ পৃ) বর্ম্মনী পক্ষ্মণী। অন্যৎ সুগমম্।

(২৯১ পৃ) বামানি কর্ম্মফলানি এনমেতং অক্ষিপুরুষং অভিলক্ষ্য সংযন্তি উৎপদ্যন্তে। সর্ব্বফলোদয়হেতুরিত্যর্থঃ। নয়তি প্রাপয়তি ফলানি লোকান্ ইতি বামনীঃ। ভামানি ভানানি নয়তীতি ভামনীঃ সর্ব্বার্থপ্রকাশক ইত্যর্থঃ।

(৩০২ পৃ) যস্য দেবস্য আয়তনং শরীরং, লোক্যতেঽনেনেতি লোকশ্চক্ষুঃ, জ্যোতিঃ সর্ব্বার্থপ্রকাশকং মনঃ।

(৩১২ পৃ) ঊর্ণনাভিঃ লূতাকীটঃ তন্তূন্ স্বদেহাৎ সৃজতি উপসংহরতি চ এবং সতো জীবতঃ।

(৩১৪ পৃ) তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ এতৎ কার্য্যং ব্রহ্ম নাম রূপং স্থূলং, ততোঽন্নং ব্রীহ্যাদি। পূর্ব্বার্দ্ধব্যাখ্যা উক্তা। যেন জ্ঞানেন অক্ষরং ভূতযোনিং সর্ব্বজ্ঞং পুরুষং বেদ, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগ্যশিষ্যায় প্রব্রূয়াৎ।

(৩১৭ পৃ) প্লবন্তে গচ্ছন্তীতি প্লবা বিনাশিনঃ। অদৃঢ়া নিত্যফলসম্পা-দনাশক্তাঃ। ষোড়শর্ত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ। যজ্ঞেন নাম নিমিত্তেন নিরূপ্যন্ত ইতি যজ্ঞরূপাঃ। ঋতুষু যাজয়ন্তি যজ্ঞং কারয়ন্তি ইতি ঋত্বিজঃ। যজত ইতি যজমানঃ। পত্নী যজমানস্ত্রী। অবরং অনিত্যফলকং কর্ম্ম। এতদেব কর্ম্ম শ্রেয়ো নান্যদাত্মজ্ঞানমিতি যে মূঢ়াঃ তুষ্যন্তি, তে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ আপ্নু-বন্তীত্যর্থঃ।

(৩২১ পৃ) অগ্নিঃ দ্যুলোকঃ, বিবৃতা বেদা বাক্, পদ্ভ্যাং পাদৌ।

(৩২৩ পৃ) অগ্রে সমবর্ত্তত জাতঃ সন্ ভূতগ্রামস্য একঃ পতিঃ ঈশ্বরপ্রসা-দাদভবৎ, স সূত্রাত্মা দ্যাং ইমাং পৃথিবীঞ্চ স্থূলং সর্ব্বম্ অধারয়ৎ। ক-শব্দস্য প্রজা-পতিসঙ্গত্বে সর্ব্বনামত্বাভাবেন স্মৈ ইত্যযোগাৎ একারলোপেন একস্মৈ ইত্যত্র কস্মৈ দেবায় প্রাণাত্মনে হবিষা বিধেম পরিচরেম।

(৩২৬ পৃ) বিশ্বস্মৈ ভুবনায় বৈশ্বানরং অগ্নিং অহ্নাং কেতুং চিহ্নং সূর্য্যং দেবা অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। সূর্য্যোদয়ে দিনব্যবহারাদিতি ভাবঃ। হি যস্মাৎ কং সুখং সুখপ্রদো ভুবনানাং রাজা বৈশ্বানরঃ অভিমুখা শ্রীরস্যেতি অভিশ্রীঃ ঈশ্বরঃ তস্মাৎ তস্য বৈশ্বানরস্য সুমতৌ বয়ং স্যাম শুভমতির্ভবত্বিত্যর্থঃ।

(৩২৯ পৃ) অপরিচ্ছিন্নমপীশ্বরং প্রাদেশমাত্রত্বেন সম্পত্ত্যা কল্পিতং সম্যক্ বিদিতবন্তো দেবাঃ তমেবেশ্বরং অভি প্রত্যক্ত্বেন সম্পন্নাঃ প্রাপ্তবন্তঃ হ বৈ

পূর্ব্বকালে। ততো বো যুষ্মভ্যং তথা দ্যুপ্রভৃতীন্ অবয়বান্ বক্ষ্যামি, যথা প্রাদেশমাত্রং প্রাদেশপরিমাণমনতিক্রম্য মূর্দ্ধাদ্যধ্যাত্মাঙ্গেষু বৈশ্বানরং সম্পাদয়িষ্যামি। ইতি প্রাচীনশালাদীন্ প্রতি রাজা প্রতিজ্ঞায় উপদিশন্ করেণ দর্শয়ন্ উবাচ। এষ বৈ মে মূর্দ্ধা ভূরাদিলোকান্ অতীত্য উপরি তিষ্ঠতীত্যতিষ্ঠা, অসৌ দ্যুলোকো বৈশ্বানরঃ। তস্য মূর্দ্ধেতি যাবৎ। অধ্যাত্মমূর্দ্ধাভেদেনাধিদৈব মূর্দ্ধ। সম্পাদ্য ধ্যেয় ইত্যর্থঃ। এবং চক্ষুরাদিষূহনীয়ম্। সুতেজাঃ সূর্য্যঃ। নাসিকা তন্নিষ্ঠঃ) প্রাণঃ। মুখস্থং মুখ্যম্। বহুলমাকাশম্।

(৩৪৩ পৃ) যস্মিন্ লোকত্রয়াত্মা বিরাট্ প্রাণৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ মনঃ সূত্রাত্মকং, চকারাদ্ অব্যাকৃতং কারণম্ ওতং কল্পিতং, তদপবাদেন তমেবাধিষ্ঠানাত্মানং প্রত্যগভিন্নং জানথ শ্রবণাদিনা, অন্যা বাচঃ অনাত্মবাচঃ বিমুঞ্চথ ত্যজথ। এষ বাগবিমোকপূর্ব্বকাত্মসাক্ষাৎকারঃ অমৃতস্য মোক্ষস্য সংসারবারিধেঃ পরপারস্য সেতুরিব সেতুঃ প্রাপকঃ।

(৩৫০ পৃ) ধীরঃ বিবেকী তম্ আত্মানং বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যার্থজ্ঞানং কুর্য্যাৎ।

(৩৬৯ পৃ) যৎ ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ, তৎ সর্ব্বং কস্মিন্ ওতম্ ইতি গার্গ্যা পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—এতদক্ষরং গার্গি ইত্যাদি।

(৩৭৩ পৃ) পিপ্পলাদো গুরুঃ সত্যকামেন পৃষ্টো ব্রূতে। হে সত্যকাম, পরং নির্গুণং, অপরং সগুণং ব্রহ্ম এতদেব, যোঽয়মোঙ্কারঃ, তস্মাৎ প্রণবং ব্রহ্মাত্মনা বিদ্বান্ এতেনৈবোঙ্কারধ্যানেন আয়তনেন প্রাপ্তিসাধনেন যথাধ্যানং একতরং পরমপরং বা অন্বেতি প্রাপ্নোতি। তং ওঁকারং পুরুষং যোঽভিধ্যায়ীত, স সামভিঃ সূর্য্যদ্বারা ব্রহ্মলোকং গত্বা পরমাত্মানং ঈক্ষত ইতি শেষঃ।

(৩৭৬ পৃ) পাদোদরঃ সর্পঃ। ত্বচা চর্ম্মণা।

(৩৭৭ পৃ) ব্রহ্মণোঽভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ যৎ প্রসিদ্ধং দহরম্ অল্পং পুণ্ডরীকং হৃৎপদ্মঃ, তস্মিন্ হৃদয়ে যৎ অন্তরাকাশম্ অন্তরাকাশশব্দিতং ব্রহ্ম, তদন্বেষ্টব্যং বিচার্য্যম্।

(৩৮৬ পৃ) বিগতা জিঘৎসা জগ্ধ মিচ্ছা যস্য। বুভুক্ষাশূন্য ইত্যর্থঃ।

(৩৮৯ পৃ) সেতুঃ অসঙ্করহেতুঃ, বিধৃতিস্তু স্থিতিহেতুঃ।

(৩৯১ পৃ) সম্প্রসাদঃ জীবঃ অস্মাৎ শরীরাৎ কার্য্যকরণসংঘাতাৎ সম্যক্ উত্থায় আত্মানং তস্মাৎ বিবিচ্য বিবিক্তম্ আত্মানং স্বেন ব্রহ্মরূপেণ নিষ্পন্ন সাক্ষাৎকৃত্য তদেব প্রত্যক্ পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্যতে প্রাপ্নোতি।

(৪১৩ পৃ) হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে অন্নময়াদ্যপেক্ষয়া পরে কোষে আনন্দময়াখ্যে পুচ্ছশব্দিতং ব্রহ্ম বিরজং আগন্তুকমলশূন্যং নিষ্কলং নিরবয়বং শুভ্রং নৈসর্গিকমলশূন্যং সূর্য্যাদিসাক্ষিভূতং ব্রহ্ম আত্মবিদো বিদুরিতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ।

(৪১৫ পৃ) পুরুষঃ পূর্ণঃ, অপি মধ্য আত্মনি দেহমধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রে হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি উচ্যতে। অধূমকমিতি পঠনীয়ম্। নির্ধূমজ্যোতির্ব্বন্নির্ম্মলপ্রকাশ ইতি যাবৎ। অদ্য শ্ব ইতি কালত্রয়েঽপি স এবাস্তি।

(৪১৯ পৃ) জীবং প্রবৃহেৎ পৃথক্ কুর্য্যাৎ ধৈর্য্যেণ বলবদিন্দ্রিয়নিগ্রহাদিনা। তং বিবিক্তমাত্মানং শুক্রং শুভ্রং স্বপ্রকাশং অমৃতং কূটস্থং ব্রহ্ম জানীয়াৎ।

(৪৩০ পৃ) এতৈঃ অসৃগ্রং ইন্দবঃ তিরঃ পবিত্রং আসবঃ বিশ্বান্যভিসৌভগা ইত্যেতন্মন্ত্রস্থৈঃ পদৈঃ স্মৃত্বা ব্রহ্মা দেবাদীনসৃজত। তত্র এত ইতি পদং সর্ব্বনামত্বাৎ দেবানাং স্মারকম্। অসৃক্ রুধিরং তৎপ্রধানে দেহে রমন্ত ইতি অসৃগ্রা মনুষ্যাঃ। চন্দ্রস্থানাং পিতৃণাং ইন্দুশব্দঃ স্মারকঃ। গ্রহাণাং তিরঃ পবিত্রশব্দঃ স্মারকঃ। ঋচোঽস্রবতাং স্তোত্রাণাং, গীতিরূপাণাং আসুশব্দঃ। স্তোত্রানন্তরং প্রয়োগং বিশতাং শস্ত্রাণাং বিশ্বশব্দঃ, সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তানাং অভিসৌভগশব্দঃ স্মারকঃ।

(৪৪৪ পৃ) যজ্ঞেন পূর্ব্বসুকৃতেন বাচো বেদস্য লাভযোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাঃ তাং ঋষিষু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ। অনুবিন্নাং উপলব্ধাম্।

(৪৪৭ পৃ) পূর্ব্বং কল্পাদৌ সৃজতি, তস্মৈ চ ব্রহ্মণে প্রহিণোতি গময়তি তস্য বুদ্ধৌ বেদান্ আবির্ভাবয়তি যঃ, তং দেবং স্বাত্মাকারমহাবাক্যোত্থবুদ্ধৌ প্রকাশমানং শরণং পরমমভয়স্থানং নিঃশ্রেয়সরূপং অহং প্রপদ্যে। আর্ষেয়ঃ ঋষিযোগঃ, ছন্দোগায়ত্র্যাদি, দৈবতং অগ্ন্যাদি, ব্রাহ্মণং বিনিয়োগঃ, এতান্যবিদিতানি যস্মিন্ মন্ত্রে তেন। স্থাণুং স্থাবরং, গর্ত্তং নরকম্।

(৪৬৮ পৃ) পাদতলাৎ আজানোঃ জানোরানাভেঃ নাভেরাগ্রীবং গ্রীবায়াশ্চাকেশপ্ররোহং ততশ্চাব্রহ্মরন্ধ্রং পৃথিব্যাদিপঞ্চকে সমুত্থিতে ধারণাজাতে যোগগুণে চাণিমাদিকে প্রবৃত্তে যোগাভিব্যক্তং তেজোময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য যোগিনো ন রোগাদিস্পর্শঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

(৪৭৯ পৃ) পদ্ভ্যঃ পাদযুক্তং সঞ্চরিষ্ণুরূপমিতি যাবৎ।

(৪৮০ পৃ) সর্ব্বং জগৎ প্রাণাৎ নিঃসৃতং উৎপন্নং, প্রাণে চিদাত্মনি প্রেরকে সতি এজতি চেষ্টতে। তচ্চ প্রাণাখ্যং কারণং মহদ্ভয়ং। বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ং,

যথা উদ্যতং বজ্রং ভয়ং, তথা। যঃ এতৎ প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং বিদুঃ, তে অমৃতা মুক্তা ভবন্তি।

(৪৮২ পৃ) অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি পুনঃ অপমৃত্যুং জয়তীতি যোজনীয়ম্‌।

(৪৮৫ পৃ) তা বা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ ইত্যাদিনা নাড়ীনাং রশ্মীনাঞ্চ মিথঃ সংশ্লেষমুক্ত্বা অথ সংক্রান্তোপানন্তরং যত্র কালে এতন্মরণং যথাস্যাৎ তথা উৎক্রামতি, অথ তদা এতৈর্নাড়ীসংশ্লিষ্টৈরশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধং সন্‌ উপরি গচ্ছতি, গত্বা চ আদিত্যং ব্রহ্মলোকদ্বারভূতং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

(৪৮৯ পৃ) বিজ্ঞানং বুদ্ধিস্তন্ময়স্তৎপ্রায়ঃ। সপ্তমী ব্যতিরেকার্থা। প্রাণ-বুদ্ধিভ্যাং ভিন্ন ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণঃ।

(৫০২ পৃ) অগ্র্যা সমাধিপরিপাকজা। সূক্ষ্মা রজস্তমোভ্যামতিরস্কৃতা নিতান্তনির্ম্মলসত্ত্বরূপা। বাক্‌ ইত্যত্র দ্বিতীয়ালোপঃ ছান্দসঃ। মনসীতি দৈর্ঘ্যঞ্চ।

(৫০৪ পৃ) গোভিঃ গোধিকারৈঃ পয়োভিঃ মৎসরং সোমং শৃণীত পচেৎ। শৃঞধাতোর্লোটি মধ্যমপুরুষবহুবচনে ছান্দসং রূপম্‌।

(৫১৩-১৪ পৃ) হে মৃত্যো, স মহং দত্তবরঃ ত্বং স্বর্গহেতুমগ্নিং অধ্যেসি স্মরসি। প্রেতে মৃতে দেহাদন্যোঽস্তি ন বেতি সংশয়োঽস্তি, অত এতদাত্মতত্ত্বং সন্দিগ্ধং জানীয়াম্‌ ইত্যর্থঃ। লোকহেতুবিরাডাত্মনোপাস্যত্বাৎ লোকাদিঃ চিতোঽগ্নিঃ, তং মৃত্যুরুবাচ নচিকেতসম্‌। যাঃ স্বরূপতো যাবতীঃ সংখ্যাতো যথা বা ক্রমেণ অগ্নিশ্চীয়তে তৎসর্ব্বমুবাচেত্যর্থঃ।

(৫১৭ পৃ) অন্তঃ অবস্থা যেন সাক্ষিণা প্রমাতা পশ্যতি, তমাত্মানাম্‌। ইহ দেহে যৎ চৈতন্যং তদেব অমুত্র সূর্য্যাদৌ। এবমিহ অখণ্ডৈকরসে ব্রহ্মণি যো নানেব মিথ্যা ভেদং পশ্যতি, স ভেদদর্শী মৃত্যোর্মরণাৎ মৃত্যুং মরণং প্রাপ্নোতি ভয়ান্ন মুচ্যত ইত্যর্থঃ।

(৫৩৫ পৃ) উত শব্দঃ অপ্যর্থে। যে প্রাণাদিপ্রেরকং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বিদুঃ তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ।

(৫৪০ পৃ) স পরমাত্মা লোকানসৃজত। অম্ভয়শরীরপ্রচুরস্বর্গলোকঃ অম্ভঃ-শব্দার্থঃ। সূর্য্যরশ্মিব্যাপ্তোঽন্তরীক্ষলোকঃ মরীচয়ঃ। মরোমর্ত্ত্যলোকঃ। অব্বহুলা পাতাললোকা আপঃ।

(৫৫১ পৃ) শ্রেষ্ঠী প্রধানঃ স্বৈঃ ভৃত্যৈঃ জ্ঞাতিভিরেবোপহৃতং ভুঙ্‌ক্তে, স্বা জ্ঞাতয়শ্চ তং উপজীবন্তি। জীবোঽপি আদিত্যাদিভিঃ প্রকাশাদিনা ভোগো-পকরণৈঃ ভুঙ্‌ক্তে, তে চ হবির্গ্রহণাদিনা জীবমুপজীবন্তি।

(৫৬১ পৃ) ইদং প্রত্যক্ মহৎ অপরিচ্ছিন্নং ভূতং সত্যং অনন্তং নিত্যং অপারং সর্ব্বগতং চিদেকরসং এতেভ্যঃ কার্য্যকরণাত্মনা জায়মানেভ্যো ভূতেভ্যঃ সামান্তেনোত্থায় ভূতোপাধিকং জন্ম অনুভূয় তান্যেব ভূতানি লীয়মানানি অনুলক্ষ্য বিনশ্যতি। ঔপাধিকমরণানন্তরং বিশেষধীর্নাস্তীতি তস্তাবার্থঃ। অন্যানি চ পদানি সুখবোধ্যানি।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য

(৪ পৃ) আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্। প্রসূতং বিভূষাজ্জ্ঞানৈঃ তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্। ইত্যনুসারেণ যোজয়িতব্যম্।

(১৫ পৃ) তেষাং প্রকৃতানাং কামানাং কারণং সাংখ্যযোগাভ্যাং বিবেকধ্যানাভ্যাং অভিপন্নং প্রত্যক্তয়া প্রাপ্তং দেবং—মত্বা ইতি পাঠে মননেন সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ মুচ্যতে।

(২৮ পৃ) এষা ব্রহ্মণি মতিঃ তর্কেণ স্বতন্ত্রেণ নাপনেয়া ন সম্পাদনীয়া। যদ্বা কুতর্কেণ ন বারণীয়া। কুতার্কিকাৎ অন্যেনৈব বেদবিদাচার্য্যেণ প্রোক্তামতিঃ সুজ্ঞানায় অনুভবায় ফলায় ভবতি। হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম বেতি সম্বোধনং নচিকেতসং প্রতি মৃত্যোঃ।—ইয়ং বিবিধা সৃষ্টিঃ যত যস্মাৎ কারণসকাশাৎ আ সমন্তাৎ বভূব, তং কঃ বা অদ্ধা সাক্ষাৎ বেদ। তিষ্ঠতু বেদনং, ক ইহ লোকে তং প্রবোচৎ, যথাবৎ বক্তাপি নাস্তীতি ভাবঃ।

(৩৭ পৃ) সতি ব্রহ্মণি একীভূয় ন বিদুঃ—ইত্যজ্ঞানোক্তিঃ। ইহ সুষুপ্তেঃ প্রাক্ প্রবোধে যেন যেন জাত্যাদিনা বিভক্তা ভবন্তি, তদা পুনরুত্থানকালে তথৈব ভবন্তীতি বিভাগোক্তিঃ।

(৯৫ পৃ) ন তস্য কার্য্যমিত্যস্য ব্যাখ্যানং পূর্ব্বত্র লিখিতমস্তি।

(১০৭ পৃ) অভ্যাত্তঃ অভিতো ব্যাপ্তঃ। অবাকী বাগিন্দ্রিয়শূন্যঃ। অনাদরঃ নিষ্কামঃ।

(৩১৮ পৃ) মাং মোহান্তং মোহমধ্যং ভ্রান্তিং আপীপদৎ আপাদিতবান্। ইমমর্থং ন জানামি ব্রূহি যদুক্তেরর্থমিতি। মোহকরং বাক্যম্। উচ্ছিত্তিঃ পূর্ব্বাবস্থানাশো ধর্ম্মোঽস্যেতি উচ্ছিত্তিধর্ম্মা পরিণামীতি যাবৎ। তস্মাদবিনাশীত্যর্থঃ। মাত্রাভির্ব্বিষয়ৈঃ অসংসর্গাৎ তথোক্তমিতি ভাবঃ।

(৩২৪ পৃ) অন্যেভ্যো বা মুখাদিভ্য এব আত্মা নিষ্ক্রামতি। ইন্দ্রিয়াণি

গৃহ্লন্ ব্যাপারৌ হৃদয়ং স জীবো গচ্ছতি। শুক্রং প্রকাশকং ইন্দ্রিয়গ্রামমাদায় পুনর্দ্বারিজ্ঞানমাগচ্ছতি। তেজোমাত্রা ইন্দ্রিয়াণি।

(৩২৬ পৃ) বালেতি—বালঃ কেশঃ। তোত্রপ্রোতাহয়ঃশলাকাগ্রং আরাগ্রম্। তস্মাৎ উদ্ধৃতা মাত্রা মানং যস্য স জীবস্তথা।

(৩৪২ পৃ) আদিত্যবর্ণং স্বপ্রকাশম্। তমসঃ পরস্তাৎ অজ্ঞানাস্পৃষ্টমিত্যঃ।

(৩৬৯ পৃ) বঞ্চসি গচ্ছসি। অন্যৎ উক্তমেব।

(৩৭১ পৃ) তীর্থানি শাস্ত্রোক্তকর্ম্মাণি তেভ্যোঽন্যত্র সর্ব্বপ্রাণিহিংসামকুর্ব্বন্ ব্রহ্মলোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ।

(৪১১ পৃ) নাসদাসীৎ ইত্যারভ্য অধীতঃ সূক্তং নাসদাসীদীয়ং, তস্মিন্। তর্হি তদা প্রলয়কালে মৃত্যুর্মারকো মৃত্যুকার্য্যং বা নাসীৎ, অমৃতঞ্চ দেবভোগ্যং নাসীৎ, রাত্র্যাঃ প্রকেতঃ চিহ্নস্বরূপশ্চন্দ্রঃ অহ্নঃ প্রকেতঃ সূর্য্যশ্চ নাস্তাং, স্বধয়া সহেত্যন্বয়ঃ। পিতৃভ্যো দেয়মন্নং স্বধা। যদ্বা, স্বেন ধৃতা মায়া স্বধা, তয়া সহ তদেকং ব্রহ্ম নাসীদিতি পরমার্থঃ।

(৪২২ পৃ) প্লুষিঃ মশকাদপি সূক্ষ্মো জন্তুঃ পুত্তিকেতি নাম। নাগো হস্তী।

(৪২৪ পৃ) স প্রাণঃ বাচং প্রথমাং উদ্গীথকর্ম্মণি প্রধানং অনৃতাদিপাপ্মরূপং মৃত্যুং অতীত্য অবহৎ মৃত্যুনা মুক্তাং কৃত্বা অগ্নিদেবতাত্বং প্রাপিতবান্।

(৪২৬ পৃ) অথ দেহে প্রাণপ্রবেশানন্তরং অত্র গোলকে এতৎ ছিদ্রমনু-প্রবিষ্টং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং তত্র চক্ষুষ্যভিমানী স আত্মা চাক্ষুষঃ। তস্য রূপদর্শনায় চক্ষুঃ, এবমন্যত্র। যদ্যপ্যাত্মা করণান্যপেক্ষতে তথাপি জ্ঞেয়জ্ঞানতদাশ্রয়াহঙ্করং যো বেদ, স আত্মা চিদ্রূপ এব। করণানি তু গন্ধাদিপ্রবৃত্তয়েঽপেক্ষ্যতে ন চৈতন্যায়েতি তাৎপর্য্যম্।

(৪২৮ পৃ) হন্ত ইদানীং অস্যৈব মুখ্যপ্রাণস্য সর্ব্বে বয়ং স্বরূপং অসাম ভবাম ইতি সঙ্কল্প্য তে বাগাদয়ঃ তথা অভবন্।

(৪৩৪ পৃ) হন্ত ইদানীং দেবতাঃ সূক্ষ্মা অনুপ্রবিশ্যেতি সম্বন্ধঃ। তাসাং তিসৃণাং দেবতানাং একৈকাং দেবতাং তেজোঽবন্নাত্মনা ত্র্যাত্মিকাং করিষ্যা-মীতি।

তৃতীয়াধ্যায়স্য

(১৭ পৃ) যথা যজ্ঞচমসস্থং সোমং ঋত্বিজঃ আপ্যায়স্বেতি ক্রিয়াবৃত্তৌ লোট্ পুনঃ পুনঃ আপ্যায্য পুনঃ পুনঃ অপক্ষয্য ভক্ষয়ন্তি এবং এতান্ চন্দ্রলোকস্থান্ ইষ্টাদিকারিণঃ দেবানাং অপরূপান্ ভক্ষয়ন্তি দেবাঃ।

(২২ পৃ) তেষাং ইষ্টাদিকারিণাং যদা তৎ কর্ম্ম পর্য্যবৈতি বিপরিক্ষীণং ভবতি, তদা পুনরাবর্ত্তন্তে পুনরত্রৈব জন্ম লভন্তে।

(২৩ পৃ) অয়ং নরঃ যৎকিঞ্চিৎ ইহলোকে কর্ম্ম করোতি, তস্য অন্তং ফলং পরলোকে প্রাপ্য তৎপ্রক্ষয়ে কর্ম্মার্থং পুনরায়াতি এতস্মিন্ লোকে।

(২৪ পৃ) অবরোহতাং জীবানাং মধ্যে যে কেচিৎ ইহ কর্ম্মভূমৌ রমণীয়-চরণাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পুণ্যযোনিভাজ ইতি যাবৎ। যৎ অভ্যাসোহ অবশ্যং হীত্যর্থঃ। কপূয়ং পাপম্।

(৪২ পৃ) এতয়োর্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথিদ্বয়সাধনয়োরন্যতরেণাপি সাধনেন যে নরা ন যুক্তাঃ, তে জন্মমরণাবৃত্তিরূপতৃতীয়সর্গস্থানি ভূতানি ভবন্তি।

(৪৮ পৃ) যথেতমনেবঞ্চেত্যুক্তরীত্যা যথাগতং ধূমাদ্যধ্বনা পুনর্নিবর্ত্তন্তে। নিবৃত্তাশ্চানুশয়িনঃ কর্ম্মান্তে দ্রুতদেহাঃ আকাশং গতাঃ আকাশসদৃশা ভবন্তি। আকাশসাদৃশ্যানন্তরং পিণ্ডীকৃতা অতিসূক্ষ্মলিঙ্গোপহিতাঃ বায়ুনা ইতস্ততশ্চ নীয়মানা বায়ুসমা ভবন্তি। সানুশয়ঃ সদ্যো বায়ুসমো ভূত্বা ধূমগতস্তৎসমো ভবতি, ধূমসমো ভূত্বা অব্‌ভ্রসমো ভবতি। অব্‌ভ্রং বৃষ্টিকর্ত্তা মেঘঃ। তৎসমো ভূত্বা বর্ষধারাদ্বারা পৃথিবীং প্রবিশ্য ব্রীহিযবাদিরূপো ভবতীতি সিদ্ধান্তানুসারী শ্রুত্যর্থঃ।

(৬৯ পৃ) স্বয়ং বিহত্য জাগ্রদ্দেহং নিশ্চেষ্টং কৃত্বা স্বয়ং বাসনয়া দেহং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বীয়বুদ্ধিবৃত্ত্যা স্বেন জ্যোতিষা স্বরূপচৈতন্যেনৈব স্বপ্নমনুভবতি।

(৮৮ পৃ) অয়নং গমনং আয়ঃ। যোনিং তত্তদিন্দ্রিয়স্থানং, প্রতিন্যায়ং নিয়তং গমনং যথা ভবতি তথা প্রতিযোন্যাগচ্ছতি বুদ্ধান্তায় জাগরণায়। অন্যৎ সুগমম্।

(১০৯ পৃ) দ্বিপদঃ পুরঃ মনুষ্যাদিদেহান্ চক্রে চতুষ্পদঃ পুনঃ পশূন্ কৃত্বা পুরঃ চক্ষুরাদ্যভিব্যক্তেঃ পুরস্তাৎ স ঈশ্বরঃ পক্ষী লিঙ্গশরীরী ভূত্বা পুর উক্তানি শরীরাণি আবিশৎ স চ তেষু তেষু প্রবিষ্টোঽপি পুরুষঃ পূর্ণ এব।

(১৬৯ পৃ) ইতঃ অস্মাৎ লোকাৎ দিষ্টং লোকান্তরং প্রেতং গতং জ্ঞাতয়ঃ অগ্নয়ে হন্তি দাহনায় নয়ন্তীত্যর্থঃ।

(১৭৪ পৃ) এষ নরঃ এতস্মিন্ অন্বয়ে উদরমন্তরং অল্পমপ্যন্তরং ভেদং যদা যদা পশ্যতি অথ তদা তস্য সংসারভয়ং ভবতি।

(২০৪ পৃ) ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্। মিষৎ চলৎ। ঐক্ষত আলোচয়ামাস। অম্ভঃ স্বর্গঃ, মরীচয়োঽন্তরীক্ষলোকঃ, মরো মর্ত্ত্যলোকঃ, আপঃ পাতাললোকঃ।

(২০৫ পৃ) পরেণ দিবং দিবঃ পরস্তাৎ।—পুরুষবিধঃ নরাকারঃ। আত্মা হিরণ্যগর্ভঃ।—রেতঃ কার্য্যম্।—প্রজাঃ সৃষ্টা তাঃ প্রতি ভোগার্থং গাং আনয়ৎ লোকস্রষ্টা। তথা অশ্বমানয়ৎ। তাস্তু গবাশ্বপ্রাপ্ত্যা ন তৃপ্তাঃ ততঃ পুরুষমানয়ৎ পুরুষশরীরে আনীতে তা অব্রুবন্ তৃপ্তাঃ স্ম।

(২০৯ পৃ) স পরমেশ্বরঃ এতম্ এব সীমানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যদ্বারা প্রাপদ্যত লিঙ্গবিশিষ্টঃ প্রবিষ্টবান্। মাং বিনা যদি বাগাদিভিঃ স্বস্বব্যাপারঃ কৃতঃ। অথ তদা ত্বং কঃ? স এতমেব শোধিতমাত্মানং (স্বয়ং বিচার্য্য) ব্রহ্ম ততমং (তততমং) ব্যাপ্ততমং অপশ্যৎ। ত-কারলোপশ্ছান্দসঃ। প্রজ্ঞা চিদাত্মা নেত্রং নীয়তেঽনেনেতি নিয়ামকো যস্য, তৎ প্রজ্ঞানেত্রং চিদাত্মনিয়ম্যমিত্যর্থঃ।

(২১৪ পৃ) তস্মাৎ কারণাৎ অশিষ্যন্তঃ অশনং কুর্ব্বন্তঃ শ্রোত্রিয়াঃ পুরস্তাৎ ভোজনাৎ প্রাক্ উপরিষ্টাচ্চ অদ্ভিঃ পরিদধতি ভুক্তান্নমাচ্ছাদয়ন্তি জলৈঃ। অশিষ্যন্তঃ অশনং কুর্ব্বন্তঃ শ্রোত্রিয়া এতৎ কুর্ব্বন্তি যৎ ভোজনাৎ পূর্ব্বং ঊর্দ্ধঞ্চ আচামন্তি। যৎ আচামন্তি তৎ অদ্ভিঃ প্রাণং পরিদধতি আচ্ছাদয়ন্তি। অনং প্রাণং তেন আচমেন অনগ্নং আচ্ছাদিতং কুর্ব্বন্তঃ মন্যন্তে চিন্তয়ন্তি।

(২২৩ পৃ) সৎ ভূতত্রয়ং ত্যং বায়্বাকাশাত্মকং সত্যং পরোক্ষভূতাত্মকং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম। তৎ উক্তং যৎ সত্ ত্যং তৎ সঃ যোঽসাবাদিত্যঃ। তস্মিন্ আদিত্যমণ্ডলে যঃ পুরুষঃ করণাত্মকঃ, স এব অধ্যাত্মং অক্ষিস্থানস্থঃ। তস্য ভূরিতি শিরঃ ভুব ইতি বাহূ স্বরিতি পাদৌ। উপনিষৎ রহস্যদেবতা। তস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অহরিতি নাম প্রকাশকত্বাৎ, তস্য অক্ষিস্থস্য অহমিতি নাম প্রত্যক্‌ত্বাৎ।

(২২৭ পৃ) ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠং কারণং যেষাং তানি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠানি। শিলোপশ্ছান্দসঃ। বীর্য্যাণি পরাক্রমবিশেষাঃ আকাশোৎপাদনাদয়ঃ তানি চ বীর্য্যাণি সম্ভৃতানি নির্ব্বিঘ্নং সম্বদ্ধানি। সর্ব্বনিয়ন্তুঃ কার্য্যে বিঘ্নকর্ত্তৃরভাবাৎ। তচ্চ জ্যেষ্ঠং ব্রহ্ম অগ্রে দেবাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ এব দিবং স্বর্গং আততান ব্যাপ্তবৎ সদা সর্ব্বব্যাপকমিত্যর্থঃ।

(২৩৪।৩৫ পৃ) অভিচারকর্ত্তা দেবতাং প্রার্থয়তে সর্ব্বমিতি। হে দেবতে, মম রিপোঃ সর্ব্বং অঙ্গং প্রবিধ্য বিদারয়, বিশেষতশ্চ হৃদয়ং ভিন্দি ধমনীঃ শিরঃ প্রবৃশ্চয় ত্রোটয় শিরশ্চাভিতো নাশয় এবং ত্রিধা বিপৃক্তো বিশ্লিষ্টো ভবতু মে শত্রুঃ। হে দেব, সবিতঃ সূর্য্য! হৃত্তঃ তৎপততঞ্চ প্রসুব নির্ব্বর্ত্তয়। উচ্চৈঃশ্রবাঃ শ্বেতোঽশ্বঃ যস্তেন্দ্রস্য স ত্বং হরিতভৃণবৎ নীলোঽসি। নোঽস্মাকং শং সুখকরো ভবতু। অগ্নিষ্টোমো ব্রহ্মৈব যস্মিন্ অহনি ক্রিয়তে তদপি ব্রহ্ম, তস্মাৎ যত্র তদহঃসাধ্যং কর্ম্ম উপযন্তি অনুতিষ্ঠন্তি, তে ব্রহ্মণৈব সাধনেন ব্রহ্ম উপযন্তি, তে চ ক্রমেণ অমৃতত্বং মোক্ষং আপ্নুবন্তি।

(২৩৭ পৃ) পুত্রস্য দীর্ঘায়ুষ্ট্বার্থং ছান্দোগ্যে ত্রৈলোক্যস্য কোশত্বেন উপাস্তিরুক্তা। তত্র পিতুরয়ং প্রার্থনামন্ত্রঃ। তত্র অমুনেতি পুত্রস্য ত্রিঃ নাম-গৃহ্ণাতি। অমুনা পুত্রেণ সহ ভূরিতীমমমুঞ্চ প্রপদ্যে। ন মম পুত্রবিয়োগঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

(২৪৬।৪৭ পৃ) যথা অশ্বঃ রজোযুক্তানি জীর্ণরোমাণি ত্যক্তা নির্ম্মলো ভবতি, তথা অহমপি পাপং বিধূয় কৃতাত্মা নির্ম্মলীকৃতচিত্তঃ সন্, যথা বা রাহুগ্রস্তঃ চন্দ্রঃ রাহুমুখাৎ প্রমুচ্য স্পষ্টো ভবতি, তথা শরীরং ধূত্বা ত্যক্তা দেহাভিমানাৎ মুক্তঃ সন্ অকৃতং কূটস্থং ব্রহ্মাত্মকং লোকং অভি প্রত্যক্ত্বেন সম্ভবানীতি। যথা নদ্যঃ সমুদ্রং প্রাপ্য নামরূপে ত্যজন্তি তথা বিদ্বান্। নিরঞ্জনঃ শুদ্ধঃ। সাম্যং ব্রহ্ম। তস্য মৃতস্য বিদুষঃ দায়ং ধনম্, তৎ তেন বিদ্যাবলেন সুকৃতদুষ্কৃতে ত্যজতি।

(২৫০ পৃ) কুশা উদগাতৃণাং স্তোত্রগণনার্থাঃ শলাকা দারুময্যঃ। ভো কুশাঃ, যূয়ং বানস্পত্যাঃ বনস্থমহাবৃক্ষো বনস্পতিস্তৎপ্রভবাঃ স্থ। তা ইত্থংভূতা যূয়ং মা পাত মাং রক্ষত।

(২৬৫ পৃ) তৎ ব্রহ্মলোকস্থানম্। পরাগতাঃ পরাবৃত্তাঃ। কামক্রোধদোষা ন সন্তীতি যাবৎ। দক্ষিণাঃ কেবলকর্ম্মিণঃ তপস্বিনোঽপি অবিদ্বাংসঃ তত্র ন যন্তি গচ্ছন্তি।

(২৬৯ পৃ) অথ প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরম্। তত উর্দ্ধঃ বিলক্ষণঃ ব্রহ্মরূপঃ সন্ উদেত্য উদগম্য দেহং ত্যক্তেতি যাবৎ। একল এব অদ্বিতীয় এব মধ্যে স্থাতা উদাসীনাত্মস্বরূপে তিষ্ঠতি।

(২৭৩ পৃ) বেঃ দেবগণস্য হোত্রং অধ্বরঞ্চ কর্ম্ম অগ্নেঃ।

(৩০৩ পৃ) অস্মৈ বিদুষে কল্পন্তে ভোগায় সমর্থা ভবন্তি। ভূমেরূর্দ্ধা লোকা আবৃতা অধস্তনাশ্চ।

(৪০ পৃ) সমে শুচাবিতি। শর্করাঃ সূক্ষ্মপাষাণাঃ। জলাশ্রয়বর্জনং শীত-নিবৃত্ত্যর্থম্। চক্ষুঃপীড়নো মশকঃ।

(৪২ পৃ) সবিজ্ঞানমিতি। ভাবনাময়ং বিজ্ঞানং ফলস্ফুরণরূপং তেন সহিতঃ সবিজ্ঞানঃ। বিজ্ঞানং স্ফুরিতফলং সবিজ্ঞানম্। যস্মিন্ লোকে চিত্তং সংকল্পঃ অস্য ইতি যচ্চিত্তঃ তেন সংকল্পিতেন সহ ফলস্ফূর্ত্ত্যনন্তরং মনঃ প্রাণে লীয়ত ইতি অক্ষরার্থঃ।

(৪২ পৃ) স যাবদিতি। ক্রতুঃ ধ্যানম্। স উপাসকঃ অন্তবেলায়াং প্রাণ-ত্যাগসময়ে এতৎ ত্রয়ং অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণশংসিতমসি, ইতি মন্ত্রত্রয়ং প্রতিপদ্যতে স্মরতি।

(৬৪ পৃ) অস্যেতি। প্রয়তঃ ম্রিয়মাণস্য।

(৭৩ পৃ) তস্মাদিতি। উপশান্তদেহোষ্ম্যঃ তস্মাৎ উৎক্রমণাদূর্দ্ধং পুনর্ভবং পুনরুৎপত্তিং প্রতিপদ্যত ইতি শেষঃ।

(৮৬ পৃ) অথাকাময়েতি। সকামস্য সংসারোক্ত্যনন্তরং নিষ্কামস্য মুক্তি-প্রকরণার্থঃ অথশব্দঃ। আত্মকামত্বাৎ পূর্ণানন্দাত্মবিত্ত্বাৎ আপ্তকামঃ প্রাপ্ত-পরমানন্দঃ অতো নিষ্কামঃ অনভিব্যক্তান্তরবাসনাত্মককামশূন্যঃ তস্মাদকামঃ ব্যক্তবহিষ্কামরহিতঃ ঈদৃশঃ যঃ অকাময়মানঃ তস্যেত্যন্বয়ঃ।

(৯৫ পৃ) স ইতি। উচ্ছ্বয়তি বাহ্যবায়ুপূরণাৎ বর্দ্ধতে আধ্মায়তি আর্দ্র-ভেরীবৎ শব্দং করোতি।

(৮৯ পৃ) এবমেবেতি। যথা নদ্যঃ সমুদ্রং প্রাপ্য লীয়ন্তে এবমেব অস্য পরিতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দ্রষ্টুঃ ইমাঃ প্রাণশ্রদ্ধাদ্যাঃ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষে কল্পিতাঃ পুরুষমেব জ্ঞেয়ং প্রাপ্য লয়ং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অত্র মনঃপ্রাণয়োরেকীকরণেন কলানাং পঞ্চদশত্বং প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনং জ্ঞেয়ম্।

(৯০ পৃ) ভিদ্যেতে ইতি। নামরূপে শক্ত্যাত্মকে অপি ভিদ্যেতে।

(৯১ পৃ) তস্যেতি। স মুমূর্ষুঃ তেজোমাত্রা ইন্দ্রিয়াণি আদদান গৃহ্নন্। তস্য হৃদয়স্য অগ্রং নাড়ীমুখং প্রদ্যোততে জ্বলতি। জ্বলনঞ্চাত্র ভাবিফল-স্ফুরণরূপম্।

(১০২ পৃ) সূর্য্যেতি। বিরজা বিরজসঃ। নিষ্পাপা ইত্যর্থঃ।

(১২১ পৃ) তে তেষ্বিতি। পরাবতঃ দীর্ঘায়ুষঃ হিরণ্যগর্ভস্য পরা দীর্ঘাঃ সমাঃ বৎসরা অভিব্যাপ্য বসন্তি। কার্য্যব্রহ্মণঃ যা জিতিঃ সর্ব্বত্র জয়ঃ ব্যুষ্টিঃ ব্যাপ্তিঃ তাং ব্যশ্নুতে লভতে স উপাসকঃ।

(১২১ পৃ) যদেতি। পুরুষঃ উপাসকঃ যদা অস্মাৎ লোকাৎ দেহাৎ প্রতি নির্গচ্ছতি, তদা স বায়ুং আগচ্ছতি। তস্মৈ আগতায় প্রাপ্তায় বা পুরুষায় স বায়ুঃ তত্র স্বাত্মনি বিজিহীতে ছিদ্রং করোতি, তেন বায়ুদত্তেন ছিদ্রেণ রথচক্রছিদ্রতুল্যেন দ্বারেণ স ঊর্দ্ধং আদিত্যং গচ্ছতি।

(১৪১ পৃ) প্রজাপতেরিতি। প্রজাপতেঃ কার্য্যব্রহ্মণঃ। উপাসকঃ মরণকালে এতৎ স্মরতীতি ফলম্। যশোঽত্র ব্রহ্ম। তত্র ব্রহ্মলোকে বিদ্যাবিহীনৈঃ অপরাজেয়া অলভ্যা পূঃ অস্তি ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য। তেনৈব হি প্রভুণা বিমিতং নির্ম্মিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম তত্র অস্তি। তৎ প্রতিপদ্যতে ইতি শেষঃ।

ভাষ্যানুবাদস্থ দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ।

অ।

অবিবিক্ত—একীভূত, যাহার পার্থক্য বোধগম্য হয় না।

অখণ্ডৈকরস—যাহার খণ্ড অর্থাৎ অংশ নাই বা কোন প্রকার ভেদ নাই।

অসংহত—যাহা দুই বা ততোঽধিক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন নহে।

অনাবরণজ্ঞানতা—যাহার জ্ঞানশক্তি কিছুতেই আচ্ছন্ন হয় না।

অপ্রতিহতজ্ঞানতা—যাহার জ্ঞান কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা অবসন্ন হয় না।

অনুপ্রবেশ—সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ।

অত্যন্তবিলক্ষণ—একেবারে ভিন্নরূপ।

অত্যন্তবিবিক্ত—যার পর নাই পৃথক্, বিবেক জ্ঞানে সুনিশ্চিত।

অনুক্রান্ত—অনুক্রমবিশিষ্ট। যাহা ক্রমানুসারে কথিত হয়, তাহা।

অহন্তামাত্রপ্রভব—যাহা "আমি" ইত্যাকার মিথ্যা প্রত্যয় হইতে জন্মিয়াছে।

অনুভূয়মান—সর্ব্বদা অনুভবগোচরে বিদ্যমান।

অপিগত—বিলীন হওয়া। লয়প্রাপ্ত।

অপ্যয়—প্রলয় বা কার্য্যের কারণ দ্রব্যে প্রবেশ।

অবধারণভঙ্গ—যাহা স্থির বা নিশ্চয় করা হইয়াছে, তাহার অন্যথা।

অর্থপ্রত্যায়ন—বস্তু বুঝাইবার সামর্থ্য।

অক্ষরময়ী—শব্দমূর্ত্তি।

অধিপ্রজ্ঞ—প্রজ্ঞাধিকারের। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি।

অতিসান্নিধ্য—স্বল্পব্যবধান, অত্যন্ত নিকটে।

অনুশয়শূন্য—ভোগবিশিষ্ট, পাপপুণ্য অনুশয়, তদ্বর্জ্জিত।

অভিব্যঞ্জক—আছে কিন্তু ব্যক্ত নাই, যাহা তাদৃশ পদার্থ ব্যক্ত করে, তাহা।

অকৃতাভ্যাগম—না করিয়া ফল পাওয়া। যেমন গমন না করিয়া গ্রাম পাওয়া।

অতিদেশ—প্রতিনিধিবাক্য। যথা—যেমন করিয়া অমুক করা হয়, তেমনি করিয়া কর, ইত্যাদি।

অভিলাপ্য—স্পষ্ট করিয়া বলিবার যোগ্য। উল্লেখ্য।

অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা।

অপান্তরতম—এক জন ঋষি।

অনুবন্ধ—নিমিত্ত।

অধিকরণ—পঞ্চাঙ্গ বিচার। বিচার-যোগ্য বাক্য, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সিদ্ধান্ত, এই ৫ অঙ্গ।

অন্তর্নিহিত—মধ্যে অবস্থিত।

অনুপপত্তি—যুক্তিযুক্ত না হওয়া।

অনুভবাত্মক—বোধরূপ।

অকর্ত্তাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব—কর্ত্তা নহে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, তদ্দ্বিতীয় নাই, এতদ্রূপ ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব।

অধিকৃতাধিকার—যে যাহাতে অধিকারী, তাহার অধিকারভুক্ত।

অভিসম্ভূত—সেই সেই রূপে উৎপন্ন।

অবকল্প—যাহার কল্পনা করিতে হয় না। যাহা স্বীয় সামর্থ্যে প্রতীত হয়।

আগন্তুক রূপ—অস্বাভাবিক রূপ। কোন এক নূতন প্রকার হওয়া।

অবন্ধ্যসঙ্কল্প—যাহার মনের কল্পনা বা ইচ্ছা বৃথা হয় না।

অনারোপিতরূপ—ব্রহ্মরূপ। যাহা ঠিক্, সত্য, তাহা।

অনুবৃত্ত—পূর্ব্বোক্তের প্রাপ্তি বা আকর্ষণ। পূর্ব্বের কথা আনিয়া পরোক্ত কথায় যোগ করা।

অকর্ত্তাদ্বয়—কর্ত্তৃত্ব ও দ্বৈত এতদুভয়বর্জ্জিত।

অনভ্যুপগম—অস্বীকার।

অশাস্য—উপদেশের বা শাসনের অনধীন বা অযোগ্য।

অর্চ্চিঃ—সূর্য্যরশ্মি।

অর্চ্চিরাদিমার্গে—জ্ঞানীর গন্তব্য দেবযান নামক পথে।

অতিবহনীয়—যে পথে বাহককর্ত্তৃক নীত হয়। বহনকারী যাহাকে বহন করে।

অমানব পুরুষ—ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষ।

অর্চ্চিরাদি পর্ব্ব—অর্চ্চিঃ (সূর্য্যকিরণ), দিন, ইত্যাদি প্রকার বিভাগ—যাহা ব্রহ্মলোক গমনের শাস্ত্রোক্ত পথের অংশবিশেষ, তাহা।

অমৃতবর্ষী—মোক্ষ বা পরম সুখপ্রদাতা।

আ

আবিদ্যক—অবিদ্যাকল্পিত।

আনন্তর্য্য—অব্যবহিতপরে।

আত্মসদ্ভাব—আপনার অস্তিত্ব।

আপাতজ্ঞান—বিচারের পূর্ব্বে যে চিরাভ্যস্ত জ্ঞান থাকে, তাহা।

আপাদ্যের—যাহা আপত্তির বিষয়, তাহার।

আধ্বর্য্যব—অধ্বর্য্যুর কার্য্য। হোম করা।

আরম্ভণ-আদিযুক্তিতে———উৎপাদনাদি যুক্তিতে। ঘট, এটী কথামাত্র, মৃত্তিকাই সত্য, এতৎ প্রণালীর শাস্ত্রোক্ত যুক্তিতে।

আবৃত্ত লোক—অধোলোক। পাতালনামক স্থান।

আমুষ্মিক—পারলৌকিক।

আতিবাত্রিক—বাহক। বহনকার্য্যকারী।

আতিবাহিকত্ব—বহনকারিত্ব।

আন্ধ্য—অন্ধতা। দৃক্‌শক্তিরাহিত্য।

আত্মব্যতিরিক্ত—যাহা আত্মা নহে যাহা অনাত্মা, তাহা।

ঈ

ঈক্ষিতা—আলোচনাকারী।

উ

উপাস্তিকর্ম্ম—উপাসনা।

উপধান—উপাধিনির্দ্দিষ্ট।

উপমর্দ্দন—নষ্ট হওয়া।

উদ্গীথ—সামগানের অংশ। প্রণব, প্রণবে ব্রহ্মোপাসনা।

এ

একভবিকত্ব—মরণকালে পূর্ব্বোপার্জ্জিত নানাকর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ একত্রিত ও ফলদানোন্মুখ হইয়া যে কোন এক জন্মের অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির কারণভাব ধারণ করে, তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম।

ঔ

ঔদর্য্য—উদরবর্ত্তী। দেহস্থ পাচকাগ্নি।

ক

কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ—কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত।

কৃতনির্ব্বাচন নাম—যে নামের ব্যুৎপত্তি বলা হয়, তাহা।

কৌক্ষেয়—উদরবর্ত্তী তেজ। পাচকাগ্নি।

কপ্ত রথরূপ শরীর—শরীরটা রথ, এইরূপ বর্ণনা থাকা।

কারীরী—এক প্রকার যজ্ঞ। ইহা বৃষ্টি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কপূয়াচরণ—পাপাচার।

কৃতপ্রণাশ—করিলাম অথচ ফলভোগ হইল না, এই দোষ।

কূটনির্ব্বিকার—কূটের ন্যায় বিকারশূন্য। কূট—কামার দিগের "নেই", যাহার উপর লোহা পিটে, তাহা। লোহাই বাড়ে, নেই যেমন তেমনি থাকে। তাহার কিছুই হয় না।

ক্রমবৎ—অমুকের পর অমুক, এতদ্রূপ পরিপাটীযুক্ত।

ক্রমমুক্তি—অগ্রে সূর্য্যলোকে গমন, তৎপরে ব্রহ্মলোকে গমন বা জন্ম, পরে তৎস্থানের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান, তৎপরে মুক্তি।

ক্রমপরিপাটী—যেরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা।

কর্ত্তৃভোক্তৃ—ক্রিয়ার কর্ত্তা ও তাহার ফলভোগ। করা ও ফলভোগ করা।

কালুষ্য—মলিনতা।

গ

গোলক—ইন্দ্রিয়দিগের থাকিবার স্থান। ইন্দ্রিয়াধার। চক্ষুঃ প্রভৃতি।

গেরু—গাঁইট, হস্ত-পদাদির গ্রন্থি।

গুণোপসংহার—নানাস্থানোক্ত নানাগুণ বা বিশেষণ একত্র সংগ্রহ করিয়া একই বিশেষ্যে (বস্তুতে) ন্যস্ত করা।

গুণপরিচ্ছিন্ন—গুণের দ্বারা পরিচ্ছেদ অর্থাৎ অল্পভাবপ্রাপ্ত। গুণপরিমিত।

চ

চিরস্থেমা—চিরকালস্থায়ী। দীর্ঘকাল স্থায়ী।

চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম—চার ভাগের এক ভাগ পাদ। যাহা তাদৃশ চার পাদে কল্পিত হইয়াছে, তাহা।

চয়ন—যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা। যজ্ঞাগ্নি স্থাপন।

চৈতন্যঘন—কেবল চৈতন্য। নিবিড় চৈতন্য।

চলৎ—গতিশীল, সচল।

ছ

ছত্রিন্যায়—ছত্রধারীর দৃষ্টান্ত। যেমন ২।৩ জনের মধ্যে এক জনের ছত্র থাকিলে, তাহাদিগকে দেখাইয়া বলে, ছাতাওয়ালারা, তেমনি।

জ

জাড্যবিপরীত—জড়ের উল্টা, চিৎ।

জীবঘন—সমষ্টিজীব। হিরণ্যগর্ভ।

ত

তাত্ত্বিক—যাহা যথার্থ, তাহা। মিথ্যার বিপরীত।

তত্তাদাত্ম্য—তাহার স্বারূপ্য।

তদাত্মক—তৎস্বরূপ, তৎসমান।

তত্ত্ববুভুৎসু—যে ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, সে।

তত্ত্বমসিবাক্য—ব্রহ্মের ও জীবের অভেদ-প্রতিপাদক মহাবাক্য।

দ

দেহাদিসংঘাত—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এই গুলি একীভূত বা একত্র মিলিত হওয়া।

দ্বারীভূত—দ্বারস্বরূপ। যেমন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মের মোক্ষকারণতা।

ধ

ধ্যেয়াকারা—অর্থাৎ চিন্তনীয় পদার্থের আকার প্রাপ্ত। যাহা ধ্যান করা যায়, মন তাহারই আকার ধারণ করে।

ন

নিষেধচোদনাবোধ্য—ন-ঘটিত নিষেধ বাক্যে যাহা বুঝা যায়, তাহা।

নিত্যনৈমিত্তিক—যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহা এবং যাহা স্থির আছে, তাহা। যাহা কোন এক উপলক্ষ্য বিশেষ অবলম্বনে করিতে হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যেমন পুত্রেষ্টিযাগ ও জাতকর্ম্ম। এই দুই কর্ম্ম পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে করা হইয়া থাকে।

নেত্রপ্রতীকে—চক্ষু যাহার অবলম্বন, তাহা।

নাড়ীরশ্মি—ব্রহ্মরন্ধ্র ও সূর্য্যকিরণ।

নৈর্ঘৃণ্য—নির্দ্দয়তা।

প

প্রমেয়—যাহা সত্য জ্ঞানে ভাসে, তাহা।

প্রমাতৃত্ব—জীবভাব। যে প্রমাণ দ্বারা এ সকল জানিতেছে তাহার ধর্ম্ম।

প্রবিভাগ—এক একটি ভাগ। অংশ।

পরাবর—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য—প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রিয়াদি অবয়ব—প্রিয়, মোদ, আমোদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আনন্দ

ব্রহ্মের মস্তকাদি অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ, প্রাণপর—যাহা প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ' তাহার বোধক। তাহারই শ্বাস-প্রশ্বাসাদি পাঁচ প্রকার কার্য্য।

পঞ্চবৃত্তিক—যাহার বৃত্তি বা কার্য্য পাঁচ প্রকার, তাহা।

প্রাণকার্য্য—শ্বাস, প্রশ্বাস।

প্রকৃতহান—যাহা বলিতে প্রবৃত্ত, তাহার পরিত্যাগ হওয়া।

প্রসঞ্জিত—প্রাপিত।

প্রদেশবিশেষ—সেই সেই অংশ। অবয়ব বিশেষ।

পরিস্পন্দনাত্মক—চলনরূপ। গতি।

পরভবিক—জন্মান্তরীয়।

প্রপঞ্চিত—বিস্তারিত।

প্রত্যবসর্পণ—বাহির হইয়া যাওয়া। বিসৃত হওয়া।

পররূপাপত্তি—নিজরূপ ত্যাগ ও অপরের রূপ পাওয়া।

প্রচ্যুতি—ত্যাগ হওয়া।

প্রবর্গ্য—বেদের একটী কাণ্ড।

পর্য্যুদাস—ন-শব্দের অর্থ। পুণ্য ও পাপ দুয়ের কিছুই হয় না, এরূপ অর্থ।

প্রত্যয়াবৃত্তি—ধ্যানপ্রবাহ।

প্রত্যয়ত্বসামান্য—প্রত্যয়=জ্ঞান, তাহার সামান্য অর্থাৎ সমানতা। ইহাও জ্ঞান, তাহাও জ্ঞান, সুতরাং সমান, এই ভাব।

প্রবুদ্ধ—তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত।

প্রত্যগাত্মা—প্রতিশরীরস্থ আত্মা, জীব।

পাপবত্ত্ব—পাপ থাকা।

প্রক্ষীণ—ক্ষয়প্রাপ্ত।

প্রপদ্যে—প্রাপ্ত হই।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দিব ও পর্জ্জন্য (মেঘ) প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিভাব আরোপিত করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে, তাহা।

পর্য্যঙ্কবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। ইহাও ছান্দোগ্যে কথিত আছে।

ব

বিদিক্রিয়া—বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান=মানসী ক্রিয়া।

ব্যপদিষ্ট—যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা।

বিদেহমুক্তি—দেহত্যাগের পর নির্ব্বাণ মুক্তি।

বাচিতা—অর্থবোধক ভাব।

ব্যাহতি—ব্যাঘাতনামক দোষ।

বাক্যশেষ—প্রস্তাবের শেষ কথা। উপসংহার বাক্য।

বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু—বিশ্বের উপরে। সমুদয়ের উপরে।

বীপ্সা—প্রত্যেককে বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিরুক্তি। দুই বার বলা। যেমন প্রতিদিন বুঝাইবার নিমিত্ত দিন দিন, এই রূপ বলা যায়।

বাক্‌সন্দর্ভ—বাক্যের পরিপাটী।